Hitesranjan Sanyal Memorial Collection
Centre for Studies in Social Sciences, Calcutta

Record No.	CSS 2000/108	Place of Publication:	Calcutta
		Year:	1775 sakabda (1853)
		Language	Bangla
Collection:	Indranath Majumder	Publisher:	Sangbad Purnachandrodaya Press.
Author/ Editor:	Udaychandra Adhya (tr.) Edward Fauster (compiled by)	Size:	12x19cms.
		Condition:	Brittle
Title:	Arobyopokhyan: Arab Desiya Adbhut Galpasangraha.	Remarks:	Translated from the English translation of Arabian Night tales by Edward Fauster in Bangla by the translator (introduced himself as "editor of the *Sangbad Purnachandrodaya*" with assistance of Muktaram Bidyabagish.

আরবীয়োপাখ্যান।

আরব দেশীয়

অদ্ভুত গল্প সমূহ

শ্রীযুত পাদ্রি এড্‌বার্ড ফন্টর সাহেবের সংগৃহীত

ইংরাজী ভাষার পুস্তক হইতে

শ্রীযুক্ত মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ

সাহায্যে

সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় সম্পাদক

কর্ত্তৃক

গৌড়ীয় সাধু ভাষায় অনুবাদিত।

প্রথম খণ্ড।

কলিকাতা।

সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় যন্ত্রে মুদ্রিত।

শকাব্দা ১৭৭৫।

শ্রীরাজকৃষ্ণ ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

অনুক্রমণিকা।

আরবীক ভাষার প্রসিদ্ধ আলেফ লয়লা নামক পুস্তকের উপন্যাস সকল অলৌকিক বর্ণনা ও বিচিত্র রস ভাবে পরিপূর্ণ বলিয়া সর্ব্ব দেশীয় বিদ্বজ্জনগণই নির্ব্বাচন পূর্ব্বক স্ব২ দেশীয় ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন। ইংরাজী ভাষায় ঐ পুস্তক কএক প্রকারে সংগৃহীত হইয়াছে, কোন মহাশয় উক্ত পুস্তকের অল্প সংখ্যক উপন্যাসের চামৎকার্য্যেই পরিতৃপ্ত হইয়া তাবন্মাত্র সংগ্রহ করিয়াছেন, কেহ বা অধিক সংখ্যক উপন্যাসের রসভাবগ্রহে রসিক হইয়া আগ্রহাতিশয় প্রকাশ পুরঃসর তৎসমুদায় সংকলন করত গ্রন্থ নিবদ্ধ করিয়াছেন, ফলতঃ আলেফ লয়লার একাধিক সহস্র উপাখ্যান যদিও সমুদায়ই অদ্ভুত বর্ণন ও চমৎকার রস ভাবে অলঙ্কৃত না হইতে পারে, কেননা সহস্র মধ্যে অবশ্য কিয়দংশ সামান্য হইবার সম্ভব, তথাচ উক্ত পুস্তকের অধিকাংশ উপন্যাস যে অতিশয় মনোহর ও নানাবিধ বিচিত্র ভাবে পরিপূর্ণ ইহাতে সন্দেহ মাত্র হয় না, এই নিমিত্ত ইংরাজী ভাষায় উপন্যাস পাঠক মহাশয়েরা বহুল উপন্যাসে পূর্ণ আরেবিয়ান নাইটের প্রতিই যথেষ্ট সমাদর করিয়া থাকেন ও তৎপাঠেই কৃতাদর হন।

আলেফ লয়লার উপন্যাস সকল অন্যান্য দেশীয় ভাষায় অনুবাদ হইতে দেখিয়া তাহার গুণে সমাকৃষ্ট হওত অস্মদ্দেশীয় অনেক বিদ্যোৎসাহি মহোদয় স্বদেশীয় ভাষায় অনুবাদ পূর্ব্বক পুস্তক সঙ্কলনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কেহ কতিপয় গল্প বাঙ্গলা ভাষায় অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করেন, কেহবা ক্রমাগত সমুদায় অনুবাদ করিবার সঙ্কল্প করিয়া একখানি মাত্র পুস্তক প্রচার করত বিরত হয়েন, কোন মহাত্মা বা অপেক্ষাকৃত অনল্প গল্প সংগ্রহ করিয়াছেন, কিন্তু যদিও উক্ত সমুদায় গ্রন্থকার মহাশয় একেবারে নির্ব্বাচিত উপন্যাস সংগ্রহের বাসনায় সমুৎসুক হইয়া ইংরাজী পুস্তক অবলম্বন পূর্ব্বক অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তথাপি যে পুস্তকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক গল্প নির্ব্বাচিতানন্তর সংগৃহীত হইয়াছে কেহই তাহা অবলম্বন করেন নাই,

শ্রীরাজকৃষ্ণ ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

অনুক্রমণিকা।

আরবীক ভাষার প্রসিদ্ধ আলেফ লয়লা নামক পুস্তকের উপন্যাস সকল অলৌকিক বর্ণনা ও বিচিত্র রস ভাবে পরিপূর্ণ বলিয়া সর্ব্ব দেশীয় বিদ্বজ্জনগণই নির্ব্বাচন পূর্ব্বক স্ব২ দেশীয় ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন। ইংরাজী ভাষায় ঐ পুস্তক কএক প্রকারে সংগৃহীত হইয়াছে, কোন মহাশয় উক্ত পুস্তকের অল্প সংখ্যক উপন্যাসের চামৎকার্য্যেই পরিতৃপ্ত হইয়া তাবন্মাত্র সংগ্রহ করিয়াছেন, কেহ বা অধিক সংখ্যক উপন্যাসের রসভাবগ্রহে রসিক হইয়া আগ্রহাতিশয় প্রকাশ পুরঃসর তৎসমুদায় সংকলন করত গ্রন্থ নিবন্ধ করিয়াছেন, ফলতঃ আলেফ লয়লার একাধিক সহস্র উপাখ্যান যদিও সমুদায়ই অদ্ভুত বর্ণন ও চমৎকার রস ভাবে অলঙ্কৃত না হইতে পারে, কেননা সহস্র মধ্যে অবশ্য কিয়দংশ সামান্য হইবার সম্ভব, তথাচ উক্ত পুস্তকের অধিকাংশ উপন্যাস যে অতিশয় মনোহর ও নানাবিধ বিচিত্র ভাবে পরিপূর্ণ ইহাতে সন্দেহ মাত্র হয় না, এই নিমিত্ত ইংরাজী ভাষায় উপন্যাস পাঠক মহাশয়েরা বহুল উপন্যাসে পূর্ণ আরেবিয়ান নাইটের প্রতিই যথেষ্ট সমাদর করিয়া থাকেন ও তৎপাঠেই কৃতাদর হন।

আলেফ লয়লার উপন্যাস সকল অন্যান্য দেশীয় ভাষায় অনুবাদ হইতে দেখিয়া তাহার গুণে সমাকৃষ্ট হওত অস্মদ্দেশীয় অনেক বিদ্যোৎসাহি মহোদয় স্বদেশীয় ভাষায় অনুবাদ পূর্ব্বক পুস্তক সঙ্কলনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কেহ কতিপয় গল্প বাঙ্গলা ভাষায় অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করেন, কেহবা ক্রমাগত সমুদায় অনুবাদ করিবার সঙ্কল্প করিয়া একখানি মাত্র পুস্তক প্রচার করত বিরত হয়েন, কোন মহাত্মা বা অপেক্ষাকৃত অনল্প গল্প সংগ্রহ করিয়াছেন, কিন্তু যদিও উক্ত সমুদায় গ্রন্থকার মহাশয় একেবারে নির্ব্বাচিত উপন্যাস সংগ্রহের বাসনায় সমুৎসুক হইয়া ইংরাজী পুস্তক অবলম্বন পূর্ব্বক অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তথাপি যে পুস্তকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক গল্প নির্ব্বাচিতানন্তর সংগৃহীত হইয়াছে কেহই তাহা অবলম্বন করেন নাই,

সুতরাং প্রসিদ্ধ আলেফ লয়লার ভূরিং উপন্যাসের অদ্ভুত রস-ভাবের বিষয়ে যাঁহাদের পরিজ্ঞান আছে তাঁহারা ঐ সকল পুস্তক পাঠে স্বং চিত্তকে সর্ব্বতোভাবে পরিতৃপ্ত করিতে পারেন না; অপর ঐ সকলের পুস্তক মধ্যে পরস্পর রচনাগত তারতম্য থাকাতে যাঁহারা ইদানীন্তন সময়ের পরিশুদ্ধ বাঙ্গালা ভাষার অনুশীলনে অনুরাগী তাঁহাদের পক্ষে তত্তৎ পুস্তক একত্র সংকলন পূর্ব্বক পাঠেও প্রবৃত্তির সম্ভাবনা বিরহ, অতএব আমরা পাদ্রি এড্‌বার্ড ফষ্টর সাহেবের অনুবাদিত ও শ্রীযুত জি ময়র বসি সাহেবের দ্বারা শোধিত আরেবিয়ান নাইট নামক পুস্তকে সর্ব্বাপেক্ষা বহুল সংখ্যক উপন্যাস নিবদ্ধ দেখিয়া গৌড়ীয় সাধুভাষায় তাহা অনুবাদ পূর্ব্বক আরবীয়োপাখ্যান নামক পুস্তক প্রকাশে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

সমুদায় পুস্তক একেবারে প্রকাশ করা বহুকাল ও বহুব্যয় সাধ্য, কেননা যে পুস্তক অবলম্বন পূর্ব্বক অনুবাদ করণে প্রবৃত্ত হওয়া গেল তাহার পৃষ্ঠ পরিমাণ প্রায় পাঁচ শত, ভাষান্তর করিতে অবশ্য তদপেক্ষা অধিক হইবার সম্ভাবনা, অতএব খণ্ডং করিয়া প্রকাশ করণ সঙ্কল্প করিয়া সংপ্রতি এই প্রথম খণ্ড প্রকাশ করা গেল। পাঠক মহাশয়েরা যদিস্যাৎ এতৎপাঠে অনুরাগ প্রকাশ করেন তাহা হইলে যত কালে পুস্তক সম্পূর্ণ হইবে অনুমান করা গিয়াছে তদপেক্ষা স্বল্প সময়ের মধ্যে সমুদয় পুস্তক দেখিতে পাইবেন ইতি।

নির্ঘণ্ট।

	পৃষ্ঠাঙ্ক।
আরব দেশের উপাখ্যান	১
গর্দ্দভ, বলীবর্দ্দ ও কৃষকের কথা	২৬
বণিক্ ও দৈত্যের কথা	৪১
প্রথম বৃদ্ধ ও হরিণীর কথা	৫১
দ্বিতীয় বৃদ্ধ ও দুই কৃষ্ণবর্ণ কুক্কুরের কথা	৫৮
ধীবর ও দৈত্যের কথা	৬৭
গ্রীকদেশের রাজা ও দোবান চিকিৎসকের কথা	৭৬
এক মনুষ্য ও শুকপক্ষির কথা	৮১
দণ্ডিত মন্ত্রির উপাখ্যান	৮৫
কৃষ্ণ উপদ্বীপের যুবরাজের কথা	১০৯
এক বাহক, তিন উদাসীন রাজপুত্র ও বোগ্‌দাদস্থ রমণীত্রয়ের গল্প	১২৮
প্রথম উদাসীন রাজপুত্রের গল্প	১৫৮
দ্বিতীয় উদাসীন রাজপুত্রের গল্প	১৭২
পরশ্রী কাতর ও তাহার দ্বেষ্য ব্যক্তির কথা	১৯১
তৃতীয় উদাসীনের ইতিহাস	২১৬
জোবেদীর বাক্যাবশেষ	২৫৫
জোবেদীর বিবরণ	২৬০
আমিনীর কথা	২৭৭

আরবীয়োপাখ্যান।

পূর্ব্বকালে পারস্য দেশের শসেনিয়ান উপাধিধারি যে সমস্ত অধিকারী মহাদ্বীপ উপদ্বীপ এবং ভারতবর্ষের মধ্যস্থ ভাগীরথীর সীমান্তর্বর্ত্তি ভূরিং জনপদ অধিকার পুরঃসর প্রায় চীনদেশ পর্য্যন্ত আপনাদের সাম্রাজ্য বিস্তার করেন তাঁহাদিগের মধ্যে এক ব্যক্তি দৈবী শক্তি সম্পন্ন এবং দিবাকরের তুল্য দুর্বিসহ্য দোর্দণ্ড প্রতাপ ছিলেন। তাঁহার শৌর্য্য বীর্য্য ও সুশিক্ষিত চতুরঙ্গিণী সেনা নিকরের সুখ্যাতি রবে রাজ্যের চতুষ্পার্শ্বস্থ ভূপালাবলি স্বতঃ প্রতিপক্ষতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক করপ্রদ হইয়াও সতত সশঙ্ক থাকিত। পরন্তু তাঁহার নীতিজ্ঞতা ও পরিণাম দর্শিতা সহকৃত সুশাসন ও সদ্বিচারে অধিকারস্থ সমস্ত জন সর্ব্বদা সন্তুষ্ট মনে কালযাপন করিত। এই নৃপতির দুই পুত্র জন্মে, জেষ্ঠের নাম শহরিয়ার, তিনি তাতের তুল্য সর্ব্বগুণ ভূষিত ছিলেন, এবং কনিষ্ঠ শহজিনান নামা, তাঁহারও প্রায় তত্তুল্য প্রশংসনীয় গুণগ্রাম ছিল।

উক্ত মহীপতি বাহুবলে অখিল বৈরিদলের পরাভব করিয়া অকণ্টকে বহু কাল রাজ্য শাসনানন্তর কালবশতঃ পরমায়ুঃশেষে তনুত্যাগ পুরঃসর লীলা সম্বরণ করিলে রাজকৃত ব্যবস্থানুসারে তাঁহার জ্যায়ান্ তনয় শহরিয়ার রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া সিংহাসনাধিরূঢ় হইলেন। কনিষ্ঠ রাজকীয় ব্যাপারে কোন ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন না, সামান্য

প্রজার ন্যায় রাজার পরতন্ত্র হইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। কিন্তু জ্যেষ্ঠের উচ্চ পদ ও ঐশ্বর্য্য বিলোকনে তাঁহার মনে ঈর্ষা বা অসন্তোষের সঞ্চার হইল না, বরঞ্চ অগ্রজের মনোরঞ্জনার্থ নিরন্তর সানন্দ চিত্তে উপায়ান্বেষণে রত হইলেন, তাহাতে তাঁহার পক্ষে শ্রেয়ও হইল, কেননা শহরিয়ার কনীয়ানের প্রতি সর্ব্বপ্রকারে স্নেহ প্রদর্শন করিতে লাগিলেন, এবং অনুজের প্রগাঢ় ভক্তি দেখিয়া মনোমধ্যে বিবেচনা করিলেন আমার অবরজ অতি সুশীল ও সৎপাত্র, ইহাকে আমার ন্যায় ক্ষমতাপন্ন ও ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন করা উচিত। অতএব তাঁহাকে মহাতাতার রাজ্য প্রদান পূর্ব্বক তথাকার অধীশ্বর করিলেন, তাহাতে শহজিনান অগ্রজের মতানুসারে অবিলম্বে উক্ত দেশে যাত্রা করিয়া সেখানকার রাজকীয় শক্তি গ্রহণ পুরঃসর তত্রস্থ প্রধান নগর সমরকন্দে গিয়া বসতি করিলেন।

দুই সহোদর ভিন্ন২ দেশে স্থিত হইলে দশ বৎসর পরে শহরিয়ার আপন অবরজের সহিত সাক্ষাৎ করণার্থ ঔৎসুক্যান্বিত হইলেন এবং তন্নিমিত্ত দূত প্রেরণ পূর্ব্বক তাঁহাকে স্বদেশে আনয়নের মানস হইল। অতএব তূর্ণ মনোরথ পূর্ণ করণাশয়ে প্রধান মন্ত্রিকে বার্ত্তাবহের উপযুক্ত পাত্র বিবেচনা করিয়া বহু পারিষদ সমভিব্যাহারে দিয়া মহা সমারোহ পূর্ব্বক তাতার রাজ্যে অনুজের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। সচিব দৌত্য কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া কিয়দ্দিন মধ্যে সমরকন্দের সন্নিকট উপস্থিত হইলেন। শহজিনানের বার্ত্তাবহেরা তদ্বার্ত্তা অবগত হইয়া আপন প্রভু সন্নিধানে নিবেদন করিল, তাহাতে তিনি সুসজ্জিত হইয়া স্বীয় সভাসদ্গণ সঙ্গে ভ্রাতৃ মন্ত্রির অভ্যর্থনার্থ মহা সমারোহে বহির্ভূত হইলেন, এবং জ্যেষ্ঠের অমাত্য সহ সাক্ষাৎ হইবামাত্র পরম আহ্লাদে সম্ভাষণ পূর্ব্বক কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। মন্ত্রী সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন পুরঃসর আপন আগমনের কারণ নিবেদন করিলেন। শহজিনান তদ্দ্বারা অগ্রজের পূর্ব্বকার অপূর্ব্ব

অনুগ্রহ স্মরণ করিয়া আনন্দ গদ্গদ স্বরে সচিবকে সম্বোধন করত কহিতে লাগিলেন।

হে মন্ত্রিবর, মহারাজ আমাকে সমীপে আহ্বান করাতে আমার কিপর্য্যন্ত হর্ষোদয় হইল এক বদনে বর্ণন করিয়া ব্যক্ত করিতে অসমর্থ হইতেছি। অধিরাজ আমাকে দেখিবার নিমিত্ত যাদৃশী বাসনা প্রকাশ করিয়াছেন আমিও তদ্রূপ অভিলাষ বহুকালাবধি করিতেছিলাম, তাঁহা হইতে পার্থক্য হইলেও তাঁহার প্রতি আমার প্রীতি ও ভক্তির কিঞ্চিন্মাত্র লাঘব হয় নাই, অতএব আমি তোমার সঙ্গেই গমন করিব। সংপ্রতি মদীয় রাজ্য নিরুপদ্রবে আছে, তাহার ভাবনা ভাবিতে হইবেক না, তুমি দশ দিবস মাত্র অপেক্ষা কর তন্মধ্যেই গমনের আয়োজন করিয়া যাত্রা করিব। এই কতিপয় মাত্র দিবসের নিমিত্ত তোমার আর মদীয় রাজধানীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার আবশ্যক নাই, নগরীর বহির্ভাগেই শিবির স্থাপন পূর্ব্বক অবস্থিতি কর, তোমার এবং তোমার পারিষদবর্গের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যার্থ যে২ দ্রব্য সামগ্রীর প্রয়োজন হয় রাজসভায় যাইয়া সমুদয় প্রেরণ করিতেছি। শহজিনান অগ্রজের অমাত্য সহ এই রূপ কথোপকথন করিয়া স্বভবনাভিমুখে প্রত্যাগমন করিলেন এবং তিনি রাজসদনে আসিয়া উপস্থিত না হইতে২ তাঁহার আদেশে বিবিধ আহারীয় সামগ্রী ও মহামূল্য উপহার মন্ত্রির সম্মুখে আনীত হইল।

অনন্তর শহজিনান গমনের আয়োজন ও আবশ্যক কর্ম্ম সকল ত্বরায় সম্পাদন পূর্ব্বক আপনার অনুপস্থিতি কালে রাজকার্য্য নির্ব্বাহের নিমিত্ত কতিপয় ব্যক্তিকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়া তন্মধ্যে কর্ম্মদক্ষ বিশ্বস্ত অথচ সচ্চরিত্র এক পাত্রকে সর্ব্বাধ্যক্ষ করিলেন। তাঁহার এই সকল ব্যাপার সম্পন্ন করিতে উক্ত নিয়মিত কাল গত ও সর্ব্বপ্রকার আয়োজন সম্পূর্ণ হইল, অতএব স্বীয় প্রেয়সী মহিষীর সহিত সম্ভাষণ পূর্ব্বক তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া পারিষদগণ সমভিব্যা-

হারে সায়ংকালে রাজধানী সমরকন্দ হইতে যাত্রা করিয়া সহোদরের মন্ত্রির শিবির সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন, এবং তাঁহার তাম্বুর অনতিদূরে অপর যে শিবির প্রস্তুত হইয়াছিল তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রায় অর্দ্ধরাত্রি পর্য্যন্ত সেই আমাত্যের সহিত কথোপকথন করিলেন। পরে মন্ত্রিকে শয্যাপরিগ্রহার্থ বিদায় দিয়া আপনি শয়নের উদ্যোগ করেন ইতিমধ্যে প্রিয়তমার প্রণয় মনোমধ্যে উদয় হওয়াতে তাঁহাকে আর একবার আলিঙ্গন করণের আকাঙ্ক্ষা জন্মিল, অতএব সকলে পরিসুপ্ত হইলে সংগোপনে সেই সময়েই একাকী রাজধানী প্রত্যাগমন পূর্ব্বক প্রেয়সীর শয়ন মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু রাণী পূর্ব্বাবধি পরাসক্তা ছিলেন, রাজা কিয়ৎ কালের নিমিত্ত রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া যাত্রা করিলেন, সহসা তাঁহার প্রত্যাগমন সম্ভাবনা নাই এই বোধ করিয়া সেই বিভাবরীভাগেই রাজবাটীর এক জন সামান্য কর্ম্মচারিকে লইয়া তাহার সহিত এক শয্যায় শয়ানা ছিলেন।

শহজিনান বনিতার কপট প্রণয়ে প্রতারিত হইয়া মনে করিতেন আমার প্রিয়তমা পতিপ্রাণা, অতএব এই আশা করিয়া মন্দিরে আসিতেছিলেন মহিষী হঠাৎ আমাকে প্রত্যাগত দেখিয়া চমৎকৃতা ও উল্লাস সাগরে মগ্না হইবেন, কিন্তু শয়নালয়ের আলোক দ্বারা যখন স্বচক্ষে নিরীক্ষণ করিলেন রাজ্ঞী অপর এক পুরুষকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া অচেতনে নিদ্রা যাইতেছেন তখন সাতিশয় বিস্ময়ান্বিত হইয়া প্রথমতঃ কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিলেন। তদনন্তর আপনা আপনি বিবেচনা করিতে লাগিলেন আমার তো দৃষ্টি বিভ্রম হইবে না, পরম ভক্তিমতী প্রেয়সী কি ঈদৃক্ কদাচরণ রতা! কিন্তু বিশেষ পর্য্যবেক্ষণে যখন সংশয় দূর হইল তখন আপনাকে ধিক্কার দিয়া আক্ষেপ পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন হায় আমি এই অপবিত্র দুশ্চরিত্রাকে পতিব্রতা জানিয়া ইহার প্রতি স্নেহবান ছিলাম, আমার প্রতি ইহার প্রণয় মাত্র নাই,

আমি এই মুহূর্ত্ত রাজ্য হইতে বহির্গমন করিয়াছিলাম, এখনও সমরকন্দের সীমার বহির্ভূত হই নাই, ইতিমধ্যেই এ দুর্বিনীতা আপন নায়ক লইয়া আমার শয়নে সুখভোগে আসক্তা হইয়াছে, যাহা হউক, আমার মহিমা শশাঙ্কে কলঙ্ক স্পর্শিয়াছে বটে, কিন্তু এই দুরাত্মা দুইটাকে প্রতিফল প্রদান না করিয়া নিবৃত্ত হইব না। পরে তাহাদের প্রতি আরক্ত নয়ন নিপাত পুরঃসর কহিলেন অরে পাপীয়ান ও পাপীয়সী, আমি রাজাধিরাজ, রাজ্য মধ্যে অন্যের আলয়ে দুষ্কর্ম্ম হইলে তাহার দণ্ড বিধান করিয়া থাকি, আমার গৃহে এরূপ অত্যাচার! তোদের দুষ্ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়ার্থ এখনি প্রাণ সংহার করিতেছি। এই বলিয়া ক্রোধে তরবারি নিষ্কাসন পুরঃসর পল্যঙ্কের নিকটস্থ হইয়া একাঘাতেই দুই জনকে চতুঃখণ্ড করিয়া মহা নিদ্রাগ্রস্ত করিলেন। পরে সেই দুইটা শব একে২ উত্তোলন করিয়া গবাক্ষ দ্বার দিয়া অট্টালিকার পার্শ্বস্থ জলপ্রণালীতে ফেলিয়া দিলেন।

শহজিনান এই রূপে প্রদীপ্ত কোপের শান্তি করিয়া নগর হইতে বহির্গমন পূর্ব্বক স্বীয় শিবিরে পুনর্গমন করিলেন, কিন্তু তথায় উপস্থিত হইয়া উক্ত ঘটনার বিষয় কাহার নিকট কিছু মাত্র ব্যক্ত করিলেন না। অনন্তর রজনী প্রভাতা হইলে শিবির উত্তোলন পূর্ব্বক যাত্রার আদেশ করিলেন তাহাতে তৎক্ষণাৎ সকলে প্রস্তুত হইল, এবং অরুণোদয়ের প্রাক্কালে তুরী ভেরী প্রভৃতি বিবিধ বাদ্য যন্ত্রাদির নিনাদ পুরঃসর গমনারম্ভ করিল। সকলেই সানন্দ মনে যাইতে লাগিল, কেবল শহজিনান স্বান্ত মধ্যে নিতান্ত উদ্বিগ্ন থাকিলেন, রাণীর বিশ্বাস ঘাতিতা ব্যাপার স্মরণ পথে উদিত হইয়া তাঁহাকে যৎপরোনাস্তি ক্ষুব্ধ ও ঔদাস্যান্বিত করিয়াছিল।

সে যাহা হউক, শহজিনান ক্রমে নানা দেশ পরিক্রম করিয়া অগ্রজের রাজ্য সমীপস্থ হইয়া দেখিলেন জ্যেষ্ঠ আগমন বার্ত্তা প্রাপ্ত হইয়া সভাসদ্ সমভিব্যাহারে অভ্যর্থ-

নার্থ প্রত্যুদ্গমন করিতেছেন। অনন্তর তিনি আসিয়া নিকটবর্ত্তী হইলে তাঁহাদের চারি চক্ষু একত্র হইল, তাহাতে উভয়ের অন্তঃকরণে সোদরস্নেহের উদয় হওয়াতে পরস্পর সাতিশয় উল্লাসিত হইলেন, দুই জনে অশ্ব হইতে অবতরণ পুরঃসর অন্যোন্যে আলিঙ্গন করিয়া ক্ষেম কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন এবং পুলকিত কলেবরে পুনশ্চ তুরঙ্গারোহণ করিয়া নগর প্রবেশ করিলেন। দর্শকগণ দুই সহোদরের পরস্পর এবম্প্রকার প্রীতি অবলোকন করিয়া অগণ্য ধন্যবাদ করিতে লাগিল। শহরিয়ার অনুজের অবস্থিতি নিমিত্ত অগ্রেই অপূর্ব্ব এক আগার নির্দ্দিষ্ট করাইয়া রাখিয়াছিলেন, সেই আলয় রাজাট্টালিকার সন্নিকটবর্ত্তী মধ্যে একটা উদ্যান মাত্র ব্যবধান ছিল। অপর ঐ ভবন অতিশয় সুশোভন ছিল, ঐ স্থানে ভোজনোৎসব ও নৃত্যগীতাদির কৌতুক হইত, সুতরাং পূর্ব্বাবধি সুসজ্জিত ছিল, শহরিয়ার ভ্রাতার মনোরঞ্জনার্থ এক্ষণে অধিক সুশোভিত করিয়াছিলেন, অতএব সেই রম্য সদনে অনুজকে লইয়া গেলেন এবং দুই জনে সুখাসনে উপবেশন করিয়া অনেক ক্ষণ কথোপকথন করিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে শহজিনান স্নান ও বসন পরিবর্ত্তন করিবেন এ নিমিত্ত শহরিয়ার একবার তাঁহার নিকট হইতে গমন করিলেন, কিন্তু তিনি স্নানাগার হইতে প্রত্যাগমন করিবা মাত্র পুনর্ব্বার আসিয়া উভয়ে একাসনে উপবিষ্ট হইলেন। পারিষদ লোকেরা তাঁহাদিগের দুই জনকে সম্মান করিয়া অন্তরে দণ্ডায়মান হইল, তাঁহারা দুই সহোদরে পুনশ্চ আলাপ করিয়া বহু দিন অসাক্ষাতের ক্ষোভ নিবারণ করিলেন, কিন্তু পরস্পর এরূপ স্নেহ ও ভক্তি প্রকাশ করিতে লাগিলেন যে দর্শকগণে কে কাহার অধিক প্রিয়পাত্র ইহা স্থির করিতে পারিল না। তদনন্তর উভয়ে একত্র ভোজন করিলেন, আহারান্তে পুনর্ব্বার কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলেন, তাহাতে ক্রমে রাত্রি অধিক হইল, অতএব শহরিয়ার

ভ্রাতাকে শয়ন করাইয়া আপনি বিশ্রামার্থ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

ভ্রাতার সহিত কথোপকথনে অন্যমনস্ক থাকাতে শহজিনানের মানসিক উদ্বেগ কিয়ৎ পরিমাণে শান্তি পাইয়াছিল, এক্ষণে একাকী শয়ান হইলে পুনর্ব্বার সেই সন্তাপ উদিত হইল। পথশ্রান্তির পরে বিশ্রাম অত্যাবশ্যক কিন্তু তিনি স্বস্থ হইতে গিয়া দুশ্চিন্তার উদয়ে ঘোরতর অস্বাস্থ্যে পতিত হইলেন। ভার্য্যার বিশ্বাসঘাতিতাচরণ স্মরণ পথারূঢ় হওয়াতে ঘৃণায় একবার ম্রিয়মাণ হইতে লাগিলেন, ইহাতে নিদ্রার কথা কি, কোন ক্রমে নয়ননিমীলনও করিতে পারিলেন না, অতএব শয়ন হইতে উত্থান পূর্ব্বক ক্লেশে গৃহমধ্যে পদ বিহার করিয়াই রাত্রি প্রভাত করিলেন। পর দিন প্রাতঃকালে শহরিয়ার প্রাতঃকৃত্য সমাপনানন্তর আগমন করিলে যদিও তিনি পূর্ব্বজকে আপনার মানসিক উদ্বেগের কথা কহিলেন না তথাপি তাঁহার আস্যের ভাবে আন্তরিক দুর্ভাবনা গোপনে রহিল না। শহরিয়ার অনুজকে সচিন্ত দেখিয়া ভাবিতে লাগিলেন ভ্রাতার হঠাৎ কি মনঃপীড়া জন্মিল, কল্য ইহাঁর সহিত যে রূপ সম্ভাষণ করিয়াছি তাহাতে কোন ত্রুটি হয় নাই, ইনি আমার প্রতি যাদৃশী ভক্তি প্রকাশ করিয়াছেন আমিও তদনুরূপ স্নেহ প্রদর্শন পুরঃসর অভ্যর্থনা করিয়াছি, অতএব আমা হইতে কোন প্রকার মনোদুঃখের কারণ জন্মিয়াছে এরূপ কহিতে পারি না, তবে বুঝি ভার্য্যাকে রাখিয়া দূরে আগমন করিয়াছেন তজ্জন্য ভাবিত হইয়া থাকিবেন, কিন্তু যদিস্যাৎ তাহাই ইহাঁর মানসিক উদ্বেগের কারণ হয় তবে আশু বিদায় করা উচিত, তদর্থ যে সকল উপহার আবশ্যক শীঘ্র প্রস্তুত করিতে আজ্ঞা প্রদান করি, যখন ইচ্ছা করিবেন তদ্দণ্ডেই সমরকন্দে যাত্রা করিতে পারিবেন। শহরিয়ার এই বিবেচনা করিয়া তৎক্ষণাৎ তদ্বিষয়ের আয়োজনে মনোযোগ করিলেন, এবং তাহার পরদিবস

প্রত্যূষে কতকগুলিন মনোহর উপায়ন ভ্রাতার নিকটে পাঠাইয়া দিলেন, তন্মধ্যে ভারতবর্ষের দুষ্প্রাপ্য ও বহু মূল্য ভুরি২ আশ্চর্য্য দ্রব্য ছিল। তদনন্তর অন্যান্য নানা উপায়ে ভ্রাতার আমোদ জন্মাইবার চেষ্টা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, কিন্তু তিনি যত উত্তম ভোজন পান ও নৃত্যগীতাদির সমারোহ করেন ভ্রাতার দিন২ ততই চিত্তবিকার বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল। কিয়দ্দিন গতে এক দিবস সোদরকে সঙ্গে লইয়া নগর হইতে দুই দিবসের পথ দূরে মৃগয়ায় গমনের মানস করিয়া ভৃত্যবর্গকে প্রস্তুত হইতে আজ্ঞা দিলেন এবং তাহারা সুসজ্জিত হইলে অনুজের নিকট গিয়া কহিলেন ভ্রাতঃ চল কল্য শীকার করিতে যাই, তাহাতে শহজিনান বিনীতভাবে নিবেদন করিলেন মহারাজ আমি কিঞ্চিৎ অসুস্থ আছি অতএব আমার প্রতি রাজবাটীতে থাকিবার অনুমতি হইলে ভাল হয়। শহরিয়ার ভাবিলেন ভ্রাতাকে নিরন্তর উৎকলিকাকুল দেখিতে পাই যাহাতে তুষ্ট থাকেন তাহাই ভাল, অতএব সমভিব্যাহারে লইয়া যাইবার নিমিত্ত আর যত্ন না করিয়া আপনিই পারিষদগণ সঙ্গে পশু হিংসার্থ প্রস্থান করিলেন। শহজিনান একাকী গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া এক গবাক্ষ দ্বারের নিকট উপবেশনানন্তর উদ্যানাভিমুখে দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক আপনার দুর্ভাগ্যের ভাবনায় মনোনিবেশ করিলেন। সে স্থান হইতে উপবনের শোভা তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল এবং নানাপ্রকার পক্ষির যে সমস্ত সুমধুর ধ্বনি শ্রবণ রন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইতেছিল তাহাতে মনোযোগ করিতে পারিলে হর্ষোদয় হইত, কিন্তু সহধর্ম্মিণীর অধর্ম্মাচরণ চিন্তায় ব্যাকুল হওয়াতে ভয়ানক উদ্বেগে মহা বিমর্ষ হইলেন। পরে ঐস্থানের প্রতি স্থির দৃষ্টি করিতে অসমর্থ হইয়া ক্ষণে২ আকাশের দিকে নয়ন উত্তোলন করত কহিতে লাগিলেন হায় আমার কি দুর্ভাগ্য। তিনি এই ভাবে ভাবনায় নিমগ্ন আছেন ইত্যবসরে এক অদ্ভুত ঘটনায় তাঁহার মনঃ সমাকৃষ্ট হইল। উদ্যান সংলগ্ন যে

প্রাসাদ ছিল তথাকার একটী গুপ্ত দ্বার হঠাৎ উদ্ঘাটিত হইল, এবং অভ্যন্তর হইতে বিংশতিটী দাসী বহির্গতা হইয়া ক্রমে উদ্যানে প্রবেশ করিল, তন্মধ্যে রাণীও ছিলেন, শহজিনান গতিবিশেষদ্বারা চিনিতে পারিলেন। রাজমহিষী মনে করিয়াছিলেন দেবর মহারাজের সহিত মৃগয়ায় গমন করিয়াছেন অতএব তাঁহার আবাস ভবনের গবাক্ষ দ্বার সন্নিহিত উপবনে আসিতে সঙ্কোচ মাত্র করিলেন না। শহজিনান তাহাদের ব্যবহার জিজ্ঞাসু হইয়া ধীরে২ গবাক্ষ দ্বার রুদ্ধ করিলেন এবং তন্নিকটে দণ্ডায়মান হইয়া এক ছিদ্র দ্বারা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। রাজমহিষীর সঙ্গিনীরা স্ব২ আকৃতি গোপন নিমিত্ত যে বসন ধারণ করিয়াছিল উপবনে উত্তীর্ণ হইয়া তাহা পরিত্যাগ করিল। শহজিনান তাহা অবলোকন করিয়া চমৎকৃত হইলেন কেননা যাহাদিগকে অবলা বোধ করিয়াছিলেন তন্মধ্যে দশ জন কাফ্রি পুরুষ ও দশ জন রমণীরূপে প্রকাশ পাইল এবং তাহারা প্রত্যেকে এক২ নায়ক সঙ্গে লীলা রঙ্গে প্রবৃত্ত হইল। তৎপরে নিরীক্ষণ করিলেন রাণীর সঙ্গেও এক উপপতি আসিয়া মিলিত হইল, রাজমহিষী করতালি দিয়া মাসুদ২ বলিয়া আহ্বান করিবামাত্র ঐ ব্যক্তি এক বৃক্ষ হইতে অবরোহণ পুরঃসর তাঁহার নিকট আগমন করিল।

এই সকল নায়ক নায়িকা হাস্য পরিহাসের পর যে ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইল তদ্বিবরণ বর্ণনের অযোগ্য ও তাহাতে প্রয়োজনও নাই। শহজিনান এক্ষণে স্বচক্ষে যাহা নিরীক্ষণ করিলেন তাহাতে আপনাআপনি মুক্ত কণ্ঠে কহিয়া উঠিলেন হায় আমার যেমন দশা, ভ্রাতাও কি তাদৃশী দুর্দশাগ্রস্ত। পরে দেখিলেন সেই কামুক কামুকীরা অর্দ্ধরাত্রি পর্য্যন্ত আমোদ প্রমোদ করিয়া উদ্যানস্থ সরোবরে অবতরণ পুরঃসর একত্র স্নান ও জলকেলি করিল, তদনন্তর বসন পরিধান পূর্ব্বক পূর্ব্ববেশে সেই খটকী দিয়া রাজসদনে পুনর্ব্বার গমন করিল, এবং মাসুদ উদ্যানের যে

প্রাচীর উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বকআগমন করিয়াছিল সেই পথ দিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিল।

শহজিনান এই ব্যাপার অবলোকন করিয়া মনে২ তর্ক বিতর্ক করত অবশেষে প্রবোধ প্রাপ্ত হইয়া কহিলেন, আমার ভাগ্যে যে দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে তাহা অসাধারণ ও আশ্চর্য্য বোধ করিয়া তজ্জন্য আর কেন খেদ করি, নারী মাত্র দুষ্ক্রিয়ান্বিতা, ও সকলেই স্বামিকে প্রতারিত করিয়া রাখে, আমার ভ্রাতা মহারাজাধিরাজ, তাঁহারও প্রিয়তম কলত্রের এবম্বিধ অপবিত্র চরিত্র, অতএব সকলের অদৃষ্ট যদি সমান হইল তবে আর আপনাকে জঘন্য ভাবিয়া চিন্তা ও সন্তাপে কেন পীড়িত হই, সকল মনুষ্যের সমান দশা, সকলেই বনিতা কর্ত্তৃক বঞ্চিত হয় এই বিবেচনা করিয়া আর দুর্ভাবনাকে স্থান দান করিব না। ফলতঃ যুবরাজ তদবধি একেবারে উদ্বেগ পরিত্যাগ করিয়া প্রকৃতিস্থ হইলেন। তিনি এই আশ্চর্য্য ব্যাপার আদ্যোপান্ত সমুদয় দর্শন নিমিত্ত ভোজনকাল উপস্থিত ও আহারের আয়োজন হইলেও তাহাতে বিলম্ব করিয়াছিলেন এক্ষণে পাচককে অন্নব্যঞ্জনাদি আনয়নের আদেশ করিলেন। সমরকন্দ হইতে বহির্গমনাবধি যুবরাজের আহারাদিতে অরুচি জন্মিয়াছিল এক্ষণে রুচি পূর্ব্বক সকল সামগ্রী ভক্ষণ করিলেন, অপর গীতবাদ্য শ্রবণেও মহা আমোদ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

শহজিনান এই সময়াবধি হৃষ্টান্তঃকরণ থাকাতে অগ্রজের মৃগয়া হইতে প্রত্যাগমন বার্ত্তা প্রাপ্তি মাত্র সমাদর পূর্ব্বক তাঁহাকে আনয়ন করিতে চলিলেন। শহরিয়ার সহোদরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া প্রথমতঃ তাঁহার চিত্তের ভাবান্তর অবধারণ করিতে পারিলেন না, কহিতে লাগিলেন ভ্রাতঃ কি জন্য মৃগয়ায় গমন করিলে না, আমার সঙ্গে গেলে নানা কৌতুক দেখিতে, এই দেখ কত মৃগ ও অন্যান্য জন্তু শীকার করিয়া আনিলাম। শহজিনানের মনে এক্ষণে কোন প্রকার উদ্বেগ বা ক্ষোভ ছিল না ইহাতে

প্রফুল্ল চিত্তে অগ্রজের সহিত কথোপকথন করিতে লাগিলেন।

শহরিয়ার অনুজের যে বিমর্ষভাব অবলোকন করিয়া গমন করেন হঠাৎ তাহার রূপান্তর দেখিতে পাইবেন এরূপ আশা করেন নাই। এক্ষণে ভ্রাতার হৃষ্টান্তঃকরণ নিরীক্ষণ করিয়া আহ্লাদ প্রকাশ পুরঃসর কহিতে লাগিলেন আমার অনুপস্থিতি কালে তোমার মনের উদ্বেগ দূর হইয়া যে হর্ষোদয় হইয়াছে তন্নিমিত্ত পরমেশ্বরকে শত২ ধন্যবাদ করি, আমি তোমার এই আকার দর্শনে তোমার মনের স্বাস্থ্য বোধ করত কৃতার্থ হইলাম, কিন্তু হে ভ্রাতঃ একটি কথা জিজ্ঞাসা করিব অকপটে তাহার উত্তর প্রদান করিও শহজিনান কহিলেন মহারাজ আমি ভবদীয় আজ্ঞানুবর্ত্তী, আপনার প্রশ্নে উত্তর দিব না এ কি? কি আদেশ্য আছে, আজ্ঞা করুন, শুশ্রূষায় ব্যগ্র হইতেছি। শহরিয়ার কহিলেন এখানে আগমনাবধি তোমাকে নিরন্তর মনো দুঃখে মগ্ন দেখিয়াছি, যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও তোমার সন্তাপ অপনোদন করিতে পারি নাই, তাহাতে মনে করিয়াছিলাম স্বীয় রাজ্য হইতে দূরস্থ হওয়াতে বুঝি ঐ বিমর্ষ ভাব জন্মিয়া থাকিবেক, অপর ভাবিয়াছিলাম অসমা পরমা সুন্দরী সমরকন্দের রাণীর বিরহ জন্য মনঃ পীড়ায় বিষণ্ণ থাক। আমি অন্তঃকরণ মধ্যে এ রূপ অনুমান করিলেও তাহা অমূলক বা সমূলক নিশ্চয় করণার্থ তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতে পারি নাই, কেননা তোমার মনের প্রকৃত ভাব বিদিত ছিল না, কি জানি কোন বিষয় প্রশ্ন করিলে যদিস্যাৎ তোমার বৈরক্তি জন্মে এই আশঙ্কায় তোমার সমক্ষে কোন কথার উল্লেখ না করিয়া অন্যান্য উপায়ে ত্বদীয় উদ্বেগ শান্তির চেষ্টা করিয়াছি কিন্তু কিছুতেই তোমার মনের ভাব পরিবর্ত্ত হয় নাই, সংপ্রতি মৃগয়া হইতে প্রত্যাগমন করিতেছি আসিয়াও পূর্ব্ববৎ তোমার চিত্ত প্রবোধার্থ তাদৃক্ চেষ্টা করি নাই অথচ এখন তোমাকে প্রফুল্লান্তঃকরণ দেখিতেছি, ইহাতে আমার পরম হর্ষ জন্মিয়াছে বটে কিন্তু হে ভ্রাতঃ এ বিষয় জানিবার

নিমিত্ত সাতিশয় ঔৎসুক্য জন্মিতেছে ব্যক্ত করিয়া বল পূর্ব্বে কেন খিদ্যমান ছিলে এবং এক্ষণেই বা কি কারণে সে ভাবের অবস্থান্তর হইল? শহজিনান অগ্রজের এই প্রশ্নে কিয়ৎ ক্ষণ কর্ত্তব্য বিমূঢ় ও চিন্তাকুল হইয়া রহিলেন, কি উত্তর দিবেন কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না, কএক দণ্ড ভাবিয়া অগ্রজকে সম্বোধিয়া কহিলেন মহারাজ যে প্রশ্ন করিলেন তাহার উত্তর দান দুঃসাধ্য অতএব ভিক্ষা করি এ বিষয়ে ক্ষমা বিধান হয়। শহরিয়ার প্রত্যুক্তি করিলেন, না ভাই, এ-বিষয়টী কহিতে হইবেক, তোমার গভীর শোকের আশু মোচন কারণ শ্রবণে আমার অত্যন্ত ঔৎসুক্য জন্মিয়াছে, বল না, ক্ষতি কি। শহজিনান পুনঃ২ অগ্রজের আজ্ঞা লঙ্ঘনে প্রত্যবায় বোধ করিয়া অগত্যা উত্তর দানে স্বীকৃত হইলেন, পরে বিষণ্ণ মনে আপনার প্রেয়সী মহিষীর দুরাচরণের বিবরণ ব্যক্ত করিয়া কহিলেন মহারাজ আমার উৎকণ্ঠার কারণ এই, আপনি কি আজ্ঞা করেন, ইহাতে মনঃক্ষোভ জন্মে কি না। শহরিয়ার অনুতাপ পূর্ব্বক কহিলেন আঃ কি ঘৃণাকর ব্যাপার, ভাই তোমার মুখে শ্রবণ করিয়া আমারই মনে ক্রোধ ও বিরাগের উদয় হইতেছে, যাহা হউক তুমি সেই পাপীয়সী ও পাপাত্মার সমুচিত দণ্ড করিয়া উচিত কর্ম্ম করিয়াছ, তন্নিমিত্ত তোমার প্রশংসা করি এবং নিশ্চয় কহিতেছি তজ্জন্য কেহই তোমার অপবাদ করিতে পারিবে না, কিন্তু ভাই রে যদিন্যাৎ আমার পক্ষে তাদৃশী ঘটনা ঘটিত তাহা হইলে আমি অল্পে ক্ষান্ত হইতাম না অর্থাৎ একটী স্ত্রীহত্যা করিয়া আমার ক্রোধ নিবারণ হইত না, আমি এই দুরাচার জন্য সহস্র২ ব্যক্তির প্রাণ নষ্ট করিতাম, এ কি সামান্য ঘৃণা ও লজ্জার বিষয়, বনিতা আপনার সমীপস্থ থাকিয়া এবম্প্রকার ব্যভিচার করিত, আঃ ভাই তোমার কি দুর্ভাগ্য, আমি অনুমান করি অন্য কাহার অদৃষ্টে ঈদৃশী দুর্ঘটনা ঘটে না। তোমার অন্তঃকরণ মধ্যে এবম্বিধ শোক শঙ্কু নিখাত রহিয়াছে ইহাতে তোমার মানসিক উদ্বেগ না হইবেক কেন? সে যাহা

হউক ঐ শোক শঙ্কু হইতে কি প্রকারে পরিত্রাণ পাইলে, বোধ করি তোমার মনঃক্ষোভের কারণের ন্যায় তন্নিবারণের হেতুও অদ্ভুত হইবে, অতএব শ্রবণার্থ অন্তঃকরণ অত্যন্ত ব্যগ্র হইতেছে, আদ্যোপান্ত বর্ণন করিয়া শীঘ্র বল।

শহরিয়ার ঐ কারণ আকর্ণন নিমিত্ত আপনার যত ঔৎসুক্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন শহজিনানের পক্ষে তাহা বর্ণন করা ততই কঠিন হইয়া উঠিল। জ্যেষ্ঠ আমার বনিতার অপবিত্র চরিত্রের বিবরণ শ্রবণ করিয়া বিজাতীয় ঘৃণা প্রকাশ করিলেন, আপনার প্রিয়তমার ঘোরতর কদাচারের কথায় আমা অপেক্ষা অধিক খিন্ন হইবেন, এই বিবেচনায় তাঁহার ইচ্ছা হইল না তদ্বিষয় নিবেদন করেন, কিন্তু অগ্রজ বারম্বার অনুরোধ পূর্ব্বক আদেশ করাতে পুনঃ২ বাক্য উল্লঙ্ঘনে মূঢ়তা জানিয়া পরিশেষে প্রতিবচন প্রদানে সম্মত হওত কহিলেন মহারাজ আপনি বার২ আজ্ঞা করিতেছেন বলিতে হইল, কিন্তু আমার শঙ্কা হইতেছে শ্রবণ করিয়া পাছে আমা অপেক্ষা অধিক ব্যথিত হন। এই আশঙ্কায় আমি আপনিই ইচ্ছা করিতেছিলাম ঐ বিষয় একেবারে বিস্মৃত হইয়া যাই। শহরিয়ার কহিলেন ভাই তোমার এই কথায় এতদ্বিষয়ের বৃত্তান্ত বিদিত হইতে আকাঙ্ক্ষা উদ্রিক্তা হইয়া উঠিল অতএব শেষে যে ফল হয় হউক, এক্ষণে বিবেচনা করিবার আবশ্যক নাই, শীঘ্র বল। শহজিনান অগ্রজের এতদ্বাক্যে আর অধিক কাল মৌনাবলম্বন করিয়া থাকিতে পারিলেন না, স্বচক্ষে যাহা২ নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন সমুদায় বিবরণ করিয়া নিবেদন করিলেন, অর্থাৎ কাফ্রিদিগের ছদ্মবেশ, রাণী ও তাঁহার দাসীগণের আচরণ এবং মাসুদের বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক সকল বর্ণন করিয়া জ্ঞাপন করিলেন, অবশেষে কহিলেন মহারাজ এই সকল দুষ্ক্রিয়া অবলোকন করিয়া মনে করিলাম অবনীমণ্ডলে সকল স্ত্রীরই এই রূপ প্রকৃতি, তাহারা জিতেন্দ্রিয়া

হইতে পারে না, তৎপরে বিবেচনা করিলাম আপন সুখের নিমিত্ত সেই স্ত্রীজাতির প্রতি নির্ভর করা অতি অবিবেচনার কর্ম্ম, তদনন্তর অন্তরে কত প্রকার ভাবের উদয় হইয়াছিল, কিন্তু পরিশেষে বিচার করিয়া স্থির করিলাম এ বিষয়ের জন্য দুর্ভাবনা করা বিফল, তাহাতে আত্মগ্লানি ব্যতীত শ্রেয়ঃ নাই সুতরাং তদবধি এক কালে শোক তাপ ত্যাগ করিয়াছি, হে রাজন্ আপনিও ঐ রূপ বিষয় বিবেচনা করিতে যোগ্য হয়েন।

শহরিয়ার এই কথার সত্যতায় সন্দেহ করত উপহাস পূর্ব্বক কহিলেন ভাই বুঝি তোমার দৃষ্টিতে কোন প্রকার দোষ জন্মিয়া থাকিবে, আমি রাজাধিরাজ, আমার পট্টমহিষীর এবম্প্রকার ব্যভিচার কদাপি সম্ভবে না, ফলতঃ তুমি যে বিষয় কহিলে স্বচক্ষে না দেখিলে কোন মতে বিশ্বাস করিতে পারি না, বোধ হয় কোন ব্যক্তি তোমাকে কোন প্রকার ঐন্দ্রজালিক দর্শন করাইয়া থাকিবে। পরে ঈষৎ কোপ প্রকাশ পুরঃসর জিজ্ঞাসা করিলেন যাহাং কহিলে সকল বিষয় সপ্রমাণ করিতে পার? নচেৎ কথায় প্রত্যয় করিতে পারি না। শহজিনান উত্তর করিলেন মহারাজ আপন নয়নে অবলোকন করিলে তো বিশ্বাস করিবেন, আপনাকে দেখাইতে পারিলে তো সপ্রমাণ জ্ঞান হইবে তবে চিন্তা নাই, প্রমাণ করিয়া দিব, আপনি এক দিন ছল করিয়া মিথ্যা রূপে প্রচার করুন, আমরা পুনর্ব্বার মৃগয়ায় গমন করিব, তদর্থ সামগ্রী সমাধান হইলে আমরা উভয়ে পারিষদ গণ সমভিব্যাহারে রাজধানী হইতে নির্গমন পুরঃসর নগর প্রান্তে গিয়া শিবির স্থাপন পূর্ব্বক দিবাভাগ যাপন করিব, পরে রাত্রি যোগে দুই জনে সংগোপনে প্রত্যাগমন করিয়া আপনি মৃগয়ায় গমন করিলে আমি যে স্থলে বসিয়া ছিলাম সেই স্থানে উপবেশন করিয়া থাকিব, তাহাহইলে আমার দৃষ্ট বিষয় আপনার দৃষ্টি গোচর হইয়া চক্ষুঃ কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করিয়া দিবেক।

শহরিয়ার সোদরের এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া মৃগয়ায় যাত্রার আয়োজন করিতে ভৃত্য গণের প্রতি আজ্ঞা দিলেন তাহাতে অবিলম্বে সমুদায় প্রস্তুত ও নির্দ্দিষ্ট স্থলে শিবির সংস্থাপিত হইল।

অনন্তর উভয় সহোদরে সহচর গণ সমভিব্যাহারে যাত্রা করিয়া নগর প্রান্তস্থ শিবিরে উপস্থিত হইলেন এবং নৃত্য গীত ও ভোজনোৎসবে নিশার ভূরিভাগ যাপন করিলেন। পরে শহরিয়ার আপনার এক জন প্রত্যয়িত অমাত্যকে নির্জ্জনে আহ্বান করিয়া কহিলেন আমি যাবৎ প্রত্যাগমন না করি তাবৎ তুমি আমার আসনে উপবেশন করিয়া থাক, সাবধান, কেহ যেন শিবির হইতে কোন ক্রমে বহির্গমন করিতে না পারে; কিন্তু আপনি কি অভিপ্রায়ে কোথায় যাইবেন তাঁহার নিকট ব্যক্ত করিলেন না। তদনন্তর দুই ভ্রাতা সমভিব্যাহারি লোকদিগের অগোচরে অশ্বারোহণ পূর্ব্বক গোপনে তাম্বু হইতে নির্গত হইলেন, এবং রাজধানী প্রত্যাগমন করিয়া শহজিনান পূর্ব্বে উদ্যানস্থ যে আগারে অবস্থান করিয়াছিলেন তথায় উত্তীর্ণ হইলেন। দুই ভ্রাতায় সেই ভবনে প্রবিষ্ট হইয়া চতুর্দ্দিকের দ্বারাদি পূর্ব্বে যে ভাবে বদ্ধ ছিল তদ্রূপ করিয়া দিলেন তন্মধ্যে কোন স্থানে কোন ব্যক্তি আছে কেহই জানিতে পারিল না। দুই সহোদরে এই রূপে গৃহ প্রবেশ করিয়া পৃথকং শয্যায় শয়ন পুরঃসর নিশা শেষ করিলেন। প্রত্যূষে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক উভয়ে প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিলেন এবং শহজিনান যে গবাক্ষ দ্বারে বসিয়া পূর্ব্বে ভয়ঙ্কর ব্যাপার অবলোকন করিয়াছিলেন দুই জনে সেই স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া প্রহরিতা করণে নিবিষ্ট হইলেন। তখন সূর্য্যোদয় হয় নাই এ প্রযুক্ত প্রাতঃকালীন সুখকর ধীর সমীর সেবন করত পরস্পর কথোপকথন ও মধ্যেং একং বার গুপ্ত দ্বার দিকে দৃষ্টি ক্ষেপ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎ ক্ষণ পরে দেখিতে পাইলেন অন্তঃপুরের খটকী অপাবৃতা হইল

এবং অভ্যন্তর হইতে রাণী ও তাহার দশ জন সহচরী দশ টা প্রকাণ্ডকায় মহাবল কাফ্রি পুরুষের সহিত বহির্গত হইল। রাজ্ঞী উদ্যানে আসিয়া মাসুদং বলিয়া চীৎকার করিল, তাহাতে অবিলম্বে সেই ব্যক্তি প্রাচীরোল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক আসিয়া সহাস্য আস্যে পরিহাস করত রাণীর সহিত মিলিত হইল, সুতরাং এক্ষণে শহরিয়ারের ঘৃণা লজ্জা ও অপমানকর জঘন্য ব্যাপার সকলই চাক্ষুষ হইতে লাগিল। তিনি প্রিয়তমার এইরূপ আচরণ স্বনয়নে অবলোকন করিয়া খেদ প্রকাশ করত কহিলেন হা ঈশ্বর এ কি লজ্জা, কি ঘৃণার বিষয়, পৃথিবী মণ্ডলস্থ সমস্ত নৃপতি আমার চরণে অবনত হয়, আমার মহিলা এই কুৎসিত অন্ত্যজ পুরুষটার প্রতি আসক্তা, অমারই এই দশা? তবে তো বোধ হয় ভূমণ্ডলে কোন রাজাই বনিতা কর্ত্তৃক অবঞ্চিত নাই, এ কি? অন্তঃপুর মধ্যে আমার সহধর্ম্মিণীর সহচারিণী এই সকল নায়িকা উপপতি সমভিব্যাহারে নিরন্তর অবস্থিতি করে, আমি কিছুই জানি না, যাহা হউক, অবলাদের সাহস ও চরিত্র অতি বিচিত্র। পরে অনুজকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক কহিলেন ভ্রাতঃ এই সংসার নিতান্ত অসার, ইহাতে সুখের লেশ মাত্র নাই, আমরা মনে করি বটে আমাদিগের ভাগ্য অনুকূল, কিন্তু দেখ পরোক্ষে তাহার এমত প্রাতিকূল্য, অতএব চল রাজ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক সংসারে জলাঞ্জলি দিয়া উদাসীন ভাবে পর্য্যটনে কাল যাপন করি, তাহা হইলে এতাদৃশ ঘৃণা ও লজ্জাকর বিষয় আর ভোগ করিতে হইবেক না, আমরা লোকালয় পরিত্যাগ করিয়া গেলে আমাদের এই দুর্দ্দশাও কেহ জানিতে পারিবেক না। শহজিনান জ্যেষ্ঠের এ প্রস্তাব উত্তম জ্ঞান করিলেন না, কিন্তু অগ্রজকে সাতিশয় মনোদুঃখিত ও ক্ষুব্ধ দেখাতে হঠাৎ তাঁহার অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধ কহিতে পারিলেন না, বরং বিনীত ভাবে নিবেদন করিলেন আপনার যাহা ইচ্ছা হইবে আমি তদনুযায়ী হইতে সর্ব্বতোভাবে প্রস্তুত আছি, চলুন, আপনার সমভিব্যাহারে

গমন করিব, কিন্তু মহারাজ আপনাকে একটী নিবেদন করিতে চাহি শ্রবণে অবধান হউক, আপনি এই অঙ্গীকার করুন যদি আমারদিগের অপেক্ষা অধিক দুরদৃষ্ট লোক দৃষ্টি গোচর হয় তাহা হইলে স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন করিবেন। শহরিয়ার কহিলেন ভাই আমাদের অপেক্ষা অধিক দুর্ভগা পৃথ্বীতলে কি আর কেহ আছে? ভাল, তুমি কহিতেছ তোমার প্রর্থনানুসারে অঙ্গীকার করিলাম, কিন্তু আমার বোধ হয় না যে তথাবিধ লোক অস্মদাদির নয়ন গোচর হইবেক। শহজিনান প্রত্যুত্তর করিলেন আমার মনে হইতেছে দেখিতে পাইব, এবং শীঘ্রই আমাদিগকে রাজ্যে প্রত্যাগমন করিতে হইবেক। তদনন্তর দুই সহোদর যে পথ দিয়া নগরে প্রত্যাগমন করিয়া ছিলেন তদ্বর্ত্মে না যাইয়া অন্য স্থান দিয়া বিবেকির বেশে রাজ্য হইতে বহির্গমন পূর্ব্বক সমস্ত দিবস ভ্রমণ করিলেন পরে নিশা উপস্থিত হইলে এক তরু তলে অবস্থান পূর্ব্বক যামিনী যাপন করিলেন। প্রভাত হইবামাত্র গাত্রোত্থান করিয়া পুনর্ব্বার পর্য্যটনে প্রবৃত্ত হইলেন, ক্রমেং সাগর তীরস্থ এক প্রান্তরে উপনীত হইয়া আহার ও বিশ্রাম নিমিত্ত তথায় অবস্থান পূর্ব্বক প্রথমতঃ উভয়ে স্বং পত্নীর অবিশ্বস্ত আচরণের বিষয়ে কথোপকথন করিতে লাগিলেন।

তাঁহারা বসিয়া কথা বার্ত্তা কহিতেছেন ইত্যবসরে অনতিদূরে সমুদ্রের দিক্ হইতে একটা গম্ভীর ধ্বনি ও অতি উচ্চতর করুণাকর ক্রন্দন রব তাঁহাদের শ্রবণ গোচর হইল, পরক্ষণেই নিরীক্ষণ করিলেন বারিধির বারিপ্রবাহ ভেদ করিয়া তন্মধ্য হইতে একটী কৃষ্ণ বর্ণ স্তম্ভ উত্থিত হইল তাহার শিখা অবিলম্বে গগণ মণ্ডলে গিয়া মিলিল, ইহাতে দুই সহোদর সাতিশয় ত্রস্ত হইলেন, এবং লুক্কায়িত হইবার মানসে গাত্রোত্থান করিয়া একটী বৃক্ষের উপরি আরোহণ করিলেন। তরুর শাখা পল্লবে অন্তর্হিত হইয়া এক দৃষ্টে সমুদ্রের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া থাকাতে দৃষ্ট হইল সেই স্তম্ভ তাঁহা-

দিগের নিকটেই চলিয়া আসিতেছে, তাহাতে আরো ভীত হইতে লাগিলেন এবং কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ প্রায় হইয়া মনে করিলেন এ কি অদ্ভুত ভূত? কিন্তু কিছুই অবধারণ করিতে পারিলেন না, পরন্তু অতি শীঘ্র প্রকাশ হইল মানবারি ভীষণ শরীর কৃষ্ণ বর্ণ একটা দৈত্য চারি কুঞ্জিকায় বদ্ধ একটী কাঁচ নির্ম্মিত মঞ্জুষা মস্তকে লইয়া আসিতেছে। সে প্রান্তরে উপস্থিত হইয়া যে বৃক্ষে তাঁহারা লুক্কায়িত ছিলেন তাহারই তলে সিন্দুক নামাইয়া বসিল, তাহাতে তাঁহারা মহা বিপদ জ্ঞানে ইঙ্গিতে পরস্পর কহিতে লাগিলেন আমাদের এবার আর জীবন রক্ষা হইল না, বোধ হয় এই দস্যুর হস্তে প্রাণ বিনষ্ট হইবে।

দৈত্য মঞ্জুষা নামাইয়া তাহার সমীপে উপবেশন পূর্ব্বক কটিদেশ হইতে কুঞ্জিকা বাহির করিল এবং তদ্দ্বারা সেই পেটিকা উদ্ঘাটন করিতে লাগিল। রাজতনয় দ্বয় তরুর উপরি বসিয়া নিম্নে নয়ন নিক্ষেপ পুরঃসর সাশঙ্ক মনে নিরীক্ষণ করিতে ছিলেন, দেখিলেন সেই পেটী মধ্য হইতে এক পরমা সুন্দরী রমণী বহির্গতা হইল। দৈত্য তাহাকে সন্নিধানে বসাইয়া কাম ভাবে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক কহিতে লাগিল প্রিয়ে তোমার রূপ লাবণ্য অনুপম এপ্রযুক্ত বিবাহ বাসরাবধি সতত সমভিব্যাহারে রাখিয়া তোমার প্রতি অনুরক্ত আছি, এক নিমেষের নিমিত্তও নেত্র পথের বাহির করি না, সংপ্রতি অতিশয় নিদ্রাকর্ষণ হওয়াতে তোমাকে লইয়া এই নির্জ্জন বিপিনে আগমন করিলাম, কিঞ্চিৎ কালের নিমিত্ত আমাকে বিশ্রাম করিতে দাও, এই বলিয়া আপনার প্রকাণ্ড মস্তক তাহার ক্রোড়ে স্থাপন ও পদদ্বয় প্রায় সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ করিয়া অবিলম্বে নিদ্রিত হইল, তাহার ঘোরতর নাসিকা রবে সাগর তীর পর্য্যন্ত প্রতিধ্বনি হইতে লাগিল।

কামিনী দানবের শিরোদেশ অঙ্ক মধ্যে রক্ষা করিয়া সোৎকণ্ঠমনে বসিয়া আছেন ইতিমধ্যে হঠাৎ নেত্রোত্তোলন

পূর্ব্বক ঊর্দ্ধ দৃষ্টি করাতে তরুর উপরি ভাগে নিঃশব্দে উপবিষ্ট রাজতনয়দ্বয় তাঁহার নয়ন পথে পতিত হইলেন। পুংশ্চলী তাঁহাদিগকে পুরুষ বিশেষতঃ যৌবন ও রূপ লাবণ্য সম্পন্ন অবলোকন করিয়া মদন বাণে আহতা হইল এবং বিরংসায় ইঙ্গিতে কহিল ওহে তরুণ তরু হইতে ত্বরায় অবতরণ করিয়া আমার নিকট আইস, তোমাদিগকে প্রেমালিঙ্গন করিয়া মনোভিলাষ পূর্ণ করি, অনেক দিন এই দৈত্যের সতর্কতায় পরপুরুষ সংসর্গ জন্য পরম সুখানুভবে বঞ্চিত আছি। সেই কামুকী কাম ভাবে সস্পৃহ বচনে এবম্প্রকার কহিতে লাগিল, কিন্তু রাজকুমারেরা দানব বনিতা কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলাম এই ভয়ে মহা ব্যাকুল হইলেন। তাঁহাদের ঐ রমণীর হাব ভাব সহিত রমণ প্রার্থনায় সাত্বিক ভাবের উদ্রেক হওয়া দূরে থাকুক ভয়ানক রসের আবির্ভাবে ভয়ে কম্পান্বিত কলেবর হইয়া কহিলেন হে সুন্দরি কৃপা প্রকাশ পূর্ব্বক প্রাণদান কর, আমাদিগকে আহ্বান করিও না। কিন্তু যুবতী তাঁহাদের মতে সম্মতা না হইয়া মৃদুস্বরে অথচ সতেজে উত্তর করিল তোমাদের অবরোহণ করা নিতান্ত আবশ্যক, আশু আমার সমীপে আগমন করিয়া অভিলাষ পূর্ণ কর। তাঁহারা যদিও সেই বরবর্ণিনীর রূপ লাবণ্যে মুগ্ধ হইয়াছিলেন তথাপি তাহার সমভিব্যাহারি ঘোর রাক্ষসকে নিকট বর্ত্তী দেখিয়া তাহার সহিত কথোপকথন করিতেই সঙ্কুচিত হইলেন, অতএব পুনঃ২ কাতর্য্য প্রকাশ পূর্ব্বক অস্বীকার করিলেন, কিন্তু তাঁহাদের তন্মতের বিরুদ্ধ বাক্য পরিণামে ব্যর্থ হইল, সেই যোষা রোষ বশে শেষে কহিল যদিস্যাৎ নীচে আসিতে কাল বিলম্ব কর এই দানবের নিদ্রা ভঙ্গ করিয়া এই মুহূর্ত্তেই তোমাদিগের প্রাণ সংহার করাইব।

শহরিয়ার এবং শহজিনান দৈত্যের দারাপহরণ বিষয়ে মনোমধ্যে মহা২ আশঙ্কা করিলেও ঐ কথা শুনিয়া প্রাণ ভয়ে অগত্যা তরুহইতে অবতরণ করিলেন। তাঁহারা ভূমি-

তলস্থ হইবামাত্র কামিনী দৈত্যের মস্তক আপনার ক্রোড়-হইতে ভূমি শয্যায় নিক্ষেপ করিয়া ক্রমশঃ এক২ জনের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক বৃক্ষের অন্তরালে গিয়া রতি প্রার্থনা করিল, তাহাতে তাঁহারা প্রথমতঃ অস্বীকৃত হইলেন বটে কিন্তু পুংশ্চলী ভয় প্রদর্শন পূর্ব্বক সম্মত করিয়া শেষে মনের সাধে কামনা পূর্ণ করিল। এই রূপে কামুকী উৎকট কাম রিপুর তুষ্টি সম্পাদন পূর্ব্বক ইষ্ট সাধন করিয়া যুবরাজ-দিগের হস্ত ধারণ করত কহিল তোমরা স্ব২ করস্থ অঙ্গুলী হইতে অঙ্গুরী প্রদান কর। তাঁহারা বিনা কারণ জিজ্ঞাসায় তৎক্ষণাৎ অর্পণ করিলেন, সে আপনার বস্ত্রা-ধারস্থ একটী কৌটা খুলিয়া তন্মধ্য হইতে রজ্জু গ্রথিত কতক গুলি অঙ্গুরী বহির করিল, এবং যুবরাজ দ্বয়ের অঙ্গুরী তাহাতে সংযোগ করিতে২ তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিল ইহার মর্ম্ম বলিতে পার? তাঁহারা উত্তর করি-লেন কিছুই বুঝিলাম না, কি কহিব, সবিশেষ ব্যক্ত কর শুনি। তাহাতে সেই বিলাসিনী কহিল আমি যাহাদিগের প্রতি সদয় হইয়াছি তাহাদের প্রত্যেকের অঙ্গুরীয়ক গ্রহণ পূর্ব্বক এতন্মধ্যে গাঁথিয়া রাখিয়াছি, এ সমুদায়ের সংখ্যা অষ্ট নবতি ছিল, অদ্য তোমাদিগের এই দুইটী অঙ্গুরীয়কে এক শত সংখ্যা পূর্ণ হইল। হে তরুণ রাজনন্দনদ্বয় আমি যাহা বাসনা করিতাম অদ্য সংপূর্ণ হইল। এই দুষ্ট দৈত্য পাণি পরিগ্রহণ করিয়া অবধি সাতিশয় সতর্কতা পূর্ব্বক আমাকে রক্ষা করিতেছে, আমি ইহার সাবধানতা সত্ত্বেও একশত উপপতি করিলাম, এ আমাকে এই কাঁচের মঞ্জুষায় বদ্ধ করিয়া জলধি মধ্যে রাখে এবং সতত সতর্ক থাকে, কিন্তু থাকুক না কেন, আমি তাহার সতর্কতা কেমন ব্যর্থ করিতেছি, হে তরুণ নৃপনন্দন এ বিষয়ে তোমরা কৃতনিশ্চয় হইতে পার যে স্ত্রীজাতি যখন কোন কার্য্য করিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয় তখন পতি বা উপপতি কেহই তাহাকে নিবারণ করিয়া রাখিতে পারে না, পুরুষ যদি স্ত্রীলোকের সতীত্ব ইচ্ছা করে

তাহা হইলে বরং তাহাকে প্রতিরোধ না করাই ভাল। কা-মুকী এবম্বিধ বহুবিধ বাক্য কহিয়া যুবরাজ দিগের অঙ্গুরী দ্বয় অন্যান্য অঙ্গুরীর সহিত একত্র করিয়া রাখিল, পরে পূর্ব্বের ন্যায় বসিয়া দৈত্যের মস্তক আপনার উরুদেশে স্থাপন পূর্ব্বক যুবরাজ দিগকে সঙ্কেত করিল তোমরা বিদায় হও।

যুবরাজেরা যে পথে আগমন করিয়াছিলেন সেই বর্ত্ম অবলম্বন পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিলেন। রমণী ও তাহার ভয়ানক নায়কের নয়ন পথ অতিক্রমণ করিয়া দূরে গিয়া শহ্‌জিনান কহিলেন মহারাজ এ বিষয়ে কি বিবেচনা করেন? দৈত্যের রমণী কি স্বামিপরায়ণা নহে? এখন কি বিবেচনা করিতে পারাযায় না স্ত্রীলোকের চরিত্র অতি বিচিত্র, কোন প্রকারে পবিত্র থাকে না। রাজা উত্তর করিলেন সত্য বটে, এবং ঐ দৈত্য আমাদিগের অপেক্ষাও দুর্ভাগ্য ও তাহার দুর্দশায় অধিক খেদ এবং বিলাপ উপস্থিত হয়। যাহা হউক হে ভ্রাতঃ আমরা যাহার অনুসন্ধানে ছিলাম প্রত্যক্ষ করিলাম, অতএব চল রাজ্যে পুনর্গমন করিয়া এক২ নব নারী বিবাহ করি, এখন কি রূপে বনিতাকে দুরাচার হইতে নিবৃত্ত রাখিতে হয় তদ্বিষয়ের উপদেশ পাইলাম, কিন্তু এক্ষণে এ সকল বৃত্তান্ত প্রচার করিব না। অনুজ অগ্রজের মতে সম্মত হইলে উভয়ে প্রত্যাগমনাশয়ে ভ্রমণ করিতে২ তৃতীয় রাত্রির শেষ ভাগে আপনাদের শিবিরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

প্রভাতে রাজার প্রত্যাগমন বার্ত্তা প্রকাশ হইলে অমাত্য গণ ত্বরান্বিত হইয়া শিবিরে আগমন করিল। ভূপাল পূর্ব্বা-পেক্ষা অধিক সানন্দ মনে তাহাদিগের সহিত সম্ভাষণ পূর্ব্বক কহিলেন ওহে মন্ত্রিগণ আর ভ্রমণে ইচ্ছা হইতেছে না চল সকলে অশ্বারোহণ পূর্ব্বক রাজধানীর প্রতি যাত্রা করি।

শহ্‌রিয়ার রাজবাটীতে উপস্থিত হইয়াই রাণীকে বন্ধন করাইলেন এবং প্রধান মন্ত্রির হস্তে সমর্পণ পূর্ব্বক আদেশ

করিলেন অচিরে ইহার প্রাণ সংহার কর। মন্ত্রী রাজাজ্ঞানুরোধে কারণানুসন্ধান না করিয়া তৎক্ষণাৎ ঘাতুক ডাকিয়া রাজমহিষীর শিরশ্ছেদ করাইলেন। ভূপতি কেবল এই নিষ্ঠুরতা প্রকাশ করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না, তাহার পরে বনিতার সঙ্গিনী সকলের মস্তক স্বহস্তে ছেদন করিলেন। এই রূপে ব্যভিচারিণী রমণী গণের সমুচিত দণ্ড বিধান করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন সংসারে সতী স্ত্রী নাই, অথচ পত্নীর দুরাচার আর সহ্য করিতে না হয় এমত উপায় কি আছে? অনেক ক্ষণ ভাবিয়া চিন্তিয়া শেষে এই স্থির করিলেন প্রতি নিশায় একং নবীনা ললনা বিবাহ করিয়া পরদিন প্রাতে তাহার প্রাণ নাশের প্রথা করি, তাহা হইলে ব্যভিচারের শঙ্কা থাকিবে না। অন্তঃকরণ মধ্যে এই নিশ্চয় করিয়া তদ্বিষয়ে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইতে আপনা আপনিই শপথ করিলেন এবং তদ্রূপ অনুষ্ঠানে অচিরে প্রবৃত্ত হইবার জন্য অনুজকে স্বদেশে পাঠাইয়া দিলেন। শহজিনানও সোদরের সদনে বাস করিয়া স্ত্রীজাতির চরিত্রের নানা বিষয় পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা পত্নী হইতে বঞ্চিত হইবার ক্ষোভ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন অতএব সন্তুষ্ট চিত্ত হইয়া ভ্রাতার নিকট প্রাপ্ত বহু মূল্য পুরস্কারাদি গ্রহণ পুরঃসর স্বেচ্ছায় স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন।

শহজিনান প্রস্থান করিলে পর শহরিয়ার সর্ব্বাধিকারিকে আহ্বান পূর্ব্বক আদেশ করিলেন অদ্য রজনীযোগে এক সেনাপতির অজাত পুরুষ সংসর্গা অবিবাহিতা দুহিতা আনয়ন কর। অমাত্য অনুমতি মাত্রে নির্দ্দিষ্ট সময়ে এক সেনানীর নন্দিনীকে আনিয়া উপস্থিত করিলে রাজা পাণিগ্রহণ পূর্ব্বক তাহার সহিত লীলা রঙ্গে যামিনী যাপন করিয়া পরদিন প্রাতে তাহাকে মন্ত্রি হস্তে সমর্পণ করত আদেশ করিলেন এই রমণীকে বধ্য ভূমিতে লইয়া গিয়া ইহার প্রাণ বধ কর, এবং নিশা সমাগতা হইলে অদ্যও সেই সময়ে অপর এক কুমারীকে আনয়ন করিও। সচিব নৃপতির এই অনুমতিতে

মনোমধ্যে সাতিশয় ক্ষুণ্ণ হইলেও প্রভু নিদেশ অনতিক্রমণীয় বিবেচনা করিয়া তৎক্ষণাৎ অনুমত ব্যাপার সম্পাদন করিলেন এবং সায়ং কাল সমাগত হইলে পর অপর সেনাপতির কন্যাকে নৃপসমীপে আনিয়া দিলেন। শহরিয়ার যথাবিধি বিবাহ করিয়া তাহার সহিত রাত্রি বাস করত পর দিন প্রাতে উক্ত প্রকারে তাহারও প্রাণ সংহার ও অন্য নবীনা অঙ্গনা আনয়নের আজ্ঞা দিলেন। এই রূপে প্রতি রাত্রে একং অবিবাহিতা নবযুবতীকে আনয়ন পূর্ব্বক পাণিগ্রহণ করিয়া সম্ভোগ করণানন্তর নিশাশেষে তদীয় অসুবিনাশ করিতে লাগিলেন।

এই অদ্ভুত নিষ্ঠুরতার জনরব ক্রমেং সর্ব্বত্র প্রচার হইল তাহাতে সকলের মনে সাতিশয় ভয় জন্মিল, রাজ্য সুদ্ধ লোকেই করুণ রসে পরিপূর্ণ হইতে লাগিল, বিশেষতঃ যে সকল ব্যক্তির অদত্তা দুহিতা ছিল তাহারা স্বং তনয়া বিয়োগাশঙ্কায় যৎপরোনাস্তি ব্যাকুল হইল। ফলতঃ কোন স্থানে কন্যা বিনাশে পিতা অশ্রুপাত করিতেছিলেন, কোথাও বা কোন বালিকার মাতা এই বলিয়া বিলাপ করিতেছিলেন অভাগিনীর ভাগ্যে আবার কবে কি ঘটনা হয়। অতএব পূর্ব্বে যে সকল প্রজা দেশাধিপকে ত্রিসন্ধ্য আশীর্ব্বাদ করত তাঁহার অখণ্ড রাজত্ব প্রার্থনা করিত এক্ষণে তাহারাই অভিসম্পাত করিয়া স্বং ইষ্ট দেব সন্নিধানে ঐকান্তিক মনে অভিযোগ করিতে লাগিল হে জগদীশ্বর এই নরান্তক স্ত্রীঘাতক মহাপরাধির আশু বিনাশ করিয়া ইহার হস্ত হইতে আমাদিগের নন্দিনীগণকে পরিত্রাণ কর।

যে মন্ত্রী নৃপাদেশ পরতন্ত্র হইয়া এই ভয়ানক দুষ্ক্রিয়ার অধ্যক্ষতা করিতে ছিলেন তাঁহার দুই কন্যা ছিল, প্রথমার নাম শহর্জাদি, দ্বিতীয়া দিনর্জাদি নাম্নী। জ্যেষ্ঠার যাদৃশ রূপ লাবণ্য, মানসিক সাহস ও চাতুর্য্যাদি বিবিধ গুণ ও তদ্রূপ অনুপম ছিল, তিনি আপনার প্রখর মনীষা সহকারে পরিশ্রম করিয়া বিবিধ পুস্তক পাঠ পূর্ব্বক কণ্ঠস্থ রাখিয়াছিলেন।

করিলেন অচিরে ইহার প্রাণ সংহার কর। মন্ত্রী রাজাজ্ঞানুরোধে কারণানুসন্ধান না করিয়া তৎক্ষণাৎ ঘাতুক ডাকিয়া রাজমহিষীর শিরশ্ছেদ করাইলেন। ভূপতি কেবল এই নিষ্ঠুরতা প্রকাশ করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না, তাহার পরে বনিতার সঙ্গিনী সকলের মস্তক স্বহস্তে ছেদন করিলেন। এই রূপে ব্যভিচারিণী রমণী গণের সমুচিত দণ্ড বিধান করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন সংসারে সতী স্ত্রী নাই, অথচ পত্নীর দুরাচার আর সহ্য করিতে না হয় এমত উপায় কি আছে? অনেক ক্ষণ ভাবিয়া চিন্তিয়া শেষে এই স্থির করিলেন প্রতি নিশায় একং নবীনা ললনা বিবাহ করিয়া পরদিন প্রাতে তাহার প্রাণ নাশের প্রথা করি, তাহা হইলে ব্যভিচারের শঙ্কা থাকিবে না। অন্তঃকরণ মধ্যে এই নিশ্চয় করিয়া তদ্বিষয়ে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইতে আপনা আপনিই শপথ করিলেন এবং তদ্রূপ অনুষ্ঠানে অচিরে প্রবৃত্ত হইবার জন্য অনুজকে স্বদেশে পাঠাইয়া দিলেন। শহজিনানও সোদরের সদনে বাস করিয়া স্ত্রীজাতির চরিত্রের নানা বিষয় পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা পত্নী হইতে বঞ্চিত হইবার ক্ষোভ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন অতএব সন্তুষ্ট চিত্ত হইয়া ভ্রাতার নিকট প্রাপ্ত বহু মূল্য পুরস্কারাদি গ্রহণ পুরঃসর স্বেচ্ছায় স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন।

শহজিনান প্রস্থান করিলে পর শহরিয়ার সর্ব্বাধিকারিকে আহ্বান পূর্ব্বক আদেশ করিলেন অদ্য রজনীযোগে এক সেনাপতির অজাত পুরুষ সংসর্গা অবিবাহিতা দুহিতা আনয়ন কর। অমাত্য অনুমতি মাত্রে নির্দ্দিষ্ট সময়ে এক সেনানীর নন্দিনীকে আনিয়া উপস্থিত করিলে রাজা পাণিগ্রহণ পূর্ব্বক তাহার সহিত লীলা রঙ্গে যামিনী যাপন করিয়া পরদিন প্রাতে তাহাকে মন্ত্রি হস্তে সমর্পণ করত আদেশ করিলেন এই রমণীকে বধ্য ভূমিতে লইয়া গিয়া ইহার প্রাণ বধ কর, এবং নিশা সমাগতা হইলে অদ্যও সেই সময়ে অপর এক কুমারীকে আনয়ন করিও। সচিব নৃপতির এই অনুমতিতে

মনোমধ্যে সাতিশয় ক্ষুণ্ণ হইলেও প্রভু নিদেশ অনতিক্রমণীয় বিবেচনা করিয়া তৎক্ষণাৎ অনুমত ব্যাপার সম্পাদন করিলেন এবং সায়ং কাল সমাগত হইলে পর অপর সেনাপতির কন্যাকে নৃপসমীপে আনিয়া দিলেন। শহরিয়ার যথাবিধি বিবাহ করিয়া তাহার সহিত রাত্রি বাস করত পর দিন প্রাতে উক্ত প্রকারে তাহারও প্রাণ সংহার ও অন্য নবীনা অঙ্গনা আনয়নের আজ্ঞা দিলেন। এই রূপে প্রতি রাত্রে একং অবিবাহিতা নবযুবতীকে আনয়ন পূর্ব্বক পাণিগ্রহণ করিয়া সম্ভোগ করণানন্তর নিশাশেষে তদীয় অসুবিনাশ করিতে লাগিলেন।

এই অদ্ভুত নিষ্ঠুরতার জনরব ক্রমেং সর্ব্বত্র প্রচার হইল তাহাতে সকলের মনে সাতিশয় ভয় জন্মিল, রাজ্য সুদ্ধ লোকেই করুণ রসে পরিপূর্ণ হইতে লাগিল, বিশেষতঃ যে সকল ব্যক্তির অদত্তা দুহিতা ছিল তাহারা স্বং তনয়া বিয়োগাশঙ্কায় যৎপরোনাস্তি ব্যাকুল হইল। ফলতঃ কোন স্থানে কন্যা বিনাশে পিতা অশ্রুপাত করিতেছিলেন, কোথাও বা কোন বালিকার মাতা এই বলিয়া বিলাপ করিতেছিলেন অভাগিনীর ভাগ্যে আবার কবে কি ঘটনা হয়। অতএব পূর্ব্বে যে সকল প্রজা দেশাধিপকে ত্রিসন্ধ্য আশীর্ব্বাদ করত তাঁহার অখণ্ড রাজত্ব প্রার্থনা করিত এক্ষণে তাহারাই অভিসম্পাত করিয়া স্বং ইষ্ট দেব সন্নিধানে ঐকান্তিক মনে অভিযোগ করিতে লাগিল হে জগদীশ্বর এই নরান্তক স্ত্রীঘাতক মহাপরাধির আশু বিনাশ করিয়া ইহার হস্ত হইতে আমাদিগের নন্দিনীগণকে পরিত্রাণ কর।

যে মন্ত্রী নৃপাদেশ পরতন্ত্র হইয়া এই ভয়ানক দুষ্ক্রিয়ার অধ্যক্ষতা করিতে ছিলেন তাঁহার দুই কন্যা ছিল, প্রথমার নাম শহর্জাদি, দ্বিতীয়া দিনর্জাদি নাম্নী। জ্যেষ্ঠার যাদৃশ রূপ লাবণ্য, মানসিক সাহস ও চাতুর্য্যাদি বিবিধ গুণ ও তদ্রূপ অনুপম ছিল, তিনি আপনার প্রখর মনীষা সহকারে পরিশ্রম করিয়া বিবিধ পুস্তক পাঠ পূর্ব্বক কণ্ঠস্থ রাখিয়াছিলেন।

দর্শন শাস্ত্র, বৈদ্যক শাস্ত্র, কাব্য ইতিহাসাদি বিদ্যার নিরন্তর আলোচনা করিয়া তদ্বিষয়ে সুপণ্ডিতা হন। অপর এতাদৃশী কবিত্ব শক্তি উপার্জ্জন করিয়াছিলেন যে তৎকালের বহুং বিজ্ঞ কবি অপেক্ষাও উত্তম কবিতা রচনা করিতে পারিতেন, আর তাঁহার সৎস্বভাব উক্ত সমুদায় সদ্গুণের উপযুক্ত আভরণ স্বরূপ হইয়া ছিল অতএব রমণী শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য এবং পিতার প্রাণ তুল্য প্রিয় ছিলেন। কনিষ্ঠা দিনর্জাদিও নির্গুণা ছিলেন না, অগ্রজার সদৃশ সমধিক রূপ গুণ ও বিদ্যা বুদ্ধি অধিকার না করুন অন্যান্য অঙ্গনা অপেক্ষা অনেক অংশে উৎকৃষ্টা ছিলেন।

এক দিন তাঁহারা দুই ভগিনীতে একত্র উপবেশন পূর্ব্বক কথোপকথন করিতে ছিলেন ইত্যবসরে মন্ত্রী তাঁহাদিগের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন তাহাতে উভয়ে ব্যস্ত সমস্ত হইয়া অভিবাদন পূর্ব্বক পিতাকে বসিতে আসন প্রদান করিলেন। মন্ত্রী আসন পরিগ্রহ পুরঃসর কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া নিশ্চিন্ত হইলে জ্যেষ্ঠা অতি বিনীত ভাবে দণ্ডায়মান হইয়া কহিতে লাগিলেন পিতঃ আপনকার নিকট একটী ভিক্ষা চাহি অনুগ্রহ করিয়া যদি তাহাতে বঞ্চিত না করেন কৃতার্থ হইব। মন্ত্রী উত্তর করিলেন তোমার প্রার্থনা যদ্যপি যুক্তিসিদ্ধ ও শ্রবণ যোগ্য হয়, অবশ্য সফল করিব। শহর্জাদি কহিলেন পিতঃ আমি অযোগ্য প্রার্থনা কেন করিব, আমার প্রার্থনীয় বিষয় শ্রবণ করিলে ন্যায্য বোধ হইবে সন্দেহ নাই হে তাত শ্রুত হয় আমাদের দেশাধিপতি রাজ্য বাসি কুমারীগণের প্রতি ভয়ানক নিষ্ঠুরতাচরণ করিতেছেন সকল স্থানে মাতা পিতা মাত্রেই কন্যাগণের বিপদ্ ভাবিয়া ব্যাকুলা হইতেছেন আমি তাহারদের শোক শান্তির বাসনায় এক উপায় স্থির করিয়াছি। মন্ত্রী কহিলেন তোমার এ বাসনা প্রশংসনীয় বটে, কিন্তু তুমি কি উপায়ে এ উৎপাতের উপশম করিতে পারিবে? আমি তো কোন সম্ভাবনাই দেখিতে পাই না, তদর্থ কি করিতে চাহ বল দেখি? সচিব বাল

নিবেদন করিলেন পিতঃ রাজার দৈনিক পরিণয়ের উদ্যোগ আপনার দ্বারাই হইয়া থাকে অতএব প্রার্থনা করি এক দিন তাঁহার সহিত আমার বিবাহ দেউন। মন্ত্রী এই কথা শুনিবামাত্র সাতিশয় ভীতি প্রকাশ পুরঃসর কহিলেন হা ঈশ্বর, অরে হতভাগা বালা, তোমার কি এখনও জ্ঞানযোগ হয় নাই! আপনাহইতে শমন সদন গমনের বাসনা কর। বৎসে তোমার কি বিদিত হয় নাই, রাজা শপথ করিয়াছেন নিশাভাগে যাহার পাণি গ্রহণ করিবেন প্রাতঃকালে তাহার মুণ্ডচ্ছেদ করাইবেন, তুমি কি সাহসে তাঁহার অঙ্কলক্ষ্মী হইবার আকাঙ্ক্ষা করিতেছ! ভাবিয়া দেখ দেখি, তোমার এই অপরিণামদর্শি দুর্বাসনায় পরিণামে কি ভয়ানক বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা? মন্ত্রিসুতা কহিলেন তাত আমি এ বিপদের প্রতীকার মানসেই এই শোকাবহ ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইবার প্রার্থনা করিতেছি, এ বিষয়ে আমার যৎপরোনাস্তি ঔৎসুক্য জন্মিয়াছে তাহার নিবৃত্তি হয় না। ফলতঃ যদি আমি এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে না পারি তথাপি সাধারণের হিত চেষ্টায় দেহ পাত করাতে গৌরবই প্রাপ্ত হইব, আর যদিস্যাৎ কৃতকার্য্য হই দেশের বালিকা কুলকে রক্ষা করিয়া মহতী কীর্ত্তি স্থাপন করিতে পারিব। মন্ত্রী কহিলেন তুমি আপন মতের পোষকতার নিমিত্ত যাহা কহিতে ইচ্ছা কর বল আমি তোমার মতে সম্মত হইয়া তোমাকে নরান্তকের করে সমর্পণ করিতে পারিব না। রাজা বিবাহ করিয়া পর দিবস যখন তোমার শিরশ্ছেদার্থ আমার প্রতি আদেশ করিবেন তখন কি রূপে আমি তোমার গ্রীবায় খড়্গাঘাত করিব, অথচ তাহা না করিলে রাজাজ্ঞা পালন হইবেক না; ভাবিয়া দেখ দেখি সে সময়ে পিতার কি উৎকট সঙ্কট উপস্থিত হইবেক। বৎসে যদি তুমি মৃত্যুর প্রতি নিঃশঙ্ক হইয়া থাক তথাপি আমাকে কন্যা হন্তা করিও না, আমি তোমার দেহ শোণিতে পাণি অপবিত্র

করিতে পারিব না। শহর্জাদি বলিলেন পিতঃ, ভিক্ষা করি আমার প্রার্থনায় অসম্মত হইবেন না। মন্ত্রী কহিলেন কেন বারম্বার স্বেচ্ছাচার অবলম্বন করিয়া আমার সদভিমতের বিরুদ্ধ বাসনা প্রকাশ পূর্ব্বক ক্রোধোৎপত্তি করিতেছ এবং আপনার আশু বিনাশ জন্য এত ঔৎসুক্যই বা কেন? জান না বিপত্তিজনক কর্ম্মের পরিণাম বিবেচনা না করিলে বহুল অমঙ্গল ঘটে। তোমার আগ্রহ দেখিয়া আমার বোধ হইতেছে যেমত একটী গর্দ্দভ সুখে থাকিয়া শেষে স্বীয় দোষে দুর্দ্দশা ঘটাইয়াছিল তুমিও তদ্রূপে আপনার বিপদ আনিতেছ। শহর্জাদি জিজ্ঞাসা করিলেন পিতঃ খর কি করিয়াছিল? সচিব কহিলেন শ্রবণ কর।

গর্দ্দভ, বলীবর্দ্দ ও কৃষকের কথা।

কোন পল্লীগ্রামে মহা ধন সম্পন্ন এক জন বণিক্ কতিপয় আলয় নির্ম্মাণ পূর্ব্বক তন্মধ্যে নানাবিধ পশু স্থাপন করিয়া পালন করিতেন। পশু পোষণে তাঁহার যথেষ্ট আমোদ এবং বিশেষ অনুরাগ থাকাতে একটা পশ্বালয়ের কর্ম্ম স্বচক্ষে নিরীক্ষণার্থ তথায় পুত্র কলত্র সমভিব্যাহারে বাস করিলেন। চতুষ্পদ জাতীয় প্রাণির ভাষায় তাঁহার পরিচয় ছিল তাহাতে তাহাদের কথা বার্ত্তা বুঝিতে পারিতেন, কিন্তু শপথ পূর্ব্বক প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন তাহাদিগের সহিত আলাপের বিষয় কাহার নিকট প্রকাশ করিবেন না, ব্যক্ত করিলে প্রাণ দণ্ড স্বীকার করিবেন। তিনি একটী গর্দ্দভ ও বলীবর্দ্দকে এক স্থানে বন্ধন করিয়া রাখিতেন। একদা ঐ দুই পশুর সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক তাহাদের পরস্পরের কথোপকথন শ্রবণ করিলেন; বৃষভ রাসভকে কহিতেছিল ওহে খর তুমি অতি ভাগ্যবান, স্বচ্ছন্দে দিন যাপন করিতেছ, অধিক পরিশ্রম করিতে হয় না, এক জন ভৃত্য তোমার অঙ্গ

মার্জ্জন ও শরীর শুশ্রূষার্থ নিযুক্ত আছে, আহারার্থ পরিষ্কৃত যব এবং পানার্থ নির্ম্মল পানীয় প্রাপ্ত হও, তোমার এই মাত্র কর্ম্ম, প্রভু কোন স্থানে ভ্রমণার্থ গমন করিলে তাঁহাকে পৃষ্ঠদেশে বহন করিয়া যাও; কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য দেখ, নিরন্তর কতই কষ্ট ভোগ করি। ফলতঃ আমাদের দুই জনের জীবনের বিষয় অনুসন্ধান পূর্ব্বক তুলনা করিলে তোমার অবস্থা যেমত সুখদ আমার দশা তদ্রূপ দুঃখাবহ বোধ হইবে; বিবেচনা করনা কেন? প্রভুর কৃষিকারি ভৃত্যেরা রাত্রি প্রভাত না হইতেং আমাকে লাঙ্গলের সহিত সংযোজন পূর্ব্বক সমস্ত দিবস ভূমি কর্ষণে নিযুক্ত রাখে, আমি শ্রান্ত হইয়া যদিস্যাৎ একবারমাত্র হলাকর্ষণে শৈথিল্য করি তৎক্ষণাৎ পশ্চাদ্বর্ত্তী কৃষক রোষে কশাঘাত করে, এই দেখ সর্ব্বদা লাঙ্গল আকর্ষণে আমার স্কন্ধদেশের চর্ম্ম ক্ষয় ও কিণাঙ্কিত হইয়াছে। আমি এবম্প্রকারে সমস্ত দিবা কখনং রাত্রি পর্য্যন্ত পরিশ্রম করি, কিন্তু আহারার্থ অপক্ব সীম অথবা তদপেক্ষা অপকৃষ্ট কোন দ্রব্য, এতাবন্মাত্র প্রাপ্ত হই। এতদ্ব্যতীত আমার অন্য ক্লেশের বিষয় বিবেচনা কর, ঐ রূপ অরুচিকর আহারের পরে আপন বিষ্ঠার উপরেই শয়ন করিয়া থাকিতে হয়। হায়, দুই জনে এক গৃহে থাকি কিন্তু পরস্পরের অবস্থার এ রূপ তারতম্য, অতএব তোমার সুখে কি আমার হিংসা হইতে পারে না?

গর্দ্দভ মনোনিবেশ পূর্ব্বক বৃষভের বচন জাত শ্রবণ করিয়া কহিল অহে বলীবর্দ্দ গৃহস্থ তোমাকে কখনং যে ক্ষিপ্ত কহিয়া থাকে বোধ করি সে কথা বড় মিথ্যা নয়। তুমি নিজে অতি নির্বোধ, চিরকাল কেবল তাহাদিগেরই মতানুসারে চলিতে লাগিলে, আপনার কর্ত্তব্য বিষয়ে সৎপরামর্শ কি, অদ্যাবধি উদ্ভাবন করিতে পারিলে না! তোমার প্রতি গৃহস্থের এতাদৃশ অনাদর, তথাচ তুমি কি সুখ বা লাভ বিবেচনা করিয়া নিশ্চিন্ত আছ বলিতে পারি না? আহা তোমার তাদৃশ সবল শরীর অন্যের সুখ ও লভ্যের নিমিত্ত

ঈদৃশী দশা প্রাপ্ত হইল। যদি গৃহস্থেরা তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিত তাহা হইলেও বা মনোমধ্যে একটা সন্তোষ হইত, কিন্তু গৃহিদিগের প্রমুখাৎ ঐ রূপ কথাও কদাপি শ্রুতি গোচর হয় না। সে যাহা হউক, এক্ষণে বৃথা বিষাদ করিও না, যদি সাহস থাকে আমার পরামর্শ শুনিয়া তদ্রূপ আচরণ কর, এ দুর্গতি হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারিবে; ওহে বলীবর্দ্দ তোমার বিলক্ষণ শক্তি আছে কেন সাহসী হও না? আমি নিশ্চয় কহিতেছি সাহসাবলম্বন পুরঃসর আমার উপদেশানুসারে ব্যবহার করিলে গৃহস্থ তোমার প্রতি এতদ্রূপ আচরণ করিতে ক্ষান্ত হইবেন সন্দেহ মাত্র নাই। তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি বল দেখি তাহা হইলেই জানিতে পারিব; তোমার ভৃত্য যখন তোমাকে ভোজন পাত্র সন্নিধানে বন্ধন করিতে লইয়া যায় তখন তুমি কি প্রকার ব্যবহার করিয়া থাক? তোমার মস্তকের উপরি বিদীর্ণকারি সুবিশাল বিষাণ দ্বয় আছে ইহা কখন তাহাদিগকে স্মরণ করাইয়া থাক? তাহারা কখন তোমার খুর চিহ্ন দেখিতে পায়? তুমি ঘোর গভীর ধ্বনি করিতে পার আমি জানি কিন্তু গৃহস্থেরা কখন তোমার ভয়ানক চীৎকার শুনিতে পায়? আহা ভাই, তোমার আপনার নিকটেই সম্মানিত হইবার সমস্ত উপায় রহিয়াছে, তদবলম্বনে বিরত হইয়া কেন বিষণ্ণ হইতেছ? গৃহস্থ তোমার আহারার্থ কতকগুলা অপকৃষ্ট সীম ও কুৎসিত তুষ দেয়, তুমি তাহা কেন খাও? কেবল ঘ্রাণ লইয়া ফেলিয়া দিতে পার না? আমি যাহা বলিতেছি কতিপয় মাত্র দিন এই প্রকার আচরণ করিয়া দেখ দেখি অবশ্য তাহাদের ব্যবহারান্তর দৃষ্টি করিয়া হৃষ্টচিত্তে আমার নিকট প্রত্যুপকার স্বীকার করিবে। বৃষ গর্দ্দভের এই সমস্ত উক্তি শ্রবণ করিয়া তাহার নিকট বাধ্যতা স্বীকার পূর্ব্বক কহিল প্রিয় সঙ্গিন্ তুমি আমার পরম হিতৈষী, যে২ উপদেশ দিলে এ সকলে আমার পক্ষে শ্রেয়ঃ সম্ভাবনা বটে, অদ্যাবধি তোমার পরামর্শানুযায়ি আচরণ করিব।

তাহারা এই রূপে নির্জ্জনে কথোপকথন করিয়া মৌনাবলম্বন করিল; বণিক্ সমুদয় আকর্ণন করিলেন।

পর দিন প্রভাতে কৃষক গোশালা হইতে বলীবর্দ্দকে বহিষ্কৃত করত যোক্ত্র দ্বারা লাঙ্গলের সহিত বন্ধন পূর্ব্বক নিয়মানুসারে কর্ম্মে নিযুক্ত করিল। বৃষের মনে রাসভের পরামর্শ জাগরূক থাকাতে সে সমস্ত দিবসই প্রাতিকূল্যাচরণ করিল, পরে কৃষক রাত্রিকালে যখন তাহাকে নির্ণীত স্থানে আনিয়া বন্ধনোদ্যোগ করিল তখন শৃঙ্গ নিম্ন না করিয়া দৌরাত্ম্য ও চীৎকার পূর্ব্বক উল্লম্ফন করত তাহাকে আঘাতিত করিবার উপক্রম করিল, অর্থাৎ গর্দ্দভ তাহাকে যে প্রকার উপদেশ দিয়া ছিল তদনুরূপ আচরণে তৎপর হইল। সে নিশা ঐ রূপে অতিবাহিত হইলে প্রভাতে কৃষক গো গৃহে আগমন করিয়া দেখিল ভোজন পাত্র গত দিবসের প্রদত্ত সীম ও ভুষিতে পরিপূর্ণ রহিয়াছে এবং বলদ চারিটা পা বিস্তার করিয়া ভূমিতে শয়ন পূর্ব্বক ঘোর গভীর স্বরে চীৎকার করিতেছে। কৃষক এই ব্যাপার অবলোকনে বিতর্ক করিল সাতিশয় বাহনে বাহকের পীড়া জন্মিয়া থাকিবেক অতএব অদ্য ইহাকে কর্ম্মে লইয়া যাওয়া হইবেক না। আপনি এই রূপ বিবেচনা করিয়া বলীবর্দ্দকে না লইয়া প্রভুর নিকট গমন পূর্ব্বক তদ্বিবরণ নিবেদন করিল।

বণিক ভৃত্যের প্রমুখাৎ বৃষের ব্যবহার শ্রবণ মাত্রে বুঝিলেন বলদ গর্দ্দভের কুপরামর্শের অনুগামী হইয়াছে, অতএব কুমন্ত্রির উপযুক্ত দণ্ড বিধান মানসে কৃষককে কহিলেন অদ্য বৃষের পরিবর্ত্তে সেই গর্দ্দভটাকে লইয়া যাও, সাধ্যানুসারে তাহাকে পরিশ্রম করাইও, কোন অংশে যেন ত্রুটি হয় না। কৃষক প্রভুর নিদেশানুসারে সে দিবস রাসভের স্কন্ধে হল যোজন পূর্ব্বক সমস্ত দিন তাহাকে দিয়া ভূমি কর্ষণ করাইল। গর্দ্দভ কদাপি লাঙ্গল বহন করে নাই, হল বহন পূর্ব্বক ক্ষেত্র কর্ষণে যৎপরোনাস্তি ক্লেশিত হইল, অপর অনভ্যস্ত কর্ম্ম সহজে না করাতে

ভূরি২ প্রহারে তাহার পৃষ্ঠদেশ ক্ষত বিক্ষত ও শরীর গুরুতর পরিশ্রমে এতাদৃশ অবসন্ন হইল যে গৃহে প্রত্যাগমনানন্তর ক্ষণ মাত্রও দণ্ডায়মান থাকিতে তাহার ক্ষমতা হইল না।

এ দিকে বলীবর্দ্দ প্রতি দিন পরিশ্রম করিত, সে দিবস ঐ রূপ আচরণ করিয়া তাহা হইতে পরিত্রাণ পাওয়াতে মনে২ মহা আনন্দিত হইয়াছিল। সে কৃষকের প্রদত্ত নানাবিধ আহারীয় সামগ্রী অভ্যবহার করত সমস্ত বেলা বিশ্রাম করিতেছিল, এবং আপনা আপনি কহিতে ছিল প্রিয় মিত্রের পরামর্শানুরূপ আচরণ করাতেই অদ্য আমার এই সুখোৎপত্তি হইল, অতএব গর্দ্দভকে সহস্র২ আশীর্ব্বাদ করিল; কিয়ৎক্ষণ পরে তাহাকে কৃষক সমভিব্যাহারে প্রত্যাগমন করিতে দেখিয়া আপনি উত্থান পূর্ব্বক মুক্তকণ্ঠে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে লাগিল। গর্দ্দভ সমস্ত দিন বৃষের কর্ম্ম করিয়া জাতক্রোধ হইয়াছিল তাহার কথায় কোন উত্তর দিল না, বরং মনে২ কহিতে লাগিল এই অভাগার জন্যই আমার এ দুর্ঘটনা ঘটিল, সুখে ছিলাম, মহা আনন্দে দিন যাপন করিতাম, যাহা ইচ্ছা হইত তাহাই প্রাপ্ত হইতাম, এক্ষণে আপনার দুর্বুদ্ধি বশতঃ এই দুর্দশা ঘটাইয়াছি, অতএব কেবল আপনাকেই ধিক্কার দি, পরন্তু যদ্যপি কোন প্রকার ধূর্ত্ততা করিয়া এ উৎপাত হইতে উদ্ধার হইতে না পারি তবে প্রাণ ত্যাগ করাই আমার পক্ষে শ্রেয়স্কর। এই রূপ চিন্তায় মগ্ন হইয়া আপন স্থানে মৃতবৎ পড়িয়া রহিল।

সচিব আত্মজাকে এই উপাখ্যান শ্রবণ করাইয়া বিষাদ প্রকাশ পুরঃসর কহিলেন বৎসে আমার বোধ হয় তুমি ঐ রাসভের তুল্য নির্বোধ, তোমারও হিতাহিত পরিজ্ঞান মাত্র নাই, আপনার বিপদ আপনি উপস্থিত করিতে বাঞ্ছা করিতেছ, সদাচরণ করিতে গিয়া যে প্রাণাপদে পতিত হইবে ইহা কি দেখিতেছ না? ক্ষান্ত হও, রাজভার্য্যা হইবার

বাসনা বিসর্জ্জন কর, বৎসে আমার কথায় কি বিশ্বাস হয় না? কেন আত্ম বিনাশের পন্থা আপনি করিতেছ? নির্ব্বিঘ্নে থাকা কি তোমার পক্ষে ভার বোধ হইয়াছে? শহর্জাদি জনকের এই সমস্ত বচন শ্রবণ করিয়া বিনয়ৌদার্য্য প্রকাশ পূর্ব্বক কহিলেন পিতঃ আপনার প্রমুখাৎ যে উপন্যাস শ্রবণ করিলাম তাহাতেও আমার মত পরিবর্ত্তন হইতেছে না, আমার নিতান্ত বাসনা নৃপমহিষী হই, আপনি অনুগ্রহ করিয়া তাঁহার হস্তে অর্পণ করুন, আমার মনে সাতিশয় ঔদ্ধত্য জন্মিয়াছে, আপনি ত্বরায় আমার অভিলষিত সিদ্ধি না করিলে আপনাকে বারম্বার বিরক্ত করিব। সর্ব্বাধিকারী দুহিতার আগ্রহাতিশয় দর্শনে ঈষৎ কোপ প্রকাশ পূর্ব্বক কহিলেন যদ্যপি পুনঃ২ অবাধ্যতাচরণ করিতে লাগিলে তবে উক্ত বণিক্ তাহার বনিতার প্রতি যাদৃগ্ব্যবহার করিয়াছিলেন তোমার প্রতি আমাকেও তদ্রূপ আচরণ করিতে হইল।

বৎসে, বণিক্ গর্দ্দভের ঐ রূপ দুরবস্থা করিয়া মনে করিলেন এই পশু দুর্বুদ্ধি বশতঃ বলীবর্দ্দকে কুমন্ত্রণা দিয়া আপনি বিলক্ষণ যন্ত্রণা ভোগ করিল, দেখি বৃষের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে অদ্য কিরূপ আলাপ করে। এই রূপ কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া নিশাভাগে নিশাকর করে যখন সমস্ত জগৎ সৌধময় হইয়া প্রকাশমান হইতেছিল তখন আপন পত্নীর সমভিব্যাহারে পশুশালার দিকে গমন পূর্ব্বক অনতি দূরে এক সুরম্য স্থানে উপবেশন করিলেন, তাহাতে খর ও বৃষের কথোপকথন তাঁহার কর্ণগোচর হইতে লাগিল। গর্দ্দভ বৃষকে জিজ্ঞাসা করিতেছিল ওহে বলীবর্দ্দ অদ্য তো পরম সুখে যাপন করিলে বল দেখি কল্য যখন কৃষক আহারীয় দ্রব্য তোমার নিকট আনয়ন করিবে তখন কি করিবে? বৃষ বলিল, কেন তোমার উপদেশানুসারে কল্যও ঐ রূপ আচরণ করিব, প্রথমে একবার পলায়নের চেষ্টা পাইব, পরে শৃঙ্গ অবনত করিয়া এই ছল করিব যেন

মহাপীড়ায় অবসন্ন হইতেছি। গর্দ্দভ কহিল সাবধান, এবম্প্রকার ব্যবহার করিও না; করিলে মারা পড়িবে, আমি গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া প্রভুর প্রমুখাৎ যাহা শ্রবণ করিলাম তাহাতে এখনও আমার হৃৎকম্প হইতেছে। বৃষ সাতিশয় উদ্বেগ প্রকাশ পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিল তাহা কি, শীঘ্র বল, তোমার এ কথায় আমার অন্তঃকরণ ব্যাকুল হইতে লাগিল। গর্দ্দভ উত্তর করিল প্রভু কৃষককে কহিলেন ওহে যদিস্যাৎ আমার সেই বৃষটা আহার করিতে বা দণ্ডায়মান হইয়া থাকিতে না পারে তবে আর তাহাকে পালন করিলে কি হইবে, কল্য বধ করিও, দীন দুঃখিদিগকে তাহার মাংস বিতরণ করিব, অপর চর্ম্মটা চর্ম্মকারদিগকে দেওয়া যাইবে, তাহাতে আপাততঃ কিঞ্চিৎ লভ্য হইতে পারিবে, দেখিও কল্য যেন ঘাতুককে ডাকিতে বিস্মৃত হইও না। আমি স্বকর্ণে এই সকল কথা শ্রবণ করিয়াছি, তোমার শুভাকাঙ্ক্ষা করি ও তোমার সহিত বিশেষ বন্ধুতা আছে, অতএব জ্ঞাপন পূর্ব্বক সৎপরামর্শ প্রদান করিতেছি কল্য এবম্প্রকার আচরণ করিও না, ভৃত্য সীম ও ভূষি আনয়ন করিবামাত্র গাত্রোত্থান পূর্ব্বক আহারারম্ভ করিও, তাহাতে প্রভু বিবেচনা করিবেন তুমি নীরোগ হইয়াছ, এবং তোমাকে বধ করণের যে আদেশ করিয়াছেন তাহা রহিত করিবেন, সখে এ রূপ ব্যবহার ব্যতীত তোমার রক্ষার উপায় দেখি না।

গর্দ্দভ এই সকল কথা যে আশয়ে কহিল কার্য্যতঃ তাহাই সম্পন্ন হইল; বৃষ শ্রবণমাত্রে ভয়াতুর হইয়া চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল। বণিক্ মনোযোগ পূর্ব্বক তাহাদের কথোপকথন শ্রবণ করিতেছিলেন গর্দ্দভের বচনাবসানে বলীবর্দ্দের সন্ত্রাস দেখিয়া কৌতুকে আপনা আপনি অতিশয় হাস্য করিতে লাগিলেন, তাহাতে তাঁহার প্রেয়সী বিস্ময়ান্বিতা হইয়া জিজ্ঞাসা করিল নাথ একি, অকস্মাৎ এত হাস্য কেন? কিসে কৌতুকী হইলে, বল, শ্রবণার্থ আমার

অত্যন্ত ঔৎসুক্য জন্মিতেছে, সবিশেষ বর্ণন কর, আকর্ণন করিয়া তোমার ন্যায় কৌতূহলান্বিত হই। বণিক্ কহিলেন প্রিয়ে আমি তোমার নিকট এ রহস্য প্রকাশ করিতে পারিব না। রমণী কহিল নাথ তাহা হইবেক না, কৌতুকের কারণ অবগত হইতে আমার নিতান্ত বাসনা হইয়াছে। বণিক্ কহিলেন প্রিয়ে ক্ষান্ত হও, এ বিষয় অবগত হইবার বাঞ্ছা ত্যাগ কর, ইহাতে আমি তোমার তুষ্টি জন্মাইতে পারিব না, তোমার অনুরোধে এই মাত্র কহিতেছি এই গর্দ্দভ বৃষের প্রতি যে উক্তি করিল তৎ শ্রবণেই আমি হাস্য করিলাম। কিন্তু তাহারা যে বিষয়ে কথোপকথন করিল তাহা অতি রহস্য এ প্রযুক্ত তোমার নিকট ব্যক্ত করা হইবেক না। বণিগ্‌যোষা জিজ্ঞাসা করিল প্রিয়তম, ঐ বিষয় কি জন্য এত গোপনীয় হইল? বণিক উত্তর করিলেন প্রকাশ করিলে আমার প্রাণ দণ্ড হইবেক। রমণী কহিল এ কথায় আমার বিশ্বাস হয় না, বোধ হয় আমাকে তুচ্ছ করিয়া আমার নিকট কহিতেছ না, কিন্তু কি জন্য হাস্য করিলে যদ্যপি প্রকাশ না কর তাহা হইলে আমি আর তোমার সহিত আলাপ করিব না।

বণিক্ রমণী এই কথা বলিয়া রোষবশে অন্য এক গৃহে প্রবেশ করত দ্বার রুদ্ধ করিল এবং সমস্ত যামিনী কেবল রোদন করত যাপন করিল। বণিক একাকী এক আলয়ে শয়ন করিয়া রহিলেন। রাত্রি প্রভাতা হইলে স্ত্রীকে পূর্ব্ববৎ মানভরে অবস্থিতা দেখিয়া কহিলেন প্রিয়ে এ প্রকারে সন্তাপিত হইয়া কেন মূঢ়ের ন্যায় আচরণ কর? তুমি যে জন্য কোটি করিয়াছ তাহা অতি সামান্য বিষয় বটে কিন্তু গোপনে না রাখিলে আমার পক্ষে মহা অনিষ্ট সম্ভাবনা, কেবল এই কারণে তোমার নিকট ব্যক্ত করিতেছি না, আমি নিশ্চয় কহিতেছি তাহা অবগত হইলে তোমার কিঞ্চিন্মাত্র অভীষ্ট লাভ হইবেক না, অথচ আমার পরম ক্ষতি, অতএব মান ত্যাগ কর, বৃথা কোপে কেন ক্লেশ পাও। রমণী উত্তর করিল

আমার বুভুৎসা নিবৃত্তা না হইলে মনঃ ক্ষোভের শান্তি হইবেক না। বণিক্ কহিলেন আমি বলিলাম না, এ বিষয়ে তোমার প্রার্থনানুযায়ি আচরণ করিলে আমার প্রাণ নাশ সম্ভাবনা, আবার কেন আগ্রহ প্রকাশ কর? রমণী কহিল জগদীশ্বরের মনে যাহা আছে তাহা অবশ্যই হইবেক, অন্যথা করণে কাহারও সাধ্য নাই, অধিকন্তু আমাকে একটা কৌতুকের কারণ বলিলেই যে বিপদ ঘটিবে এ কথা কখন সম্ভাব্য নহে, ছল করিয়া কেন বঞ্চনা করিতেছ বল, ইহাতে যদি কোন অনিষ্ট হয় শপথ করিয়া কহিতেছি আমি তাহা ভোগ করিব। বণিক্ বনিতার, বারম্বার অভ্যর্থনায় বিরক্ত হইয়া কহিলেন দেখিতেছি তুমি হেতুবাদ গ্রাহ্য করিলে না, তবে স্পষ্ট কথা বলিয়া রাখি স্বেচ্ছাচারিত্ব দোষে স্বয়ং নষ্ট হইবে। যদি এ রহস্য নিতান্তই অবগত হইবে একবার স্থির হও, তোমার সন্তান দিগকে ডাকি, তাহারা প্রাণ থাকিতেং তোমার সহিত সাক্ষাৎ করুক। তদনন্তর আপনার পরিবার এবং প্রিয়তমার আত্মীয় স্বজনকে আনয়ন পূর্ব্বক উক্ত কাণ্ড জ্ঞাপন করিয়া কহিলেন তোমরা এই অবলাকে বুঝাইয়া এই অনিষ্টজনক জিজ্ঞাসা হইতে নিবৃত্ত করিতে পার। তাহাতে তাহারা নানা প্রকার হেতু ও যুক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক কহিলেন ঐ বিষয় জানাতে তোমার কোন লাভ নাই, প্রত্যুত অনিষ্ট সম্ভাবনা, তবে কেন তদর্থ ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতেছ, কিন্তু তাহাদের এবম্প্রকার প্রবোধ বচন শ্রবণে বণিগ্‌যোষা এইমাত্র প্রতিবচন প্রদান করিল আমি মৃত্যু পর্য্যন্ত স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছি, স্বামির গুপ্ত বিষয় অবগত না হইয়া নিবৃত্ত হইব না। পরে ঐ রমণীর মাতা পিতা তাহাকে নিবৃত্ত করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া কহিল বৎসে তোমার স্বামী হিত ব্যতীত অহিত কামনা করেন না, ইনি কহিতেছেন ইহাতে তোমার কোন উপকার হইবেক না বরঞ্চ মন্দ হইবে তবে কেন ইহার নিমিত্ত যত্ন করিতেছ, কিন্তু তাহাদিগের অনুরোধ ও বক্তৃতাতেও কোন ফল দর্শিল

না। পরে তাহার গর্ব্ভজ সন্তানেরা যখন দেখিল কোন মতে মাতা দুরাগ্রহ হইতে ক্ষান্তা হইলেন না তখন অশ্রুপূর্ণ লোচনে বিলাপ করিতে লাগিল বণিকও প্রিয়তমার অনিষ্ট সম্ভাবনা দেখিয়া সহসা স্থির করিতে পারিলেন না কি করিবেন। কিয়ৎক্ষণ পরে বাটীর বহির্দ্বারে বসিয়া বিবেচনা করিতে লাগিলেন এ রহস্য প্রকাশ করিলে প্রাণাপদ ঘটিবে, আমার প্রেয়সী প্রাণাপেক্ষাও গরীয়সী, ইহার বিয়োগ সহ্য করিতে পারিব না, অথচ না বলিলেও ইনি ক্ষান্ত হন না, বলি, না হয় শেষে আপন প্রাণ হানি করিয়া তাহাকে রক্ষা করিব।

অনন্তর সচিব কন্যাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন পুত্রি ঐ বণিকের একটী কুক্কুট ও পঞ্চাশটী কুক্কুটী এবং একটী বশীভূত কুক্কুর ছিল। বণিক বহির্দ্বারে বসিয়া কর্ত্তব্যতার বিষয় ভাবিতেং দেখিলেন কুক্কুট একটী রমণীর সহিত রঙ্গ ভঙ্গ করিতেছে, তদ্দৃষ্টে কুক্কুর তাহার প্রতি ধাবমান হইল, এবং তাহাকে ভর্ৎসনা করত কহিল ওহে তুমি যে রূপ নির্লজ্জতাচরণ করিতেছ বোধ করি দীর্ঘকাল রক্ষা পাইবা না। কুক্কুট সারমেয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক সগর্ব্ব বচনে কহিল আমি অন্যান্য দিন যে রূপ আমোদ প্রমোদ করিয়া থাকি অদ্যও তদ্রূপ করিতেছি আমার নৈত্যিক বিহারি কেন প্রতিহত হইবেক? কুক্কুর উত্তর করিল তুমি কি জান না, অদ্য আমাদিগের প্রভু অত্যন্ত উদ্বিগ্নচিত্ত আছেন, তাঁহার পত্নী এক বিষয় প্রকাশার্থ অনুরোধ করিতেছেন কিন্তু তাহা ব্যক্ত করিলে তাঁহার প্রাণ হানির সম্ভাবনা, আমার অনুমান হয় স্বামী প্রিয়তমাকে রোরুদ্যমানা দেখিয়া ও তাঁহার উত্তেজনায় বাধ্য হইয়া উক্ত বিষয় ব্যক্ত করিবেন। তাঁহার এই বিপদ্ সম্ভাবনা দেখিয়া আমরা সকলে উদ্বেগাকুল হইয়াছি, তুমি আমাদিগের শোক তাচ্ছীল্য করিয়া রমণীগণের সঙ্গে রঙ্গরসে মগ্ন হইতেছ?

কুক্কুট কহিল আমারদিগের প্রভুর কেবল একটী স্ত্রী, স্বামী কি তাঁহাকে শাসন করিয়া আপন মত স্থাপন করিতে পারেন না, আমার পঞ্চাশটা বনিতা রহিয়াছে তথাচ আমি যথেচ্ছ ব্যবহার করি। আমার বোধ হয় প্রভু অতি নির্বোধ, তিনি স্ত্রৈণতা পরিত্যাগ করুন দেখি, এখনি ঐ দুর্ভাবনা হইতে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইবেন। কুক্কুর জিজ্ঞাসা করিল তুমি এ বিষয়ে কি পরামর্শ বল। কুক্কুট উত্তর দিল আমার মতে এক্ষণে প্রভু বনিতার ভবনে গমন পূর্ব্বক দ্বার রুদ্ধ করিয়া একটী সুদৃঢ় যষ্টির দ্বারা তাঁহাকে বিলক্ষণ প্রহার করিতে আরম্ভ করুন, আমি নিশ্চয় কহিতেছি এইরূপ নিষ্ঠুরতাচরণ করিলেই তাঁহার প্রেয়সী আর গুপ্ত বিষয় ব্যক্ত করণের কারণ তাঁহাকে ব্যতিব্যস্ত করিবেন না। বণিক্ কুক্কুটের পরামর্শ শ্রবণমাত্রে একটী গদা গ্রহণ পূর্ব্বক স্ত্রীর গৃহে প্রবেশ করিলেন, সেখানে গিয়া দেখিলেন প্রেয়সী অশ্রুপূর্ণ লোচনে ক্রন্দন করিতেছেন, তাঁহাকে কোন কথা না কহিয়া দ্বার রুদ্ধ করত কুক্কুটের পরামর্শানুরূপ আচরণে প্রবৃত্ত হইলেন। তাহাতে রমণী নিগ্রহ সহিষ্ণুতা করিতে না পারিয়া চীৎকার পূর্ব্বক কহিতে লাগিল মহাশয় রক্ষা করুন, সমুচিত ফল হইল, ছাড়িয়া দেউন, আপনার নিকট আর কোন প্রশ্ন করিব না। বণিক্ বনিতার মুখে ঐ প্রকার কাতরতার কথা শ্রবণ করিয়া তখন বিবেচনা করিতে লাগিলেন অবলা অবিহিত জিজ্ঞাসায় ব্যগ্রতা প্রকাশ করিয়া এক্ষণে অনুতাপিনী হইয়াছে অতএব আর প্রহার করা বিধেয় নয়। তৎপরে তাড়না করণে ক্ষান্ত হইয়া গৃহের দ্বার উদ্ঘাটন করিলেন, তাহাতে পরিজনগণ অভ্যন্তরে উপস্থিত হইয়া অবলোকন করিল গৃহিণী জ্ঞান প্রাপ্তা হইয়াছেন। বণিক সেই জ্ঞান প্রদানের নিমিত্ত যে উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন সকলে তদর্থ তাঁহাকে ধন্যবাদ করিতে লাগিল। সচিব এই সমস্ত কহিয়া শহর্জাদিকে কহিলেন বৎসে বণিক আপনার পত্নীর প্রতি যে রূপ আচ-

রণ করিয়াছিল বোধ করি তোমার প্রতি তদ্রূপ ব্যবহার না করিলে তুমিও ক্ষান্ত হইবে না।

শহর্জাদি কহিলেন পিতঃ আমি আপন মানস হইতে নিবৃত্ত হইতে পারিব না, কেন আপনি এখনও বিভীষিকা দেখাইয়া ভুলাইবার চেষ্টা করিতেছেন, বণিগ্‌বধূর উপন্যাস শ্রবণ করিয়া আমার দৃঢ় প্রতিজ্ঞতায় শঙ্কা জন্মিতেছে না, আমিও ঐরূপ ভূরি২ কাহিনী বলিতে পারি, বোধ করি আপনি শ্রবণ করিলে বিবেচনা করিতে পারিবেন আমার মতান্তর নিমিত্ত যত্ন করা আপনার পক্ষে উচিত নহে, অতএব ক্ষমা করুন প্রার্থিত বিষয়ে নিরাশ করিবেন না, রাজবরে সম্প্রদান করিয়া আমার বাসনা পূর্ণ করুন। যদ্যপি আপনি পুনঃ২ অসম্মতি প্রকাশ করেন আমি স্বয়ং গিয়া তাঁহাকে বরমাল্য প্রদান করিব। সচিব কন্যার দৃঢ় প্রতিজ্ঞতা দর্শনে ও কাতরোক্তি শ্রবণে অগত্যা তাঁহার অভিপ্রায় সিদ্ধি বিষয়ে সম্মত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ নৃপ সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক নিবেদন করিলেন মহারাজ আগামি নিশায় আমার নন্দিনী শহর্জাদি আপনার পাণিগৃহীতা হইবেন।

রাজা অমাত্যকে স্বীয় তনয়া বিনাশে উদ্যত দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন মন্ত্রি সত্য না কি, তুমি আপন দুহিতা আমাকে সমর্পণ করিবে? সচিব উত্তর করিলেন মহারাজ আমার অভাগা কুমারী আপনার হস্তে আত্ম সমর্পণে স্বয়ং সমুৎসুকা হইয়াছে, ইহাতে তাহার যে বিপদ সম্ভাবনা, তাহাকে শুনাইয়াছি তথাচ কিঞ্চিন্মাত্র সঙ্কুচিতা হইল না, বোধ হয় সে প্রাণ অপেক্ষা এক রাত্রি আপনার মহিষী হওয়া অধিক গৌরবের বিষয় জ্ঞান করিয়াছে। রাজা কহিলেন সচিব তবে তুমিও কন্যার নিমিত্ত আশা ত্যাগ কর, নিঃসন্দেহ জানিও কল্য প্রাতে তাহাকেও বধ করিবার নিমিত্ত তোমার হস্তে সমর্পণ করিব,

তৎকালে যদি তুমি আজ্ঞা প্রতিপালন না কর তোমার প্রাণ দণ্ড বিধান হইবেক। মন্ত্রী বিষণ্ণ বদনে উত্তর করিলেন মহারাজ যদিও কল্য আপনার আজ্ঞানুরূপ আচরণ করিতে আমার চিত্ত বিকল হইবেক, কেননা আমি কন্যার জন্মদাতা, স্বাভাবিক স্নেহের উদয় অবশ্যই হইবে, তথাপি আপনার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে পারিব না, নিষ্ঠুরতা প্রকাশ পূর্ব্বক তাহার উপরেও অস্ত্র চালন করিব। রাজা শহরিয়ার সচিবের এ প্রকার প্রতিবচন শ্রবণে কহিলেন তবে যখন ইচ্ছা হয় কন্যাকে আনয়ন করিও।

মন্ত্রী সদনে প্রত্যাগমন করিয়া তনয়াকে ঐ সংবাদ জ্ঞাপন করিলে তিনি সাতিশয় সন্তোষ প্রকাশ করত পিতাকে প্রণাম করিলেন এবং জনককে শোকাকুল অবলোকন করিয়া এই বলিয়া সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন পিতঃ নৃপবরে কন্যা সম্প্রদান করিবেন সন্তাপ করেন কেন? আপনি যে নিমিত্ত খিন্ন হইতেছেন, দেখিবেন, আমা হইতে তাহার প্রতীকার হইবেক, আমি নৃপতির ভয়ঙ্কর কোপে কখনই পতিত হইব না, নিশ্চয় কহিতে পারি যাবজ্জীবন সুখভোগ করিব।

শহর্জাদি পিতাকে এবম্প্রকার প্রবোধ দিয়া তদনন্তর ভূপ সমীপে গমনের আয়োজন করিতে লাগিলেন। বেশ ভূষা সম্পন্ন হইলে পর আপনার অনুজা দিনর্জাদিকে সন্নিধানে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন প্রিয়ে ভগিনি একটী বিষয়ে কিঞ্চিৎ সহায়তা করিতে হইবে অনুরোধ করি তাহাতে অস্বীকৃতা হইও না, তুমি শুনিয়াছ, পিতা আমার আগ্রহে মদীয় পরিণয়নার্থ নৃপ সমীপে লইয়া যাইবেন, রাজা পরিণীতা জায়ার প্রতি রজনী প্রভাতে যদ্রূপ আচরণ করিয়া থাকেন বোধ করি তোমার অবিদিত নাই, কিন্তু ভগিনি আমি তাঁহার বনিতা হইব তোমার তদর্থ ভীত হইবার কোন কারণ নাই, তুমি অকুতোভয়ে আমার নিকট গমন করিতে পারিবে এবং

যাহা কহিব করিলে তোমার কোন হানি হইবেক না, আমি অগ্রে পিতার সহিত নৃপ সন্নিকটে গমন করি, পাণিপীড়ন সমাধা হইলে যখন শয়নাগারে প্রবেশ করিতে হইবে তখন বিনীত ভাবে ভূপ সন্নিধানে প্রার্থনা করিব মহারাজ অদ্য আমার জীবনের শেষ দিন, আমার পরম স্নেহ ভাজন একটী সহোদরা আছে, তাহাকে প্রাণাপেক্ষাও ভাল বাসি, অদ্য তাহার সহিত রাত্রি যাপন হয় নিতান্ত মানস, অতএব যদি অনুগ্রহ প্রকাশ পুরঃসর শয়নাগারের এক দেশে আমার সেই ভগিনীটীকে অবস্থান করিতে অনুমতি করেন পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হই। হে ভগিনি ঐ রূপ প্রার্থনায় রাজাকে সম্মত করিয়া যদিস্যাৎ তোমাকে আপন নিকটে লইয়া যাইতে পারি, তুমি রজনী প্রভাতা হইবার এক ঘটিকা পূর্ব্বে আমাকে জাগরিতা করাইয়া কহিও অগ্রজে যদি নিদ্রাভঙ্গ হইয়া থাকে নিশার অবশিষ্ট কাল পূর্ব্বের ন্যায় একটী মনোহর উপন্যাস শুনাও, তাহা হইলে আমি তোমার প্রার্থনায় তৎক্ষণাৎ একটী অপূর্ব্ব উপাখ্যান কহিতে আরম্ভ করিব, এবং ভরসা করি সেই গল্প প্রভাবে এক্ষণে রাজ্য মধ্যে অহরহ যে রূপ স্ত্রী হত্যা হইতেছে তাহার খর্ব্বতা হইতে পারিবে, দেখিও যেন বিস্মৃত হইও না, যাহা২ বলিলাম সকল স্মরণ রাখিও। দিনর্জাদি অগ্রজার এই কৌশলের কথা শ্রবণে পরম পুলকিত হইলেন এবং তাঁহার আদেশানুরূপ আচরণ করিতে আহ্লাদ পূর্ব্বক স্বীকার করিলেন।

অনন্তর সায়ংকাল উপস্থিত হইলে অমাত্য অপ্রসন্ন মনে পরম স্নেহ ভাজন নন্দিনীকে বিবাহ যোগ্য বেশ ভূষা করাইয়া রাজভবনে লইয়া গেলেন এবং যথাবিধি সম্প্রদান করিয়া সত্বর বিদায় হইলেন। মন্ত্রী প্রস্থান করিলে রাজা কেলি গৃহে প্রবেশ পুরঃসর সদ্যঃ পরিণীতা বনিতা শহর্জাদির অবগুণ্ঠন উত্তোলন করিলেন, তাহাতে তাঁহার অপরূপ রূপ ও মনোহর লাবণ্য নয়ন গোচর হওয়াতে মোহিত

হইলেন, কিয়ৎক্ষণ এক দৃষ্টে দৃষ্টিপাত করিয়া শরীরের বর্ণ নির্বর্ণন পূর্ব্বক দৃষ্টির সার্থকতা স্বীকার করত আপনিই আপনাকে ধন্য বোধ করিতে লাগিলেন। পরে সাত্ত্বিক ভাবের আবির্ভাব হওয়াতে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিবেন ইত্যবসরে তদীয় অক্ষি যুগল বাষ্পভরে বিক্ষিপ্ত দেখাতে জিজ্ঞাসা করিলেন সুন্দরি এক্ষণে অশ্রুপাতের কারণ কি? শহর্জাদি সবিনয় বচনে নিবেদন করিলেন মহারাজ আমার একটী কনিষ্ঠা ভগিনী আছে আমি তাহাকে অতিশয় স্নেহ করি, এবং সেও আমার প্রতি যথেষ্ট ঘনিষ্ঠ, রাত্রিতে একত্র শয়ন না করিলে সুখসুপ্তি হয় না। রাজা তাঁহার রূপ লাবণ্যে মুগ্ধ হইয়াছিলেন নিশাবসানে প্রাণ হত্যার প্রতিজ্ঞায় স্থির থাকিলেও তৎকালে রমণীর সন্তোষ প্রদান মানসে কহিলেন তুমি কি অদ্যও তোমার সেই ভগিনীকে দেখিতে চাহ? শহর্জাদি এ কথায় পরম পরিতোষ প্রকাশ পুরঃসর কহিলেন মহারাজ আমার মনের বাসনা তাহাই বটে, যদিস্যাৎ অদ্য এই শয়নাগারে তাহাকে আনয়নের অনুমতি হয় উভয়ে পুনর্ব্বার পরস্পর সাক্ষাৎ করিয়া উত্তমরূপে বিদায় লই। শহরিয়ার বনিতার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া তৎক্ষণাৎ ভৃত্যবর্গকে আজ্ঞা করিলেন মন্ত্রিকে গিয়া বল তোমার কনিষ্ঠা কন্যা দিনর্জাদিকে মহারাজ আহ্বান করিতেছেন, বিবাহ বাসরে তাহাকে সহোদরার সহিত একত্র থাকিতে হইবে। রাজার আদেশ হইবা মাত্র মন্ত্রী অবিলম্বে আপনার যবীয়সী তনয়াকে পাঠাইয়া দিলেন। রাজা পূর্ব্বদেশীয় ব্যবহারানুসারে স্বয়ং এক অত্যুচ্চ পল্যঙ্কে শহর্জাদির সহিত শয়ন করিলেন এবং তাঁহার আদেশে সম্মুখে নিম্নে প্রসারিত শয্যায় দিনর্জাদি শয়ন করিয়া রহিলেন।

রাত্রি এক ঘটিকা অবশিষ্ট থাকিতে দিনর্জাদি গাত্রোত্থান করিয়া সহোদরার উপদেশানুসারে কহিতে লাগিল ভগিনি যদ্যপি নিদ্রা ভঙ্গ হইয়াথাকে প্রার্থনা করি যাবৎ

প্রভাত না হয় পূর্ব্বের ন্যায় একটী মনোহর উপাখ্যান কহ, প্রতি রাত্রে তোমার প্রমুখাৎ অপূর্ব্ব২ উপকথা শ্রবণ করিয়া পরম আমোদ প্রাপ্ত হইতাম, নিশাবসানে তোমার জীবনাবশেষ হইবে অতঃপর তাহাতে বঞ্চিত হইব অদ্য একটী শুনাইয়া জন্মের মত পরিতৃপ্ত কর।

শহর্জাদি ভগিনীর অধ্যেষণায় উত্তর না করিয়া ভূপালকে নিবেদন করিলেন মহারাজ অনুজা একটী কাহিনী শুনিতে চাহে আপনার কি অনুমতি হয়? ভূপতি এতচ্ছ্রবণে উত্তর করিলেন স্বচ্ছন্দে শুনাও তাহাতে আপত্তি কি? শহর্জাদি তৎপরে ভগিনীকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন দিনর্জাদি তবে শুন, এই বলিয়া উপন্যাসের আরম্ভ করিলেন।

বণিক্ ও দৈত্যের কথা।

কোন দেশে মহাধন সম্পন্ন এক বণিক্ বসতি করিতেন, নানা দেশে তাঁহার ভূমি সম্পত্তি ও বাণিজ্যালয় থাকাতে সর্ব্বত্র ভূরি২ কর্ম্মচারী এবং প্রতিনিধি নিযুক্ত ছিল! বণিক কেবল অধিকৃতেরদের বিবেচনার উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতেন না, তাহারা কি প্রকারে কার্য্য নির্ব্বাহ করে এবং তাঁহার ধন সম্পত্তি ও বাণিজ্য ব্যবসায় কি রূপ উন্নতি শালি হইতেছে সমুদায় বিষয় স্বয়ং পর্য্যবেক্ষণ নিমিত্ত সর্ব্বদা সকল স্থানে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন। এক দিন কিয়দ্দূরে একটা কর্ম্মালয়ে বিশেষ প্রয়োজন উপস্থিত হওয়াতে তথায় গমন করিতে হইল। একটা দুর্গম বিপিন উত্তীর্ণ হইয়া তথায় যাইতে হইত, তাহাতে পথিমধ্যে খাদ্য দ্রব্য লভ্য হইত না, অতএব পথে দিনপাতের নিমিত্ত সামগ্রী প্রস্তুত করিয়া লইলেন। তদনন্তর অশ্বারোহণ পূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন। কিয়দ্দিন পরে গন্তব্য কার্য্যালয়ে উত্তীর্ণ হইয়া তত্রস্থ নিযুক্ত লোকদিগের কৃত কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ এবং

যাহা২ কর্ত্তব্য ছিল সমাধা করিয়া ভবনাভিমুখে পুনর্যাত্রা করিলেন।

বাটীর প্রতি যাত্রা করিলে তাঁহাকে তিন দিন পথঘটিত নানা স্থানে ভ্রমণ করিতে হইল, চতুর্থ দিবসে দিবাকরের প্রচণ্ড করে মস্তকে সন্তাপিত ও উত্তপ্ত বালুকায় দগ্ধচরণ হওয়াতে পথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কিয়দ্দূরে একটী ছায়া তরু অবলোকন করিয়া তন্মূলে বিশ্রামার্থ গমন করিলেন। তথায় বসিয়া দেখিতে পাইলেন অনতিদূরে একটী আকরোট বৃক্ষ সন্নিধানে পর্ব্বতের গহ্বর হইতে নির্ম্মল শীতল জল পতিত হইতেছে। তদবলোকনে আহ্লাদিত হইয়া মহীরুহের স্কন্ধে অশ্ব বন্ধন পূর্ব্বক ঝর্ণার নিকট গমন করিয়া তীরে উপবেশন করিলেন এবং সমভিব্যাহারে আনীত কিঞ্চিৎ খর্জ্জুর বাহির করিয়া আহার করিতে২ তাহার বীজ ইতস্ততঃ ক্ষেপণ করিতে লাগিলেন পরে আহার সমাপ্ত হইলে আচমন পূর্ব্বক ভদ্র যবনের ন্যায় নৈত্যিক উপাসনায় নিবিষ্টমনা হইলেন।

ঈশ্বরারাধনা সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বে পাতিত জানু হইয়া প্রার্থনা করিতেছেন ইত্যবসরে হঠাৎ নেত্র দ্বয় উন্মীলন করাতে দেখিতে পাইলেন একটা ভীষণ মূর্ত্তি বৃদ্ধ দৈত্য করে তরবারি ধারণ পূর্ব্বক সন্নিধানে আগমন করিতেছে। ফলতঃ সে তৎক্ষণেই সমীপস্থ হইয়া চীৎকার শব্দে কহিল, অরে ওঠ, এই করবাল প্রহারে তোর শিরশ্ছেদ করিব। বণিক্ দৈত্যের ভয়ানক আকার ও উক্ত প্রকার তর্জ্জন বচন শ্রবণ করিয়া ভয়ে কম্পিত কলেবর হইলেন এবং বিস্ময়াপন্ন হইয়া বিষণ্ণ বদনে মৃদুস্বরে কহিতে লাগিলেন প্রভো আমি কি অপরাধ করিলাম কেন আমার প্রাণ দণ্ড করিবেন? দৈত্য কহিল তুই আমার তনয়কে বিনষ্ট করিয়াছিস্ এ কারণ আমি শপথ করিয়াছি তোর জীবনান্ত না করিয়া নিবৃত্ত হইব না। বণিক এতৎ শ্রবণে আশ্চর্য্য প্রকাশ পুরঃসর কহিলেন হা ঈশ্বর, হে মহাশয় আমি আপনকার সন্তানকে কি

রূপে নষ্ট করিলাম, তাঁহার সহিত আমার পরিচয় নাই, কখনও তাঁহাকে দেখি নাই। দৈত্য বলিল তুই এখানে আগমন করিয়া উপবেশনানন্তর খর্জ্জুর বাহির করিয়া আহার করিতেছিলি কি না, তাহার বীজ ইতস্ততঃ ক্ষেপণ করিস্ নাই? বণিক কহিলেন হাঁ খর্জ্জুর ভক্ষণ করিয়া আঁটিগুলা ফেলিয়া দিয়াছি বটে। দৈত্য কহিল তবেই তুই আমার বালককে বধ করিয়াছিস্, যখন অষ্ঠি নিক্ষেপ করিতেছিলি তৎকালে আমার তনয় সেই দিক দিয়া গমন করিতেছিল তোর প্রক্ষিপ্ত একটা আঁঠি তাহার নেত্রে বিদ্ধ হওয়াতে প্রাণ বিয়োগ হইয়াছে অতএব তুই আমার পুত্র ঘাতক, আয় তোকে প্রতিফল দি। বণিক এই বাক্য শুনিয়া কাতরতা প্রকাশ পূর্ব্বক কহিলেন মহাশয় যদি ঐ রূপ কর্ম্ম করিয়া থাকি অজ্ঞানতঃ হইয়া থাকিবে আমার অপরাধ নাই। আর আমার প্রাণ বিনাশ করিলে আপনার পুত্র পুনর্জীবিত হইবেন না, অতএব কৃপা করিয়া ক্ষমা করিতে আজ্ঞা হয়। দৈত্য কহিল আমারদের জাতির দয়া ধর্ম্ম নাই এবং অপরাধির ক্ষমা করাও আমাদের ধর্ম্ম নহে, তুই বল দেখি যে ব্যক্তি হিংসা করে তাহার প্রতি হিংসা করা উচিত কি না? বণিক্ বিনীত বচনে প্রতিবচন প্রদান পুরঃসর কহিলেন মহাশয় যাহা আজ্ঞা করিতেছেন যথার্থ বটে কিন্তু এ স্থলে আমি প্রতিহিংস্য হইতে পারি না, কেননা আমার অপরাধ নাই, যদ্যপি আপনার অনিষ্ট হইয়া থাকে তথাচ জ্ঞান পূর্ব্বক করি নাই, অতএব প্রার্থনা করি করুণা প্রকাশ পুরঃসর অজ্ঞানতঃ কৃত অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া জীবন দান করুন। দৈত্য পূর্ব্ববৎ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া সকোপ বাক্যে কহিল কি তুই আমার আত্মজের অসু বিনাশ করিলি তোকে আমি ক্ষমা করিব, কদাপি হইবে না, তুই যে প্রকারে আমার সন্তানকে নষ্ট করিয়াছিস্ আমি তদ্রূপে তোকে বধ করিব, এই কথা কহিয়া ক্রোধে লোচন দ্বয় আঘূর্ণিত করত বলে বণিককে ধৃত

করিল এবং আকর্ষণ করিয়া ভূতলে নিক্ষেপ পূর্ব্বক শিরশ্ছেদ নিমিত্ত কোষ হইতে নিষ্কাসিত অসি উত্তোলন করিল।

বণিক দৈত্যকে আততায়ি দেখিয়া নয়ন নীরে ভাসিতে২ পুত্র কলত্রের নিমিত্ত বিলাপ করিতে লাগিলেন এবং দৈত্যের করুণা উৎপাদনের দ্বারা প্রাণ রক্ষা নিমিত্ত আপনার নির্দ্দোষতা প্রকাশ পুরঃসর নানা প্রকারে কাতরতা করিলেন কিন্তু কিছুতেই দৈত্যের মত পরিবর্ত্তন হইল না, সে করবাল উত্তোলন করিয়া বণিকের বাক্যাবসান পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা করিতেছিল, কথা শেষ হইবা মাত্র কহিল বৃথা কেন কাতর্য্য প্রকাশ করিতেছ, ক্রন্দন করিতে২ তোমার চক্ষুর্দ্বয় হইতে যদ্যপি শোণিত ধারা প্রবহমান হয় তথাপি তোমার প্রতিহিংসায় ক্ষান্ত হইব না, তুমি যে রূপে আমার পুত্রকে বিনষ্ট করিয়াছ সেই রূপে তোমাকে নষ্ট করিব। বণিক কহিল তুমি কি কিছুতেই ক্ষমা করিবে না, বিনা অপরাধে প্রাণ দণ্ড করা কি তোমার নিতান্তই কর্ত্তব্য হইয়াছে? দৈত্য কহিল হাঁ, এ বিষয়ে আমি মত স্থির করিয়াছি।

এই সময়ে শহর্জাদি দেখিলেন রজনী প্রভাতা হয় আর বিলম্ব নাই, তাঁহার জ্ঞাত ছিল রাজা প্রত্যূষে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক ঈশ্বরারাধনা করিয়া রাজসভায় অধিবেশন করেন, অতএব ঐ কাহিনীর শেষ কথা কহিতে ক্ষান্তা হইলেন। দিনর্জাদি ভগিনীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন আহা অদ্য কি চমৎকার গল্প আরম্ভ করিয়াছিলে? শহর্জাদি কহিলেন এ উপন্যাসের অবশিষ্টাংশে আরো আশ্চর্য্য২ কথা আছে, মহারাজ যদ্যপি এক দিন আমাকে জীবন ধারণ করিতে দেন কল্য এই কাহিনীর শেষ করিতে পারি, শুনিলে বুঝিতে পারিবে কেমন বিচিত্র গল্প। শহরিয়ার উপাখ্যান শুনিয়া সাতিশয় কৌতুকাবিষ্ট হইয়াছিলেন, মনে করিলেন এ উপন্যাসটা অতি চমৎকার, অধিকন্তু এ কহিতেছে শেষে আরো

আশ্চর্য্য আছে, অতএব অদ্য ইহার জীবন বিনাশ না করিয়া এক দিন অপেক্ষা করি না, গল্পের অবশিষ্টাংশ শ্রবণ করিয়া আগামি দিবসেই বধের আজ্ঞা দিব। এই স্থির করিয়া সে দিন পরিণীতা বনিতার প্রাণ সংহারার্থ কোন আদেশ প্রকাশ না করিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপন পূর্ব্বক নিয়মানুসারে রাজকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ নিমিত্ত সভায় গমন করিলেন।

এ দিকে মন্ত্রী পরম স্নেহ পাত্রী প্রিয় পুত্রীকে রাজার নৈত্যিক পরিণয়ে নিয়োগ করিয়া চিন্তা করিতেছিলেন কন্যার ভাগ্যে কি হয়; অথবা কি হইবে রজনী প্রভাত হইলে আমাকেই স্বহস্তে তাহার প্রাণ নষ্ট করিতে হইবেক। এই রূপ দুর্ভাবনায় তিনি সমস্ত নিশা নেত্র নিমীলন করিতে পারেন নাই, মহা উদ্বেগে রাত্রি যাপন করিয়া প্রত্যূষেই শয্যা পরিত্যাগ করিলেন, পরে প্রাতঃ কৃত্যাদি সমাপনানন্তর নিয়মানুসারে ভূপাল সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন, কিন্তু সে দিন আপন নন্দিনীর প্রাণ সংহার করিতে হইবে এই ভয়ে তাঁহার চরণদ্বয় পুরঃপ্রসরান্বিত হইল না, অতি কষ্টে রাজসভায় উত্তীর্ণ হইলেন। তথায় গিয়া দেখিলেন রাজা অগ্রে পরিষন্মধ্যে আসিয়া সিংহাসনে অধিবেশন করিয়াছেন অন্যান্য দিন পরিণীতা বনিতার প্রাণ বিনাশের আজ্ঞা প্রদান নিমিত্ত শয়নাগারে বসিয়া অমাত্যের আগমন প্রতীক্ষা করিতেন, সে দিবস তাহার অপেক্ষা করেন নাই, এবং ঐ বিষয়ের কোন আদেশও প্রকাশ হয় নাই।

মন্ত্রী রাজসভায় আগমন করিলে নৃপতি তাঁহার সহিত দৈনিক কর্ত্তব্য রাজকীয় সমস্ত বিষয় বিবেচনা পূর্ব্বক নির্ব্বাহ করত দিন যাপন করিলেন। পরে সায়ংকাল উপস্থিত হইলে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া শহর্জাদির সঙ্গে গত নিশার ন্যায় রঙ্গ রসে প্রবৃত্ত হইলেন এবং অনেক ক্ষণ হাস্য পরিহাস ও কৌতুক করিয়া উভয়ে নিদ্রাগত হইলেন। দিনর্জাদিও সেই শয়নাগারের নিমুস্থ শয্যায় গত রাত্রির ন্যায় শয়ন

করিল এবং আকর্ষণ করিয়া ভূতলে নিক্ষেপ পূর্ব্বক শিরশ্ছেদ নিমিত্ত কোষ হইতে নিষ্কাসিত অসি উত্তোলন করিল।

বণিক দৈত্যকে আততায়ি দেখিয়া নয়ন নীরে ভাসিতে২ পুত্র কলত্রের নিমিত্ত বিলাপ করিতে লাগিলেন এবং দৈত্যের করুণা উৎপাদনের দ্বারা প্রাণ রক্ষা নিমিত্ত আপনার নির্দ্দোষিতা প্রকাশ পুরঃসর নানা প্রকারে কাতরতা করিলেন কিন্তু কিছুতেই দৈত্যের মত পরিবর্ত্তন হইল না, সে করবাল উত্তোলন করিয়া বণিকের বাক্যাবসান পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা করিতেছিল, কথা শেষ হইবা মাত্র কহিল বৃথা কেন কাতর্য্য প্রকাশ করিতেছ, ক্রন্দন করিতে২ তোমার চক্ষুর্দ্বয় হইতে যদ্যপি শোণিত ধারা প্রবহমান হয় তথাপি তোমার প্রতিহিংসায় ক্ষান্ত হইব না, তুমি যে রূপে আমার পুত্রকে বিনষ্ট করিয়াছ সেই রূপে তোমাকে নষ্ট করিব। বণিক কহিল তুমি কি কিছুতেই ক্ষমা করিবে না, বিনা অপরাধে প্রাণ দণ্ড করা কি তোমার নিতান্তই কর্ত্তব্য হইয়াছে? দৈত্য কহিল হাঁ, এ বিষয়ে আমি মত স্থির করিয়াছি।

এই সময়ে শহর্জাদি দেখিলেন রজনী প্রভাতা হয় আর বিলম্ব নাই, তাঁহার জ্ঞাত ছিল রাজা প্রত্যূষে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক ঈশ্বরারাধনা করিয়া রাজসভায় অধিবেশন করেন, অতএব ঐ কাহিনীর শেষ কথা কহিতে ক্ষান্তা হইলেন। দিনর্জাদি ভগিনীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন আহা অদ্য কি চমৎকার গল্প আরম্ভ করিয়াছিলে? শহর্জাদি কহিলেন এ উপন্যাসের অবশিষ্টাংশে আরো আশ্চর্য্য২ কথা আছে, মহারাজ যদ্যপি এক দিন আমাকে জীবন ধারণ করিতে দেন কল্য এই কাহিনীর শেষ করিতে পারি, শুনিলে বুঝিতে পারিবে কেমন বিচিত্র গল্প। শহরিয়ার উপাখ্যান শুনিয়া সাতিশয় কৌতুকাবিষ্ট হইয়াছিলেন, মনে করিলেন এ উপন্যাসটা অতি চমৎকার, অধিকন্তু এ কহিতেছে শেষে আরো

আশ্চর্য্য আছে, অতএব অদ্য ইহার জীবন বিনাশ না করিয়া এক দিন অপেক্ষা করি না, গল্পের অবশিষ্টাংশ শ্রবণ করিয়া আগামি দিবসেই বধের আজ্ঞা দিব। এই স্থির করিয়া সে দিন পরিণীতা বনিতার প্রাণ সংহারার্থ কোন আদেশ প্রকাশ না করিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপন পূর্ব্বক নিয়মানুসারে রাজকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ নিমিত্ত সভায় গমন করিলেন।

এ দিকে মন্ত্রী পরম স্নেহ পাত্রী প্রিয় পুত্রীকে রাজার নৈত্যিক পরিণয়ে নিয়োগ করিয়া চিন্তা করিতেছিলেন কন্যার ভাগ্যে কি হয়; অথবা কি হইবে রজনী প্রভাত হইলে আমাকেই স্বহস্তে তাহার প্রাণ নষ্ট করিতে হইবেক। এই রূপ দুর্ভাবনায় তিনি সমস্ত নিশা নেত্র নিমীলন করিতে পারেন নাই, মহা উদ্বেগে রাত্রি যাপন করিয়া প্রত্যূষেই শয্যা পরিত্যাগ করিলেন, পরে প্রাতঃ কৃত্যাদি সমাপনানন্তর নিয়মানুসারে ভূপাল সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন, কিন্তু সে দিন আপন নন্দিনীর প্রাণ সংহার করিতে হইবে এই ভয়ে তাঁহার চরণদ্বয় পুরঃপ্রসরান্বিত হইল না, অতি কষ্টে রাজসভায় উত্তীর্ণ হইলেন। তথায় গিয়া দেখিলেন রাজা অগ্রে পরিষন্মধ্যে আসিয়া সিংহাসনে অধিবেশন করিয়াছেন অন্যান্য দিন পরিণীতা বনিতার প্রাণ বিনাশের আজ্ঞা প্রদান নিমিত্ত শয়নাগারে বসিয়া অমাত্যের আগমন প্রতীক্ষা করিতেন, সে দিবস তাহার অপেক্ষা করেন নাই, এবং ঐ বিষয়ের কোন আদেশও প্রকাশ হয় নাই।

মন্ত্রী রাজসভায় আগমন করিলে নৃপতি তাঁহার সহিত দৈনিক কর্ত্তব্য রাজকীয় সমস্ত বিষয় বিবেচনা পূর্ব্বক নির্ব্বাহ করত দিন যাপন করিলেন। পরে সায়ংকাল উপস্থিত হইলে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া শহর্জাদির সঙ্গে গত নিশার ন্যায় রঙ্গ রসে প্রবৃত্ত হইলেন এবং অনেক ক্ষণ হাস্য পরিহাস ও কৌতুক করিয়া উভয়ে নিদ্রাগত হইলেন। দিনর্জাদিও সেই শয়নাগারের নিম্নস্থ শয্যায় গত রাত্রির ন্যায় শয়ন

করিল। বিভাবরী প্রভাতা হইবার কিয়ৎ মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে সে বিনিদ্রা হইয়া ভগিনীকে সম্বোধন পুরঃসর কহিতে লাগিল অগ্রজে যদি নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া থাকে যাবৎ প্রভাত না হয় কল্যকার আরব্ধ উপন্যাসটী শেষ কর। মহারাজও উপন্যাস শ্রবণার্থ উৎসুক ছিলেন তাহাতে তিনিও জাগরিত হইয়া অবধি প্রেয়সীর নিদ্রা ভঙ্গ করত কহিতেছিলেন বণিক ও দৈত্যের কাহিনীর অবশিষ্টাংশ কহ না? অতএব শহর্জাদি রাজাকেই সম্বোধন করিয়া সানন্দচিত্তে উপাখ্যানের আরম্ভ করিলেন।

মহারাজ, বণিক্ যখন অবলোকন করিলেন দৈত্য আপন সংকল্পিত কার্য্য সমাধা করে আর বিলম্ব নাই, তখন চীৎকার পূর্ব্বক এই বাক্য কহিলেন মহাশয় একটী নিবেদন করিব শ্রবণে অবধান হউক। দৈত্য কহিল কি বলিবি বল্। বণিক্ বিনীতভাবে বলিতে লাগিলেন যদি নিতান্তই আমাকে বধ করিবেন ক্ষণকালের নিমিত্ত বিদায় দেউন, আমি একবার গৃহে গিয়া আমার পুত্রকলত্রাদির মধ্যে বিষয় বিভব বিভাগ করিয়া দিয়া আসি, তাহা করিলে আমার মৃত্যুর পরে তাহাদের মধ্যে বিবাদ উত্থাপন হইবেক না, আমি অঙ্গীকার করিতেছি ঐ কার্য্য সমাধা করিয়াই এখানে প্রত্যাগমন করিব। দৈত্য কহিল তোমাকে ভবনে গমন করিতে দিলে যদি তুমি প্রত্যাগমন না কর আমি কি করিব, বোধ হয় আমাকে প্রতারণা করিবার নিমিত্ত এই কল্পনা করিলে? বণিক্ কহিলেন শপথে আপনার বিশ্বাস আছে কি না? পরমেশ্বরের দিব্য করিয়া কহিতেছি অবশ্যই প্রত্যাগমন করিব। দৈত্য কহিল কত দিন বিলম্বে আসিবে? বণিক কহিলেন আমার উক্ত কর্ম্ম সম্পন্ন করিতে এক বৎসরের অধিক কাল লাগিবে না, বৎসরান্তে প্রত্যাগমন করিব সন্দেহ নাই; মহাশয় যদি এক বর্ষ মাত্র অপেক্ষা করিয়া আমার প্রাণ দণ্ড করেন তাহা হইলে সুখে মৃত্যু হয় আপনি এ বিষয়ে সংশয় করিবেন না, আমি অঙ্গীকার করিতেছি কল্যাবধি

গণনা করিয়া যে দিন বৎসর পূর্ণ হইবে সেই দিবসেই এই স্থানে স্বয়ং আসিয়া আপনার হস্তে আত্ম সমর্পণ করিব। দৈত্য কহিল তোমার এই প্রতিজ্ঞায় ঈশ্বরকে সাক্ষী করিতে পার? বণিক কহিলেন পরমেশ্বরেরই শপথ করিয়া বলিতেছি প্রত্যাগমন করিব কেন সন্দেহ করেন। দৈত্য এই কথা শুনিয়া সেই নির্ঝর সমীপে তাহাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ অদর্শন হইল।

বণিক এই রূপে দৈত্যের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া অশ্বারোহণ পূর্ব্বক সত্বর স্বগৃহাভিমুখে গমন করিলেন, তৎকালে মহা বিপদ হইতে উদ্ধার হওয়াতে মনোমধ্যে ক্ষণিক আনন্দ জন্মিল বটে কিন্তু কঠিন শপথের বিষয় স্মরণ করত আত্ম জীবনার্থ সাতিশয় সন্তাপিত হইতে লাগিলেন। কিয়দ্দিন পরে বাটীতে উপস্থিত হইলে তাঁহার স্ত্রী পুত্রাদি দেখিয়া পরমানন্দে নিমগ্ন হইল, কিন্তু বণিক্ তাহাদিগের সহিত আমোদ না করিয়া আর্ত্তস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন, ইহাতে পরিবারস্থ সকলে বোধ করিল অবশ্য কোন দুর্ঘটনা হইয়া থাকিবে। বণিকের বনিতা নিকটে আসিয়া সস্নেহ বচনে জিজ্ঞাসা করিল নাথ কেন ক্রন্দন করিতেছেন, শোকের কারণ কি? আপনার প্রত্যাগমনে আমরা পরম হৃষ্ট হইলাম আপনি বিষণ্ণ ও বিমনস্ক হইয়া রোদন করেন কেন? আপনার কি মনঃপীড়া জন্মিল, দুঃখের কারণ কি? ব্যক্ত করুন্। বণিক কহিলেন প্রিয়ে আমার সন্তাপের পরিসীমা নাই, রোদন না করিয়া কি করি? আর এক বৎসর মাত্র পরমায়ু আছে। এই বলিয়া দৈত্য সহ যে সকল কথোপকথন হয় সমুদায় বর্ণনা করত কহিলেন এক বৎসরের পর দেহ সমর্পণার্থ আপনাকে দৈত্য সন্নিধানে গমন করিতে হইবেক।

বণিকের পরিজন ঐ শোকাবহ বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া যৎপরোনাস্তি কাতর হইল, তাহার মহিলা ক্ষণ কাল মূর্চ্ছিতা হইয়া চৈতন্যোদয়ে সাতিশয় চীৎকার পূর্ব্বক বক্ষে করাঘাত

ও শোকাবেগে শিরস্য কেশ উৎকীর্ণ করিতে লাগিল এবং পুত্রেরা আর্ত্তস্বরে রোদন আরম্ভ করিল, বণিকও তাহাদের সহিত ভাবি বিচ্ছেদ ভাবিয়া অজস্র অস্র নিক্ষেপ করত অতিবেল ব্যাকুল হইয়া খেদ করিতে লাগিলেন ফলতঃ পরিবারস্থ আবাল বৃদ্ধ সকলেরই মনঃ পরম সন্তাপে সন্তাপিত হইল।

যাহা হউক বণিক্ তৎ পর দিবসেই আপন কর্ত্তব্য কার্য্য নিষ্পাদনে প্রবৃত্ত হইলেন, আদৌ আপনার ঋণ পরিশোধ করিলেন, পরে বন্ধু বান্ধবকে নানা প্রকার পুরস্কার ও দীন দরিদ্রগণকে ধন বিতরণ করিয়া বহুং দাস দাসীর দাসত্ব মোচন করিলেন, সর্ব্ব শেষে আপনার সম্পত্তি সন্তানাদির মধ্যে বিভাগ করিয়া দিয়া অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালকদিগের রক্ষক নিযুক্ত করিলেন, আর আপনার স্ত্রীকে স্ত্রীধন ও তদ্ব্যতীত প্রতিজ্ঞাত অর্থ তথা গ্রাসাচ্ছাদনার্থ বৃত্তি নির্ব্বন্ধ করিয়া দিলেন।

এই সমস্ত ব্যাপার সমাধা করিতে এক বৎসর প্রায় পূর্ণ হওয়াতে বণিক্‌কে তৎপরেই আপনার অঙ্গীকারানুসারে দৈত্যের সন্নিধানে গমনের আয়োজন করিতে হইল। অতএব যে বসন পরিধান পূর্ব্বক সমাধিস্থ হইবার বাসনা করিতেন তাহা প্রস্তুত করিয়া পেটিকা বদ্ধ করত সমভিব্যাহারে লইলেন পরে শোকাকুল হইয়া পুত্র কলত্রাদির নিকট বিদায় গ্রহণ করিতে গেলেন। তাহারা তদীয় বিয়োগ অসহ্য বোধ করিয়া বিষাদ প্রকাশ পুরঃসর কহিতে লাগিল আমরাও আপনকার সহিত গমন পূর্ব্বক সকলেই একত্রে প্রাণ পরিত্যাগ করিব। বণিক্ বিবিধ প্রবোধ বচনে তাহাদিগকে শান্ত্বনা করত কহিলেন আমি পরমেশ্বরের শপথ পূর্ব্বক অঙ্গীকার করিয়া আসিয়াছি তন্নিমিত্ত আমাকে অবশ্য যাইতে হইবে তোমরা আমার সহিত জীবন বিসর্জ্জন করিতে উদ্যত হইলেও নির্দয় দৈত্যের দয়া হইবার সম্ভাবনা নাই, কেন অপ্রয়োজনে প্রিয় জীবন ত্যাগ করিবে, সংসার ধর্ম্ম

প্রতিপালন কর, আমার অদৃষ্ট মন্দ, তোমাদিগকে ত্যাগ করিয়া যাইতে হইল, হে পুত্রগণ আমার ন্যায় সহিষ্ণু হইও, শোক সন্তাপ করিয়া অবসন্ন হইও না, ললাটে যাহা লেখা থাকে তাহাই হয়, তাহার খণ্ডন কদাপি হয় না। বণিক্ এবম্বিধ বিবিধ প্রবোধ বচনে শান্ত্বনা করিয়া পরিজনের নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক দ্রুতগতি বহির্গত হইলেন, এবং অশ্বারোহণ পুরঃসর অঙ্গীকারানুসারে নির্ণীত স্থলে নির্দ্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত হইয়া সেই নির্ঝর সন্নিধানে উপবেশন করত দৈত্যের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন, তৎকালে তাঁহার মনঃ যে প্রকার নৈরাশ্য ও দুর্ভাবনায় ব্যাকুল হইল তাহার বর্ণন করা অসাধ্য।

তিনি বসিয়া ভাবনা করিতেছেন এতদবসরে এক বৃদ্ধ একটী হরিণী সঙ্গে লইয়া তাঁহার সমীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। উভয়ের পরস্পর শিষ্টালাপ হইলে পর আগন্তুক বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করিলেন ভ্রাতঃ এই নির্জন বিপিন দুষ্ট দৈত্যে পরিপূর্ণ, এস্থানে মানবগণের বিপদ ঘটিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা, তুমি এখানে কি নিমিত্ত বসিয়া রহিয়াছ? এস্থলে কি লোকালয় আছে? এখানকার স্বাভাবিক দুর্গমতা দর্শনে আমার বোধ হইতেছে অত্র মানব মাত্র নাই, ফলতঃ এমন বিপজ্জনক স্থানে কে থাকিবে?

বণিক্ তাঁহার ঐ কথায় আপনার আগমন কারণ বর্ণন করিলেন। স্থবির শ্রবণ করিয়া যৎপরোনাস্তি বিস্ময় এবং আশ্চর্য্য প্রকাশ পূর্ব্বক সবিশেষ বিবরণ কহিতে পুনঃং অনুরোধ করিতে লাগিলেন, আর কহিলেন ভ্রাতঃ এতদপেক্ষা বিচিত্র বিষয় আমার কর্ণ কুহরে কদাপি প্রবিষ্ট হয় নাই, তুমি চমৎকার রূপে আপন প্রতিজ্ঞা পালন করিয়াছ; যাহা হউক, দৈত্যসহ তোমার সাক্ষাৎ হইলে পর কি হয় দেখিতে হইল, ইহা বলিয়া তাহার অদূরে বসিলেন। স্থবির পণ্যাজীব সমীপে উপবেশন পূর্ব্বক

তাঁহার সহিত কথোপকথন করিতেছেন ইত্যবসরে কৃষ্ণবর্ণ দুইটী কুক্কুর সমভিব্যাহারে লইয়া আর একটী প্রাচীন তথায় আসিয়া তাঁহাদিগের দৃষ্টিগোচর হইলেন। তিনি সন্নিধানে গমন করিয়া তাঁহাদিগকে নমস্কার পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন তোমরা এখানে বসিয়া কি কর। প্রথম বৃদ্ধ বণিকের দুর্ঘটনার বিবরণ তৎপ্রমুখাৎ যদ্রূপ শুনিয়াছিলেন অবিকল বর্ণন পূর্ব্বক কহিলেন মহাশয় অদ্য এই ব্যক্তির সংহারের নির্দ্ধারিত দিন, অতএব ইহার কি দশা হয় দেখিবার নিমিত্ত কৌতুকাবিষ্ট হইয়া এ স্থানে বসিয়া রহিয়াছি।

দ্বিতীয় বৃদ্ধও এ বিষয় অদ্ভুত বোধ করিয়া প্রথম বৃদ্ধের তুল্য তদবলোকনার্থ কৌতুকী হইলেন এবং তথায় উপবেশন পূর্ব্বক তাঁহাদিগের সহিত কথোপকথন আরম্ভ করিলেন। ইহার কিয়ৎ ক্ষণ বিলম্বে অপর এক স্থবির সেই স্থানে আসিয়া উপনীত হইলেন এবং প্রথমোক্ত প্রাচীন পুরুষ দ্বয়কে সম্বোধন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন তোমাদিগের নিকটস্থ ব্যক্তি এতাদৃক্ ম্লান কেন? প্রাচীনেরা কারণ ব্যক্ত করিলে তাঁহারও সেই বিষয় আশ্চর্য্য বোধ হওয়াতে বাসনা হইল দৈত্য ও বণিক্ কি করেন দেখা আবশ্যক অতএব তিনিও তাঁহাদের অদূরে আসন পরিগ্রহ পূর্ব্বক অবস্থিতি করিলেন।

অনতিবিলম্বে দৃষ্ট হইল কিয়দ্দূরে একটা রজঃপুঞ্জ বায়ুবেগে উড্ডীয়মান হইল এবং তাহা ক্রমে প্রকাণ্ড ধূমময় স্তম্ভাকার হইয়া প্রান্তর মধ্যে দণ্ডায়মান হইল, পরে শনৈঃ২ তাঁহাদিগের সমীপে আসিতে আরম্ভ করিল। অনন্তর সেই ধূমস্তম্ভ অন্তর্হিত হইয়া গেল এবং তন্মধ্য হইতে একটা দৈত্য আবির্ভূত হইল। সে বৃদ্ধদিগের নিকট আসিতে লাগিল কিন্তু আগন্তুক ঐ তিন জনের প্রতি নেত্রপাত করিল না, তরবারি হস্তে একেকালে বণিকের নিকটে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে ধৃত করত কহিল অরে ওঠ, আয় তোর

মুণ্ডচ্ছেদ করি, যেরূপে আমার তনয়কে বিনষ্ট করিয়াছিস্, তোকে তদ্রূপে সংহার করিব। বৃদ্ধত্রয় ও বণিক্ দৈত্যের ঘোর আকার দর্শন ও ঐ বচন শ্রবণে মহাভীত হইয়া আর্ত্তস্বরে রোদন আরম্ভ করিলেন।

যে বৃদ্ধের সমভিব্যাহারে হরিণ ছিল তিনি যখন দেখিলেন দৈত্য পণ্যজীবিকে ধারণ করিয়া নিষ্ঠুরতা পূর্ব্বক তদীয় জীবন বিনষ্ট করে, আর বিলম্ব নাই, তখন দৈত্যের পদতলে পড়িয়া পরিলুণ্ঠন পূর্ব্বক সকাতর বচনে নিবেদন করিলেন হে দৈত্যরাজ বিনতি পুরঃসর প্রার্থনা করি ক্রোধ সম্বরণ করিয়া নিবেদন শ্রবণে অবধান হয়। হে মহাশয় মদীয় প্রার্থনা এই, আমার ও মৎ সমভিব্যাহারিণী এই হরিণীর বৃত্তান্ত বর্ণনা করি, আপনি অঙ্গীকার করুন যে বণিককে বিনষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছেন তাহার ইতিহাসাপেক্ষা যদিস্যাৎ আমাদের বিবরণ আশ্চর্য্য জ্ঞান হয় তবে এই দুরদৃষ্ট ব্যক্তির অপরাধের তৃতীয় অংশ মার্জ্জনা করিবেন। দৈত্য কিয়ৎ ক্ষণ চিন্তা করিয়া উত্তর করিল ভাল তোমার প্রস্তাবে সম্মত হইলাম, তোমাদের ইতিহাস কি বল, শ্রবণ করি।

প্রথম বৃদ্ধ ও হরিণীর কথা।

প্রথম বৃদ্ধ বলিলেন অগ্রে আপনার উপাখ্যান আরম্ভ করি অবধান হউক। আমার সমভিব্যাহারিণী এই যে হরিণীকে অবলোকন করিতেছ ইনি বাস্তবিক মৃগী নহেন, আমার পিতৃব্য কন্যা, ও মদীয় বনিতা, ইহার দ্বাদশ বর্ষ মাত্র বয়ঃক্রম কালে পাণিগ্রহণ করি, অতএব আমি ইহার কেবল আত্মীয় ও ভর্ত্তা নহি, পিতৃবৎ মান্যও হইতে পারি।

আমি এই সহধর্ম্মিণীর সহিত ত্রিংশৎ বৎসর একত্র বাস করিয়াছিলাম, তন্মধ্যে সন্তান সন্ততি হয় নাই, কিন্তু তন্নিমিত্ত পত্নীর প্রতি বিরক্ত বা নির্দ্দয় হই নাই, অপত্য উৎপন্ন হয় এ নিমিত্ত অত্যন্ত বাসনা থাকাতে একটী দাসী ক্রয় করিলাম, সময়ক্রমে তাহার গর্ব্ভে লক্ষণাক্রান্ত একটী পুত্র জন্মিল। কিন্তু তদবধি আমার এই স্ত্রীর অন্তঃকরণে ঈর্ষা প্রবেশ করিল, তাহাতে মদীয় তনয় ও দাসীর প্রতি ঘৃণা করিতে লাগিল, কিন্তু এ আপনার মনের ঐ ভাব গোপনে রাখাতে আমি তদ্বিষয় অবগত হইতে পারি নাই।

সে যাহা হউক, আমার সেই সন্তানটী দিনং বৃদ্ধিশীল হইতে লাগিল, তাহার দশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে আমি কোন কারণ বশতঃ বিদেশ গমনে বাধ্য হইলাম, স্ত্রীর প্রতি কোনমতে আমার অবিশ্বাস জন্মে নাই, অতএব যাত্রার পূর্ব্বে দাসী ও পুত্রকে ইহার হস্তে এই বলিয়া সমর্পণ করিলাম এক বৎসরের ন্যূনে প্রত্যাগমন করিতে পারিব না, এই পরিমিত কালে বিশেষ যত্ন করিয়া তুমি ইহাদিগের রক্ষণাবেক্ষণ করিও। কিন্তু আমি প্রস্থান করিলেই এ তাহাদের বিদ্রোহাচরণ মানসে জাদুগিরী বিদ্যা শিক্ষা করিল এবং মায়িক বিদ্যাযোগে ভয়ানক কর্ম্মে নিপুণা হইল। কিয়ৎকাল পরে আমার সেই তনয়টীকে দূরদেশে লইয়া গেল, তথায় তাহাকে গোবৎস করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক ভৃত্যের হস্তে সমর্পণ করিয়া কহিল এই বাছুরটীকে ক্রয় করিয়া আনিলাম, যত্ন পূর্ব্বক পালন কর। এই পাপীয়সী কেবল ঐ কর্ম্ম করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, আমার সেই দাসীকেও গাভীরূপে পরিবর্ত্তন করিয়া উক্ত ভৃত্যের করে সমর্পণ করিয়াছিল।

আমি প্রত্যাগমন করিয়া ইহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম আমার দাসী ও সন্তান কোথায়? এ উত্তর করিল তোমার দাসী লীলা সম্বরণ করিয়াছে এবং দুই মাস অতীত হইল পুত্রকে দেখিয়াছিলাম কিন্তু এক্ষণে কোথায় আছে বলিতে

পারি না। দাসীর মৃত্যু বার্ত্তা শ্রবণে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইলাম, কিন্তু অনুদ্দিষ্ট তনয় সময়ক্রমে আসিতে পারিবে এতাদৃক্ আশ্বাস করিতে লাগিলাম। পরন্তু ক্রমে অষ্ট মাস গত হইল তথাপি সন্তান প্রত্যাগমন করিল না এবং তাহার কোন সংবাদও প্রাপ্ত হইলাম না, অতএব তাহার নিমিত্ত উদ্বেগ হইতে লাগিল। ইতিমধ্যে মহা বৈরামের পর্ব্ব উপস্থিত হওয়াতে ভৃত্যকে কহিলাম গোশালায় যে গাভী সর্ব্বাপেক্ষা পুষ্ট আছে তাহাকে আনয়ন কর। ভৃত্য আদেশমাত্রে আমার সেই তনয়ের গাভীরূপে পরিবর্ত্তিত দুর্ভগা গর্ব্ভধারিণীকে আনিয়া উপস্থিত করিল। আমি তাহাকে বন্ধন পূর্ব্বক বলিদানোদ্যোগ করিলে সে আর্ত্তনাদ ও অশ্রুপাত করিতে লাগিল। এই ব্যাপার অবলোকনে সাতিশয় বিস্ময়াকুল হইলাম এবং তাহার প্রতি আমার এমন স্নেহ জন্মিল যে তদীয় প্রাণ বিনাশে অপারগ হইয়া ভৃত্যকে আদেশ করিলাম ইহাকে রাখিয়া অপর একটা আনয়ন কর।

আমার এই মহিলা ঐ সময়ে নিকটে উপস্থিতা ছিল, তাহার প্রতি আমার এপ্রকার স্নেহ প্রবৃত্তি অবলোকন করিয়া মনে করিল অভীষ্ট সিদ্ধিতে ব্যাঘাত হইল অতএব এ পাপীয়সী আমার ইচ্ছার বাধকতাচরণ পুরঃসর ক্রোধে কহিতে লাগিল প্রভো এ কি এই গাভীটীকে কেন ছেদন করিবেন না ইহা অপেক্ষা উত্তম ও কর্ম্মোপযুক্ত আর কি পাওয়া যাইবে? আমি ইহার মনোরঞ্জন করণাভিপ্রায়ে পুনর্ব্বার গাভীর নিকটস্থ হইলাম এবং পূর্ব্ববৎ স্নেহাবিষ্ট থাকিয়াও তাহাকে ছেদনের উপক্রম করিলাম কিন্তু সেই দুর্ভাগ্য গো পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণ আর্ত্তনাদ ও অশ্রুপাত করিতে লাগিল সুতরাং আমাকে অস্ত্র শস্ত্র দূরে নিক্ষেপ করিতে হইল। তৎপরে ভৃত্যের করে কর্ত্তরী সমর্পণ পূর্ব্বক কহিলাম তুমি ইহাকে অন্যত্র লইয়া যাহা হয় কর ইহার রোদন ও অশ্রুধারায় আমাকে নিবৃত্ত করিয়াছে।

ভৃত্যের অন্তঃকরণে আমার তুল্য স্নেহ সঞ্চার ছিল না,

সে আদেশক্রমে গাভীকে অন্যত্র লইয়া গিয়া বধ করিল। অনন্তর যখন সেই গাভীর গাত্র হইতে চর্ম্ম উত্তোলন করিল তখন শরীরে নির্ম্মাংস অস্থি মাত্র দৃষ্ট হওয়াতে আমি অতিশয় বিরক্ত হইয়া বলিলাম এ গাভীতে মাংসমাত্র নাই, বৃথা কেন কর্ত্তন কর, তুমি লইয়া যাও, স্বেচ্ছাক্রমে আপন বন্ধুবর্গ সহিত উৎসব করিও, যদ্যপি একটী হৃষ্ট পুষ্ট গোবৎস থাকে তাহাকে বরং আনিয়া দেও। সে সেই গাভী লইয়া কি করিল আর জিজ্ঞাসা করি নাই, কিন্তু গমনের অনধিক কাল বিলম্বে একটী উত্তম গোবৎস আনিয়া দিল। আমি জানিতাম না সেই বৎস আমারই পুত্র, কিন্তু তাহাকে দেখিবামাত্র আমার চিত্ত করুণারসে আর্দ্র হইতে লাগিল; বৎসও আমাকে অবলোকন করিয়া সন্নিকটে আগমনার্থ মহোদ্যম করত গলদেশের বন্ধন ছিন্ন করিল ও আমার পদে আত্ম সমর্পণ পূর্ব্বক ভূমিতে মস্তক দিয়া এবম্প্রকারে লুণ্ঠন করিতে লাগিল যেন জীবন রক্ষার্থ করুণা প্রার্থনা করিতেছে, আর এতাদৃক আচরণ করিল যেন আমি বুঝিতে পারি যে ঐ ব্যক্তি আমার আত্মজ।

গাভীর ক্রন্দন ও অশ্রুপাতাপেক্ষা বৎসের কাতরতায় আমার মনঃ সাতিশয় শোকাকুল হইল, রক্ত সম্বন্ধ বশতঃ স্বাভাবিক অপত্য স্নেহ আবির্ভূত হওয়াতে তাহাকে বধ করা অনুচিত এবম্প্রকার বিবেচনা আমার অন্তঃকরণকে স্বতঃ আক্রমণ করিল, অতএব আমি ভৃত্যকে কহিলাম এই বৎসকে লইয়া পালন কর ইহার পরিবর্ত্তে আর একটী শাবক আনিয়া দাও।

এই কথা শ্রবণমাত্রে আমার মহিলা কহিল নাথ এ কি, এ বৎস কেন অবধ্য হইল? এ অতিশয় হৃষ্ট পুষ্ট, যথেষ্ট মাংস হইবে, ইহাকেই বলিদান করুন, এক্ষণে এতদ্ব্যতীত পুষ্ট শাবক আর নাই। তাহাতে আমি উত্তর দিলাম প্রেয়সি ইহাকে বিনষ্ট করিতে আমার প্রবৃত্তি হইতেছে না, ইহার প্রতি আমার দয়া জন্মিয়াছে, এ বিষয়ে তুমি প্রতিবন্ধকতা-

চরণ করিও না। কিন্তু এ দুষ্টা আমার প্রস্তাবে সম্মতা হইল না। মদীয় তনয়ের প্রতি জাতক্রোধ ছিল সুতরাং নিরাপদ হইতে না দিয়া তাহারই হত্যা জন্য দৃঢ়রূপে যত্ন করিতে লাগিল আমিও অগত্যা তন্মতস্থ হইলাম। পরে বৎসকে বন্ধন পূর্ব্বক অস্ত্র ধারণ করিয়া তাহার গলে আঘাত করি ইত্যবসরে সেই শাবক বারিপূর্ণ নেত্র ঘূর্ণায়মান করিয়া আমাকে আর বার এমত সন্তপ্ত করিল যে আপনিই প্রবর্ত্তিত কর্ম্ম সাধনে অক্ষম হইলাম, ফলতঃ তাহাকে তদ্রূপ দেখিয়া আমার হস্ত হইতে অস্ত্র বিচলিত হইয়া ধরায় পতিত হইল, অতএব স্ত্রীকে কহিলাম অদ্য ইহাকে নষ্ট করিব না, অন্য একটা ছেদন করা যাউক। এ পাপীয়সী আমার মত পরিবর্ত্তন নিমিত্ত নানা প্রকার চেষ্টা করিতে লাগিল কিন্তু আমি আত্ম মতে স্থির থাকিয়া ইহার পরিতোষার্থ এতাবন্মাত্র অঙ্গীকার করিলাম আগামি বৎসরে বৈরামের পর্ব্বাহে এই বৎসকে বলিদান দিব।

পর দিন প্রাতঃকালে ভৃত্য আমার নিকট আসিয়া কহিল মহাশয়কে গোপনে একটী বিষয় নিবেদন করিতে ইচ্ছা করি বোধ হয় তাহা শুনিলে আপনি আহ্লাদিত হইবেন। মহাশয় আমার একটী কন্যা ঐন্দ্রজালিক বিদ্যায় নিপুণা আছে, আপনি গত কল্য যে বৎসকে বলিদান করিতে অনিচ্ছুক হইয়া ত্যাগ করিলেন আমি তাহাকে যখন লইয়া যাইতেছিলাম তখন আমার নন্দিনী তাহাকে দেখিয়া ঈষদ্ধাস্য করিল এবং পরক্ষণেই ক্রন্দন করিতে লাগিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম মনের দুই প্রকার পরস্পর বিরুদ্ধ গতির কারণ কি? তাহাতে সে উত্তর করিল পিতঃ যে বৎসকে তুমি প্রত্যানয়ন করিলে এটী আমাদিগের প্রভুর সন্তান, তাহাকে জীবিত দেখাতে আমি আহ্লাদিত হইলাম, এবং তাহার মাতা গাভীরূপে হতা হইয়াছে এই ভাবিয়া ক্রন্দন করিলাম। আমাদিগের প্রভুর

বনিতা বিদ্বেষ বশতঃ ঐন্দ্রজালিক বিদ্যাবলে তাহাদিগকে এই রূপ অবস্থান্তর করিয়া রাখিয়াছে। হে দৈত্য বিবেচনা কর এই বার্ত্তায় আমার কিরূপ আশ্চর্য্য জ্ঞান হইতে পারে। আমি বিস্ময়ান্বিত হইয়া তৎক্ষণাৎ ভৃত্যের কন্যার সহিত স্বয়ং আলাপ করণার্থ গমন করিলাম। প্রথমতঃ পুত্র গোশালায় যে স্থানে রজ্জু বদ্ধ ছিল তথায় উপস্থিত হইলাম, কিন্তু আমি তাহার প্রতি যে সকল স্নেহ ভাষণ করিলাম সে তাহাতে উত্তর করিতে না পারিলেও এরূপ ভাব ভঙ্গি করিল যে তদ্দ্বারা আমার বিলক্ষণ বোধ হইল এ যথার্থই আমার পুত্র।

পরে ভৃত্যের কন্যার সাক্ষাৎ পাইবামাত্র জিজ্ঞাসা করিলাম তুমি কি আমার পুত্রকে পূর্ব্বাবস্থান্বিত করিতে পারিবে? সে কহিল হাঁ বিদ্যার প্রভাবে আমার এতাদৃশী ক্ষমতা আছে। এতদ্বচনে আমি সন্তুষ্টান্তঃকরণ হইয়া কহিলাম যদ্যপি এই আশ্চর্য্য কর্ম্ম করিতে পার তাহা হইলে তোমাকে আমার সর্ব্বস্বের কর্ত্রী করিব। কন্যা ঈষদ্ধাস্য পূর্ব্বক কহিল মহাশয় আমাদিগের প্রভু, আমরা সর্ব্বতোভাবে আপনকার অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইতেছি, তথাপি এ বিষয়ের নিমিত্ত দুইটী পণ স্বীকার করিলে আমি আপনকার তনয়কে পূর্ব্বাবস্থায় স্থাপিত করিতে পারি, প্রথম এই, আমার সহিত তাঁহার বিবাহ দিবেন, দ্বিতীয় এই, যে ব্যক্তি তাহাকে গোবৎস করিয়াছে তাহার সমুচিত দণ্ড প্রণয়নে আমাকে অধিকার প্রদান করিবেন। আমি তাহার এই কথায় উত্তর করিলাম প্রথম পণে সর্ব্বান্তঃকরণে সম্মত আছি, বরং তদপেক্ষাও অধিক করিব, অপর আমি পুত্রকে যাহা প্রদান করিব তদ্ব্যতীত তোমার নিজ ব্যবহারার্থ পৃথক্ রূপে প্রচুর ধন সম্পত্তিও দিব, এক্ষণে এ সকল কথা কহা উচিত নহে পশ্চাৎ দেখিতে পাইবে তুমি আমার বিশেষোপকার করিলে তজ্জন্য আমি কেমন প্রত্যুপকার করি। আর দ্বিতীয় পণ বিষয়ে যাহা প্রস্তাব করিলে তাহাতেও অসম্মত

নহি, কেননা যে এমত দুষ্কর্ম্ম করিয়াছে সে গুরুতর দণ্ডার্হ, তুমি যদি সমুচিত শাস্তি দেও আমি তোমার হস্তেই তাহাকে সমর্পণ করিব, যাহা ইচ্ছা করিও, তবে তোমাকে এই মাত্র অনুরোধ করিব স্ত্রী হত্যা করিও না। ভৃত্যকন্যা কহিল আমি তাহার প্রাণ হিংসা করিব না, সে আপনকার সন্তানের প্রতি যাদৃক আচরণ করিয়াছে আমিও তদ্রূপ ব্যবহার করিব। আমি কহিলাম পশ্চাৎ তদ্বিষয়ের বিবেচনা হইবে অগ্রে আমার সন্তানকে আত্মাবস্থা প্রাপ্ত করিয়া দাও।

ভৃত্যের নন্দিনী এতাবৎ শ্রবণে জল পূর্ণ একটা পাত্র লইয়া কএকটী মন্ত্র পাঠ করিল, আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। তদনন্তর সে উচ্চস্বরে কহিতে লাগিল হে গোবৎস যদ্যপি তুমি জগৎ স্রষ্টার দ্বারা এই আকারে সৃষ্ট হইয়া থাক তদ্রূপ থাকিও, কিন্তু যদি কুহকির কুহকে মনুষ্যের পরিবর্ত্তে গোবৎস হইয়া থাক জগৎপাতার শক্ত্যনুসারে স্বাভাবিক আকৃতি পুনঃ প্রাপ্ত হও। এই বলিয়া সেই বারিপাত্র হইতে জল লইয়া পুত্রের গাত্রে প্রোক্ষণ করিবা মাত্র সে গবাকৃতি পরিত্যাগ পূর্ব্বক পূর্ব্ববৎ মনুষ্যাকার হইল।

আমি আত্মজকে পূর্ব্বাবস্থাপন্ন অবলোকন করিয়া আহ্লাদ সাগরে মগ্ন হইলাম এবং আমার কণ্ঠ হইতে এই শব্দ বিনির্গত হইতে লাগিল হে পুত্র, যে ব্যক্তি মোহিনী বিদ্যায় তোমাকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল তাহার দণ্ড বিধান এবং তোমার ও তোমার মাতার প্রতি যে অনিষ্ট হইয়াছে তাহার প্রতীকারার্থ জগৎপাতা এই কন্যাকে প্রেরণ করিয়াছেন, আমি স্বীকার করিয়াছি ইহাঁর সহিত তোমার পরিণয় দিব, তুমি ইহাঁর নিকট যে রূপ উপকার প্রাপ্তে ঋণী হইলে তাহাতে বোধ করি আমার ঐ অঙ্গীকার পূর্ণ করিতে অসম্মত হইবে না। আমার এই সকল উক্তি শ্রবণে সেই সন্তান আহ্লাদ পূর্ব্বক সেই যুবতীর পাণিগ্রহণে সম্মত হইল, কিন্তু কন্যা তাহার পরিণীতা হইবার পূর্ব্বে

আমার স্ত্রীকে মৃগীর আকারে পরিবর্ত্তন করিল, সেই মৃগী এই। আমিও ইচ্ছা করিয়াছিলাম অন্য কোন কদাকার অপেক্ষা এ রূপ হয় যে পরিবারস্থ লোকে দৃষ্টি করিয়া ক্ষোভ প্রাপ্ত না হয়।

তৎ পরে আমার পুত্র স্ত্রীহীন হইয়া ভ্রমণার্থ বহির্গমন করিয়াছে, অনেক দিবসাবধি তাহার কোন বার্ত্তা প্রাপ্ত হই নাই, আমি এক্ষণে তাহার অনুসন্ধানে গমন করিতেছি, এই স্ত্রীকে কাহার নিকট বিশ্বাস করিয়া রাখিয়া আসিতে পারিলাম না, বিবেচনা করিলাম স্ব সমভিব্যাহারে রাখাই ভাল। আমার এবং হরিণীর উপাখ্যান এই, হে দৈত্য ইহা চমৎকার জনক কি না? আমি বোধ করি এ অতি অদ্ভুত। দৈত্য কহিল আমিও তোমার সহিত এক মত হইলাম, এ ব্যাপার যৎপরোনাস্তি বিচিত্র; অতএব আমি এই বণিকের অপরাধের তৃতীয় অংশ ক্ষমা করিলাম।

শহর্জাদি কহিলেন প্রথম বৃদ্ধ গল্প সমাপ্ত করিবা মাত্র দুই কৃষ্ণবর্ণ কুক্কুর সমভিব্যাহারী দ্বিতীয় বৃদ্ধ দৈত্যকে বলিল আমার ও মদীয় সারমেয়ের প্রতি যাহা ঘটিয়াছে তদ্বিবরণ শ্রবণ করিলে কহিবেন শ্রুত কাহিনী অপেক্ষা তাহাই অদ্ভুত, যাহা হউক, যদি আমার গল্প আশ্চর্য্য বোধ হয় এই বণিকের অপরাধের আর তৃতীয়াংশ ক্ষমা করিবেন কি না? দৈত্য কহিল হাঁ যদ্যপি তোমার গল্প কুরঙ্গীর উপন্যাসাপেক্ষা বিচিত্র হয় অবশ্য করিব, এই রূপ নির্দ্ধারিত হইলে দ্বিতীয় বৃদ্ধ আপন কাহিনী আরম্ভ করিলেন।

দ্বিতীয় বৃদ্ধ ও দুই কৃষ্ণবর্ণ কুক্কুরের কথা।

হে দৈত্যরাজ অবধান হউক, এই যে দুইটী কৃষ্ণবর্ণ কুক্কুর নিরীক্ষণ করিতেছেন ইহারা আমার দুই সহোদর। পিতা পরলোক গমনকালে আমাদিগের প্রত্যেককে একং

সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা দিয়া যান, আমরা সেই অর্থযোগে সকলেই বাণিজ্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। বাণিজ্যালয় স্থাপিত হইবা মাত্র এই বৃহৎ সারমেয় রূপী আমার অগ্রজ ভ্রাতা আপনার মত পরিবর্ত্তন করিয়া এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন দেশান্তরে ব্যবসা করিব অতএব ইনি স্বদেশীয় পণ্য সকল বিক্রয়ানন্তর যেং দেশে গমনের মানস করিয়াছিলেন তত্তৎ স্থানের প্রয়োজনীয় সামগ্রী সমগ্র সংগ্রহ করিলেন।

অগ্রজ যাত্রা করিলে এক বৎসর যাবৎ কোন সংবাদ পাইলাম না, দ্বিতীয় বর্ষে ভিক্ষুকাকার এক ব্যক্তি আমারদের বাণিজ্যাগারের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল। আমি তাহাকে পরিব্রাজক জ্ঞান করিয়া তদ্রূপে সম্ভাষা করিলাম ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন। সে কহিল তোমারও শ্রেয়োবৃদ্ধি হউক, এই বলিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিল কি হে, তুমি কি আমাকে চিনিতে পারিলে না? আমি তাহার এই কথায় বিস্ময়ান্বিত হইয়া মনোযোগ পূর্ব্বক তদীয় আকৃতি নির্বর্ণন করিতে লাগিলাম, কিয়ৎক্ষণ নিরীক্ষণের পর চিনিতে পারিয়া আলিঙ্গন করিলাম এবং হর্ষ গদ্গদ স্বরে কহিতে লাগিলাম এ বেশে চিনিতে পারা কঠিন। পরে কুশল সংবাদ ও বাণিজ্য কার্য্যের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলাম। বাণিজ্য বিষয়ক প্রশ্নে অগ্রজ এতাবন্মাত্র প্রতিবচন প্রদান করিলেন ভাই সে কথা আর জিজ্ঞাসা করিও না, আমার আকার প্রকার অবলোকনেই অনুভব করিতে পার, আমি এখান হইতে নির্গত হইয়া অবধি সংবৎসর ব্যাপিয়া যে দুর্দ্দশা ভোগ করিয়াছি এবং সম্প্রতি যে রূপে এই দুরবস্থাপন্ন হইয়াছি সে সমস্ত বিষয় বর্ণন করিতে হইলে আমার শোক সাগর উথলিয়া উঠিবে।

আমি এ কথায় আর কোন প্রশ্ন করিলাম না, ইহাঁর দুরবস্থায় দুঃখিত হইয়া আপনার কর্ম্ম কার্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক তৎ ক্ষণাৎ কর্ম্মালয় বন্ধ করত ইহাঁকে বাটীতে লইয়া গেলাম, এবং স্নানাগারে প্রেরণ পুরঃসর ভৃত্যবর্গের প্রতি

আদেশ করিলাম অঙ্গরাগ ও স্নানাদি সমাপনানন্তর শুভ্র বস্ত্র পরাইয়া আনয়ন কর, পরে আহারাদি করাইয়া স্বস্থ করিলাম। অনন্তর আমি আপন বাণিজ্যালয়ে পুনর্ব্বার গমন করিয়া সংবৎসরের হিসাব দৃষ্টি করিলাম তাহাতে বোধ হইল আমার ধন দ্বিগুণ অর্থাৎ দুই সহস্র হইয়াছে অতএব ভ্রাতাকে তাহার অর্দ্ধেক প্রদান পূর্ব্বক কহিলাম অর্থনাশ যৎপরোনাস্তি পরিতাপের বিষয় বটে কিন্তু তদর্থ আর শোক করিলে কি হইবে, আপনি আমার এই ধন সম্পত্তির অর্দ্ধ গ্রহণ করিয়া আপনার দুঃখ বিস্মৃত হউন। অগ্রজ আমার নিকট সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা প্রাপ্ত হওয়াতে যথেষ্ট হৃষ্ট হইলেন এবং পুনশ্চ তদ্যোগে বাণিজ্য কার্য্য আরম্ভ করিলেন, অধিকন্তু তদবধি আমাদের উভয়ের একত্র অবস্থান হইল।

কিয়দ্দিন পরে এই দ্বিতীয় সারমেয়রূপী মধ্যম সহোদর বাণিজ্য কার্য্য উঠাইয়া দিবার মানসে আপনার সমুদায় দ্রব্য সামগ্রী বিক্রয়ের প্রস্তাব করিলেন, তাহাতে অগ্রজ এবং আমি নানা প্রকার বুঝাইয়া বারণ করিতে লাগিলাম, হঠাৎ এ কি মত করিতেছ, ব্যবসা দ্বারা ধন বৃদ্ধি হইতেছে ইহা বন্ধ করা কেন? কিন্তু আমাদের এই নিবারণ চেষ্টায় কোন ফল দর্শিল না ইনি আমাদের পরামর্শ না শুনিয়া সকল বাণিজ্য সামগ্রী বিক্রয় করিলেন এবং আপনি যথেচ্ছাক্রমে দেশান্তরে ভ্রমণ করিবেন এই বাসনায় তদ্বিষয়ের প্রয়োজনীয় সমগ্র সামগ্রী সংগ্রহ করত অবিলম্বে যাত্রা করিলেন। কিন্তু এক বৎসর পরে দেখিলাম ইনিও জ্যেষ্ঠের ন্যায় দুরবস্থাপন্ন হইয়া প্রত্যাগমন করিলেন। ইহাঁর দুর্গতি দর্শনে মনোমধ্যে খিন্ন হইয়া প্রথমতঃ বস্ত্রাদি দিয়া মনুষ্যাকৃতি করিলাম পরে আমার বাণিজ্যালয়ের লভ্য হইতে এক সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা দান করিয়া কহিলাম ইহা লইয়া অর্থানাশ জন্য মনস্তাপ দূর কর। ইনি মুদ্রা পাইয়া মহা আহ্লাদিত

হইলেন এবং পুনর্ব্বার স্বদেশে বাণিজ্যালয় স্থাপন পূর্ব্বক কর্ম্ম আরম্ভ করিলেন।

এইরূপে কিয়ৎকাল গত হইতে লাগিল, এক দিন জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম দুই জনে আমার সন্নিধানে আগমন পূর্ব্বক প্রস্তাব করিলেন ভ্রাতঃ স্বদেশের বাণিজ্যে তাদৃক্ লভ্য হয় না, বিদেশে চল, অল্পকাল মধ্যে প্রচুর ধন আনিতে পারিব। ইহাঁদের এই প্রস্তাব আমার হৃদয়ঙ্গম হইল না, কহিলাম তোমরা তো একবার বিদেশে বাণিজ্য করিতে গিয়াছিলে তাহাতে কি লভ্য করিয়া আসিয়াছ? আমি তোমাদিগের অপেক্ষা অধিক ফল প্রাপ্ত হইব সম্ভাবনা কি? ইহাঁরা উভয়ে আমার অদৃষ্ট পরীক্ষা করিবার মানসে নানাবিধ তর্ক বিতর্ক করত যুক্তি দর্শাইতে লাগিলেন। আমি কিছুতেই সম্মত হইলাম না, কিন্তু ইহাঁরাও ক্ষান্ত হইলেন না, বিদেশীয় ব্যবসায়ে আমার প্রবৃত্তি জন্মাইবার নিমিত্ত নিরন্তর চেষ্টা করিতে লাগিলেন, আমি ক্রমাগত অস্বীকার করিয়া পাঁচ বৎসর কাল কাটাইলাম, শেষে নিতান্তই পরিত্যাগ না করাতে সম্মত হইলাম।

অনন্তর বাণিজ্য যাত্রায় কি২ দ্রব্যের প্রয়োজন, এতদ্বিষয়ে পরামর্শ করিতে লাগিলাম, ইতি মধ্যে সন্ধান পাইলাম জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম সহোদর দেশান্তর হইতে নির্ধন হইয়া আসিলে ইহাঁদিগের প্রত্যেককে যে এক২ সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা প্রদান করি ইহাঁরা তাহা সমুদায় নষ্ট করিয়াছেন ইহাঁদের হস্তে আর এক কপর্দ্দকও নাই, যদিও এই বিষয় জ্ঞাত হওয়াতে আমার মনে সাতিশয় অশ্রদ্ধা জন্মিল তথাপি ইহাঁদিগকে কিছু কহিলাম না, তৎকালে আমার ধন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া ষট্ সহস্র মুদ্রা হইয়াছিল তাহাতে মনে করিলাম অর্দ্ধেক ধন বাণিজ্য দ্রব্য ক্রয় নিমিত্ত ব্যয় করিয়া অপরার্দ্ধ কোন গুপ্ত স্থানে সঞ্চয় করিয়া রাখি, যেহেতু এ বাণিজ্যে যদ্যপি ভ্রাতাদিগের ন্যায় সমূলে হানি হইয়া উঠে এই

সঞ্চিত ধনের দ্বারা কর্ম্ম করিয়া মনঃ ক্ষোভ নিবারণ করিতে পারিব। পরে সহোদর দ্বয়কে কহিলাম এই তিন সহস্র মুদ্রার মধ্যে তোমরা দুই জনে প্রত্যেকে এক২ সহস্র গ্রহণ কর। অনন্তর দ্রব্য সামগ্রী ক্রীত হইলে অর্ণবপোতে সে সকল আরোপণ পূর্ব্বক অনুকূল পবনযোগে যাত্রা করিলাম এবং এক মাসের পর বিনা বিঘ্নে এক নগরে গিয়া উত্তীর্ণ হইলাম। সেখানে উত্তম লভ্যে আমাদের বাণিজ্য দ্রব্য বিক্রয় হইল বিশেষতঃ আমার দ্রব্য সকলে দশ গুণ লাভ হইল। তদনন্তর স্বদেশে আনিয়া বিক্রয়ার্থ তদ্দেশীয় বহুতর বাণিজ্য বস্তু ক্রয় করিলাম।

আমরা ক্রয় বিক্রয় সমাপন পূর্ব্বক জাহাজারোহণের উদ্‌যোগ করিতেছি ইত্যবসরে সমুদ্রতটে পরমা সুন্দরী অথচ মলিনবসনা একটী রমণী হঠাৎ আমার দৃষ্টিগোচর হইল। সে আমার প্রতি সকাতর দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক অভিবাদন করিয়া সবিনয় বচনে নিবেদন করিল মহাশয় কৃপাবলোকন পুরঃসর যদি পাণিগ্রহণ করিতে স্বীকার করিয়া আমাকে সমভিব্যাহারে লইয়া যান তাহা হইলে কৃতার্থ হই। আমি সেই অবলার এই প্রস্তাবে বিস্তর আপত্তি করিলাম কিন্তু সে পুনঃ২ কাতরতা পূর্ব্বক কহিতে লাগিল মহাশয় আমাকে দুর্ভাগা দেখিয়া ঘৃণা করিবেন না, আমি সদাচরণ দ্বারা আপনাকে সন্তুষ্ট করিতে পারিব। এইরূপে নানা প্রকারে আমার প্রবৃত্তি জন্মাইলে আমি অগত্যা তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইলাম এবং উপযুক্ত বস্ত্রাদি প্রদান পূর্ব্বক পরিণয় করিয়া সমভিব্যাহারে গ্রহণ করত যাত্রা করিলাম।

অর্ণবপোত মধ্যে সেই মহিলা বিবিধ প্রকার সেবা শুশ্রূষা করিয়া অশেষ রূপে আপনার সদ্গুণ এবং সুশীলতা প্রকাশ করাতে তাহার প্রতি দিন২ আমার সাতিশয় প্রীতি জন্মিতে লাগিল এবং সেও আমার প্রতি যথেষ্ট অনুরক্ত হইল। ভ্রাতাদের বাণিজ্য ব্যবসায়ে আমার তুল্য লভ্য

হয় নাই, ইহাতে ইহারা আমার সৌভাগ্যে ঈর্ষান্বিত হইয়া জাহাজে আরোহণাবধি কৌশলে কদাচরণ আরম্ভ করিয়াছিলেন আবার আমার দিব্যাঙ্গনা লাভ দর্শন করাতে বিশেষ বিদ্বেষ্টা হইলেন অতএব উভয়ে প্রাণ নাশার্থ মন্ত্রণা করিলেন এবং এক রাত্রি আমরা নিদ্রাগত আছি সেই অবস্থায় আমাদিগকে সাগর তরঙ্গে ফেলিয়া দিলেন।

আমি জলমগ্ন হইয়া দেখিলাম আমার বনিতা গন্ধর্ব্বজাতীয়া, স্বভাবতঃ অলৌকিক ক্ষমতা শালিনী, অতএব বুঝিতে পার জল নিমজ্জনে তাহার কোন হানি হইল না. যদিস্যাৎ আমি তাহার সাহায্য প্রাপ্ত না হইতাম তাহা হইলে জীবন মধ্যেই আমার জীবনাবশেষ হইত। আমরা সাগর সলিলোপরি নিক্ষিপ্ত হইলে আমার সেই মহিলা জল প্রবাহ হইতে আমাকে উত্তোলন করিয়া এক উপদ্বীপ মধ্যে লইয়া গেল। সে স্থানে সমস্ত নিশা অবস্থান করিলাম, রজনী প্রভাতা হইলে অঙ্গনা আমাকে কহিল তুমি আমার মহৎ উপকার করিয়াছিলে তন্নিমিত্ত তোমার এই প্রত্যুপকার করিলাম। কিন্তু আমি কে, তোমার বিদিত হয় নাই, অতএব আত্ম পরিচয় প্রদান করি, আমি গন্ধর্ব্বকন্যা. আকাশ পথে ভ্রমণ করিতে ছিলাম তোমাকে পোতারোহণ করিতে দেখিয়া তোমার প্রতি হঠাৎ আমার কামোদয় হইয়াছিল একারণ তোমার আচার চর্চ্চিয়া তোমাকে বরণ করণ মানসে তদ্রূপ ছদ্মবেশে তোমার সন্নিধানে উপস্থিত হইয়াছিলাম, তুমি অতি সৌজন্য ব্যবহার করিয়াছিলে আমি তোমার প্রত্যুপকার করিতে অবসর পাই নাই, এক্ষণে তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনের অবকাশ প্রাপ্ত হওয়াতে আহ্লাদিত হইয়াছি, কিন্তু তোমার ভ্রাতাদিগের এই কৃতঘ্নতাচারে তাহাদের প্রতি আমার সাতিশয় ক্রোধ জন্মিয়াছে যাবৎ তাহাদিগের জীবন বিনাশ না করিব তাবৎ সেই রোষের শান্তি হইবেক না।

পরীর এই সমস্ত উক্তি শ্রবণ করিয়া আমি চমৎকৃত চিত্তে

ক্ষণকাল নিস্তব্ধ হইয়া রহিলাম, পরে তাহার দ্বারা আমার যে মহোপকার হইল তদ্বিষয়ের বর্ণন পুরঃসর যথাসাধ্য কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতে লাগিলাম, শেষে সবিনয় বচনে এই কহিলাম প্রিয়ে প্রার্থনা করি আমার সহোদর দ্বয়ের জীবন বিনষ্ট করিও না, যদিও তাহারা আমার প্রতি সাতিশয় অসদ্ব্যবহার করিয়াছে তথাচ আমার অন্তঃকরণ নিঃস্নেহ হয় নাই, সুতরাং তাহাদিগের উচ্ছেদের বাসনা হইতেছে না। পরে তাহাদিগের নিমিত্ত আমি পূর্ব্বে যাহা২ করিয়াছিলাম তত্তাবৎ বর্ণন করিলাম, কিন্তু তাহাতে পরী প্রসন্না হইল না বরং আমার সদাচরণের প্রতি তাহাদের কৃতঘ্নতাচারের বিবরণ শ্রবণে তাহার ক্রোধানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল, এবং রোষবশতঃ কহিতে লাগিল এতাদৃশ পাপাত্মা লোকের অবনি মণ্ডলে অবস্থান উচিত হয় না, আমি এক্ষণেই গমন করিয়া তাহাদিগকে সমুচিত শাস্তি প্রদান করিতেছি, তাহাদিগের তরী সাগর তলে প্রোথিত করিয়া রাখিব। পরীর এইরূপ ভয়ঙ্কর ক্রোধ দেখিয়া আমি বারম্বার বিনয় করিতে লাগিলাম এবং কাতরতা পূর্ব্বক কহিলাম সুন্দরি ক্ষান্ত হও, এবম্বিধ ভয়ানক মানস পরিত্যাগ কর, তাহাদের প্রতি ঐ প্রকার প্রতিফল দিলে আমার মহা অসুখ হইবে, তাহারা আমার সহোদর, আমার এখনও স্নেহ ভঙ্গ হয় নাই, অপর স্মরণ করিয়া দেখ মহাত্মা সাধুর কর্ত্তব্য এই যে কেহ মন্দ করিলেও তাহার ভাল করিবে।

আমি এই রূপ বিবিধ মৃদু মধুর বিনয়ান্বিত বচনে পরীকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলাম, তাহাতে সে আর কোন উক্তি না করিয়া উক্ত উপদ্বীপ হইতে আমাকে উত্তোলন পূর্ব্বক একেবারে আমার বাটীর প্রাসাদোপরি রাখিয়া গেল এবং তৎপরেই অদর্শন হইল। আমি ছাদ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক গৃহ দ্বার সকল উদ্ঘাটন করিলাম এবং যে স্থানে মৃত্তিকামধ্যে পূর্ব্বে তিন সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা নিখাত করিয়া রাখিয়াছিলাম সেই স্থান খনন পুরঃসর সেই মুদ্রা

বহিষ্কৃত করিলাম। অনন্তর বাণিজ্যাগারের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া আপন ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইলাম। নিকটস্থ বণিকেরা আমার পুনরাগমন সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ ও সম্ভাষণ করিতে আসিতে লাগিল। পরে বাণিজ্যালয়ের কর্ম্ম কার্য্য সাধন করত আমি অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলাম, সেখানে উপস্থিত হইয়া দেখি এই দুই কৃষ্ণ বর্ণ কুক্কুর নম্রভাবে আমার নিকট আসিতেছে, কিন্তু ইহারা কে, কোথা হইতে আসিল, কিছুই অবধারণ করিতে পারিলাম না, কিয়দ্দিন পরে সেই পরী আমার সমীপে পুনর্ব্বার উপস্থিত হইয়া আমার সংশয় ছেদন করিল, সে এক দিন আসিয়া আমাকে কহিতে লাগিল নাথ এই দুই কুক্কুরকে নিরীক্ষণ করিয়া বিস্ময়াকুল হইবেন না, ইহারা তোমার সেই দুই সহোদর। আমি এতদ্বাক্য শ্রবণ করিয়া হতজ্ঞান হইলাম, অনেক ক্ষণ পরে চৈতন্যোদয় হইলে জিজ্ঞাসা করিলাম কি রূপে ইহারা এবম্প্রকার বিরূপীকৃত হইল? পরী কহিলেন আমি ইহাদিগের কর্ম্মের প্রতিফল প্রদানার্থ এতদাকৃতি করিয়াছি, আর আমার আদেশানুসারে আমার এক ভগিনী ইহাদিগের তরী জলমগ্না করিয়াছে, সেই অর্ণবপোতে তোমার যে সমস্ত বাণিজ্য দ্রব্য ছিল তাহা নষ্ট হইয়াছে বটে কিন্তু আমি তাহার বিনিময় প্রদান করিব, পরন্তু তোমার ভ্রাতা দ্বয়ের বিশ্বাসঘাতকতাচরণ জন্য যে এই রূপ কুক্কুরাকারে অবস্থার পরিবর্ত্তন করিয়াছি তাহার অন্যথা হইবে না, দশবৎসর যাবৎ ইহাদিগকে এই দণ্ড ভোগ করিতে হইবে। পরী এতাবন্মাত্র বলিয়া প্রস্থান করিয়াছে তদবধি তাহার তত্ত্ব কোথাও পাই নাই।

এক্ষণে সেই দশ বৎসর অতীত হইয়াছে, আমি তাহার অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতেছি। অদ্য এই স্থান দিয়া গমন করিতে ছিলাম এই বৃদ্ধ বণিক ও ইহার হরিণীকে নিরীক্ষণ করিয়া ইহার নিকট বসিয়া বিশ্রাম করিতেছি। হে দৈত্যরাজ আমার এইমাত্র ইতিহাস, তোমার বিবেচনায়

ইহা কি আশ্চর্য্য বোধ হয় না? দৈত্য কহিল হাঁ ইহা অদ্ভুত বটে, অতএব আমি অঙ্গীকারানুসারে বণিকের অপরাধের দ্বিতীয় অংশ মার্জ্জনা করিলাম।

দ্বিতীয় বৃদ্ধের উপন্যাস সমাপ্ত হইলে তৃতীয় স্থবির দৈত্যকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতে লাগিল হে দৈত্যাধিপ যদ্যপি আমার ইতিবৃত্ত পূর্ব্বশ্রুত দুই উপাখ্যানাপেক্ষা বিস্ময় ও আশ্চর্য্য জনক হয় তাহা হইলে এই বণিকের অপরাধের অবশিষ্ট তৃতীয়াংশ ক্ষমা করিবেন কি না? দৈত্য তাহারও ইতিহাস শ্রবণে কৌতুকান্বিত হইয়া পূর্ব্ববৎ অঙ্গীকার করিল।

শহর্জাদি এতাবৎ আখ্যান বর্ণনান্তে রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন মহারাজ তৃতীয় বৃদ্ধ দৈত্যের নিকট আত্ম বৃত্তান্ত যে রূপে বর্ণনা করিয়াছিলেন আমি তৎসমুদয় শ্রবণ করি নাই এ কারণ অবিকল উক্তি করিতে পারিব না, কিন্তু এতাবন্মাত্র বিদিত আছে যে দৈত্যরাজ সেই স্থবিরেরও জীবনের বিবিধ অদ্ভুত ঘটনার কথা শুনিয়া চমৎকৃত হইয়াছিল এবং বিস্ময়োৎফুল্লনয়ন হইয়া স্বয়ং কহিয়াছিল এই আখ্যান পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক চমৎকার, অতএব আমি বণিকের অপরাধের অবশিষ্ট তৃতীয়াংশ মার্জ্জনা করিলাম, তোমরা স্ব২ অদ্ভুত ইতিহাস বর্ণনা করিয়া তদামোদে আমাকে মোহিত করত এই বণিককে প্রাণাপদ হইতে উদ্ধার করিলে, এক্ষণে এ ব্যক্তির উচিত হয় তোমাদিগের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে, ফলতঃ তোমাদিগের সাহায্য প্রাপ্ত না হইলে এ এতক্ষণ সাংসারিক লীলা সম্বরণ পুরঃসর কোথায় যাইত; এই বলিয়া দৈত্য অন্তর্হিত হইল। পরে তিন বৃদ্ধ একত্র বসিয়া বণিকের জীবনোপলক্ষে অনেক ক্ষণ আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

বণিক্ আপনার উদ্ধারকারি স্থবির ত্রয়ের চরণে শত২ প্রণাম করিলেন এবং নানা প্রকার স্তব স্তুতি পূর্ব্বক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তাঁহারাও তাহার প্রাণ পরিত্রাণ জন্য যথেষ্ট আহ্লাদ প্রকাশ করিলেন, পরে পরস্পরের নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক সকলে স্ব২ কার্য্যে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর বণিক্ স্বীয় সদনে প্রত্যাগমন করিয়া পুত্র কলত্রাদির সহিত পরম সুখে জীবনের শেষ কাল যাপন করিতে লাগিলেন। শহর্জাদি এই সমস্ত উপন্যাস কহিয়া রাজাকে কহিলেন মহারাজ যে২ গল্প কহিলাম এ সকল আশ্চর্য্য ও কৌতুক জনক বটে কিন্তু ইহার মধ্যে কোনটাই ধীবরের উপাখ্যানের তুল্য হইবেক না। রাজা তাঁহার এই কথায় কিছু কহিলেন না, তাহাতে দিনর্জাদি বলিলেন ভগিনি এখনও প্রভাতের বিলম্ব আছে অতএব সেই গল্পটীও বল না, বোধ করি মহারাজ ইহাতে অসম্মত হইবেন না। রাজা শহরিয়ার এই কথায় সম্মতি প্রকাশ করিলেন, তাহাতে শহর্জাদি পুনর্ব্বার উপাখ্যান আরম্ভ করিলেন।

ধীবর ও দৈত্যের কথা।

শহর্জাদি রাজাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন মহারাজ একজন বৃদ্ধ দরিদ্র ধীবর তিনটী সন্তান ও এক বনিতা লইয়া অতিকষ্টে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিত। সে প্রতি দিবস প্রত্যূষে স্বজাতীয় ব্যবসায়ের নিমিত্ত নানাস্থানে যাইত কিন্তু চারি বারের অধিক জাল ক্ষেপণ করিত না।

এক দিন রজনী অবসন্না হইলে জ্যোৎস্না থাকিতে২ সে ব্যক্তি সমুদ্র তীরে গমন করিল, তথায় উপস্থিত হইয়া পরিধেয় বসন পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক সাগর জলে জাল নিক্ষেপ করত ক্রমে২ আকর্ষণ করিতে লাগিল, তাহাতে কিয়ৎ ক্ষণ পরেই ভার বোধ হওয়াতে সহর্ষচিত্তে আপনা আপনি কহিতে লাগিল বোধ হয় অধিক মূল্যবান বৃহৎ মৎস্য প্রাপ্ত হইব, কিন্তু কিয়ৎ ক্ষণ বিলম্বে যখন সমুদায় জাল তীরে তুলিল তখন অবলোকন করিয়া মহা বিরক্ত হইল,

কেননা মৎস্যের পরিবর্ত্তে একটা গর্দ্দভের শব উঠিয়াছে এবং তাহাতে জালের একং স্থান ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছে। যাহা হউক জালজীবী ক্ষুণ্ণ মনে সেই শবটা অন্তরে ফেলিয়া দিয়া দিনপাত নিমিত্ত জাল সংযোজন পূর্ব্বক পুনর্ব্বার নিক্ষেপ করিল। প্রত্যাকর্ষণ সময়ে সে বারেও ভারি বোধ হওয়াতে বিবেচনা করিল এবার অনেক মৎস্য পড়িয়া থাকিবে, কিন্তু জাল তুলিয়া অবলোকন করে কর্দ্দম ও বালুকা পূর্ণ একটা করণ্ডিকা উঠিয়াছে, ইহাতে অত্যন্ত নৈরাশ্য হওয়াতে অশ্রুপূর্ণ লোচনে ক্রন্দন করিতেং কহিল হা কপাল, হে পরমেশ্বর, আমার প্রতি কেন প্রাতিকূল্যাচরণ কর, যে দুরদৃষ্ট ব্যক্তি তোমার অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষা করে তাহাকে কি এই প্রকারে নিগ্রহ করিতে হয়? আমি তোমার নিকট কেবল অদ্যকার দিনাতিপাত মাত্রের উপযুক্ত মৎস্য প্রার্থনা করিতেছিলাম, তুমি কেন মৃত্যুর পথ দর্শাও? এতদ্ব্যতীত আমার জীবন ধারণার্থ আর কি কোন উপায় আছে? আহা অদ্য এতক্ষণ চেষ্টা করিয়াও পরিবারের অশন মাত্রোপযোগি জীবিকা প্রাপ্ত হইলাম না। হায়, আমি পরমেশ্বরের নিকট সর্ব্বদা দুঃখ বার্ত্তা ব্যক্ত করিয়া থাকি অদ্য বুঝি আমার কাতর্য্য প্রকাশ ব্যর্থ হইল, হে জগদীশ্বর তোমার কি এই কর্ম্ম, মহৎ ও সৎ লোককে দুরবস্থান্বিত করিয়া অধার্ম্মিক এবং দুর্জ্জনকে উচ্চ করত কৌতুক কর।

ধীবর এবম্প্রকারে খেদ করিতেং জাল হইতে ঝুড়িটা উঠাইয়া দূরে নিক্ষেপ করিল পরে কর্দ্দম ধৌত করিয়া পুনর্ব্বার ফেলিল। কিয়ৎক্ষণানন্তর আকর্ষণ পূর্ব্বক উত্তোলন করাতে দেখিল কেবল পঙ্ক প্রস্তর ও কতকগুলা শম্বূক উঠিয়াছে, ইহাতে তাহার কি পর্য্যন্ত ক্ষোভ জন্মিল বর্ণনা করা অসাধ্য, ফলতঃ সে এবারে নৈরাশ্যে জ্ঞান শূন্য হইল। অনন্তর রজনী প্রভাতে অরুণোদয় হইলে নিয়মানুসারে প্রাতঃকৃত্য ও ঈশ্বরারাধনা করিয়া প্রার্থনা করিতে লাগিল প্রভো আপনি সর্ব্বজ্ঞ, আপনকার বিদিত আছে

আমি চারি বারের অধিক জাল ক্ষেপণ করি না, তিন বার জাল ফেলিয়া বিফল হইয়াছি, কিঞ্চিন্মাত্র প্রাপ্ত হই নাই, আর এক বার অবশিষ্ট আছে, এই বার আমার প্রতি কৃপাবলোকন পূর্ব্বক আনুকূল্য করিতে আজ্ঞা হউক।

ধীবর এইরূপ প্রার্থনা করিয়া শেষ বার জাল ক্ষেপণ করিল এবং আকর্ষণ সময়ে সে বারেও পূর্ব্ববৎ ভার বোধ হওয়াতে বিবেচনা করিল জগদীশ্বর প্রসন্ন হইয়াছেন এবার যথেষ্ট মীন পড়িয়াছে কিন্তু শেষে দেখিল মৎস্যাদি কিছুই নাই কেবল পীত বর্ণের একটী পাত্র উঠিয়াছে। জালজীবী তাহা দেখিয়াও মনেং আশ্বাস করিতে লাগিল এতন্মধ্যে অবশ্য কিঞ্চিৎ বস্তু থাকিতে পারে, বিশেষ পর্য্যালোচনে অবগত হইল সেই পাত্রের মুখ সীসক দ্বারা বদ্ধ ও মুদ্রাঙ্কিত রহিয়াছে, তাহাতে আহ্লাদিত হইয়া কহিল পরমেশ্বর অনুকূল হইয়া অদ্য যথেষ্ট দিলেন, ইহা লইয়া কাংস্য বণিকের নিকট বিক্রয় করি, মূল্যস্বরূপে যে মুদ্রা প্রাপ্ত হইব তাহাতে শস্য ক্রয় করিলে কএক দিন স্বচ্ছন্দে নির্ব্বাহ হইতে পারিবে।

পরে পাত্রটীর চারি দিক্ নিরীক্ষণ পূর্ব্বক হস্তে করিয়া আন্দোলন করিতেং কহিল দেখি এতন্মধ্যে কি দ্রব্য আছে শব্দ দ্বারা জানিতে পারিব, কিন্তু অনেক ক্ষণ আন্দোলন করিলেও কোন শব্দ শ্রুতিগোচর হইল না, তাহাতে অনুমান করিল ইহার অভ্যন্তরে মূল্যবান কোন বস্তু থাকিবে অতএব উদ্ঘাটন পূর্ব্বক দেখিতে হইল, এই বলিয়া ছুরিকা গ্রহণ পুরঃসর একাঘাতে অনায়াসেই উদ্ঘাটিত করিয়া তাহার মুখ নীচে করিল কিন্তু কিছুই বহির্গত হয় না, অতএব আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া পাত্রটী সম্মুখে রাখিয়া অতিশয় মনোযোগ পূর্ব্বক অভ্যন্তর নিরীক্ষণ করিতে লাগিল ইত্যবসরে তাহার মধ্য হইতে গাঢ় ধূম বহির্গত হইয়া ধীবরের মুখমণ্ডল স্পর্শ করিল, তাহাতে সে পশ্চাদ্ভাগে কিঞ্চিৎ সরিয়া গেল। ঐ ধূম ক্রমে উচ্চ হইয়া প্রায়

আকাশে সংলগ্ন হইল এবং তাহার নিমিত্ত সমুদ্রের জল ও স্থল ঘোর কুজ্ঝটিকায় আচ্ছন্ন হইল। ধীবর এই ব্যাপার অবলোকনে বিস্ময়াকুল হইয়া চিন্তা করিতে লাগিল। পরে সকল ধূম পাত্র হইতে নির্গত হইয়া পুনর্ব্বার এক স্থলে একত্রিত হওত একটা ভয়ঙ্কর দৈত্য রূপে প্রকাশ পাইল। সেই ভয়ানক ভূত দর্শনে ধীবর পলায়নেচ্ছা করিলেও মহা ভয়ে জড় হইয়া পড়িল, পদ নিক্ষেপ করিতে তাহার শক্তি হইল না।

পরে দৈত্য চীৎকার স্বরে কহিতে লাগিল ওহে ঈশ্বরানুগৃহীত সলমন, আমাকে ক্ষমা কর, আমি আর তোমার আজ্ঞার বিরুদ্ধাচরণ করিব না, যাহা আদেশ করিবে তাহাই করিব।

শহর্জাদি কহিলেন মহারাজ, ধীবর এই কথা শুনিবা মাত্র সাহস প্রাপ্ত হইয়া কহিল ওহে গর্ব্বিত ভূত তুমি কি কহিতেছ? ঈশ্বরানুগৃহীত ভবিষ্যদ্বক্তা সলমন অষ্টাদশ শত বৎসর অতীত হইল পরলোক গমন করিয়াছেন, তুমি কেন এই পাত্র মধ্যে রক্ষিত হইয়াছিলে, বৃত্তান্ত বল।

দৈত্য ধীবরের এই কথা শুনিয়া তাহার প্রতি ঘৃণা দৃষ্টি করিয়া কহিল তুই কে, আমাকে কেন গর্ব্বিত ভূত কহিলি? সাবধান, শীলতা পূর্ব্বক আলাপ কর। ধীবর কহিল তোকে ভাগ্যবান পেচক কহিলে বুঝি সৌজন্যাচরণ হইত? দৈত্য কহিল অরে যদি শ্রেয়ঃ চাহিস্ ভদ্রতাচরণ পুরঃসর উক্তি কর্ নচেৎ এখনই হত্যা করিব। ধীবর জিজ্ঞাসা করিল কি জন্য নষ্ট করিবি, তুই কি এখনই বিস্মৃত হইলি, আমি এই তোকে মুক্ত করিলাম। দৈত্য কহিল আমার স্মরণ আছে কিন্তু তজ্জন্য আমি তোকে হত্যা করিতে বিরত হইব না, কেবল একটা অনুগ্রহ করিব। ধীবর কহিল সে কি বল্ দেখি। দৈত্য বলিল তুই যে প্রকারে মরিতে চাহিবি সেই প্রকারে তোর প্রাণ সংহার করিব এই অনুগ্রহ। ধীবর কহিল আমি তোর কি অপকার করিলাম, আমাকে কেন

মারিবি, তোর উপকার করিলাম তাহার এই বিনিময় না কি? দৈত্য কহিল আমি যাহা কহিতেছি তাহার অন্যথা হইবে না, যাহা বলি শুন্ তাহাতেই বুঝিতে পারিবি কেন জীবন বিনাশ করিব।

ওরে ধীবর যে সকল দৈত্য ঈশ্বরের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিল তাহাদের মধ্যে আমি এক জন প্রধান। সকল দৈত্য মহারাজ সলমনকে মান্য করিয়া তাঁহার প্রতি নম্র হয় কিন্তু সাকার নামক দৈত্য ও আমি কোন মতেই তাঁহার নিকট নত হই নাই, অতএব তিনি ক্রোধান্বিত হইয়া আমাদের বিনাশ নিমিত্ত আপন প্রধান মন্ত্রি বরাকিয়ার পুত্র আসফকে আদেশ করেন তাহাতে মন্ত্রিতনয় আসফ আমাদিগকে ধৃত করত তাঁহার নিকট লইয়া যায়।

আমরা নিকটস্থ হইলে সলমন আমাকে আদেশ করিলেন তুই এখনও আপনার দুষ্ট আচরণ পরিত্যাগ করিয়া আমার প্রতি আত্ম সমর্পণ পূর্ব্বক নিয়মানুসারে সদ্ব্যবহার কর্, তাহা হইলে প্রাণ রক্ষা করিব। আমি ঐ কথায় অহঙ্কার প্রকাশ করত কহিলাম তোমার কথা শুনিব না, কি করিবে কর, কি, তোমার নিকট নম্রতা স্বীকার করিব? অতএব তিনি দণ্ড বিধানার্থ এই তাম্রপাত্র মধ্যে আমাকে প্রবেশ করাইলেন এবং বহির্গত হইতে না পারি এ কারণ সীসক দ্বারা ইহার মুখ বদ্ধ করিয়া উপরে ঈশ্বরের নাম মুদ্রাঙ্কিত করিয়া দিলেন। পরে আপনার অধীনস্থ এক জন দৈত্যের হস্তে এই পাত্র সমর্পণ পুরঃসর সমুদ্রে নিক্ষেপ করিতে আদেশ করিলেন। সে আজ্ঞানুসারে এই পাত্র সহিত আমাকে সাগর সলিলে নিক্ষেপ করিয়াছিল।

আমি ঐ প্রকারে পাত্রবদ্ধ হইয়া আপনা আপনি শপথ করিয়াছিলাম যদ্যপি কেহ আমাকে একশত বৎসরের মধ্যে মুক্ত করে তাহা হইলে সে মরিয়া গেলেও তাহাকে মহা ধনী করিব, ঐ কাল গত হইয়াছে, তন্মধ্যে কেহ আমার আনুকূল্য করে নাই। পরে শপথ করিলাম দুই শত বৎসরের মধ্যে

যদ্যপি আমাকে কেহ উদ্ধার করে তাহা হইলে পৃথিবীর সমগ্র ধন তাহাকে দেখাইয়া দিব, কিন্তু ঐ কালের মধ্যেও আমার ভাগ্য পরিবর্ত্তন হইল না। তদনন্তর দিব্য করিলাম তিন শত বৎসরের মধ্যে যে আমাকে ত্রাণ করিবে তাহাকে ক্ষমতাবান রাজা করিয়া তৎসমীপে নিরন্তর উপস্থিত থাকিব ও প্রতিদিন তাহার তিনটী প্রার্থনা পূর্ণ করিব; ঐ শত বৎসরও গত হইল কেহই উদ্ধার করিল না, পূর্ব্বাবস্থাতেই রহিলাম, দীর্ঘকাল বন্দীভাবে থাকাতে আমার অন্তঃকরণে বিজাতীয় ক্রোধের উদয় হইল, তাহাতে দয়া ধর্ম্ম বিসর্জ্জন পুরঃসর শপথ করিলাম অতঃপরে যে আমাকে উদ্ধার করিবে তাহাকে হত্যা করিব, তবে এই অনুগ্রহ করিব যে রূপে প্রাণ ত্যাগ করিতে চাহিবে সেই প্রকারে নষ্ট করিব, হে ধীবর তুমি অদ্য এখানে আসিয়া আমাকে উত্তোলন করিয়াছ অতএব বিবেচনা করিয়া স্থির কর কি প্রকারে মরিবে।

এই কথা শুনিয়া ধীবর ভগ্নান্তঃকরণ হইয়া কহিল হায় আমার কি দুরদৃষ্ট, এখানে আসিয়া এতাদৃশ কৃতঘ্ন ব্যক্তির উপকার করিলাম, ওহে দৈত্য তুমি কি বিবেচনা করিবে না? তোমার এ ব্যবহার কি অন্যায্য নয়? ফলতঃ যদিও শপথ করিয়া থাক তথাপি ন্যায় বিরুদ্ধ বলিয়া তাহা ভঙ্গ করা উচিত; আমি বিনয় পূর্ব্বক প্রার্থনা করিতেছি আমাকে ক্ষমা কর, আমার প্রতি অনুকম্পা প্রকাশ করিলে পরমেশ্বর তোমার প্রতি অনুকূল হইবেন। অপর তুমি সৌজন্য পূর্ব্বক আমাকে নিষ্কৃতি দিলে তোমার যখন যে বিপদ উপস্থিত হইবে, তাহা হইতে পরমেশ্বর তোমাকে মুক্ত করিবেন। দৈত্য কহিল তাহা হইবেক না, তোমার মৃত্যু নিশ্চিত হইয়াছে, এখন কি রূপে মরিবে এই মাত্র প্রার্থনা করিতে পার। ধীবর দৈত্যকে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ দেখিয়া সাতিশয় ক্ষুব্ধ হইল এবং আপনার অভাবে স্ত্রী পুত্রাদি অন্নাভাবে মরিবে এই চিন্তা করত ব্যাকুল হইল, অতএব পুনঃ২

দৈত্যকে বিনয় করত কহিতে লাগিল আমি তোমার নিমিত্ত যাহা করিলাম স্মরণ করিয়া দয়া করা উচিত হয়। দৈত্য কহিল আমি অগ্রেই কহিয়াছি তুমি আমাকে উদ্ধার করিলে তন্নিমিত্ত তোমার অভিমতানুসারেই ত্বদীয় প্রাণ দণ্ড করিব। ধীবর কহিল কি আশ্চর্য্য, তুমি কি উপকারের পরিবর্ত্তে অপকার করাই নির্দ্ধার্য্য করিলে? হায় সামান্যতঃ লোকে যে বলিয়া থাকে অপাত্রের হিত করিলে আপনার অহিত হয় আমার ভাগ্যে বাস্তবিক কি তাহাই ঘটিল? আমি মনে করিয়াছিলাম তুমি পরিহাস করিতেছ, সত্য নহে, কেননা কোন ভদ্র লোক এতাদৃশ যুক্তি বিরুদ্ধ কর্ম্ম করে না, কিন্তু এক্ষণে জানিলাম তুমি দৈত্য, তোমাতে মনুষ্যত্ব নাই, উপকারির অনিষ্ট না করিয়া ক্ষান্ত হও না, যাহা ইচ্ছা কর। দৈত্য কহিল তবে আর কাল বিলম্বের প্রয়োজন কি, বুঝিলে তো তোমার তর্কদ্বারা আমার মত পরিবর্ত্ত হইবেক না, এখন শীঘ্র বল দেখি কি রূপে বধ করিব।

মনুষ্যের প্রয়োজনানুসারে বুদ্ধি উৎপন্ন হয়। ধীবর যখন দেখিল দৈত্য আপন দৃঢ় প্রতিজ্ঞা হইতে বিচলিত হইল না তখন ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া মনে২ একটী উপায় স্থির করিল। পরে দৈত্যকে কহিল যদ্যপি তুমি আমাকে নিতান্তই করাল কাল গ্রাসে নিক্ষেপ করিবে তবে আমি জগদীশ্বরের স্মরণ পূর্ব্বক আপনিই আত্ম সমর্পণ করি, কিন্তু ভাই তোমাকে একটী কথা জিজ্ঞাসা করি তাহার উত্তর দাও। দৈত্য এতৎ শ্রবণে অন্তঃকরণ মধ্যে উদ্বিগ্ন হইল, প্রশ্ন করিলে যথার্থ উত্তর প্রদান করিতে হয়, এ আবার কি জিজ্ঞাসিবে। পরে কম্পিত কলেবর হইয়া ত্বরাকরত কহিল কি প্রশ্ন আছে শীঘ্র বল, আর কাল বিলম্ব সহ্য হয় না।

ধীবর যথার্থ উত্তর প্রদানে অঙ্গীকার করাইয়া প্রশ্ন করিল ওহে দৈত্য তুমি ঈশ্বরের নাম গ্রহণ পূর্ব্বক শপথ

করিয়া বল দেখি এই পাত্রের মধ্যে ছিলে কি না? দৈত্য উত্তর করিল হাঁ শপথ পূর্ব্বক বলিতেছি আমি এতন্মধ্যে ছিলাম। ধীবর কহিল তোমার এ কথায় কদাপি বিশ্বাস হয় না, তোমার একটী পদও এই আধার মধ্যে স্থান প্রাপ্ত হইতে পারে না, সমুদায় শরীর কি রূপে এতদভ্যন্তরে প্রবিষ্ট ছিল? দৈত্য কহিল ওহে ধীবর তুমি কি আমার শপথে প্রত্যয় কর না, আমি সত্য কহিতেছি আমার এই যে আকৃতি অবলোকন করিতেছ এই আকারেই এই পাত্রের অভ্যন্তরে অবস্থিতি করিয়াছিলাম। ধীবর কহিল না দেখিলে কদাচ বিশ্বাস করিতে পারি না।

দৈত্য ধীবরের এই বাক্যে তৎক্ষণাৎ আপনার কায় ধূমে পরিবর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিল, সেই ধূম সাগরের তীর নীরে বিস্তীর্ণ হইল; কিয়ৎ ক্ষণ পরে তাহা একত্রিত হইয়া পাত্র মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল এবং অনতিবিলম্বে ক্রমেং সকলই অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইল কিঞ্চিন্মাত্র বহির্ভাগে রহিল না, পরে পাত্রাভ্যন্তর হইতে এই শব্দ নির্গত হইল কেমন ওরে সন্দিগ্ধ ধীবর এখন বিশ্বাস করিবি কি না, দেখ্ আমি পাত্র মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছি। ধীবর ঐ কথায় কোন উত্তর না করিয়া তৎক্ষণাৎ সীসকের আবরণী লইয়া পাত্রের মুখ বদ্ধ করিল, পরে কহিল অরে দৈত্য এখন তোর ক্ষমা প্রার্থনার বার হইল বল্ কি রূপে মরিতে বাসনা করিস্। কিয়দ্বিলম্বে ধীবর পুনর্ব্বার কহিল, না, বিনাশ করিবার প্রয়োজন নাই, তোকে পুনর্ব্বার সমুদ্রের গভীর নীরে নিক্ষেপ করিব, কিন্তু যেখানে তোকে ফেলিয়া দিব তাহার অদূরে একটী বাটী নির্ম্মাণ পূর্ব্বক আমাকে বাস করিতে হইল, কেননা কোন জালজীবী জাল নিক্ষেপার্থ এস্থানে আগমন করিলে তাহাকে সতর্ক করিয়া দিতে চাই তোর ন্যায় কৃতঘ্ন দৈত্যকে উত্তোলন না করে, তুই শপথ করিয়াছিস্ উদ্ধার কর্ত্তাকে নষ্ট করিবি।

দৈত্য এই নিষ্ঠুর বাক্য শ্রবণ করিয়া পাত্র হইতে নিষ্ক্রমণ নিমিত্ত নানা প্রকার চেষ্টা করিতে লাগিল কিন্তু কোন রূপেই কৃতকার্য্য হইতে পারিল না, পাত্রের মুখে ডেবিডের পুত্র সলমনের নামাঙ্কর অঙ্কিত ছিল বহির্গমনে তাহা প্রতিবন্ধক স্বরূপ হওয়াতে মনোমধ্যে বুঝিতে পারিল ধীবর কৌশলে আমাকে পরাস্ত করিয়াছে, যাহা হউক এখন ছল করিয়া ইহাকে পুনর্ব্বার প্রতারণা করিতে হইল। পরে ক্রোধ শান্তি হইয়াছে এবম্বিধ ভাব প্রকাশ করত মৃদুস্বরে কহিতে লাগিল ওহে ধীবর তুমি বিরক্ত হইলে, না কি? আমি তোমার সহিত এত ক্ষণ কৌতুক করিতেছিলাম, তুমি কি ইহাতে আমার নিগ্রহ করিবে? পরিহাস বাক্যে এ রূপ কোপান্বিত হওয়া উচিত হয় না। ধীবর কহিল ওহে দৈত্য পূর্ব্বে তুমি দৈত্যরাজ ছিলে, এক্ষণে শক্তি নিরোধে অধমাধম হইয়াছ, তোমার কৃতঘ্নতা আমার স্মরণে আছে, আমিও তোমাকে জীবন রক্ষার নিমিত্ত অনেক স্তব স্তুতি করিয়াছিলাম কিছুতেই নত হও নাই, এখন বিপাকে পড়িয়া নম্রতা করিতেছ, তোমার এ বিনয় গ্রাহ্য করিতে পারি না, তোমাকে সাগর মধ্যে পুনর্ব্বার অবশ্যই নিক্ষেপ করিব, যত দিন তন্মধ্যে ছিলা বলিয়াছ যদ্যপি সত্য হয় তবে শেষ বিচারের দিন পর্য্যন্তও তদ্রূপে থাকিবে। ওহে আমি ঈশ্বরের শপথ দিয়া তোমার নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলাম প্রাণ হিংসা করিও না, আমার সেই বাক্যকে কর্ণ কুহরে স্থান দান কর নাই, অতএব এখন তোমার কাতরোক্তি তুচ্ছ করা আমার পক্ষে অযুক্ত নয়।

দৈত্য কোন প্রকারে ধীবরের স্নেহ জন্মাইতে না পারিয়া কহিতে লাগিল ওহে বিনয় করিয়া বলিতেছি আধারের মুখ খুলিয়া দাও, যদ্যপি আমাকে মুক্ত কর, উত্তরকাল আমার কৃতজ্ঞতা দর্শনে অবশ্য আপ্যায়িত হইবে। ধীবর কহিল তুমি অতিশয় কৃতঘ্ন, তোমাকে আর প্রত্যয় করিতে পারি না। আমি যদ্যপি নির্বুদ্ধিতা পূর্ব্বক তোমাকে

পুনর্ব্বার মোচন করি তাহা হইলে আপনি আত্ম বিনাশের হেতু হইব, গ্রীক দেশীয় রাজা দোবান নামক চিকিৎসকের প্রতি যে রূপ আচরণ করিয়াছিলেন তুমিও আমার প্রতি তদ্রূপ করিবে বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে, শুন সেই উপাখ্যান কহি।

গ্রীকদেশীয় রাজা ও দোবানচিকিৎসকের কথা।

পারস্য দেশের অন্তঃপাতি জোমান নগরে এক রাজা ছিলেন, গ্রীকদেশীয় লোকেরা তাঁহার রাজ্যে আসিয়া বাস করিয়াছিল। দৈবাৎ ঐ ভূপতির কলেবর কুষ্ঠরোগে সমাক্রান্ত হইল, তাহাতে তাঁহার স্বদেশস্থ চিকিৎসকগণ নানা প্রকারে চিকিৎসা করিতে লাগিল কিন্তু কোন রূপে কিঞ্চিন্মাত্র প্রতীকার দর্শিল না। কিয়দ্দিন পরে দোবান নামা এক জন সুচতুর চিকিৎসক ঐ রাজধানীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

এই চিকিৎসক গ্রীক, লাটিন, ইত্যাদি বিবিধ ভাষায় বহুবিধ পুস্তক পাঠ করিয়া কৃতবিদ্য বিশেষতঃ চিকিৎসা বিদ্যায় সুপণ্ডিত হইয়াছিলেন, অপর সর্ব্ব প্রকার দর্শন শাস্ত্রে যথেষ্ট বিজ্ঞতা থাকাতে যাবতীয় তরু লতা ওষধি ইত্যাদির গুণাগুণ অবলোকন মাত্রে অবধারণ করিতে পারিতেন।

ভিষগ্‌বর দোবান জোমান নগরীতে উপনীত হইয়া শ্রবণ করিলেন তত্রস্থ মহারাজ মহাব্যাধিতে বিগলিতকায় হইয়া অশেষ প্রকার ক্লেশ ভোগ করিতেছেন এবং তাঁহার চিকিৎসকেরা কহিয়াছেন ঐ ব্যাধি অপ্রতিসমাধেয়, কদাপি আরোগ্য হইবেক না, অতএব ভিষক্ উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ পরিধান পুরঃসর রাজসদনে গমন পূর্ব্বক নিবেদন করিলেন মহারাজ আমি আপনকার মহারোগের বার্ত্তা শ্রবণ

করিয়া আগত হইলাম, রাজবৈদ্যেরা না কি এই মহাব্যাধি অপ্রতিবিধেয় বলিয়া চিকিৎসা করণে বিরতি অবলম্বন করিয়াছেন, অধিরাজ যদ্যপি অনুমতি হয় আমি ঔষধ সেবন অথবা অঙ্গে কোন প্রকার প্রলেপ লেপন ব্যতিরেকে মহারাজকে নির্ব্যাধি করি। জোমানাধিরাজ আগন্তুক চিকিৎসকের এতৎ প্রস্তাব শ্রবণ করিয়া সন্তুষ্ট চিত্তে উত্তর করিলেন যদ্রূপ কহিলে চিকিৎসা করিয়া যদিস্যাৎ তদ্রূপ করিতে পার আমার প্রসাদ দানে বংশাবলীক্রমে অশেষ ঐশ্বর্য্য ভোগ করিতে পারিবে, আর তোমার অভিমতানুসারে সমুচিত পুরস্কার দিয়া তোমাকে প্রধান অমাত্য পদে নিযুক্ত করত চিরকাল নিকটে রাখিব, হে চিকিৎসকবর তুমি কি নিশ্চয় কহিতেছ কোন প্রকার ভৈষজ্য সেবন বা কলেবরে প্রলেপ লেপন ব্যতিরেকে আরোগ্য করিতে পার? দোবান বিনীতি প্রদর্শন পুরঃসর নিবেদন করিলেন মহারাজ পরমেশ্বর প্রসাদাৎ আশ্বাস করি কৃতকার্য্য হইতে পারিব, কল্যাবধি চিকিৎসা আরম্ভ করি, অবিলম্বে দেখিতে পাইবেন।

ভিষগ্‌বর মহারাজকে এই রূপ নিবেদন করিয়া সে দিবস আবাসে প্রত্যাগমন করিলেন এবং নিশীথে একাকী বসিয়া বিবেচনা পূর্ব্বক সচ্ছিদ্র একটা মুদ্গার নির্ম্মাণ করত তন্মধ্যে এক প্রকার ঔষধ স্থাপন করিলেন আর তাহার দ্বারা লুফিবার নিমিত্ত কএকটী ভাঁটাও নির্ম্মাণ করিলেন। এই প্রকারে বিভাবরী গতা হইলে প্রভাতে রাজসভায় গমন পূর্ব্বক আদৌ রীত্যনুসারে রাজার যথোচিত সম্মান করিলেন।

অনন্তর বিনয় পূর্ব্বক নিবেদন করিলেন মহারাজ আপনি যেখানে মুদ্গার ক্রীড়া করিতেন অশ্বারোহণ পূর্ব্বক তথায় গমনে আজ্ঞা হউক। রাজা চিকিৎসকের কথাক্রমে তাহাই করিলেন। পরে নৃপতি ক্রীড়া স্থানে উপনীত হইলে দোবান তাঁহার নিকটস্থ হইয়া আপনার প্রস্তুত

করা মুদ্গারাদি হস্তে সমর্পণ পূর্ব্বক নিবেদন করিলেন অধিরাজ যাবৎ আপনকার অঙ্গ হইতে স্বেদ বিনির্গম না হয় তাবৎ এই মুদ্গার দিয়া এই গুলি সকল উৎক্ষেপণ করিতে থাকুন। মুদ্গার মধ্যে কিঞ্চিৎ ঔষধ দিয়াছি আপনার হস্ত দ্বারা উত্তোলিত হইলে সেই ঔষধ নিঃসৃত হইয়া সর্ব্ব শরীরে প্রবেশ করিবে। মহারাজ অঙ্গে ঔষধ স্পর্শ হইলেই আপনি ক্রীড়া পরিত্যাগ পূর্ব্বক গৃহে গমন করিবেন, এবং উষ্ণোদকে উত্তম রূপে গাত্র প্রক্ষালন পূর্ব্বক শয়ন করিয়া থাকিবেন, হে রাজন্ এ রূপ করিলে পর দিবস প্রাতে দেখিতে পাইবেন সমুদায় ব্যাধি অপগত হইয়াছে।

রাজা চিকিৎসকের কথাক্রমে মুদ্গার গ্রহণ পূর্ব্বক কতিপয় অমাত্য সহ সেই ভাঁটা উৎক্ষেপণ প্রক্ষেপণ ক্রীড়া আরম্ভ করিলেন কিয়ৎক্ষণ পরে যখন দেখিলেন হস্ত ও শরীর ঘর্ম্মাক্ত হইয়াছে এবং ঔষধ শরীরাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া প্রচলিত হইতেছে তখন খেলায় ক্ষান্ত হইয়া ভবনে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক স্নান ও চিকিৎসকের উপদেশানুরূপ আচরণ করিলেন।

দোবানের ঔষধের গুণ অবিলম্বে প্রকাশমান হইল, রাজা পর দিন প্রাতঃকালে গাত্রোত্থানানন্তর অবলোকন করিয়া চমৎকৃত ও পরমাপ্যায়িত হইলেন কুষ্ঠ সকলের তিরোধানে শরীর এরূপ পরিষ্কার হইয়াছে যেন কখনই ঐ ব্যাধি জন্মে নাই। পরে বসন ভূষণ পরিধান পূর্ব্বক সভাগারে উপস্থিত হইয়া সিংহাসনারোহণ করিলেন। অমাত্য প্রভৃতি রাজপুরুষগণ প্রভাতে রাজসভায় আসিয়া নীরোগ রাজ দর্শনে বিস্ময়ান্বিত হইলেন এবং আনন্দ গদ্গদ স্বরে দোবান চিকিৎসকের অগণ্য ধন্যবাদ করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে দোবান রাজ সাক্ষাৎকারে আগমন পূর্ব্বক সিংহাসনের সমীপে শিরোবনমনের উপক্রম করিলে নৃপতি

নিরীক্ষণ করিয়া ব্যস্ত সমস্ত হওত যথোচিত অভ্যর্থনা পূর্ব্বক সন্নিধানে উপবেশন করাইলেন, এবং সভাস্থ সকলের সমক্ষে তাঁহার পরিচয় দিয়া সহস্র২ প্রশংসা করিলেন। ঐ দিবস মহারাজের আরোগ্য লাভোপলক্ষে একটা মহাভোজের আয়োজন হইয়াছিল তাহাতে রাজা ঐ চিকিৎসকবরের সহিত একত্র ভোজন করিলেন।

ধীবর কহিল হে দৈত্যরাজ গ্রীকরাজ একত্র ভোজন দ্বারা ভিষগ্বর দোবানের মান বর্দ্ধন করিয়া সায়ংকালে বিদায় দানের সময় এক প্রস্থ উপাদেয় বহুমূল্য পরিচ্ছদ ও দুই সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা পুরস্কার দিলেন। অপর অনেক দিবস কেবল তাঁহারই প্রতি স্নেহান্বিত আচরণ করণে নিয়ত নিযুক্ত থাকিলেন, ফলতঃ রাজার মনে এই দৃঢ় সংস্কার জন্মিল ঐ অনুপম গুণশালি মহাবিজ্ঞ সুচিকিৎসকের ঋণ কিছুতেই পরিশোধিত হইবেক না, অতএব তাঁহার প্রতি নিত্য২ নূতন২ প্রকারে কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন।

রাজার প্রধান মন্ত্রী অতিশয় মৎসর, হিংস্র এবং সর্ব্ব প্রকার দুষ্ক্রিয়ায় নিরত ছিল, আগন্তুক চিকিৎসকের প্রতি মহারাজের এতাদৃশী আস্থা ভক্তি ও সমাদর দর্শনে তাহার অন্তঃকরণে ঈর্ষার উদ্রেক হইল, সুতরাং কি রূপে বৈদ্যের মান সম্ভ্রম বিনষ্ট হয় এতদর্থ যৎপরোনাস্তি যত্নবান্ হইল। কিয়ৎকাল পরে স্বীয় অসদভিপ্রায় সিদ্ধির নিমিত্ত ব্যস্ত হইয়া এক দিন রাজাকে সঙ্কেত করিল মহারাজ কোন গোপনীয় বার্ত্তা আছে নির্জ্জনে নিবেদন করিতে বাসনা করি। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন তদ্বিষয় কি? মন্ত্রী উত্তর করিল মহারাজ যাহার রীতি প্রকৃতির বিষয় জ্ঞাত নহে তাহাকে কোন মতে বিশ্বাস করা বিধেয় নয়, আপনি দোবান চিকিৎসকের প্রতি সানুগ্রহ চিত্ত হইয়া স্নেহ প্রকাশ পূর্ব্বক সর্ব্বদা তাহাকে লইয়া আমোদ প্রমোদ করেন কিন্তু মহারাজ আপনকার বিদিত হয়

নাই ঐ ব্যক্তি বিশ্বাস ঘাতী, মহারাজের জীবন বিনাশ সঙ্কল্প করিয়া এ স্থানে আগমন করিয়াছে। ভূপতি জিজ্ঞাসা করিলেন কি সূত্রে এতাদৃশী উক্তি করিতে তোমার সাহস হইল? দোবান আমার জীবন দাতা, গলিত কুষ্ঠে আমার তনু ঘৃণ্য হইয়া বিনষ্ট হইতেছিল, তিনি আমাকে তাহা হইতে আরোগ্য করিয়াছেন, অপর তাঁহার আচার ব্যবহার বিগর্হণীয় এ কথায় আমার প্রত্যয় হয় না। মন্ত্রী কহিল মহারাজ আমি নিবেদিত বিষয়ের সত্যতাবধারণ করিয়াছি, অতএব তাহার প্রতি বিশ্বাস করিবেন না, মহারাজ স্বপ্নাবস্থায় আছেন, প্রতারকের প্রতারণা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছেন না, জাগ্রৎ হইয়া বিবেচনা ও সূক্ষ্মানুসন্ধান রূপ বুদ্ধির চালনা করুন, তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন দোবান গ্রীক্ পর্য্যন্ত আক্রমণ মানসে স্বদেশ হইতে আগমন করিয়াছে।

রাজা কহিলেন, সে কি মন্ত্রি, দোবান অতি ধার্ম্মিক, কদাপি কাল্পনিক বা বিশ্বাসঘাতী নহেন। তাঁহার সমান সজ্জন ভূমণ্ডলের কোন স্থানে দৃষ্ট হয় না। তুমি কি জান না, কি রূপ ঔষধ অথবা দৈবশক্তি প্রয়োগে তিনি আমাকে মহারোগ হইতে মুক্ত করিয়াছেন? যদ্যপি আমার প্রাণ বিনাশ করা তাঁহার মানস হইত তবে কেন নীরোগ করিবেন? অতএব হে অমাত্য বৃথা সন্দেহোত্থাপন করিও না, আমি তাঁহাকে পুরস্কার করিয়া আদেশ করিতেছি অদ্যাবধি যত দিন জীবিত থাকিবেন প্রতি মাসে একং সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা বৃত্তি স্বরূপে প্রাপ্ত হইবেন। তিনি আমার নিমিত্ত যাহা করিয়াছেন তজ্জন্য তাঁহাকে আমার সম্পত্তি ও রাজ্যের একাংশ প্রদান করিলেও তাঁহার ঋণ পরিশোধ হইবেক না। আমার বোধ হয় তুমি তাঁহার গুণে ঈর্ষান্বিত হইয়াছ, কিন্তু আমি তোমার দ্বেষের কথায় তাঁহার প্রতি বিদ্বেষী হইয়া অন্যায়াচরণ করিতে পারিব না। ওহে মন্ত্রিবর এক রাজা আপন পুত্র হত্যার আজ্ঞা প্রদান

করিলে তাহার মন্ত্রী সিন্ধবাদ তাঁহাকে যে প্রকারে নিবৃত্ত করিয়াছিল তদুপাখ্যান আমার বিলক্ষণ স্মরণ আছে।

মন্ত্রী সেই গল্প শ্রবণ নিমিত্ত অত্যন্ত ঔৎসুক্য প্রকাশ করত কহিল মহারাজ তদুপন্যাস সমাকর্ণনে আমার পরম কৌতুক জন্মিতেছে, হে নৃপবর এতৎ প্রার্থনায় আমার যে ধৃষ্টতা প্রকাশ পাইল তাহা ক্ষমা করিতে আজ্ঞা হয়। গ্রীকরাজ উত্তর করিলেন মন্ত্রিন্ অবধান কর, সিন্ধবাদ স্বীয় নৃপ সন্নিধানে আদৌ এই বর্ণনা করিয়াছিলেন বিমাতার পরামর্শানুসারে পুত্রের প্রতি অসদাচরণে প্রবৃত্ত হওয়া অনুচিত, যেহেতু তাহাতে শুকসংহারক পুরুষের ন্যায় পরে পশ্চাত্তাপ করিতে হয়, এতন্নিবেদনানন্তর নিম্ন লিখিত কাহিনী কহিতে আরম্ভ করেন।

এক মনুষ্য ও শুকপক্ষির কথা।

কোন সদাশয় পুরুষ পরমা সুন্দরী এক রমণীর পাণিগ্রহণ করিয়া তাহার সহিত গাঢ় অনুরাগে সদা প্রেমরসালাপে মহাসুখে কাল যাপন করিতেন, এক নিমেষও সেই প্রিয়তমাকে আপনার নয়ন পথের বহির্ভূতা করিতেন না। একদা কোন বিশেষ কর্ম্মানুরোধে কিয়ৎ দিনের নিমিত্ত সেই পুরুষকে স্থানান্তরে গমন করিতে হইল, অতএব খিন্নমনে প্রেয়সীর সন্নিধানে বিদায় গ্রহণ পুরঃসর প্রস্থান করিলেন। বাটী হইতে বহির্গত হইয়া কিয়ৎ দূরে পথিমধ্যে এক স্থানে দেখিলেন বিবিধ বিহঙ্গ বিক্রয় হইতেছে, তন্মধ্যে একটী শুক পক্ষি অবলোকন করিয়া মনেং কহিতে লাগিলেন শুকের বাক্‌শক্তি আছে, কথা বার্ত্তা কহিতে বিলক্ষণ নিপুণ, চক্ষে যাহা দেখে ও কর্ণে যাহা শ্রবণ করে অবিকল ব্যক্ত করিতে পারে, আমার গৃহে কেহ অভিভাবক নাই, পত্নী একাকিনী হইয়া স্বাতন্ত্র্যাবলম্বন পূর্ব্বক কি আচ-

রণ করিবেক অবগত হইবার উপায় নাই, অতএব এই শুকটী ক্রয় পূর্ব্বক ভবনে রাখিয়া আসি, প্রত্যাগমন করিয়া ইহার প্রমুখাৎ বনিতার আচার ব্যবহারের কথা শুনিতে পাইব। আপনা আপনি এই পরামর্শ করিয়া একটী শুকপক্ষী ক্রয় পূর্ব্বক গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, এবং ভার্য্যার হস্তে সমর্পণ পূর্ব্বক কহিলেন প্রিয়ে আমার অনুপস্থিত কালে যত্ন পূর্ব্বক এই পাখীটার প্রতিপালন করিও, ইহা কহিয়া যাত্রা করিলেন।

তিনি কার্য্য সমাধানন্তর স্বীয় সদনে প্রত্যাগমন করিয়া আদৌ সেই শুককে গোপনে জিজ্ঞাসা করিলেন শুক বল দেখি আমার অনুপস্থিত কালে আমার গৃহে কি২ ঘটনা হইয়াছিল? শুক এই কথা শুনিয়া তদীয় আলয়ে তাহার মহিলার দুশ্চরিত্রতার যে২ ব্যাপার অবলোকন করিয়াছিল অবাধে সমুদায় ব্যক্ত করিল। তাহাতে সেই পুরুষ প্রেয়সীর প্রতি বীতরাগ হইয়া তাহাকে যথেষ্ট ভর্ৎসন ও শাসন করিলেন। সেই দুর্বৃত্তা অবলা শুক দ্বারা আত্ম আচরণের বিবরণ প্রকাশ হইয়াছে জানিতে পারে নাই, সে মনে করিল দাসীরা কেহ আমার কথা প্রকাশ করিয়া থাকিবেক, ইহাতে তাহাদিগের সকলকেই বিবিধ প্রকারে তর্জ্জন করিতে লাগিল কিন্তু তাহারা বিস্ময় প্রকাশ পুরঃসর কহিল ঠাকুরাণি আমরা আপনার প্রতি অনুরক্তা, আমরা কি রহস্য প্রকাশ করিতে পারি? তবে অনুমান হয় ঐ শুকটা গুপ্ত বিষয় ব্যক্ত করিয়া থাকিবেক। এ কথায় সেই দুঃশীলা এই বিষয়ের তথ্য নিশ্চয় এবং স্বামির সন্দেহ নিরাকরণ তথা শুকের প্রতি সমুচিত প্রতিফল প্রদান নিমিত্ত উপায় চিন্তা করিতে লাগিল এবং কিয়ৎ ক্ষণ ভাবিয়া আপন প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের প্রভাবে একটা কল্পনা করিয়া অবধারণ করিল। অর্থাৎ স্বামী পুনর্ব্বার আর এক দিন স্থানান্তরে গমন করিলে সে এক দাসীর প্রতি আদেশ করিল অদ্য রাত্রিতে তুমি শুকের পিঞ্জর তলে একটা জাঁতা ফিরাইও,

এবং অন্যকে কহিল তুমি গৃহের ছাদ হইতে বৃষ্টিপাতের ন্যায় বারিপাত করিও, আর তৃতীয়াকে কহিল তুমি প্রদীপের আলোকের নিকট দর্পণ ধরিয়া তাহা হইতে প্রতিবিম্ব নিঃসারণ পূর্ব্বক তাহাকে দেখাইও। রজনী সমাগতা হইলে দাসীরা কর্ত্রীর আজ্ঞাক্রমে অধিকাংশ রাত্রি পর্য্যন্ত ঐ প্রকার ব্যাপার করিতে লাগিল।

পর দিন প্রাতঃকালে গৃহস্বামী ভবনে প্রত্যাগমন করিয়া শুককে জিজ্ঞাসা করিলেন কল্য বাটীতে ছিলাম না, আমি না থাকাতে সদনে কি২ ঘটনা ঘটিয়াছে বল দেখি? শুক কহিল প্রভো গত নিশায় অতিশয় মেঘ গর্জ্জন, বিদ্যুদ্দ্যোত, এবং বারি বর্ষণ হইয়াছিল, আমি তাহাতে কি পর্য্যন্ত ক্লেশ ভোগ করিয়াছি বর্ণনা করিতে পারি না। গৃহস্থ আপনার গ্রামের অদূরে ছিলেন, গত রাত্রে মেঘারম্ভ বা বৃষ্টিপাত কিছুই হয় নাই নিশ্চয় জানিতেন, শুকের ঐ বাক্য শ্রবণ করিয়া বিবেচনা করিতে লাগিলেন পক্ষি জাতিরা সকল সময়ে সত্য বর্ণনা করে না, অতএব সে দিন আমার ভার্য্যার আচরণ বিষয়ে যাহা উক্তি করিয়াছিল তাহাও অলীক হইতে পারে; হাঃ আমি এই পাখীটার কথায় বিশ্বাস করিয়া চিরপ্রণয়িনী পরম প্রেয়সীকে ভর্ৎসনা করিয়াছি, এই বলিয়া শুকের প্রতি কোপ করিতে লাগিলেন, এবং ক্রমে২ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া পিঞ্জর হইতে তাহাকে বহিষ্করণ পূর্ব্বক ভূমিতে প্রক্ষেপ করিয়া নষ্ট করিয়া ফেলিলেন। কিন্তু অনধিক কাল পরে স্ত্রীর অসতীত্বাচারের ভূরি২ প্রমাণ প্রকাশ পাইল, তখন শুককে বিনা দোষে নষ্ট করিয়াছি এই ভাবিয়া যৎপরোনাস্তি অনুতাপ করত সাতিশয় খিন্ন হইলেন।

ধীবর এতাবৎ কহিয়া দৈত্যকে কহিল হে দৈত্যরাজ গ্রীকদেশাধিপতি শুকের ইতিহাস সমাপন পূর্ব্বক কহিলেন মন্ত্রিন্ তুমি দোবান চিকিৎসকের হিংসা করিয়া তাহার বিনাশ নিমিত্ত পরামর্শ প্রদান করিতেছ, ঐ ব্যক্তি তোমার

কোন হানি করে নাই, কেন অকারণে বিদ্বেষ কর? যাহা হউক, আমি সাবধান হইয়াছি শুকের হত্যাকারি গৃহস্থের ন্যায় আমাকে পশ্চাত্তাপ করিতে হইবেক না।

মন্ত্রী দোবানের অনিষ্ট নিমিত্ত বিশেষ ব্যগ্র হইয়াছিল অতএব কহিল মহারাজ একটা পক্ষি হত্যা অতি তুচ্ছ বিষয়, তজ্জন্য তাহার প্রভু অধিক দিন দুঃখিত ছিল এমত বোধ হয় না, কিন্তু কি কারণে মহারাজের ঈদৃক্ বিবেচনা হইতেছে যে এই চিকিৎসকের দণ্ড করিলে নির্দ্দোষির প্রতি অত্যাচার করা হইবেক? মহারাজ আপনি বুঝিতে পারিতেছেন না ঐ ব্যক্তি আপনকার প্রাণ বিনাশের চেষ্টায় আছে, তাহাকে শাস্তি প্রদান কি আপনকার কর্ত্তব্য নহে? হে রাজন্ যে সকল দুরাত্মা অধিপতির জীবন বিনাশ বাসনা করে তাহাদের কুৎসিতাভিলাষ নিমিত্ত তাহাদিগকে যথার্থ দোষী জ্ঞান করিয়া অগ্রেই দণ্ড করা উচিত, কেন না পাছে দোষ করিয়া পরিত্রাণ পায়, অতএব হে মহারাজ যদিও দোবানকে এখন নির্দ্দোষ দেখিতেছেন তথাচ তাহার দণ্ড বিধান আবশ্যক, আর দোবানের অপরাধ বিষয়ে সন্দেহই বা কি আছে? আমি স্পষ্ট প্রমাণ পাইয়াছি সে মহারাজকে হত্যা করিবার সংকল্প করিয়াছে, মহারাজ আমি হিংসা করিয়া তাহার প্রাতিকূল্য করিতেছি না, আপনকার জীবন রক্ষার্থ এতাদৃক্ ব্যগ্র হইতেছি, অতএব আমার পরামর্শ গ্রহণ করুন। হে অধিরাজ যদি আমার বাক্য মিথ্যা হয় তবে পূর্ব্বে যে রূপে এক জন মন্ত্রির দণ্ড হইয়াছিল আমারও তদ্রূপে দণ্ড বিধান করিবেন। গ্রীক দেশাধিপতি কহিলেন কোন্ সচিব কি দণ্ডার্হ কর্ম্ম করিয়াছিল? মন্ত্রী কহিল, নিবেদন করি শ্রবণে আজ্ঞা হউক।

দণ্ডিত মন্ত্রির উপাখ্যান।

মহারাজ, পুত্রবৎসল কোন নরপতির মৃগয়াসক্ত একটী তনয় ছিল, ভূপাল নিজ বালকের পশু হিংসায় আসক্তি দেখিয়া বাৎসল্য বশতঃ নিয়ত তাহাই করিতে দিতেন, কিন্তু অমাত্যপ্রবরকে আদেশ করিয়াছিলেন মন্ত্রিন্ তুমি সর্ব্বদা আমার সন্তানের সমভিব্যাহারে থাকিও কুমার যেন কদাপি তোমার নয়ন পথের বহির্ভূত না হয়েন।

এক দিন নৃপনন্দন মৃগয়াভিলাষে অনুচরগণ সহিত এক অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন। সমভিব্যাহারি লোকেরা তথায় একটী হরিণের সন্ধান কহিয়া দেওয়াতে কুমার সসজ্জ শরাসন গ্রহণ পুরঃসর তল্লক্ষ্যে শর নিক্ষেপ মানসে তাহার পশ্চাৎ২ গমন করিতে লাগিলেন, যদিও বেগগামি মৃগের অনুসরণ হেতু সমধিক দূরে সমাকৃষ্ট হইলেন তথাপি তাঁহার মনে হইল পিতৃমন্ত্রী পশ্চাদ্বর্ত্তী আছেন, অন্য লোক জন সঙ্গে না আসিলেও ক্ষতি নাই, যাই না কেন, এ হরিণটা শীকার করিয়া আসি, এই বিবেচনা করিয়া বিনা সন্দেহে তাহার পশ্চাৎ২ তত্তুল্য বেগে দ্রুতগতি গমন করিতে লাগিলেন, কিন্তু বহু দূর গত হইলে কিয়ৎ ক্ষণ পরে পশ্চাদ্দিকে দৃষ্টি করাতে দেখিলেন সঙ্গে কেহই নাই, অতএব কুরঙ্গের অনুসরণে ক্ষান্ত হইয়া সমভিব্যাহারিদের নিকট প্রত্যাবর্ত্তনের মানস করিলেন আর অগ্রসর হইলেন না, কিন্তু গমনকালে বেগে যাওয়াতে পথ চিনিতে পারিলেন না, কোন্ দিগে গেলে মন্ত্রিকে প্রাপ্ত হইতে পারিবেন, কিছুই স্থির হইল না। পরে চতুর্দ্দিকে কিঞ্চিৎ২ ভ্রমণ করিয়া কতক পথ গমন করিলেন কিন্তু কোথায় যান্ নির্ণয় করিতে পারেন না। অবশেষে নৈরাশ্য ও উদ্বেগে পড়িয়া আপনাআপনি বিলাপ করিতে লাগিলেন, ইতি-

মধ্যে রোরুদ্যমানা একটা রমণী হঠাৎ তাঁহার নেত্র-
পথে পতিতা হইল, তাহাকে অশ্রুমুখী অবলোকন করিয়া
জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি কে, এখানে একাকিনী কেন
ক্রন্দন করিতেছ, তুমি কি আমার নিকট কিছু প্রার্থনা কর?
রমণী উত্তর করিল আমি ভারতবর্ষীয় এক রাজার কন্যা,
পিতার সম্মতিক্রমে তুরঙ্গারোহণ পুরঃসর ভ্রমণ করিতে-
ছিলাম অশ্বোপরি আমার নয়নদ্বয় নিদ্রায় আকৃষ্ট হও-
য়াতে ঘোটক হইতে পতিতা হইলাম, তুরঙ্গম আমাকে
ফেলিয়া দিয়া কোথায় পলায়ন করিয়াছে বলিতে পারি না,
বাটীর পথ চিনি না, কোন্ দিক্ দিয়া যাইব, অতএব বিপন্না
হইয়া রোদন করিতেছি। যুবরাজ তাহার দুর্ঘটনার বার্ত্তা
শুনিয়া অন্তঃকরণমধ্যে খিন্ন হইলেন এবং কিয়ৎ ক্ষণ বিবে-
চনার পর বলিলেন তুমি আমার সহিত যাইবে? তবে
এই অশ্বের পশ্চাদ্ভাগে আরোহণ কর। রমণী এতদাদেশে
অসীম আহ্লাদ প্রকাশ করত তৎক্ষণাৎ সম্মতা হইল।

অনন্তর তাঁহারা উভয়ে গমন করিতেং কিয়দ্দূরে একটা
পুরাতন ভগ্ন বাটীর নিকট পঁহুছিলেন। অবলা সেখানে গিয়া
ছল পূর্ব্বক অবরোহণের বাসনা প্রকাশ করিল তাহাতে
রাজনন্দন তাহাকে ঘোটক হইতে নামাইয়া দিলেন এবং
আপনিও অবতরণ করিয়া অশ্বের রশ্মি ধারণ পূর্ব্বক
সেই বাটীর দিগে গমন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎ ক্ষণ
পরে যুবরাজের কর্ণগোচর হইল ঐ মায়াবিনী সেই বাটীর
একটা ভিত্তির অন্তরাল হইতে উচ্চস্বরে কহিতেছে অরে
ছেলেরা, কোথা গেলি, হেথা আয়, তোদের জন্য অদ্য
একটী হৃষ্ট পুষ্ট যুবক ধরিয়া আনিয়াছি। তৎপরে বালকদের
বচনও নৃপবালকের শ্রবণগোচর হইল, তাহারা আনন্দ
প্রকাশ পূর্ব্বক সেই যোষার সন্নিধানে আসিয়া কহিতে
লাগিল কই মা সে কোথায়, তাকে দাও না, আহার করি,
আমরা অত্যন্ত ক্ষুধাতুর আছি।

যুবরাজ ঐ সমস্ত কথোপকথন শ্রবণ করিয়া যৎপরো-
নাস্তি ভীত হইলেন, তাঁহার স্পষ্টই প্রতীতি হইল ঐ ললনা
প্রতারণা করিয়া কহিয়াছিল ভারতবর্ষীয় রাজকন্যা, বস্তুতঃ
মানবী নয়। পরে আপনা আপনি কহিতে লাগিলেন
এই ভয়ঙ্করী নিশাচরী লোকের বসতিহীন স্থানে বাস
করিয়া চাতুরীর দ্বারা দুরদৃষ্ট পথিকগণকে এই রূপ
কৌশলে আত্মসাৎ করত ভক্ষণ করে, যাহা হউক এখন
বিপদ্ উপস্থিত, এ সময় বিষণ্ণ হওয়া উচিত হয় না, সাহস
অবলম্বন করি, এই বিবেচনা করিয়া কম্পান্বিত কলেবরেই
পুনর্ব্বার বাহনোপরি আরোহণ করিলেন।

অনন্তর রাজকন্যারূপিণী সেই রাত্রিচরী বাটী হইতে
বহির্গতা হইয়া দেখিল রাজতনয় অশ্বারূঢ় হইয়াছেন
প্রস্থান করেন অতএব আপনার চাতুর্য্য নিষ্ফল হইল
ভাবিয়া সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল ওহে যুবক, ভয় পাইলে
না কি? কোথায় যাও? ও দিকে কি অন্বেষণ করিতেছ?
রাজপুত্র কহিলেন আমি বর্ত্ম বিস্মৃত হইয়াছি তাহারই
অনুসন্ধান করিতেছি। নিশাচরী সে কথায় মনোযোগ না
করিয়া কহিল যদ্যপি আপনাকে বিপন্ন বোধ করিয়া থাক
ঈশ্বরে আত্ম সমর্পণ কর, তিনি তোমাকে বিপদ হইতে
উদ্ধার করিবেন।

নিশাচরী সরলতা পূর্ব্বক এ রূপ আলাপ করিতেছে
রাজকুমারের এতাদৃশ বিশ্বাস হইল না, তিনি মনে করি-
লেন এ আমাকে আপন আয়ত্তে পাইয়া উপহাস পূর্ব্বক
এবম্প্রকার বাক্কৌশল করিতেছে, অতএব ঊর্দ্ধভাগে
হস্তোত্তোলন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন হে ঈশ্বর হে সর্ব্ব
শক্তিমান, কৃপা কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া এই শত্রুর হস্ত হইতে
উদ্ধার কর। ক্ষণদাচরী নৃপনন্দনের কাতর্য্য দর্শনে ভগ্না-
ট্টালিকার মধ্যে প্রবেশ করিল এবং যুবরাজও সাধ্যা-
নুসারে ত্বরা করত প্রস্থান করিলেন। সৌভাগ্য বশতঃ
নৃপকুমারের তুরঙ্গ এক্ষণে প্রকৃত পথ প্রাপ্ত হইল তাহাতে

তিনি নিরাপদে পিতৃরাজ্যে গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং প্রধান মন্ত্রির শৈথিল্যজন্য যে বিপদ্ আপতিত হইয়াছিল তদ্বিবরণ বিস্তারিত করিয়া জনক সন্নিধানে নিবেদন করিলেন। তৎ শ্রবণে রাজার যৎপরোনাস্তি ক্রোধোদয় হইল এবং তৎক্ষণাৎ অমাত্যের প্রাণ দণ্ডার্থ আদেশ করিলেন।

গ্রীকরাজের দুর্বৃত্ত মন্ত্রী ঐ উপাখ্যান সমাপন করিয়া কহিল মহারাজ যদি পরে এ বিষয়ে আমার কোন দোষ দেখিতে পান আপনিও ঐ অমাত্যের ন্যায় আমার প্রাণ দণ্ড করিবেন আর যদিস্যাৎ অপ্রিয়ভাষিতা হেতু এখনি আমার প্রতি কোন প্রকার শাস্তি বিধানের বাসনা হয় তাহাও করুন, কিন্তু মহারাজ সাবধান থাকিবেন দোবানকে বিশ্বাস করিলে অচিরেই আপনকার অমঙ্গল ঘটিবে, আমি নিশ্চয় জানিয়াছি ঐ ব্যক্তি আপনকার প্রাণ বিনাশার্থ বৈরি প্রেরিত হইয়া এখানে আসিয়াছে। মহারাজ আজ্ঞা করিতেছেন সে আপনাকে নীরোগ করিয়াছে কিন্তু তাহাতেই বা বিশ্বাস কি? বাহ্য পীড়ার শান্তি করিয়া অন্তরে সম্পূর্ণ রোগের সঞ্চার রাখিয়া থাকিবেক, তাহার ভৈষজ্য প্রয়োগে মহারাজ একেবারে নির্ব্যাধি হইয়াছেন এক্ষণে এ কথা কি প্রকারে বলিতে পারি, পরিশেষে পুনর্বার ব্যাধির প্রকাশ হইলেও হইতে পারে, মহারাজ আপনি বুদ্ধিমান্, বিবেচনা করুন দেখি, এক দিবসের চিকিৎসায় কখন এই দীর্ঘ কালীন মহারোগের শান্তি সম্ভাব্য হয়?

গ্রীকাধিপতি বিশেষ চতুর বা বুদ্ধিজীবী ছিলেন না, মন্ত্রির কপট ভক্তি ও স্নেহান্বিত বচনের মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া ক্রমে তাহাকে হিতৈষি জ্ঞান করিতে লাগিলেন সুতরাং আপনার পূর্ব্ব প্রকাশিত মতে অধিক ক্ষণ দৃঢ়ীভূত থাকিতে পারিলেন না, অমাত্যের কুতর্কে জাতপ্রত্যয় হইয়া পরিশেষে কহিলেন অহে মন্ত্রিবর তুমি

যুক্তি সিদ্ধ কথা কহিতেছ বটে কেননা আমি পূর্ব্বে দোবানকে কখন দেখি নাই, সে আগন্তুক, অকস্মাৎ আমার হিতার্থ তাদৃক যত্নবান কেন হইবেক, অবশ্য কোন একটা অভিপ্রায় থাকিবেক, আর অন্য মানস কি হইতে পারে, আমার কোন বৈরি কর্ত্তৃক প্রেষিত হইয়া কৌশলে আমার প্রাণ সংহারার্থই আসিয়া থাকিবেক; সে ব্যক্তি ওষধি বিদ্যায় অতিশয় দক্ষ, কোন প্রকার দ্রব্যের আঘ্রাণ দিয়াই আপনার সংকল্প সিদ্ধ করিতে পারিবে অতএব অগ্রেই সাবধান হওয়া উচিত বটে, এক্ষণে কর্ত্তব্য কি বিবেচনা করিয়া বল দেখি।

মন্ত্রী ভূপতিকে আপনার মতানুগামী দেখিয়া মনেং মহা আনন্দিত হইল এবং সস্নেহ বচনে পুনর্বার কহিতে লাগিল মহারাজ আপনকার আন্তরিক স্বাচ্ছন্দ্য ও জীবন নিরাপদ করিবার নিমিত্ত আপাততঃ কর্ত্তব্য এই, দোবানকে সম্মুখে আহ্বান করুন এবং উপস্থিত হইবামাত্র অদ্যই তাহার শিরশ্ছেদের আদেশ হউক। রাজা কহিলেন ভাল বলিতেছ এ প্রকার না করিলে তাহার দুষ্ট সংকল্পের প্রতিরোধ করা দুষ্কর, অতএব তৎক্ষণাৎ এক জন দাসকে আজ্ঞা করিলেন দোবান চিকিৎসককে ডাকিয়া আন। রাজার অভিপ্রায় সেই ভৃত্যের বিদিত ছিল না সে আদেশমাত্রে দ্রুতগতি ভিষকের আবাসে গমন করিল।

অনন্তর দোবান রাজসভায় আসিয়া উপস্থিত হইলে রাজা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ওহে চিকিৎসক তোমাকে কি নিমিত্ত আহ্বান করিলাম জানিতে পারিয়াছ কি না? দোবান সবিনয় বচনে নিবেদন করিলেন মহারাজ আমি অবগত নহি প্রকাশে অনুমতি হউক। রাজা কহিলেন আমি তোমার প্রসারিত বিপদ্ জাল হইতে উদ্ধার হইবার নিমিত্ত ত্বদীয় প্রাণ সংহার করিতে তোমাকে ডাকিলাম।

দোবান অকস্মাৎ প্রাণ বিনাশের কথা শুনিয়া অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন, কিয়ৎ ক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া পরে জিজ্ঞাসা করিলেন মহারাজ কি জন্য আমার জীবন বিনষ্ট করিবেন, কি অপরাধ করিলাম? রাজা উত্তর করিলেন আমি অনুসন্ধান দ্বারা অগবত হইলাম তুমি আমার শত্রুর চর, মদীয় জীবন হিংসার্থ এখানে আগমন করিয়াছ, অতএব আমার আত্ম বিপদ নিবারণার্থ অগ্রে তোমাকেই বধ করিব। এই কথা বলিয়া নিকটস্থ এক জন ভৃত্যকে আদেশ করিলেন অরে আশু এ ব্যক্তির অসু বিনাশ করিয়া আমাকে নিরাপদ কর্, এ অতি বিশ্বাসঘাতী, এবং দুর্জ্জন, আমার প্রাণ সংহারার্থ এখানে আসিয়াছিল।

দোবান এইরূপ রাজাদেশ শ্রবণ করিয়া অন্তঃকরণমধ্যে বিতর্ক করিতে লাগিলেন ভূপাল প্রথমাবধি আমার প্রতি সম্মান ও ধন দান পূর্ব্বক সমাদর করিয়া আসিতেছিলেন হঠাৎ এ রূপ বিরূপ হইলেন কেন? কোন ব্যক্তি তো শত্রুতা করিয়া মনোভঙ্গ করিয়া দেয় নাই, অথবা সংশয় বৃথা, নিশ্চয় তাহাই হইয়া থাকিবেক, যাহা হউক এ বড় আশ্চর্য্য রাজা হঠাৎ অন্যের কুমন্ত্রণায় বিবেচনা বিহীন হইয়া আমার উপরে এ রূপ আচরণ করিতে উদ্যত হইলেন? হায়, আমি ইহাঁকে আরোগ্য করিয়া আপনার কাল ঘটাইলাম। পরে খেদ প্রকাশ পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন মহারাজ আমি আপনকার যে উপকার করিয়াছি তাহার কি এই পরিশোধ হইল? রাজা তাঁহার কথায় আর মনোযোগ করিলেন না, ঘাতুক পুরুষকে পুনশ্চ আজ্ঞা দিলেন অরে ত্বরায় আদিষ্ট কর্ম্ম সম্পন্ন কর্। দোবান এক্ষণে কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রার্থনা করিলেন মহারাজ যদ্যপি আপনি আমার জীবন দান করেন পরমেশ্বর আপনার পরমায়ুঃ বৃদ্ধি করিবেন, কুজনের কথায় বৃথা আশঙ্কা করিয়া বিনা দোষে আমার প্রাণ দণ্ড করিবেন না, এরূপ অত্যাচারে জগদীশ্বর আপনার প্রাণ হানি করিতে পারেন।

এতাবৎ উপন্যাস কথনানন্তর ধীবর দৈত্যকে কহিল অরে কৃতঘ্ন, দোবান চিকিৎসক গ্রীকরাজের উপকার করিয়া যদ্রূপ বিপদে পতিত হন আমি অজ্ঞানতঃ তোর হিতানুষ্ঠান করিয়া তদ্রূপ বিপন্ন হইয়াছিলাম, বিস্তর কৌশলে নিরাপদ হইয়াছি, পুনর্ব্বার তোরে মুক্ত করিয়া আপনার কাল উপস্থিত করিব?

অনন্তর ধীবর পুনর্ব্বার ঐ গল্প কহিতে আরম্ভ করিল ওরে দৈত্য শেষ বৃত্তান্ত শোন্, দোবান সেই কুমন্ত্রি বশতাপন্ন রাজার নিকট অতিশয় কাতরতা পূর্ব্বক ক্ষমা প্রার্থনা ও বিস্তর স্তব স্তুতি করিলেন, কিন্তু কোন প্রকারেই রাজার মত পরিবর্ত্ত হইল না, নৃপতি বারম্বার কহিতে লাগিলেন তোমার প্রাণ রক্ষা করা হইবেক না, তাহা করিলে আমাকে যদ্রূপ কৌশলে আরোগ্য করিয়াছ তদপেক্ষাও আশ্চর্য্য উপায়ে আমার প্রাণ বিনষ্ট করিবে। দোবান ঐ নিষ্ঠুর বাক্য শ্রবণে আপন কৃত কর্ম্মের বিষয়ে অনেক খেদ করিয়া শেষে আত্ম সমর্পণে প্রস্তুত হইলেন। অনন্তর ঘাতুকেরা চিকিৎসকের নয়নদ্বয় বসনাবৃত ও হস্ত যুগল শৃঙ্খল বদ্ধ করিয়া তাঁহার গ্রীবাচ্ছেদনার্থ খড়্গোদ্যম করিল। পারিষদ লোকেরা এই নিষ্ঠুরতা ব্যাপার দর্শনে যৎপরোনাস্তি পরিতাপিত হইয়া রাজার নিকট প্রার্থনা করিল মহারাজ করুণা প্রকাশ পুরঃসর চিকিৎসককে ক্ষমা করুন, এ ব্যক্তি নিতান্ত নির্দ্দোষ, ইহার কোন অপরাধ নাই, যদি ভবিষ্যতে কোন দুষ্ক্রিয়া করে আমরা তজ্জন্য দণ্ড ভাগী হইব। তাহাতেও রাজার অন্তঃকরণে কিঞ্চিন্মাত্র সন্দেহ হইল না, সুতরাং তাঁহারদের ব্যগ্রতাও বিফল হইল। রাজা তৎক্ষণেই দোবানের বিরুদ্ধে নিশ্চিত রূপে আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন অতএব আর কেহ কিছুই বলিতে পারিল না।

পরে দোবান পাতিত জানু ও প্রাণ ত্যাগে প্রস্তুত হইয়া কহিলেন মহারাজ যদ্যপি আমার প্রাণ দণ্ডের বাসনা

হইতে নিবৃত্ত না হইলেন তবে ক্ষণ কালের জন্য একবার আমাকে বিদায় দেউন আমি গৃহে যাইয়া আপন অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার আয়োজন ও পরিবারের সংস্থান করত তাহাদের নিকট বিদায় লইয়া আসি, বিশেষতঃ আমার কতক গুলিন পুস্তক আছে তাহা উপযুক্ত পাত্রে সমর্পণ করা আবশ্যক হইতেছে আমার অভাবে অপাত্রে পড়িয়া বৃথা বিনষ্ট হইবে, হে মহারাজ তন্মধ্যে একখানি চমৎকার পুস্তক আছে আমার অভিলাষ অধিরাজ তাহা গ্রহণ করেন কেননা উক্ত পুস্তক অতি দুর্লভ ও পরম আশ্চর্য্য, তাহা যত্নে রাখা কর্ত্তব্য, মহারাজের ধনাগারে অনায়াসে উত্তম রূপে রক্ষিত হইতে পারিবেক। রাজা এতাবৎ শ্রবণে কহিলেন ওহে ভিষগ্‌বর তোমার কোন মূল্যবৎ পুস্তক আছে না কি? আমাকে কি দিতে ইচ্ছা করিতেছ? বৈদ্য কহিলেন মহারাজ সেই পুস্তকের মধ্যে অতি আশ্চর্য্য বিষয় আছে, মহারাজ আমার মস্তক ছেদনানন্তর যদ্যপি ঐ পুস্তকের ষষ্ঠ পৃষ্ঠ মুকুলিত করিয়া বাম পার্শ্বস্থ পৃষ্ঠের তৃতীয় পঁক্তি পাঠ করেন তবে আপনি যে প্রশ্ন করিবেন আমার ছিন্ন মুণ্ড তাহার উত্তর দিতে পারিবে। এতৎ শ্রবণে ঐ অদ্ভুত গ্রন্থ দর্শনার্থ রাজার অতিশয় বাসনা জন্মিল তাহাতে তিনি চিকিৎসকের প্রাণ দণ্ড পর দিন পর্য্যন্ত স্থগিত রাখিলেন এবং বহুতর রক্ষক সমভিব্যাহারে দিয়া তাঁহাকে তদীয় গৃহে পাঠাইয়া দিলেন।

দোবান চিকিৎসক স্বীয় ভবনে প্রত্যাগমন করিয়া আপনার সমুদায় কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। এ দিকে এই সংবাদ সর্ব্বত্র প্রচার হইল যে বৈদ্যের প্রাণ দণ্ডের পরে এক আশ্চর্য্য ব্যাপার হইবেক, তাহাতে মন্ত্রী, সভাসদ, রাজরক্ষক ও নৃপ ভবনস্থ সমুদায় লোক তদ্দর্শনার্থ পর দিন প্রাতঃকালেই রাজসভায় আসিয়া উপস্থিত হইল।

অনতিবিলম্বে দোবান সদন হইতে প্রত্যাগমন করিয়া একখানি বৃহৎ পুস্তক হস্তে গ্রহণ পূর্ব্বক রাজসভায় প্রবিষ্ট হইলেন এবং সিংহাসনের অদূরে বিনীতভাবে দণ্ডায়মান হইয়া রাজাকে প্রণাম করিলেন। পরে সেই পুস্তকখানি একটী পাত্রোপরি স্থাপন পূর্ব্বক তাহার বন্ধনী খুলিয়া রাজাকে প্রদান করত কহিতে লাগিলেন মহারাজ এই পুস্তক গ্রহণে অনুমতি হউক, আমার মস্তক ছেদিত হইবামাত্র আপনার এক জন অনুচরকে কহিবেন এই পাত্রে পুস্তকের বন্ধনীর উপর সেই ছিন্ন মুণ্ড স্থাপন করে, তদুপরি মস্তক স্থাপিত হইবামাত্র রক্ত স্রবণ স্থগিত হইবেক, মহারাজ তৎপরে পুস্তক খুলিয়া যে প্রশ্ন করিবেন আমার ছিন্ন মুণ্ড তদুত্তর দিতে পারিবেক, কিন্তু সর্ব্ব শেষে প্রার্থনা করি মহারাজ এখনও আমার প্রতি দয়া দৃষ্টি করুন আমি ধর্ম্মতঃ কহিতেছি আমার কোন দোষ নাই। রাজা কহিলেন ওহে চিকিৎসক তুমি পুনঃ২ কেন জীবন দান প্রার্থনা কর, যদি তোমার অন্তঃকরণে জিঘাংসাও না থাকে তথাচ তোমার ছিন্ন মুণ্ডে কথা কহিবে এ কৌতুক দেখিবার নিমিত্তও তোমাকে প্রাণে বধ করা আবশ্যক হইতেছে, এই প্রত্যুক্তি করত তাহার কর হইতে পুস্তক গ্রহণানন্তর তৎক্ষণাৎ শিরশ্ছেদের আদেশ করিলেন।

ঘাতুকেরা রাজাজ্ঞানুসারে এতাদৃশ কৌশলে বৈদ্যের গ্রীবাদেশে খড়্গাঘাত করিল যে ছিন্ন মুণ্ড একে কালে পাত্রোপরি গিয়া পড়িল এবং তাহাতে অবস্থিত হইবার পর নিমেষ মধ্যে রুধির পতন বন্ধ হইল, এতদ্দর্শনেই দর্শকগণের সাতিশয় বিস্ময় জন্মিল, তদনন্তর ছিন্ন মুণ্ডের নয়ন দ্বয় উন্মীলিত হইল এবং মুণ্ড কহিতে আরম্ভ করিল মহারাজ এক্ষণে পুস্তকে দৃষ্টিপাত করিতে অনুমতি হউক। রাজা তাহার কথানুসারে পুস্তক মুকুলিত করিলেন, এবং প্রথম পত্র দ্বিতীয় পত্রের সহিত লগ্ন দেখিয়া জিহ্বায় অঙ্গুলি সংযোগ পূর্ব্বক আর্দ্র করিলেন, কেননা সরস করশাখার

স্পর্শে পুস্তকের পত্রও সরস হইলে অনায়াসে তুলিতে পারিবেন। সকল পত্রই ঐ রূপ পরস্পর সংলগ্ন থাকাতে রাজা ঐ প্রকার বদনামৃতে অঙ্গুলি আর্দ্র করিয়া ক্রমে ষষ্ঠ পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত উত্তোলন করিলেন, কিন্তু তাহাতে কিছুই দেখিতে পাইলেন না, অতএব মুণ্ডকে কহিলেন ওহে বৈদ্য, কিছুই যে দেখিতে পাই না? মুণ্ড উত্তর করিল আরো কএক পত্র উল্টাইয়া যাউন। তাহাতে রাজা উক্ত প্রকারে রসনাগ্রে প্রত্যেক বার অঙ্গুলি দিয়া আর্দ্র করত সেই অঙ্গুলি করণক অনেক ক্ষণ পত্র উত্তোলন করিতে থাকিলেন। পুস্তকের প্রত্যেক পৃষ্ঠে কালকূট বিলেপিত ছিল, আর্দ্র অঙ্গুলি যোগে তাহা জিহ্বা স্পৃষ্ট হইয়া রাজার শরীরে প্রবিষ্ট হইয়াছিল অবিলম্বে আপনার গুণ প্রকাশে উন্মুখ হইল তাহাতে ক্রমে রাজার অঙ্গ আন্দোলিত হইতে লাগিল এবং কিয়ৎ ক্ষণ পরেই তিনি অন্ধকার দেখিয়া মূর্চ্ছাপন্ন হওত সিংহাসন হইতে পতিত হইলেন।

মুণ্ড যখন অবলোকন করিল গরলের গুণ প্রকাশ হইয়াছে ও রাজার মৃত্যুর আর অধিক বিলম্ব নাই তখন আরক্ত নয়নে কহিতে লাগিল ওরে দুর্বুদ্ধি, কুমন্ত্রি পরাহত জীবন, অবধান কর্ যে রাজা আপন শক্তি অন্যায় রূপে ব্যবহার এবং অকারণে নির্দোষির দণ্ড করে তাহার এইরূপ পরিণাম হয়, পরমেশ্বর অবশ্যই দুরাত্মতা ও নিষ্ঠুরতার প্রতিকার করিয়া থাকেন। তৎপরেই রাজার প্রাণ বিয়োগ হইল এবং ছেদনের অব্যবহিত পর ক্ষণেই সাবধানে শোণিত স্রাব বন্ধ করাতে বৈদ্যের মুণ্ডে যে কিঞ্চিৎ জীব সঞ্চার ছিল তাহাও ক্রমে নির্গত হইয়াগেল।

শহজার্দি কহিলেন মহারাজ এই প্রকারে গ্রীকদেশাধিপতি ও দোবান বৈদ্যের নিধন হয়। এক্ষণে ধীবর ও দৈত্যের শেষ বৃত্তান্ত কহি শ্রবণ করুন।

মৎস্যজীবী এ পর্য্যন্ত দৈত্যকে আধার মধ্যে বদ্ধ রাখিয়া গ্রীকদেশীয় রাজা ও দোবান বৈদ্যের উপন্যাস শুনাইয়া কহিল ওরে দৈত্য গ্রীকরাজ যদ্যপি দোবানের প্রাণ নাশ না করিতেন তাহা হইলে পরমেশ্বর তাঁহার প্রাণ নষ্ট করিতেন না, কিন্তু রাজা কুমন্ত্রির পরামর্শে বৈদ্যর প্রার্থনা অগ্রাহ্য করাতে ঈশ্বর তাঁহাকেও নষ্ট করিলেন। অরে হতভাগ্য এক্ষণে তোর ভাগ্যেও ঐ রূপ ঘটিল, তুই যদ্যপি আমার প্রার্থনায় নত হইয়া দয়া প্রকাশ করিতিস্ তাহা হইলে তোর বর্ত্তমানাবস্থায় আমারও করুণা জন্মিত। কিন্তু আমি তোকে মুক্ত করিয়াছিলাম তুই আমাকেই হত্যা করিবার নিমিত্ত দৃঢ় মতস্থ হইয়াছিলি অতএব এক্ষণে তোর প্রতি কি প্রকারে করুণা প্রকাশ করিতে পারি? আমি তোকে পাত্র মধ্যে পুরিয়াছি এখন সমুদ্রে নিক্ষেপ করি, তুই সংসারের শেষ পর্য্যন্ত মৃতপ্রায় হইয়া থাক্, তুই তো আমাকে এই প্রতিহিংসার বিষয়ে শিক্ষা দিয়াছিস্।

দৈত্য কহিল ওহে ধীবর আমি তোমার নিকট বিনয় পূর্ব্বক প্রার্থনা করি এতাদৃক্ নিষ্ঠুরতাচরণের পাপে লিপ্ত হইও না, বিবেচনা করিয়া দেখ প্রতিহিংসা করা ধার্ম্মিকের কর্ত্তব্য নহে, অনিষ্ট করিলেও যে ইষ্ট করে পৃথ্বীতলে তাহার তুল্য প্রশংসা পাত্র আর নাই, পূর্ব্বকালে ইমা অতিকার প্রতি যাদৃক্ আচরণ করিয়াছিল তুমি আমার প্রতি তাদৃক্ ব্যবহার করিও না। ধীবর জিজ্ঞাসা করিল সে কেমন? দৈত্য কহিল যদ্যপি ঐ উপন্যাস শ্রবণ করিতে বাসনা থাকে এই পাত্রের আবরণ উত্তোলন কর, আমি এ রূপ বদ্ধ থাকিয়া কি প্রকারে বলিব, যদি আমাকে মুক্ত কর যত উপকথা শুনিতে চাহিবে শুনাইব। ধীবর কহিল আমি পাত্রের মুখ অনাবৃত করিতে পারিব না, উপন্যাস শ্রবণে কার্য্য নাই, তোমাকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়া পৃথিবীকে নিরাপদ করি। দৈত্য কহিল ওহে ধীবর আমাকে জলে ফেলিয়া রাখিলে তোমার কি লাভ হইবে? আমি

অঙ্গীকার করিতেছি তোমার কোন হানি করিব না, বরঞ্চ তুমি যে প্রকার ধনী হইতে বাঞ্ছা করিবে যে রূপে তাহা হইতে পার তাহার উপায় কহিয়া দিব।

ধীবর নির্ধনতার নিমিত্ত নানা দুঃখ পাইয়াছিল আর নিস্ব হইয়া থাকিতে হইবেক না, এই কথায় নত হইয়া কহিল ঐ বিষয়ে যদি প্রতীতি জন্মাইতে পার তবে তোমার প্রার্থনা শুনি, তুমি ঈশ্বরের নাম গ্রহণ পূর্ব্বক শপথ কর দেখি, যাহা বলিতেছ তদনুরূপ আচরণ করিবে তাহা হইলে পাত্র হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দি, যেহেতু আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে শপথ পূর্ব্বক অঙ্গীকার করিলে কদাপি উল্লঙ্ঘন করিবে না। অনন্তর দৈত্য দিব্য করিয়া তদ্রূপ অঙ্গীকার করিলে ধীবর পাত্রের মুখ উন্মোচন করিয়া দিল, তাহাতে তৎক্ষণাৎ পাত্রাভ্যন্তর হইতে ধূম নির্গত হইতে লাগিল এবং দৈত্য আপন আকারে প্রকাশমান হইয়া প্রথমতঃ পদাঘাতে পাত্রটা সমুদ্র মধ্যে ফেলিয়া দিল। ধীবর এতদ্দর্শনে ভীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল ওহে দৈত্য এক্ষণে তোমার মনস্থ কি? যে শপথ করিয়াছ তদনুরূপ আচরণ করিবে, কি দোবান চিকিৎসক যদ্রূপ গ্রীকরাজকে কহিয়াছিলেন আমাকে রক্ষা করুন পরমেশ্বর আপনাকে রক্ষা করিবেন আমাকেও তদ্রূপে তোমার নিকট বিনয় করিতে হইবে।

দৈত্য জালজীবির সভয় বচন শ্রবণে হাস্য করিয়া কহিল ধীবর ভীত হইও না, কৌতুক করিয়া পাত্রটা সমুদ্রে নিক্ষেপ করিলাম এবং দেখিতেও ইচ্ছা হইল ইহাতে তোমার ভয় জন্মে কি না, তুমি জাল গ্রহণ করিয়া আমার সঙ্গে আইস, আমি এক্ষণেই প্রতিজ্ঞা পালন করি কি না দেখ। তাহাতে তাহারা নগরের নিকট দিয়া গমন করত একটা প্রকাণ্ড পর্ব্বতোপরি গিয়া উঠিল এবং তথা হইতে একটা মাঠে গিয়া গিরি চতুষ্টয়ে বেষ্টিত এক সরোবর সমীপে উপস্থিত হইল।

দৈত্য জলাশয় তটে দণ্ডায়মান হইয়া কহিল ওহে ধীবর তুমি এই জলে জাল নিক্ষেপ পূর্ব্বক মৎস্য ধৃত কর। জালজীবী জলমধ্যে বহুল মীন অবলোকন করিয়া সানন্দ মনে কহিতে লাগিল অদ্য যথেষ্ট প্রাপ্ত হইব, কিন্তু কিয়ৎক্ষণ পর্য্যন্ত এক দৃষ্টে দৃষ্টিপাত করাতে দেখিতে পাইল তত্রস্থ সমস্ত মৎস্য শ্বেত রক্ত পীত এবং নীল বর্ণ, ইহাতে সাতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইল। অনন্তর জাল ফেলিয়া প্রত্যেক বারে একং টী করিয়া চারিটী মাছ ধরিল। মৎস্যজীবী যদবধি জাতীয় ব্যবসা করিতেছে ঐ প্রকার মীন কদাপি নয়ন গোচর করে নাই, অতএব তাহারই বিষয় ভাবিতে লাগিল, এবং ঐ বিচিত্র মৎস্য অবশ্য সমধিক মূল্যে বিক্রয় হইতে পারিবে এই আশ্বাসে আহ্লাদিত হইল। দৈত্য কহিল ওহে তুমি এই সকল মৎস্য রাজসভায় লইয়া গিয়া নৃপতি সমক্ষে উপহার দাও, রাজা অবশ্য তোমার পুরস্কারার্থ প্রচুর ধন প্রদান করিবেন, আর তুমি প্রতিদিন এই স্থানে আসিয়া মৎস্য ধরিও, তাহাতে অল্প কালের মধ্যে সেই সকল মাছের মূল্যে ধনী হইতে পারিবে, কিন্তু সাবধান এক বারের অধিক জাল ফেলিও না, যদ্যপি আমার কথার অন্যথা আচরণ কর তাহা হইলে তোমারই বিপদ ঘটিবে। দৈত্য ধীবরকে বিশেষ সন্তুষ্ট করিবার নিমিত্ত পুনর্ব্বার কহিল আমি এই যে উপদেশ দিলাম যদ্যপি ইহার অনুযায়ি আচরণ কর তাহা হইলে অবশ্য তোমার পরম মঙ্গল হইবেক, ইহা বলিয়া ভূমিতে পদাঘাত করিতে লাগিল তাহাতে পৃথিবী বিদীর্ণা হইলে সে তন্মধ্যে প্রবেশ করিল এবং তৎপরেই উক্ত স্থান পূর্ব্ববৎ সমান হইয়া গেল।

ধীবর দৈত্যের পরামর্শানুরূপ আচরণ করাই নির্দ্ধার্য্য করিয়া প্রতিজ্ঞা করিল প্রাণান্তেও এক বারের অধিক জাল ক্ষেপণ করিব না। পরে আপনার সৌভাগ্যোদয়ে হর্ষিত

হইয়া প্রত্যাগমন করিল। কিন্তু এই বিচিত্র বিষয়ের চিন্তা তাহার চিত্ত মধ্যে জাগরূক রহিল। সে যাহা হউক, ধীবর তদ্দিবসের চারিটী মৎস্য লইয়া ভূপভবনে গমন করত রাজ-সাক্ষাৎকারে উপনীত হইয়া উপায়ন দিল।

শহর্জাদি কহিল মহারাজ অবধানে অনুমতি হউক, রাজা সেই অদ্ভুত বর্ণ অপূর্ব্ব মৎস্য অবলোকনে অত্যন্ত চমৎকৃত হইলেন, একং টী করিয়া স্বহস্তে গ্রহণ করত মনোযোগ পূর্ব্বক দর্শন এবং ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। পরে প্রধানামাত্যকে আদেশ করিলেন মন্ত্রিন্ এই মৎস্য লইয়া যাও, গ্রীকরাজ আমার নিকট যে উত্তম পাচিকা প্রেরণ করিয়াছেন তাহার হস্তে সমর্পণ করিয়া আইস, আমি বোধ করি এই মীন গুলিন যদ্রূপ অদ্ভুত বর্ণ, ইহাদের গুণও তদ্রূপ চমৎকার হইবেক।

মন্ত্রী রাজাদেশানুসারে মীন গ্রহণ পুরঃসর রন্ধনালয়ে গমন করিয়া পাচিকার হস্তে সমর্পণ করিলেন এবং কহিলেন ভূপাল এই চারিটী মৎস্য পাঠাইয়া দিলেন, উত্তম রূপে পাক কর, এই বলিয়া নৃপ সমীপে প্রত্যাগমন করিলেন। অনন্তর রাজা তাঁহাকে আজ্ঞা করিলেন ধীবরকে চারি শত স্বর্ণ মুদ্রা পুরস্কার দাও। মন্ত্রী তৎক্ষণাৎ প্রদান করিলেন। ধীবর একেবারে এতাবৎ অর্থ কদাপি প্রাপ্ত হয় নাই, মুদ্রা দর্শনেই আনন্দ পূর্ণ ও পুলকিত হইল এবং দৈত্যের সহিত সমাগম ও তজ্জন্য এই ফল স্বপ্নবৎ বোধ করিতে লাগিল। পরে অর্থ-দ্বারা ত্বরায় পরিবারের দৈন্য দূরী করণে সক্ষম হওয়াতে মনোমধ্যে কহিতে লাগিল দৈত্য অতি সত্যবাদী, তাঁহার প্রসাদেই আমার এই ধন লাভ হইল।

শহর্জাদি এতাবৎ বর্ণন করিয়া কহিলেন মহারাজ সেই ধীবর বিদায় হইয়া গেলে রাজার পাকশালায় যে ভয়ানক বিচিত্র গোলযোগের ব্যাপার ঘটিল এক্ষণে তদ্বিষয় বর্ণনা করি অবধান হউক। পাচিকা সেই মৎস্য গুলির শল্ক উত্তোলন করিয়া প্রক্ষালনানন্তর কটাহ মধ্যে তপ্ত তৈলে

নিক্ষেপ করত এক পৃষ্ঠ ভৃট করিল, তৎপরে উল্টাইয়া দিবার উপক্রম করে ইত্যবসরে অকস্মাৎ দেখিল পাকশালার প্রাচীর বিদীর্ণ করিয়া তন্মধ্য হইতে ইজিপ্ট দেশীয় বসন বসানা নানা মণিময় ভূষণ ভূষিতা যষ্টি ধারিণী এক পরমা সুন্দরী রমণী বহির্গতা হইল এবং সেই মৎস্য গুলির উপরে দণ্ডাঘাত পূর্ব্বক কহিতে লাগিল অরে তোরা কি স্ব২ কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতেছিস্? মৎস্যেরা কোন উত্তর না করাতে পুনশ্চ যষ্টি প্রহার করিল, তাহাতে এক পৃষ্ঠে ভৃষ্ট ঐ মীন চতুষ্টয় প্রত্যেকে মস্তকোত্তোলন পূর্ব্বক কহিল যদ্যপি তুমি গণনা কর তবে আমরাও করি, তুমি ঋণ শোধ করিলে আমরাও শুধিব, তুমি প্রস্থান কর আমরা জয়ী হইয়া সন্তুষ্ট হইব। মৎস্যদের বদন হইতে এইরূপ উক্তি বিনির্গত হইবামাত্র রমণী কটাহটা উল্টাইয়া দিয়া প্রাচীরের মধ্যে পুনর্ব্বার প্রবেশ করিল এবং সেই বিদীর্ণ স্থল তৎক্ষণাৎ পূর্ব্ববৎ অবিদীর্ণ হইল।

পাচিকা সেই রমণীর আবির্ভাবাবধি চমৎকৃত হইয়া ঐ সকল ব্যাপার অবলোকন করিতেছিল, সেই অবলা অন্তর্হিতা হইলে কিঞ্চিৎ স্বস্থা হইয়া অঙ্গার হইতে মৎস্যোত্তোলন করিবার উপক্রম করিল কিন্তু অলাত মধ্যে অন্বেষণ করিতে২ দেখিল মৎস্য ভস্মপ্রায় হইয়া গিয়াছে আর রাজার নিকটে প্রেরণের যোগ্যাবস্থায় নাই অতএব মনোমধ্যে মহা উদ্বিগ্ন হইয়া কহিতে লাগিল আঃ আমার অদৃষ্টে অদ্য কি ঘটিবে যাহা দর্শন করিলাম নরনাথ সমীপে কহিলে কখনই বিশ্বাস করিবেন না, মৎস্য দেখিয়া রোষবশতঃ আমার প্রাণ সংহারেরই বা আজ্ঞা করেন।

পাচিকা একাকিনী বসিয়া এইরূপ চিন্তা করিতেছে ইত্যবসরে প্রধান সচিব আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন মৎস্য পাক হইয়াছে? তাহাতে সে উপরোক্ত ঘটনার বিষয় অবিকল বর্ণনা করিল। মন্ত্রী তৎশ্রবণে আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন কিন্তু এ ব্যাপার রাজাকে জ্ঞাপন না করিয়া আর একটা

ছল করিলেন তাহাতে নরপতির একপ্রকার বিশ্বাস জন্মিল। অনন্তর রাজা সেই জালজীবির আনয়নার্থ ভৃত্য প্রেরণ করিলেন এবং সে আসিয়া উপস্থিত হইবামাত্র কহিলেন ওহে ধীবর পূর্ব্ববৎ আর চারিটী মৎস্য আনিয়া দাও, দৈব ঘটনা বশতঃ তোমার সেই মীন আমাদের ভোগে আসিল না। জালজীবী দৈত্যের আদেশের বিষয় প্রকাশ না করিয়া অপদেশ করত নিবেদন করিল মহারাজ যে স্থান হইতে সেই মৎস্য আনিয়াছিলাম তাহা অতিশয় দূরবর্ত্তি, অদ্য আর সেখানে গিয়া আনিতে পারিব না, কল্য প্রত্যূষে যাইব।

ধীবর রাজসাক্ষাৎকারে এইরূপ নিবেদন করিয়া পর দিন অরুণোদয় কালে গৃহ হইতে নিঃসরণ পুরঃসর সেই জলাশয় সন্নিধানে গমন করিল এবং জাল নিক্ষেপ করিয়া উত্তোলন করাতে একেবারেই পূর্ব্ব দিনের ন্যায় ভিন্ন২ বর্ণের চারিটী মৎস্য প্রাপ্ত হইল। অনন্তর প্রত্যাগমন পূর্ব্বক তাহা লইয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ে মন্ত্রির নিকট উপস্থিত করিল। অমাত্য মৎস্য গ্রহণ পূর্ব্বক পাচিকার করে সমর্পণ করিলেন এবং স্বয়ং পাকশালায় প্রবেশ পুরঃসর দ্বার রুদ্ধ করিয়া আপনার সমক্ষেই পাকের উদ্যোগ করাইলেন। পাচিকা পূর্ব্ব দিনের ন্যায় অগ্রে মৎস্যগুলি পরিষ্কৃত করিয়া কটাহে নিক্ষেপ করিল, পরে এক পৃষ্ঠ ভৃষ্ট হইলে যখন উল্টাইয়া দিল তৎক্ষণে রন্ধন ভবনের ভিত্তি ভেদ করিয়া সেই যোষা সরোষ আকারে পূর্ব্ববৎ বহির্গত হইয়া আসিল এবং দণ্ড হস্তে কটাহ সন্নিধানে দণ্ডায়মান হওত প্রত্যেক মৎস্যকে এক২ আঘাত পূর্ব্বক প্রশ্ন করিল, তাহারাও মস্তকোত্তোলন করিয়া পূর্ব্ববৎ উত্তর দিতে লাগিল, তাহাতে সেই কামিনী কটাহটা উল্টাইয়া দিয়া প্রাচীরের যে ভাগ ভেদ করিয়া আগমন করিয়াছিল সেই ভাগে পুনর্ব্বার প্রবেশ করিল। সচিব এই সকল ব্যাপার স্বচক্ষে নিরীক্ষণ করিয়া সবিস্ময় চিত্তে আপনা আপনি

কহিতে লাগিলেন এ অতিশয় আশ্চর্য্য বিষয়, রাজার অজ্ঞাত রাখা উচিত হয় না, এখনি তাঁহার নিকট গমন করিয়া নিবেদন করি। অতএব তৎক্ষণাৎ রন্ধনালয় হইতে নির্গত হইয়া রাজপরিষদে প্রত্যাগমন করিলেন এবং সমুদায় বৃত্তান্ত বিশেষ বর্ণন করিয়া কহিলেন।

ভূপাল এতৎ শ্রবণে বিস্ময়ান্বিত হইলেন, এবং এই অদ্ভুত ঘটনা স্বীয় নয়নে অবলোকন নিমিত্ত তাঁহার যৎপরোনাস্তি ঔৎসুক্য জন্মিল, অতএব ধীবরকে পুনশ্চ ডাকাইয়া কহিলেন ওহে মৎস্যজীবী তোমাকে আর চারিটী মৎস্য আনিয়া দিতে হইবে। ধীবর বিনীত ভাবে নিবেদন করিল মহারাজ তিন দিন কাল অবকাশ দানের অনুমতি হইলে রাজাজ্ঞা পালন করিতে পারি। নৃপতি তাহাতে সম্মত হইলেন। অনন্তর ধীবর সময় বুঝিয়া পুনর্ব্বার সেই জলাশয়ে গমন করিল এবং জাল নিক্ষেপ করিবামাত্র পূর্ব্ববৎ চারিটী মৎস্য প্রাপ্ত হইল, পরে রাজ সমীপে আনিয়া উপস্থিত করিল। রাজা মীন দর্শনে আনন্দিত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ ধীবরকে চারি শত মুদ্রা পারিতোষিক দিয়া বিদায় করিলেন।

অনন্তর সচিব সঙ্গে পরামর্শ করিয়া সভা গৃহের একদেশেই ঐ মৎস্য ভর্জ্জিত করণের আয়োজন করাইলেন। পরে আপনি ও মন্ত্রী উভয়ে থাকিয়া কটাহে তৈলার্পণ পূর্ব্বক তাহাতে মৎস্য নিক্ষেপ করত ভাজিতে লাগিলেন, এক পৃষ্ঠ ভৃষ্ট হইলে যখন অপর পৃষ্ঠ উল্টাইয়া দিলেন তখন সভাগারের প্রাচীর বিদীর্ণ হইল, কিন্তু সে দিন সুন্দরী রমণী বহির্গতা হইল না, তৎপরিবর্ত্তে কৃষ্ণবর্ণ দাসাকার এক ব্যক্তি বিনির্গত হইয়া কটাহ সন্নিধানে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল। ঐ পুরুষের মূর্ত্তি অতি ভয়ঙ্কর, এক হস্তে পীত বর্ণের একটী যষ্টি ছিল। সেই পুরুষ কটাহের মৎস্য গুলিকে যষ্টি দ্বারা ভয়ানক রূপে স্পর্শ করত কহিতে লাগিল ওরে তোরা কি আপন২ উচিত কর্ম্ম করিতেছিস্?

এতৎ শ্রবণে তাহারা মস্তকোত্তোলন পূর্ব্বক সরোষ বচনে উত্তর করিল হাঁ, হাঁ, করিতেছি, যদ্যপি তুমি গণনা কর আমরাও করিব, তুমি প্রস্থান কর আমরা জয়ী হইয়া তুষ্ট হইব। মৎস্যদিগের এই সকল কথা শ্রবণ মাত্রে ঐ কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ সভাগারের মধ্যস্থলে কটাহটা নিক্ষেপ পূর্ব্বক মৎস্য গুলা দগ্ধ করিয়া ফেলিল তৎপরে যে পথ দিয়া আসিয়াছিল সেই পথে প্রত্যাগমন করিল, সে গমন করিবামাত্র প্রাচীরের বিদীর্ণ স্থল পূর্ব্ববৎ সমান হইল।

রাজা এক্ষণে বিস্ময় প্রকাশ পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন মন্ত্রিবর এই ব্যাপার অবলোকনে আমার অন্তঃকরণ অস্থির হইল, অসংশয় বোধ হইতেছে এ সকল মৎস্য ঘটিত কোন অদ্ভুত ঘটনা থাকিবে যাহা হউক এ বিষয়ের তথ্যানুসন্ধান করা আবশ্যক। এই কথা কহিয়া আদেশ করিলেন সেই ধীবরকে ডাকাইয়া আন। মন্ত্রী দূত প্রেরণ দ্বারা জালজীবিকে আনিয়া উপস্থিত করিলে রাজা তাহাকে কহিলেন ওহে তোমার আনীত মৎস্য দর্শনে আমি অস্থির হইয়াছি। তুমি ঐ সকল মাছ কোথায় ধরিয়া থাক? ধীবর কহিল মহারাজ ঐ যে চারিটী পর্ব্বত দেখিতেছেন উহার মধ্যস্থলে একটী জলাশয় আছে তাহাতেই ধরিয়া থাকি। রাজা মন্ত্রিকে জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি কখন সেই জলাশয় দেখিয়াছ? মন্ত্রী কহিলেন মহারাজ আমি ষষ্টি বৎসর ঐ পর্ব্বতের ইতস্ততঃ ও নিম্ন ভাগে মৃগয়া করিয়া আসিয়াছি তথায় কোন সরোবর দর্শন করা দূরে থাকুক তাহার নামও কখন আমার কর্ণগোচর হয় নাই। পরে ভূপতি জালজীবিকে জিজ্ঞাসা করিলেন ঐ স্থান রাজ বাটী হইতে কত দূর হইবেক? ধীবর নিবেদন করিল মহারাজ তিন ঘণ্টার অধিক কালের পথ হইবেক না। রাজা এতৎ শ্রবণে কহিলেন তবে দিবা থাকিতে থাকিতেই তথায় উপস্থিত হইতে পারিব, সকলে প্রস্তুত হও, চল, অদ্যই গমন করি, ধীবর বর্ত্ম প্রদর্শক হউক।

অনন্তর সকলে যাত্রা করিয়া পর্ব্বতোপরি আরোহণ করিলেন। যাইতে২ এক বৃহৎ মাঠ দৃষ্টিগোচর হওয়াতে সকলের সাতিশয় বিস্ময় জন্মিল, কেননা পূর্ব্বে কখনই কেহ তাহা দেখেন নাই, পরিশেষে সেই জলাশয়ের সমীপে উপস্থিত হইয়া অবলোকন করিলেন ধীবর যদ্রূপ কহিয়াছিল সেই প্রকারই জলাশয় চতুর্দ্দিকে শৈল চতুষ্টয়ে সীমাবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, তাহার জল অতিশয় নির্ম্মল, অপর জালজীবী যদ্রূপ বিভিন্ন বর্ণের মৎস্য রাজসকাশে লইয়া গিয়াছিল তদ্রূপ ভূরি২ মীন জলের উপরি ভাসমান ও ইতস্ততঃ খেলায়মান হইয়া রহিয়াছে। রাজা তটোপরি দণ্ডায়মান হইয়া সেই সমস্ত বিচিত্র মৎস্য অবলোকন করিয়া চমৎকৃত হইলেন এবং পারিষদগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন এই জলাশয় রাজধানীর এত নিকটবর্ত্তী, তোমরা কখন ইহা দৃষ্টিগোচর কর নাই? তাঁহারা একবাক্য হইয়া সকলেই কহিলেন মহারাজ ইহার নামও শ্রুতিগোচর হয় নাই। ভূপাল বলিলেন অত্রস্থ অপূর্ব্ব মৎস্য অবলোকনে বোধ হয় সকলেরই সাতিশয় বিস্ময় জন্মিয়া থাকিবেক অতএব কোন্ সময় কি প্রকারে এই স্থানে এই খাত প্রতিষ্ঠিত হইল এবং অত্রস্থ মীনগণ কেবল চারি বর্ণের কেন হইল, এ সকল বিষয় অনুসন্ধান পূর্ব্বক অবগত হওয়া আবশ্যক। আমি মনে২ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়াছি সবিশেষ জ্ঞানগোচর না করিয়া এ স্থান হইতে রাজধানী পুনর্যাত্রা করিব না। এই রূপ কথনানন্তর সমভিব্যাহারি ভৃত্যবর্গের প্রতি আদেশ করিলেন এই সরোবরের অদূরে শিবির স্থাপন কর। তাহাতে তৎক্ষণাৎ রাজার ও রাজপুরুষগণের অবস্থানার্থ জলাশয়ের চতুর্দ্দিকে পৃথক্২ তাম্বু সমারোপিত হইল।

অনন্তর সকলে স্বতন্ত্র২ শিবিরে অবস্থান করিলে রাজা দিবাবসানে মন্ত্রিকে আপনার সন্নিধানে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন হে অমাত্যবর সভাগৃহে মৎস্য পাক সময়ে ভিত্তি

বিভেদ করিয়া বিনির্গত সেই কৃষ্ণবর্ণ পুরুষের সন্দর্শন ও মীন চতুষ্টয়ের সহিত তদীয় কথোপকথন শ্রবণ অবধি আমার মনঃ বিস্ময় ও উৎকলিকায় আকুল হইয়া রহিয়াছে বিশেষতঃ অদ্য এই স্থানে অদৃষ্ট পূর্ব্ব এই জলাশয় ও তত্রস্থ কেবল চারি বর্ণের বিচিত্র মীন নিরীক্ষণে যৎপরোনাস্তি চমৎকার জন্মিল, অতএব এই সকলের বিবরণ পরিজ্ঞানার্থ ঔৎসুক্যে ধৈর্য্যাবলম্বন করিতেও অক্ষম হইয়াছি, কেবল এ স্থানে অবস্থান করিয়া থাকিলে এ বিষয়ের তথ্যানুসন্ধান হওয়া আশু সম্ভাব্য নয়, এ কারণ বিবেচনা করিয়া এই মত স্থির করিলাম গোপনে শিবির হইতে বহির্গমন পুরঃসর ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিব, এ কথা অন্য কোন ব্যক্তিকে কহি নাই, কেবল তোমাকেই কহিলাম. তুমিও কাহারও নিকট প্রকাশ করিও না. তুমি আপনি আমার শিবিরে আসিয়া অবস্থান কর। প্রাতঃকালে যখন পারিষদগণ আমার সহিত সাক্ষাৎ করণার্থ আসিয়া দ্বারে দণ্ডায়মান হইবে তখন তাহাদিগকে এই বলিয়া বিদায় দিও রাজার শারীরিক অসুস্থতা নিমিত্ত বিরলে থাকিতে বাসনা হইয়াছে। আমি যাবৎ প্রত্যাগমন না করি সে পর্য্যন্ত প্রতি দিন এই রূপ কহিও।

মন্ত্রী অপরিচিত দেশে একাকী পরিভ্রমণের কল্পনায় অমত প্রকাশ করত নৃপতিকে নিবারণ করিবার নিমিত্ত বিবিধ বিভীষিকা প্রদর্শন পূর্ব্বক কহিলেন মহারাজ আপনকার এবম্প্রকার পর্য্যটনে ভূরি২ বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা আছে, রাজশরীরে এতাদৃক্ ক্লেশ সহ্য হইবেক না, আর আয়াস স্বীকার করিলেও শেষে তাহাতে ফলোদয় হওয়া সুকঠিন অতএব এ সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিতে আজ্ঞা হউক। মন্ত্রির এই ভয় প্রদর্শনে রাজার মনোমধ্যে শঙ্কা মাত্র জন্মিল না, সুতরাং স্বীয় মতের পরিবর্ত্তন না করিয়া ভ্রমণকারির উপযুক্ত পরিচ্ছদ পরিধান পুরঃসর গমনার্থ প্রস্তুত হইলেন এবং করে তরবারি ধারণ পূর্ব্বক নিশীথে সমধিক

নিদ্রা বশতঃ শিবিরস্থ সমস্ত ব্যক্তিকে নিস্তব্ধ দেখিয়া একাকী বহির্গমন পূর্ব্বক যাত্রা করিলেন।

প্রথমতঃ একটা ক্ষুদ্র পর্ব্বতের দিকে গমন করিয়া কিঞ্চিৎ ক্লেশ স্বীকার পূর্ব্বক তদুপরি আরোহণ করিলেন। তথা হইতে দিগ্‌দিগন্তর দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল, অনন্তর পর্য্যটন করিতে২ সেই ক্ষুদ্র গিরি হইতে একটা প্রকাণ্ড প্রান্তরে গিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং নিশাবসান পর্য্যন্ত তথায় ভ্রমণ করিতে লাগিলেন, সূর্য্যোদয়ে দৃষ্টিগোচর হইল একটা বৃহৎ অট্টালিকার সন্নিধানে উপস্থিত হইয়াছেন, তাহাতে আহ্লাদিত হইয়া বিবেচনা করিলেন যে বিষয় অনুসন্ধান করিতেছি এ স্থানে অবশ্য তাহার কোন সন্ধান প্রাপ্ত হইতে পারিব। অনন্তর সেই বাটীর নিকটস্থ হইয়া দেখিলেন তাহা রাজাট্টালিকার ন্যায় অতি বিশাল এবং মনোহর সুচিক্কণ কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরে বিনির্ম্মিত, চারি দিক্ হইতে দর্পণের ন্যায় আভা বিনির্গত হইতেছে। ভূপাল অনেক ক্ষণ ভ্রমণ করিয়াছিলেন এক্ষণে এই মনোভাবন ভবন দর্শনে আনন্দিত হইয়া তৎসম্মুখে দণ্ডায়মান হওত বিশ্রাম করিতে লাগিলেন, কিন্তু ঐ বিষয়ের চিন্তায় তাঁহার মন আসক্ত রহিল। কিয়ৎ ক্ষণ পরে ইতস্ততো দৃষ্টিপাত করাতে দেখিতে পাইলেন এক দিগের দ্বারের কপাট অর্দ্ধ উদ্ঘাটিত হইয়া রহিয়াছে, অতএব তৎক্ষণাৎ সেই দিকে গমন করিলেন। সেই দ্বার দিয়া অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারিতেন কিন্তু তাহা না করিয়া কবাটে করাঘাত করিতে লাগিলেন। প্রথমতঃ অতিধীরে একবার আঘাত করিয়া কিয়ৎ ক্ষণ অপেক্ষা করিয়া রহিলেন, তাহাতে কাহার কোন রব শুনিতে না পাওয়াতে মনে করিলেন অনুমান হয় কপাট শব্দ কাহার শ্রুতিগোচর হয় নাই, অতএব পুনর্ব্বার বলে আঘাত করিতে লাগিলেন তথাপি কেহ আগমন করিল না। পরে অভ্যন্তরস্থ লোকদিগের আহ্বান নিমিত্ত অন্যান্য চেষ্টা করিলেন তাহাও ব্যর্থ হইল,

ইহাতে তিনি যৎপরোনাস্তি বিস্ময়ান্বিত হইলেন, যেহেতু তাদৃক মনোহর ভবন কেন জন মানব শূন্য হইয়া রহিয়াছে তাহার কোন কারণ উপলব্ধ হইল না, যাহা হউক কিয়ৎ ক্ষণ পরে আপনা আপনি কহিলেন ইহার মধ্যে যদি কোন মনুষ্য না থাকে তবে তো আমার শঙ্কার বিষয়ই নাই, আর যদ্যপি কোন ব্যক্তি থাকে তাহাতেও আমার ভাবনা কি, আমি আত্ম রক্ষার উপযুক্ত অস্ত্র শস্ত্র ধারণ করিয়া আসিয়াছি।

এতদ্বিবেচনানন্তর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। পরে বারাণ্ডায় উঠিয়া দুই তিন বার উচ্চ স্বরে কহিলেন ক্ষুধিত ও পিপাসু অতিথির অভ্যর্থনা করে এমত লোক কি এখানে কেহ নাই? তথাচ কোন উত্তর প্রাপ্ত হইলেন না, ইহাতে নির্ভয় চিত্তে সর্ব্বত্র ভ্রমণ করত এক প্রশস্ত সভাগারের মধ্যে গিয়া উপস্থিত হইলেন, তাহার চতুর্দ্দিক্ অনুসন্ধান করাতে জন মানব দৃষ্টিগোচর হইল না, তৎপরে আর এক গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন তথায় পরম শোভাকর গালিচা বিস্তৃত এবং উত্তম২ পাত্রপূর্ণ স্বর্ণ রৌপ্য ও নানা প্রকার মনোহর সামগ্রী চতুর্দ্দিগে সুসজ্জিত রহিয়াছে। তৎপরে অন্য একটী বিচিত্র দালানে গিয়া উপস্থিত হইলেন, তাহার মধ্য ভাগে এক হ্রদ এবং প্রত্যেক কোণে স্বর্ণ নির্ম্মিত একং কেশরী ছিল, সই সিংহদিগের মুখ হইতে অনবরত বারিধারা নির্গত হইতেছিল; তদবলোকনে বোধ হইল যেন সলিলের সহিত সহস্র২ হীরক ও মুক্তা বিনির্গত হইয়া চৌবাচ্চায় পড়িতেছে, অপর চৌবাচ্চার জল আরবদেশীয় সুচিত্রিত গাম্বুজের আকারে উর্দ্ধে উত্থিত হইতেছিল।

সেই অট্টালিকার চতুর্দ্দিক পারিখায় বেষ্টিত ছিল, তাহার প্রান্তভাগে সর্ব্বপ্রকার উপবন ও বিবিধ কুসুম সুশোভিত কুঞ্জ নিকুঞ্জ সুন্দর রূপে শোভা পাইতেছিল, এবং তন্মধ্যে বহুতর পক্ষী সুমধুর স্বরে গান করিতেছিল, ঐ সকল বিহঙ্গম নিয়তই তথায় বাস করিত, বৃক্ষের উপরে

জাল বিস্তৃত থাকাতে তাহারা কোন ক্রমে বহির্গমন করিতে পারিত না।

রাজা ক্রমে২ সকল স্থানেই ভ্রমণ করিলেন, ইহাতে কিঞ্চিৎ শ্রান্তি বোধ হওয়াতে উদ্যানের সম্মুখস্থ এক গৃহে গিয়া উপবেশন করিলেন এবং যে সমস্ত পদার্থ অবলোকন করিয়া আসিলেন তদ্বিষয়ক চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। পরে অন্য কিছু অদ্ভুত বিষয় দৃষ্টিগোচর হইবার সম্ভাবনা আছে কি না এই চিন্তা করিতেছেন ইত্যবসরে চিত্ত ভেদকারি বিষাদজনক অত্যুচ্চ ক্রন্দন রব তাঁহার কর্ণগোচর হইল। ঐ দিকে মনোযোগ করাতে স্পষ্টরূপে এই উক্তি শুনিতে পাইলেন অরে অদৃষ্ট, উপস্থিত মহাসুখ সম্ভোগ করিতে দিলি না, আমাকে ঈদৃক্ যাতনাগ্রস্ত করিলি, এ ক্লেশ আমার সহ্য হয় না, আশু প্রাণ দণ্ড করিয়া যাতনা দূর কর, আঃ যে সকল যন্ত্রণা প্রাপ্ত হইলাম তাহাতে কি আর জীবন ধারণ করিতে পারি?

রাজা এই সকল বিলাপ বচন শ্রবণে অন্তঃকরণে যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইলেন এবং করুণার সঞ্চার হওয়াতে যে দিক্ হইতে ঐ শব্দ শ্রুতিগোচর হইতেছিল সেই দিকে গমন করিতে লাগিলেন। যাইতে২ একটী দালানের নিকট পঁহুছিলেন, তাহার পার্শ্ববর্ত্তি গৃহের দ্বার যবনিকাবৃত থাকাতে হস্ত দ্বারা উত্তোলন করিলেন, তাহাতে দৃষ্টিগোচর হইল তন্মধ্যে ভূমি হইতে কিঞ্চিৎ উচ্চে এক সিংহাসনোপরি এক যুবক বসিয়া রহিয়াছে, তাহার গঠন ও বসন ভূষণ পরম রমণীয়, কিন্তু শোক বশতঃ বদনটী অত্যন্ত বিবর্ণ। রাজা নিকটে গিয়া তাহাকে নমস্কার করিলেন, যুবকও শিরোবনমন পূর্ব্বক যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিলেন কিন্তু গাত্রোত্থান করিলেন না, কহিতে লাগিলেন উত্থান পূর্ব্বক আপনকার অভ্যর্থনা করা আমার পক্ষে কর্ত্তব্য বটে কিন্তু কোন অনির্ব্বচনীয় কারণ বশতঃ তাহাতে অসমর্থ হইলাম এ বিষয়ে আমার ত্রুটি ক্ষমা

করিবেন। রাজা প্রসন্ন বদনে কহিলেন তোমার সুনৃত বচনেই আমি যথেষ্ট সন্তুষ্ট হইলাম, প্রত্যুত্থান না করিবার যে কোন কারণ থাকুক নম্রতা দর্শনেই পরম বাধিত হইতেছি। সংপ্রতি বক্তব্য এই, তোমার আর্ত্তনাদ শ্রবণে আমার মনোমধ্যে মহা দুঃখ জন্মিয়াছে তন্নিবারণ মানসে এখানে আগমন করিয়াছি ভরসা করি কিয়ৎ পরিমাণে তোমার ক্লেশ শান্তি করিতে পারিব। অতএব অনুরোধ করি আপনার যন্ত্রণার বিষয় প্রকাশ করিয়া বল, পরন্তু সর্ব্বাগ্রে একটী কথা জিজ্ঞাসা করি এই বাটীর অদূরস্থ সুবিস্তীর্ণ জলাশয়ের নিদান কি? ইহাতে চারি বর্ণের মৎস্যই বা কেন? অপর এখানে এ পরিখা কি রূপে হইল, আর তুমিই বা এই বিশাল শালার মধ্যে একাকী কেন?

যুবক এই সকল প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিলেন না, সকরুণ স্বরে রোদন করিতে২ এতাবন্মাত্র কহিলেন অদৃষ্ট অতি চঞ্চল, যাহাকে উন্নত করেন তাহাকেই অবনত করিয়া থাকেন, তাঁহার নিকট সুস্থিরতা ও নিরবচ্ছিন্ন সুখ প্রাপ্ত হইব কেহই কহিতে পারে না।

রাজা তাহার অবস্থায় দুঃখিত হইয়া পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন নিদারুণ যন্ত্রণা প্রকাশক এই কাতরোক্তির কারণ কি? যুবা খেদ করিয়া কহিলেন মহারাজ বিলাপ না করিয়া কি করি, আমার নয়নদ্বয় হইতে অজস্র অশ্রু বিন্দু বিনির্গত না হইয়া কি হইতে পারে? তৎপরে আবরণ উন্মোচন করিয়া অঙ্গ দেখাইতে লাগিলেন। তাহাতে রাজার দৃষ্টিগোচর হইল ঐ যুবার কটিদেশ পর্য্যন্ত মনুষ্যাকার এবং তন্নিম্ন ভাগ অর্থাৎ পদদ্বয় পর্য্যন্ত কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরময়।

যুবার এতাদৃশী দুর্দ্দশা দর্শনে নৃপতির মনোমধ্যে যে রূপ বিস্ময় ও বিষাদ জন্মিল তাহা বর্ণনা করিবার আবশ্যক নাই, সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রে স্বতই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। ভূপতি তদবলোকনে খিন্ন হইয়া কহিলেন তোমার

এই আকৃতি বিকৃতি অবলোকন করিয়া যদিও আমার সন্ত্রাস জন্মিতেছে তথাপি তোমার ইতিহাস অত্যাশ্চর্য্য হইবেক এমত বোধ করিয়া শুশ্রূষায় সে ভয় বিসর্জ্জন করিতেছি, অনুমান হয় ঐ জলাশয় ও তন্মধ্যস্থ মৎস্যের সহিত তোমার ইতিহাসের কোন প্রকার সংস্রব থাকিবে। যাহা হউক, আমার নিকট সকল বিষয় প্রকাশ করিয়া বল, তাহা করিলে আমি পরম সুখী হইব এবং তোমারও মনোদুঃখের খর্ব্বতা হইতে পারিবে, কেননা লোকের নিকট ব্যক্ত করিলে আন্তরিক শোক ক্রমশঃ শান্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যুবা কহিল মহাশয় যদিও আমার বৃত্তান্ত বর্ণন করিতে বিজাতীয় বিষাদ উপস্থিত হইবে তথাচ আপনকার অনুরোধে বিস্তারিত করিয়া কহিতেছি কর্ণ মনঃ চক্ষুঃ সকল ইন্দ্রিয় আমার প্রতি অর্পণ করিয়া শ্রবণ করুন।

কৃষ্ণ উপদ্বীপের যুবরাজের কথা।

যুবরাজ কহিলেন হে মহাশয় আমার পিতা মহম্মদ এই রাজ্যের অধিপতি ছিলেন। এ স্থানের নাম কৃষ্ণ উপদ্বীপ, চারিটী ক্ষুদ্র পর্ব্বত হইতে ইহার ঐ আখ্যা উৎপন্ন হয় কেননা পূর্ব্বে ঐ গিরি চতুষ্টয় উপদ্বীপ ছিল। এতদ্রাজ্যের অধিরাজ আমার জনক রাজধানীর মধ্যে যে স্থানে বসতি করিতেন এক্ষণে তথায় ঐ জলাশয় হইয়াছে। যে সকল বিবরণ কহিতেছি তাহাতে এই সকল পরিবর্ত্তনের কারণ বুঝিতে পারিবেন।

আমার পিতা সপ্ততি বৎসর বয়ঃক্রম কালে পার্থিব লীলা সম্বরণ করেন, তদনন্তর আমি রাজ সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়া দারপরিগ্রহার্থ উৎসুক হইলাম তাহাতে পিতৃব্য কন্যার সহিত আমার পরিণয় হইল। আমার পরি-

ণীতা ঐ ভার্য্যা আমার প্রতি যাদৃক্ স্নেহ ও অনুরাগ প্রদর্শন করিতেন তাহাতে আমার সন্তোষ জন্মিত সুতরাং আমিও তাহাকে অত্যন্ত ভাল বাসিতাম। এই রূপে পরস্পর সাতিশয় সম্প্রীতিতে আমরা স্ত্রী পুরুষে পাঁচ বৎসর কাল যাপন করিলাম কিন্তু তৎপরে আকার ইঙ্গিতে ও ভাব ভঙ্গিতে আমার বোধ হইল প্রেয়সী আমার প্রতি প্রেম শূন্যা হইয়াছেন।

এক দিন বনিতা স্নানাগারে গিয়াছেন আমি ভোজন করিয়া সেই সময় তদীয় আলয়ে গমন করিলাম এবং নিদ্রাকর্ষণ হওয়াতে তত্রস্থ একটা শয্যায় শয়ন করিলাম তাহাতে আমার মহিষীর যে দুই দাসী গৃহমধ্যে ছিল তাহাদের এক জন আমার পদতলে ও অন্য ব্যক্তি মস্তকের নিকট বসিয়া মক্ষিকাদিতে আমার বিশ্রামের ব্যাঘাত না করে এ নিমিত্ত চামর বীজন করিতে লাগিল। তাহারা আমার চক্ষুর্দ্বয় মুদ্রিত দর্শন করিয়া অনুমান করিল আমি নিদ্রিত হইয়াছি অতএব পরস্পর মৃদুস্বরে বিশ্রম্ভালাপ আরম্ভ করিল কিন্তু তখন নিদ্রায় আমার অচৈতন্য হয় নাই তাহাতে তাহাদের সকল কথাই শ্রবণ গোচর হইল।

প্রথমা দাসী দ্বিতীয়াকে সম্বোধন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিল ভগিনি কি আক্ষেপের বিষয়, রাণী এতাদৃশ মনোরম পুরুষ রাজার প্রতি অনুরাগিণী হইলেন না? অপরা কহিল ইহা দুঃখের বিষয় বটে কিন্তু আমি বলিতে পারি না রাণী প্রতিদিন রজনীতে রাজাকে একলা শয়নে পরিত্যাগ করিয়া কেন বহির্গমন করেন তোমাকে জিজ্ঞাসা করি বল দেখি রাজা কি জানিতে পারেন না? প্রথমা কহিল কি প্রকারে রাজার বোধগম্য হইবে রাণী পানীয় দ্রব্যের সহিত এক প্রকার ওষধির ক্বাথ মিশাইয়া রাখেন প্রত্যহ শয়নকালে ভূপালকে তাহা সেবন করাইয়া থাকেন এই ওষধির গুণে রাজা অচেতনে নিদ্রা যান এবং রাণী অবাধে আপন মনোভিলষিত ব্যাপার সম্পাদনের অবসর প্রাপ্ত হন।

ফলতঃ রাণী প্রত্যূষে প্রত্যাগমন করিয়া এক প্রকার দ্রব্যের ঘ্রাণ না দিলে নৃপতির নিদ্রা ভঙ্গ হয় না ইহাতে রজনীর বিবরণ পরিজ্ঞানের বিষয় কি?

হে আগন্তুক মহানুভব মহোদয়, দাসী দ্বয়ের এই বিশ্রম্ভালাপ শ্রবণে আমার অন্তঃকরণে কি রূপ বিস্ময় ব্যাপ্ত হইল বিবেচনা করিতে পারেন, কিন্তু সে সময় আমার মনোমধ্যে যে ভাব ও অভিপ্রায় জন্মিল ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক তাহা গোপন করিয়া রাখিলাম এবং সহসা সেই অভিপ্রায়ের অনুরূপ আচরণেও ক্ষান্ত হইলাম। কিয়ৎ ক্ষণ পরে ঐ কথোপকথন যেন আকর্ণন করি নাই এই রূপ ভাব প্রকাশ পূর্ব্বক শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলাম।

রাণী স্নান করিয়া প্রত্যাগমন করিলে উভয়ে একত্র আপরাহ্ণিক ভোজন করিলাম। আহারের পর বিশ্রামের পূর্ব্বে আমি যে রূপ পানীয় পান করিতাম ভার্য্যা তাহা আনিয়া দিলেন আমি সে দিন তাহা পান না করিয়া অদূরে যে একটী গবাক্ষ ছিল তাহার নিকট গমন করিয়া প্রেয়সীর অগোচরে ফেলিয়া দিলাম কিন্তু ভার্য্যা বোধ করিতে পারে যে পানীয় পান করিলাম এতদর্থ পানপাত্র তাহার হস্তে প্রত্যর্পণ করিলাম, পরে উভয়ে শয়ন করিলাম। অনতিবিলম্বে রাণী আমাকে নিদ্রিত জ্ঞান করিয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক চীৎকার স্বরে কহিল নিদ্রা যাও আর যেন সংজ্ঞা না হয় পরে বসন পরিবর্ত্তন পুরঃসর বহির্গমন করিল।

রাণী গমন করিবামাত্র আমিও গাত্রোত্থান করিয়া বস্ত্র পরিধান করিলাম এবং করে তরবারি ধারণ পুরঃসর তাহার এত অদূরে পশ্চাৎ২ গমন করিতে লাগিলাম যে তাহার পদবিক্ষেপের শব্দ আমার শ্রুতিগোচর হইতে থাকিল কিন্তু আপনি ধীরে২ গমন করিতে লাগিলাম তাহাতে আমার গমন তাহার জ্ঞানগোচর হইল না। অনন্তর রাণী অধিক দূরে গিয়া ক্রমে২ কএকটী দ্বারের নিকট উপস্থিত হইল এবং এক২টী মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক কপাটে

করাঘাত করিল তাহাতে কবাট আপনা হইতে উদ্ঘাটিত হইয়া গেল। শেষে একটি উদ্যানের দ্বার ঐ রূপে মুক্ত করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিল। পুষ্পোদ্যান লঙ্ঘন করিতেং পাছে তাহার নেত্রপথে পতিত হই, এই আশঙ্কায় আমি বহির্ভাগে রহিলাম এবং রজনীর ঘোরতা প্রযুক্ত যথাসাধ্য অবলোকন করিতে থাকিলাম। পরে বনিতা বৃক্ষের শাখা পল্লবাদিতে বেষ্টিত হইয়া এক গুপ্ত স্থানে গেল, আমিও বর্ত্মান্তর অবলম্বন পূর্ব্বক তাহার অদূরে থাকিয়া গোপনে দেখিলাম একটা অপর পুরুষের সহিত ভ্রমণ করিতেছে।

তাহাদিগের আলাপের প্রতি মনোযোগ করাতে আমার কর্ণগোচর হইল প্রেয়সী উপপতিকে কহিতেছে প্রিয়তম আমার সতর্কতার প্রতি দোষারোপ করিয়া যাহা কহিতেছ আমি তাহার উচিত পাত্র নহি, সকল কারণ তোমার বিদিত আছে, তোমার প্রতি প্রেমের যে সকল চিহ্ন দর্শাইয়াছি তদ্দারা যদ্যপি আমার নিষ্ঠায় প্রত্যয় না জন্মিয়া থাকে তবে তোমার হৃদ্বোধজনক অন্যান্য প্রমাণ দর্শাইতে প্রস্তুত আছি. যদ্যপি তুমি বল কল্য সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে এই পরম সুন্দর নগর ও এই মনোভাবন রাজভবন অরণ্যময় ও ব্যাঘ্র পেচকাদির বসতিস্থল করিতে পারি। যদি তোমার অনুমতি হয় যে সকল প্রস্তর দ্বারা এই সমস্ত প্রাচীর অলংঘ্য রূপে নির্ম্মিত হইয়া পৃথিবী মধ্যে মনুষ্যের দৃষ্টিপথের বহির্ভূত স্থান পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া আছে এখনি এ সকলের রূপান্তর করিতে পারি ফলতঃ তোমার যে রূপ আজ্ঞা হইবে তাহাই করিব।

ভার্য্যার কথা সমাপ্ত হইলে তাহার উপপতি তাহাকে সঙ্গে লইয়া বর্ত্মমধ্যে ভ্রমণ করিতে লাগিল হঠাৎ আমার নিকট আগমন করাতে আমার হস্তে পূর্ব্বাবধি যে তরবারি নিষ্কাসিত ছিল তাহার দ্বারা সেই পুরুষটাকে আঘাত করিলাম তাহাতে সে ছিন্ন তরুর তুল্য ভূমিতলে পতিত হইল। আমি অনুমান করিলাম সেই পাপাত্মা

শমন সদনের আতিথ্য স্বীকার করিল। রাণী আমার পিতৃব্য কন্যা এ প্রযুক্ত তাহার প্রাণ সংহার অথবা তাহার নিকট আত্ম প্রকাশ করিবার বাসনা ছিল না তাহার ষিড়্গের উপর খড়্গাঘাত দ্বারা তদীয় জীবনান্ত করিয়াই নিশ্চিন্ত হইয়া প্রস্থান করিলাম।

উক্ত ব্যক্তি সাংঘাতিক রূপে আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিল তথাচ আমার ভার্য্যা মায়ার দ্বারা তাহাকে এমত অবস্থান্বিত করিয়া রাখিল যে তাহাকে মৃত বা জীবিত কিছুই বলা যাইতে পারে না। সে যাহা হউক, আমি রাজভবনে প্রত্যাগমন করিয়া শুনিলাম রাণী আর্ত্তস্বরে রোদন করিতেছে তাহাতে বোধ করিলাম তাহার অত্যন্ত শোক জন্মিয়াছে অতএব বিবেচনা করিলাম তাহার উপপতিকে একেকালে বিনষ্ট করাতে ভালই হইয়াছে। পরে শয়নাগারে প্রবেশ পুরঃসর পুনর্বার শয্যায় শয়ান হইলাম এবং যে দুরাত্মা আমার পত্নীর উপপতি হইয়া হানি করিতেছিল তাহার সমুচিত দণ্ড করাতে আমার সুখ সুপ্তি হইল। পর দিন প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া দেখিলাম রাণী আমার নিকটে শয়ন করিয়া আছে কিন্তু যথার্থ নিদ্রিত কিম্বা ছল পূর্ব্বক নয়ন মুদ্রিত ছিল তাহা বুঝিতে পারিলাম না, যাহা হউক, আমি তাহাকে কিছু না কহিয়া আপন উপবেশন গৃহে গমন পূর্ব্বক বসন পরিধান করিলাম পরে সভায় গিয়া বৈষয়িক কর্ম্ম কার্য্য দেখিতে লাগিলাম। কর্ম্মাবসানে প্রত্যাগমন করিয়া দেখি রাণী ছিন্ন কেশা ও শোক সূচক বসন পরিধায়িনী হইয়া বিলাপ করিতেছে, আমাকে অবলোকন করিয়া নিকটে আগমন পূর্ব্বক কহিল মহারাজ আমার দুরবস্থা দর্শন করিয়া বিতুষ্ট হইবেন না, সংপ্রতি তিনটী দুর্ঘটনার সংবাদ প্রাপ্ত হওয়াতে বিষাদে অতিবেল আকুল হইয়াছি। আমি বিস্ময় প্রকাশ পুরঃসর জিজ্ঞাসা করিলাম কি দুর্ঘটনা হইল? তাহাতে সে উত্তর করিল আমার পিতা যুদ্ধে গিয়া রণ-

শায়ী হইয়াছেন, মাতার মৃত্যু হইয়াছে, ভ্রাতা গিরি শিখর হইতে পতিত হইয়া সাংঘাতিক আঘাতে কালগ্রাসে পড়িয়াছেন।

রাজ্ঞী শোকের যথার্থ কারণ গোপন পূর্ব্বক ঐ সকল কথা মিথ্যা কল্পিত করিয়া কহিল বিলক্ষণ বুঝিতে পারিলাম কিন্তু তাহাকে কিছু কহিলাম না, মনে করিলাম আমি তাহার উপপতির জীবিতান্তক তাহা যে জানিতে পারে নাই ইহাই পরম লাভ। পরে তাহাকে কহিলাম বিষাদের হেতু অবগত হইলাম, এতাদৃক্ আকৃতি বিকৃতিতে তোমার প্রতি দোষারোপ করিতে পারি না বরং ঐ সমস্ত দুর্ঘটনাজন্য শোক না করিলে আশ্চর্য্য জ্ঞান হইত, এক্ষণে অনুতাপ কর, তাহাতে তোমার সদন্তঃকরণের চিহ্নই প্রকাশ পাইবেক, এবং কিয়ৎ কাল বিলম্বে আপনিই প্রবোধ পাইয়া স্বস্থ হইতে পারিবে।

রাণী আমার কথায় আপন নিকেতন মধ্যে গমন করিয়া উচ্চ স্বরে শোক প্রকাশ করিতে লাগিল এবং উপপতির হানি নিমিত্ত এক বৎসর কাল বিষাদেই যাপন করিল, পরে রাজবাটীর মধ্যস্থলে একটী মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া তাহাতে আপন জীবনের অবশিষ্ট কাল ক্ষেপণের অভিপ্রায়ে অনুমতি প্রার্থনা করিল তাহাতে আমি অসম্মত না হওয়াতে একটা গাম্বুজের গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়া তাহার নাম রোদনাগার রাখিল সেই গাম্বুজ ঐ স্থানে আছে এখান হইতে দেখা যায়।

উক্ত মন্দির নির্ম্মিত হইলে রাজ্ঞী আপনার সেই উপপতিকে পূর্ব্ব স্থান হইতে আনয়ন পূর্ব্বক তন্মধ্যে স্থাপন করিল। ঔষধ পথ্য দান দ্বারা এতাবদ্দিবস তাহাকে যদ্রূপ জীবিত রাখিয়াছিল মন্দির মধ্যে আনয়নের পরেও তদ্রূপ সজীব রাখিবার নিমিত্ত প্রতিদিন সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিল।

কিন্তু রাজ্ঞীর নানাবিধ যত্নে কিঞ্চিন্মাত্র ফলোদয় হইল না, তাহার উপপতির শরীরে জীব সঞ্চার রহিল বটে পদ চালনের বা দণ্ডায়মান হইবার শক্তি থাকিল না এবং কথা কহিতেও পারিত না, অতএব তাহা হইতে তদীয় অভিলাষ সম্পন্ন হইত না কেবল তাহাকে দেখিয়া স্নেহ সূচক উক্তি করিতে পারিত তথাচ তাহার নিকট প্রতিদিন দুইবার যাইয়া অনেক ক্ষণ থাকিত। এ বিষয় আমার বিদিত থাকিলেও আমি ছল করিতাম যেন কিছুই জানি না।

কিন্তু রাণী রোদনাগারে গমন করিয়া কি কর্ম্মে কাল ক্ষেপ করে ইহা জানিবার নিমিত্ত আমার সাতিশয় বাসনা জন্মিল তাহাতে এক দিন সেই নিকেতনে গমন পূর্ব্বক এমত স্থানে অবস্থান করিয়া রহিলাম যেখান হইতে তাহার কার্য্য দর্শন ও উক্তি শ্রবণগোচর হয়। আমি তথায় থাকিলে পর কিয়ৎ ক্ষণ বিলম্বে রাণী নিয়মানুসারে উপস্থিত হইয়া উপপতিকে কহিতে লাগিল প্রিয়তম তোমার এই অবস্থা অবলোকনে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে, নিরন্তর শোকে দগ্ধ হইতেছি; তুমি অচৈতন্যাবস্থায় আছ, কিছুই জানিতে পার না, আমি যাতনা ভোগ করিয়া জর্জ্জরিত হইলাম, হে নাথ তোমার বদন সুধাকর নিরীক্ষণ করিয়া প্রিয় সম্ভাষে বারম্বার আহ্বান করিতেছি এমত নিষ্ঠুর হইলে এক বারও প্রতিবচন প্রদান করিবে না? এবম্বিধ নির্দ্দয় ভাবে আর কত দিন থাকিবে? আমার যে আর সহ্য হয় না, একটী কথা কহ, শ্রবণে শ্রবণ বিবর শীতল হউক। হে নাথ তুমি এবম্প্রকারে মৌনাবলম্বন করিয়া রহিয়াছ তথাচ আমি যত ক্ষণ এখানে আসিয়া তোমার সহিত আলাপ করি তাবৎ সময়ই আমার সৌভাগ্য বোধ হয়, তোমাকে চক্ষুর অন্তরালে রাখিলে মহা দুঃখ জন্মে, আমার মানস হয় সকল সংসার ত্যাগ করিয়া তোমার নিকট নিয়ত বাস করি।

রাণী কখন এই রূপ স্নেহ প্রকাশ কখন বা মহা আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। এতদ্দর্শনে আমার বিজাতীয় ক্রোধ

জন্মিল, আর গোপনে থাকিয়া শ্রবণ ও দর্শন করিতে পারিলাম না, তৎক্ষণাৎ তাহার সম্মুখে আত্ম প্রকাশ পুরঃসর কহিলাম প্রিয়ে অনেক ক্ষণ ক্রন্দন করিলে এক্ষণে আমাদের উভয়ের গৌরব রক্ষা নিমিত্ত আক্ষেপ পরিত্যাগ করা উচিত হয়, তুমি কি আপনার কর্ত্তব্য কর্ম্ম একেবারেই বিস্মৃত হইয়াছ, আমার প্রতি কি রূপ আচরণ করা কর্ত্তব্য তাহা কি মনে করিবে না? সে আমার প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া রোষাবেশে উত্তর করিল যদ্যপি আপনার মঙ্গল চাহ, আমাকে কিছু কহিও না, যথেচ্ছ শোক করিতে দেও, আমার মনস্তাপ কখনই শান্তি প্রাপ্ত হইবে না, এ বিষাদ আমার সঙ্গের সঙ্গী, কদাপি আমাকে পরিত্যাগ করিবে না।

আমি মহিষীকে সৎপথে প্রত্যানয়ন নিমিত্ত যথেষ্ট চেষ্টা করিলাম তাহাতে কোন ফল দর্শিল না, পরে যখন দেখিলাম যত সুযুক্তি প্রদর্শন পুরঃসর তর্ক করি ততই তদীয় স্বৈরিতা বৃদ্ধিশীল হয় তখন আপনিই ক্ষান্ত হইয়া তাহার নিকট হইতে গমন করিলাম। তদনন্তর সে অসঙ্কোচে ক্রমাগত দুই বৎসর কাল সেই স্থানে গমনাগমন করিতে লাগিল।

আমি তাহার চরিত্র পুনর্ব্বার দর্শন করিবার মানসে সেই রোদনালয়ে সে প্রবেশ করিলে পর আর এক বার তথায় গমন করিলাম এবং পূর্ব্ববৎ লুক্কায়িত থাকিয়া তাহার সমস্ত আন্তরিক কথা শ্রবণ করিতে লাগিলাম। সে উপপতিকে কহিতেছিল প্রিয়তম তিন বৎসর গত হইল আমার সহিত বাক্যালাপ কর নাই, আমি অহোরাত্র ক্রন্দন ও বিলাপ করিয়া তোমার প্রতি আপনার মনের ভাব প্রকাশ করি। তুমি কি এত কালের প্রণয় একেবারে বিস্মৃত হইলে? অচৈতন্য অথবা অবজ্ঞা প্রযুক্ত এ রূপ আচরণ করিতেছ কিছুই বুঝিতে পারি না। তদনন্তর সমাধি স্থানকে সম্বোধন করত কহিল ওহে গৃহ আমার প্রাণনাথ তোমার আশ্রয় লওয়াতে আমার প্রতি তাঁহার যে প্রেম

ছিল তুমিই তাহা নষ্ট করিলে। শেষে উপপতির প্রতি কোমল বচন প্রয়োগ পূর্ব্বক কহিল প্রিয়তম তুমি কি চক্ষুর্দ্বয় চিরকালের জন্য মুদ্রিত করিয়াছ, আহা এই নেত্রদ্বয়ের প্রেমোৎপাদক জ্যোতিতে আমার অনির্ব্বচনীয় আনন্দ জন্মিত। এখনও এমত বোধ হয় না, এই নয়ন প্রণয় শূন্য হইয়াছে, আমি সর্ব্বদাই মনে করি পৃথিবীর সমগ্র ধন রত্ন তোমার এই দৃষ্টিতে দেদীপ্যমান আছে।

হে মহাশয় এই সকল কথা শুনিয়া আমি আর ক্রোধ সম্বরণ করিতে পারিলাম না, তাহার পালিত উপপতি অতি জঘন্য অগণ্য কাফ্রি, তাহার জন্য নিরন্তর এ রূপ বিলাপ করে বিবেচনা করাতে মনোমধ্যে বিজাতীয় ঘৃণা জন্মিল, অতএব হঠাৎ উপস্থিত হইয়া কহিলাম ওহে সমাধি স্থান তুমি কেন এই ভূতটাকে আপন উদরস্থ কর না, আর একেবারে এই পাপীয়সী ও ইহার পাপাত্মা উপপতিকে কেন ভস্মীভূত করিয়া ফেল না?

আমার বদন হইতে এই বচন বিনির্গত হইবামাত্র কাফ্রির নিকটে উপবিষ্টা রাণী রাগান্বিতা হইয়া উঠিল এবং কহিল ওরে দুরাত্মা তুই আমার এই শোকের কারণ; মনে করিয়াছিস্ সবিশেষ আমার জ্ঞাত নহে, অনেক দিন হইল সকলই বুঝিয়াছি, তোরই ক্রূর হস্তে আমার প্রিয়পাত্র এই দুরবস্থায় পতিত হইয়া রহিয়াছেন, আবার এখানে আসিয়া বাগ্‌যন্ত্রণা দিতেছিস্ এখনও ক্ষান্ত হইস নাই? আমি ক্রুদ্ধ হইয়া উত্তর করিলাম পশুর প্রতি যাদৃক্ আচরণ করা উচিত তাহাই করিয়াছি, তোর প্রতিও ঐ প্রকার ব্যবহার করিতে হইল, তুই চিরকাল আমার সদাচরণের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া আসিতেছিস্ অগ্রে প্রতিফল দিলেই ভাল হইত তাহা না করাতে এক্ষণে ক্ষোভ পাইতে হইয়াছে, ইহা বলিয়া কোষ হইতে তরবারি নিষ্কাসন পুরঃসর তাহার প্রতি প্রহারার্থ উত্তোলন করিলাম। রাণী আমার প্রতি অবজ্ঞা পূর্ব্বক কটাক্ষপাত করিয়া ঈষ

দ্বাস্য পূর্ব্বক কহিল ওরে দুষ্ট পাপাত্মা এত রাগ করিস্
না, ক্রোধ সম্বরণ কর, এই বলিয়া একটী মন্ত্রোচ্চারণ করিল।
আমি তাহা বুঝিতে পারিলাম না, তৎপরে কহিল আমি
মোহনী বিদ্যার বলে আদেশ করিতেছি তোর অর্দ্ধাঙ্গ
প্রস্তরময়, অপরার্দ্ধ মনুষ্যবৎ হইয়া থাকিবে। হে মহানু-
ভব মহাশয় আমাকে যেমত দেখিতেছেন আমি তৎক্ষণাৎ
এই রূপ হইলাম তদবধি মৃতলোকের মধ্যে জীবিত এবং
জীবিত জীব মধ্যে মৃতবৎ হইয়া রহিয়াছি।

সেই মায়াবিনী এবম্প্রকারে আমার রূপান্তর করিয়া
মায়াবিদ্যাবলে আমাকে এখানে স্থাপন করত রাজ্য ধ্বংস
ও তন্মধ্যস্থ গৃহ বাটী অট্টালিকা পণ্যশালাদি নষ্ট করিয়া
সমুদয় দেশ জলাশয়ময় করিয়াছে এবং রাজ্যের চারি দিক্
মরুভূমি করিয়া তন্মধ্যে যে সকল ভিন্ন২ জাতীয় পৃথক্২
ধর্ম্মাবলম্বি লোক ছিল তাহারদিগের প্রত্যেককে ভিন্ন২ বর্ণে
বিভক্ত করত চারি বর্ণের মৎস্য করিয়া ঐ জলাশয়ে রাখি-
য়াছে। এখানকার যবনেরা শ্বেত বর্ণ, পারস্যগণ রক্ত বর্ণ,
খ্রীষ্টিয়ানেরা নীলবর্ণ, এবং ইহুদী দিগের পীতবর্ণ হইয়াছে।
অপর চারি উপদ্বীপে ঐ চারিটী পর্ব্বত হইয়াছে, ঐ উপ-
দ্বীপ চতুষ্টয় হইতে রাজ্যের নাম উৎপন্ন হইয়াছিল এক্ষণে
শৈলাকারে পরিবর্ত্তিত হওয়াতে রাজ্যের নাম পর্য্যন্ত বিলুপ্ত
হইয়াছে, আমি ঐ সকলের আকার বিপর্য্যয় স্বচক্ষে নিরী-
ক্ষণ করি নাই সেই কুহকিনীই জ্ঞাপন করিয়াছে। হে
মহাশয় সেই পাপীয়সী কেবল আমার রাজ্য নাশ ও
আমাকে বিরূপ করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, প্রতিদিন আসিয়া
আমার পৃষ্ঠদেশে গোচর্ম্মাচ্ছাদিত দণ্ড দ্বারা এক শত
বার আঘাত করে এবং এক২টা প্রহারের পর আমার
শোণিত পান করিয়া থাকে। সে ঐ রূপ প্রহার সমাপ্ত
করিয়া ছাগলোমে নির্ম্মিত এক খান ঘন বস্ত্রে আমার
শরীর বন্ধন পূর্ব্বক উত্তম বসন দ্বারা আবরণ করিয়া যায়,
হে মহোদয় তাহার এ ব্যবহার আমার প্রতি গৌরবার্থ

নহে, বিদ্রূপার্থ মাত্র। এই রূপে আত্ম বিবরণ বর্ণন
করিতে২ কৃষ্ণ উপদ্বীপের যুবরাজের নয়নদ্বয় অশ্রুজলে
আবিল হইল এবং তৎ শ্রবণে রাজারও যৎপরোনাস্তি
বিষাদ জন্মিল কেননা তৎক্ষণাৎ কোন প্রতীকার করিতে
পারিলেন না। তৎপরে যুবরাজ আকাশাভিমুখে অক্ষি দ্বয়
উত্তোলন করিয়া কহিতে লাগিলেন হে সর্ব্বশক্তিমান জগৎ
স্রষ্টা আমি তোমার বিচারে ও আদেশে আত্ম সমর্পণ করিয়া
রহিয়াছি, আমার এই অবস্থা যদ্যপি তোমার তুষ্টিকর হয়
ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক চিরকাল সহ্য করিব, কিন্তু আমার
আশ্বাস আছে তোমার নিরুপম করুণায় অবশ্য এক দিন
এ দুঃখের অন্ত প্রাপ্ত হইব।

মহারাজ কুহকের ব্যাপার শ্রবণে চমৎকৃত হইয়া মায়া-
বিনীর দণ্ড বিধান মানসে যুবাকে জিজ্ঞাসা করিলেন
সেই বিশ্বাসঘাতিনী কুহকিনী কোথায় বাস করে এবং
যে উপপতিকে মৃত্যুর পূর্ব্বেই সমাধি মন্দিরে রাখিয়াছে
সেই বা কোথায় আছে আমাকে বলিতে পার? যুবরাজ
উত্তর করিলেন মহাশয় আমি পূর্ব্বেই নিবেদন করিলাম সেই
লম্পট আমার বনিতার নির্ম্মিত শোকাগারে গাম্বুজাকৃতি
কুটীর মধ্যে বাস করে, ঐ গৃহের প্রবেশ দ্বার একটী দুর্গের
সহিত সংলগ্ন, এই অট্টালিকা দিয়া তথায় যাইতে পারা-
যায়, কিন্তু সেই কুহকিনী এক্ষণে সেখানে আছে কি না
নিশ্চয় বলিতে পারি না। প্রতি দিন সূর্য্যোদয় সময়ে
আমার নিকটে আইসে এবং উক্ত প্রকারে আমাকে
যন্ত্রণা দিয়া উপপতির নিকট গমন করে, আপনি বুঝিতে
পারিতেছেন আমা হইতে তাহার কোন প্রকার প্রতিক্রিয়া
হইতে পারে না। সে উপপতিকে জীবিত রাখিবার মানসে
প্রতিদিন এক প্রকার মদ্য সমভিব্যাহারে আনয়ন করিয়া
থাকে এবং যখন সমাধি গৃহে যায় তখনি মৃতকল্প উপ-
পতিকে দেখিয়া চীৎকার স্বরে বিলাপ করে।

রাজা কহিলেন ওহে তোমার দুর্ভাগ্য ও যন্ত্রণার বিবরণ শ্রবণ করিয়া আমার অন্তঃকরণ সন্তপ্ত হইয়া উঠিল আহা তোমার তুল্য দুঃখী সংসার মধ্যে কেহ নাই, তোমার প্রতি যে ঘটনা হইয়াছে এতদপেক্ষা আশ্চর্য্য ঘটনা কদাপি কাহারও প্রতি ঘটে না, যাহারা তোমার বিবরণ সংগ্রহ করিবে পূর্ব্বং বিবরণাপেক্ষা তাহাদের সেই সংগ্রহ অত্যাশ্চর্য্য ও মহা বিস্ময়জনক হইবেক। যাহা হউক এক্ষণে আমাকে এ বিষয়ের প্রতীকারার্থ যত্ন করিতে হইল, হে যুবরাজ আমি তোমার যাতনার বিবরণ শুনিতেং মনোমধ্যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি তোমার সেই পাপীয়সী পত্নীর সমুচিত শাসনার্থ যথাসাধ্য চেষ্টা না করিয়া ক্ষান্ত হইব না। পরে আপনার পরিচয় দিয়া ঐ বিষয়ের উপায়ার্থ তাঁহার সহিত পরামর্শ করিলেন এবং তদনুযায়ি কর্ম্ম করিবার নিমিত্ত তথায় পর দিন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া রহিলেন, এই সময়ে রাত্রি অধিক হওয়াতে রাজার নিদ্রাবেশ হইল তাহাতে সেই স্থানেই ক্ষণ কাল শয়ন করিয়া বিশ্রাম করিলেন। যুবরাজের নয়নে নিদ্রা নাই, তিনি পূর্ব্ববৎ জাগরিত হইয়া রহিলেন, কুহকিনী কখন আসিয়া প্রহার করিবে এই ভয়ে তাঁহার বিশ্রাম করিবার আকাঙ্ক্ষাও হইত না, কিন্তু সে দিন আগন্তুক পুরুষের সাহস দেখিয়া আপন যাতনা হইতে পরিত্রাণ পাইবেন এ রূপ আশ্বাস জন্মিবাতে সেই চিন্তার আমোদে নিমগ্ন রহিলেন।

অনন্তর রজনী প্রভাতা হইলে রাজা আপনার বসন পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক সেই শোকালয়ে গমন করিলেন, সেখানে উপস্থিত হইলে দৃষ্টিগোচর হইল সেই ভবন শুভ্র বর্ণ বর্ত্তিকার আলোকে আলোকময় এবং সুসজ্জিত কাঞ্চনময় পাত্রে স্থাপিত বিবিধ সুরভি সামগ্রীর সৌরভে সুবাসিত হইয়া রহিয়াছে। রাজা তত্রস্থ শয়নোপরি কাফ্রিকে নিরীক্ষণ করিবামাত্র তরবারি নিষ্কাসন পুরঃসর তদ্দ্বারা তদীয় মুণ্ড ছেদন করিয়া তাহার শরীরে যে প্রাণ বায়ু অবশেষ

ছিল তাহা নিঃশেষ করিয়া ফেলিলেন তৎপরে শবটা অঙ্গনে বহিষ্করণ পূর্ব্বক এক কূপে নিক্ষেপ করিলেন, এবং অন্যান্য যাহাং মানস ছিল করিবার নিমিত্ত যেখানে কাফ্রি শয়িত ছিল তথায় যাইয়া তরবারি হস্তে আপনি শয়ন করিয়া রহিলেন। কিয়ৎ ক্ষণ পরে সেই মায়াবিনী আগমন করিয়া আপনার পতি কৃষ্ণ উপদ্বীপের অধিরাজ যেখানে বসিয়া ছিলেন তথায় গমন করিল এবং নিষ্ঠুরতা পূর্ব্বক তাঁহাকে পূর্ব্ববৎ প্রহার করিতে লাগিল। নিরুপায় যুবরাজ আর্ত্ত স্বরে অনেক ক্ষণ মহা চীৎকার করিলেন পরে কাতরতা প্রকাশ পুরঃসর ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন কিন্তু এক শত আঘাত সমাপ্ত না করিয়া সে দুঃশীলা বিরতা হইল না। সে প্রহার করিতেং কহিতে লাগিল তুই আমার পরম প্রণয়ভাজন প্রিয়তমের প্রতি নিষ্ঠুরতা করিয়াছিস্ তোকে দয়া করিব ? অনন্তর নিয়মিত প্রহার সমাপন হইলে যুবরাজের গাত্রে প্রথমতঃ ছাগলোমের জঘন্য বসন তদুপরি রাজ পরিচ্ছদ আবরণ করিয়া দিল। তাহার পর শোকালয়ের দিকে গমন পূর্ব্বক তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া আদৌ অনেক ক্ষণ বিলাপ করিল। পরে শয়ন মধ্যে উপপতি আছে এই বোধে তন্নিকটবর্ত্তিনী হইয়া কহিল অয়ি নাথ, তুমি এমত নিষ্ঠুর, তদেকজীবনা এই প্রণয়িনীর প্রতি এতাবৎ দিন নির্দয় থাকিয়া উৎকণ্ঠা জন্মাইলে, এখনও দয়া হইবে না। তদনন্তর পতির প্রতি আক্রোশ প্রকাশ করত তাহার উদ্দেশে কহিল অরে রাজা তুই প্রহার প্রাপ্তি কালে আমার মনুষ্যত্ব নাই বলিয়া আক্রোশ প্রকাশ করিস্, তোর এই ক্রূরতার দণ্ড কি তদপেক্ষা অধিক সম্ভবে না ? অরে বিশ্বাসঘাতক দুরাত্মা তুই আমার জীবনাধিক প্রিয় জনের জীবন বিনষ্ট প্রায় করিয়া আমাকেও মৃতকল্প করিয়া রাখিয়াছিস্ তোর্ কি মনে পড়ে না ? পরে শয়ান নরনাথকে আপনার প্রাণ-

নাথ কাফ্রি জ্ঞান করিয়া কহিল হে জীবনজ্যোতিঃ তুমি কি নিয়তই এই রূপ মৌনাবলম্বী হইয়া থাকিবে? আমি কি তোমার মধুর বচন আর শুনিতে পাইব না? এই দুঃখেই কি প্রাণ ত্যাগ করিব? বিনয় পূর্ব্বক নিবেদন করি একবার একটী কথা কহ।

রাজা তাহার ঐ সমস্ত বিলাপ বচন শ্রবণানন্তর গভীর নিদ্রা হইতে উত্থিতের ন্যায় হইয়া ছল পূর্ব্বক কাফ্রি জাতির স্বরে কহিলেন পরমেশ্বরের অনির্ব্বচনীয় শক্তি, তাঁহার নিকট কাহারো কোন ক্ষমতা চলে না। কুহকিনী প্রিয়তমের পুনর্ব্বার প্রতিবচন প্রাপ্ত হইবে কখন মনেও করে নাই, প্রতিবাক্য আকর্ণনে কর্ণকুহর শীতল বোধ করিয়া আনন্দ গদ্গাদ স্বরে চীৎকার পূর্ব্বক কহিল হে প্রিয়তম তুমি কি আমাকে বঞ্চনা করিতেছ? এ কি তোমারই উক্তি? রাজা কহিলেন ওরে দুশ্চারিণি তুই কি উত্তর প্রাপ্তির যোগ্যা? মায়াবিনী নম্রতা প্রকাশ পুরঃসর নিবেদন করিল প্রিয়তম তুমি কি আমাকে ভর্ৎসনা করিতেছ? তিনি কহিলেন তুই প্রতিদিন তোর স্বামিকে নিষ্ঠুরতা পূর্ব্বক প্রহার করিস্ তাহার সকরুণ রোদন ধ্বনি ও আর্ত্তনাদ শ্রবণে আমি নিরন্তর অস্থির হইয়া থাকি, তাহাকে যদ্যপি কুহক হইতে মুক্ত করিতিস্ এত দিন আরোগ্য লাভ করিয়া পুনর্ব্বার বাক্ শক্তি প্রাপ্ত হইতে পারিতাম। তুই আমাকে মৌনী দেখিয়া নিরন্তর পরিতাপ করিতেছিস্ বটে কিন্তু তুই আপনিই তো আমার এই রোগের কারণ। মায়াবিনী কহিল প্রিয়তম তাহাকে যন্ত্রণা না দিলে যদি তোমার সন্তোষ হয় বল এখনি মুক্ত করিয়া আইসি? কি বল? তাহাকে পূর্ব্বাবস্থাপন্ন করাইব? রাজা কহিলেন হাঁ, এখনি গিয়া তাহাকে মুক্ত কর্, তাহার আর্ত্তনাদে আমার শ্রবণ বিবর আর যেন ব্যথিত না হয়।

কুহকিনী এতাবৎ শ্রবণে তৎক্ষণাৎ শোকাগার হইতে বহির্গতা হইয়া জলপাত্র হস্তে গ্রহণ করত একটী মন্ত্রোচ্চারণ করিল তাহাতে পাত্রস্থ জল এবম্প্রকার ফুটিতে লাগিল যেন অগ্নিতে সন্তপ্ত হইল। তদনন্তর সে স্বামির গৃহে প্রবেশ করিয়া তদীয় গাত্রে বারি প্রক্ষেপ পূর্ব্বক কহিল যদ্যপি জগৎ স্রষ্টার সকাশাৎ এই আকার প্রাপ্ত হইয়া থাক কিম্বা তিনি তোমার প্রতি বিতুষ্ট হইয়া এই আকৃতি করিয়া থাকেন তবে এতদবস্থাতেই থাকিবে কিন্তু যদি আমার মায়ার দ্বারা এই রূপ হইয়া থাক তবে পুনর্ব্বার স্বাভাবিক আকার প্রাপ্ত হও। এই রূপ কহিবামাত্রে যুবরাজ পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক মহানন্দে ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিলেন। মায়াবিনী তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিল এখনি এই দুর্গ হইতে বহির্গমন কর, আর প্রত্যাগমন করিও না, এখানে থাকিলে তোমার জীবন বিনাশ হইবে। যুবরাজ তাহার কথায় দ্বিরুক্তি না করিয়া তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিলেন এবং আগন্তুক মহানুভব পুরুষ হইতেই এই পরিত্রাণ হইল মনে বুঝিয়া তাঁহার শেষ কার্য্য দর্শন প্রতীক্ষায় অস্থির হওত তৎ সন্নিকটেই এক স্থানে লুক্কায়িত হইয়া রহিলেন।

কুহকিনী তদনন্তর রোদনাগারে গমন করিয়া শয়ান নরপতিকে কাফ্রি জ্ঞানে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল প্রাণনাথ তোমার আদেশানুরূপ কর্ম্ম সমাধা করিয়া আসিলাম এখন গাত্রোত্থান কর, বহুকালাবধি তোমার সমাশ্লেষ সুখে বঞ্চিত আছি আলিঙ্গন করিয়া সুখী কর আর বিলম্ব করিও না। রাজা কাফ্রির স্বরে উগ্রভাবে কহিলেন আমার আরোগ্যের নিমিত্ত তোর্ কর্ত্তব্য কর্ম্ম এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই, তোর্ স্বামিকে যাতনা মুক্ত করাতে দোষের কিয়দংশ ক্ষালিত হইল বটে, কিন্তু তাহার মূলোচ্ছেদ করা আবশ্যক। মায়াবিনী কহিল কি করিলে অপরাধ মার্জ্জনা হয় আজ্ঞা কর। রাজা কহিলেন তুই এই রাজ্য ও চারি উপদ্বীপ সমুদায় মায়া যোগে বিনষ্ট করিয়াছিস্ পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ করিয়া দে, এতদ্ব্যতীত আমার অন্য কি উদ্দেশ্য আছে? প্রতিদিবস

নিশীথে ঐ জলাশয়ের মৎস্যচয় জল হইতে মস্তকোত্তোলন পূর্ব্বক আমাদিগের উভয়ের প্রতি অভিসম্পাত করে, আমি যে এত কালেও আরোগ্য লাভ করিতেছি না তাহার যথার্থ কারণ এই। এখনি যা, সকল সামগ্রী যথাবৎ স্থাপন করিয়া আয়, আমার এই আদেশ সম্পন্ন করিয়া যখন আসিবি তখন তোকে হস্ত প্রদান করিব এবং তুই আমার কর ধারণ করিলে উঠিয়া বসিব।

এই কথায় কুহকিনীর আশ্বাস জন্মিল, সে আহ্লাদিতা হইয়া কহিল প্রাণনাথ ইহা করিলেই তো তুমি আরোগ্য প্রাপ্ত হইবে? আমি এখনি গিয়া তোমার আজ্ঞা প্রতিপালন করিতেছি। তদনন্তর বহির্গমন পূর্ব্বক জলাশয়ের নিকট উত্তীর্ণ হইয়া হস্তে এক গণ্ডূষ জল লইল এবং ইতস্ততঃ প্রক্ষেপ করত একটী মন্ত্রপাঠ করিল তাহাতে তৎক্ষণাৎ নগর পূর্ব্বের ন্যায় প্রকাশমান হইল; এবং মীনগণ স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বালিকা, যবন, খ্রীষ্টিয়ান, পারসী ও য়ীহুদী, তথা স্বাধীন ও অধীন ভেদে সকলে মানব রূপে আবির্ভূত হইয়া আপন২ পূর্ব্বাকার পুনঃ প্রাপ্ত হইল। অপর বাটী ও পণ্যশালা সকল লোকে পরিপূর্ণ হইল ফলতঃ বিকৃতি ভাব প্রাপ্ত হইবার অগ্রে যে স্থানে যে পদার্থ যে ভাবে ছিল সমুদায় পূর্ব্ববৎ অবিকল হইল। ঐ স্থানের অদূরবর্ত্তি শিবির মধ্যে রাজার যে সমস্ত সৈন্য সামন্ত ছিল তাহারা জন মানব শূন্য অরণ্য প্রায় ভূমিতে হঠাৎ লোক পূর্ণ সুনির্ম্মিত নগর অবলোকন করিয়া সাতিশয় বিস্ময়াকুল হইল।

মায়াবিনী মায়াযোগে রাজ্যের যে সমস্ত বিকৃতি করিয়াছিল সমুদায় পূর্ব্বাবস্থায় স্থাপন পূর্ব্বক অধুনা আপনার মনোরথ সম্পূরণাভিলাষে সেই রোদনালয়ে ত্বরায় প্রত্যাগমন করিয়া কহিল প্রাণবল্লভ তোমার আজ্ঞানুরূপ সমস্ত নির্ব্বাহ করিয়া আসিলাম এক্ষণে আপনার আরোগ্যের চিহ্ন দেখাইয়া আমাকে সুখী কর, বিলম্ব করিও না, শীঘ্র

গাত্রোত্থান করিয়া আমাকে আপনার কর দাও। রাজা তখনও কাফ্রির স্বরে প্রতিবচন প্রদান করত কহিলেন তবে সমীপে আইস। ঐ দুষ্টা তাঁহার কিঞ্চিৎ নিকটস্থা হইলে তিনি সানন্দ মনে কহিলেন আরো সন্নিহিতা হও। দুশ্চারিণী প্রিয়তমের আজ্ঞানুসারে সন্নিধি বর্ত্তিনী হওয়াতে রাজা গাত্রোত্থান পূর্ব্বক তাহাকে হঠাৎ এবম্প্রকারে ধারণ করিলেন যে সে চিনিতে পারিল না, পরে তরবারি দ্বারা একাঘাতেই দ্বিখণ্ড করিয়া আপনার দুই পার্শ্বে তাহার শরীরের দুই ভাগ নিক্ষেপ করিলেন। সেই শবটা তথায় তদ্রূপে পড়িয়া থাকিল, রাজা ব্যস্ত সমস্ত হইয়া তখনি কৃষ্ণ উপদ্বীপের যুবরাজের অনুসন্ধান করিতে গেলেন, কিয়ৎ ক্ষণ অন্বেষণের পর তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইলে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন যুবরাজ নির্ভয় হও, তোমার দারুণ শত্রুকে শমন সদনের আতিথ্য স্বীকার করাইয়াছি।

যুবরাজ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পূর্ব্বক রাজাকে নমস্কার করিলেন এবং কহিলেন আপনি আমার অনির্ব্বচনীয় উপকার করিলেন জগদীশ্বর সন্নিধানে সতত প্রার্থনা করিব আপনার দীর্ঘায়ু ও মহা সৌভাগ্য হয়। রাজা সস্নেহ বচনে গৌরব প্রদর্শন পূর্ব্বক কহিলেন আমিও আকাঙ্ক্ষা করি তুমি আপন রাজ্যে নিশ্চিন্ততায় ও পরম সুখে কাল যাপন কর, আমার রাজ্য এখান হইতে অতিশয় দূর নহে, যদিস্যাৎ কদাচিৎ দর্শনাকাঙ্ক্ষা হয় তথায় গমন করিলে মহা সুখী হইব এবং তোমার এতাদৃশ অভ্যর্থনা করিব যে তাহাতে বোধ করিবে যেন আপনার রাজ্যেই আছ। যুবরাজ কহিলেন হে অদ্ভুতবীর্য্য মহোদয় আপনি কি অনুমান করেন আপনকার রাজ্য এ স্থানের অদূরবর্ত্তী? রাজা উত্তর করিলেন আমার অনুমান হয় চারি পাঁচ ঘণ্টার অধিক পথ দূরস্থ হইবে না। যুবরাজ কহিলেন মহারাজ চারি পাঁচ ঘণ্টা কি, এক বৎসরের পথ অন্তর

আমার এই দেশ মায়াধীন ছিল তাহাতেই উল্লেখিত সময় মধ্যে আপনকার আগমন হইয়া থাকিবেক, এক্ষণে মায়া মোচন হইয়াছে সুতরাং রূপান্তর দেখিতে পাইবেন। কিন্তু এতাদৃক্ অধিক দূরবর্ত্তি হইলেও আমি আপনার পশ্চাদ্গামী হইতে বিমুখ হইব না, আপনকার রাজ্য পৃথিবীর অপর সীমায় থাকিলেও আমি অবশ্য তথায় গমন করিব; আপনি আমার বন্ধন দশার মুক্তি দাতা, যত কাল জীবিত থাকিব আপনার প্রতি কৃতজ্ঞতাচরণ করিব, এবং তদর্থ বিনা ক্ষোভে স্বীয় রাজ্য ত্যাগ করিয়া আপনার সঙ্গেই গমন করিব।

রাজা আপনার রাজ্য হইতে এত অধিক দূরে আগমন করিয়াছেন অবগত হইয়া অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইয়াছিলেন, এবং কি নিমিত্ত এ প্রকার ঘটিল অগ্রে বিবেচনা করিতে পরেন নাই, পরে কৃষ্ণ উপদ্বীপের যুবরাজ তাদৃশী ঘটনার কারণ বিশেষ রূপে বুঝাইয়া দিলে জানিতে পারিলেন, এবং কহিলেন হে যুবরাজ তোমার সাহায্য করিয়া সফল হওয়াতে এতাদৃক্ দূরবর্ত্তী হওয়া আমার পক্ষে ক্ষোভকর হইতেছে না, আমি তোমাকে পুত্র স্বরূপ লাভ করিয়াছি, তুমি আমার সমভিব্যাহারে গমন করিলে আরো অধিক স্নেহের পাত্র হইবে, আমার সন্তানাদি নাই, তোমাকেই আপনার উত্তরাধিকারী করিলাম। এই রূপ কথোপকথনের পর উভয়ে পরম প্রেম প্রকাশ পুরঃসর পরস্পর আলিঙ্গন করিলেন। তৎপরে যুবরাজ যাত্রার আয়োজনার্থ আদেশ করিলেন তাহাতে তিন সপ্তাহের মধ্যে সমুদায় প্রস্তুত হইল। অনন্তর যুবরাজ এক জন আত্মীয় ব্যক্তিকে আপনার অনুপস্থিত কাল যাবৎ রাজকার্য্য নির্ব্বাহার্থ প্রতিনিধি নিযুক্ত করিলেন, কিন্তু তাঁহার বিদেশ গমনের উদ্যোগে সভাসদ ও রাজ্যস্থ সমস্ত জনগণ সকলেই বিষাদ প্রকাশ করিতে লাগিল।

তদনন্তর কৃষ্ণ উপদ্বীপের যুবরাজ রাজসমভিব্যাহারে যাত্রা করিলেন, তাঁহার সঙ্গে ধনাগারস্থ মহামূল্য দ্রব্য চয় এক শত উষ্ট্রে উহ্যমান হইয়া চলিল এবং সুসজ্জিত পঞ্চাশৎ ভদ্র ব্যক্তি অনুচর হইয়া গেলেন। সকলেই মহা২ আনন্দে গমন করিতে লাগিলেন, কিয়ৎ মাস পরে রাজার রাজ্য নিকটবর্ত্তী হইলে তিনি আপনার প্রত্যাগমন বার্ত্তা এবং দীর্ঘকাল অনাগমনের কারণ বিজ্ঞাপনার্থ অগ্রে এক জন অমাত্যকে পাঠাইয়া দিলেন তাহাতে রাজ্যের কর্ম্মচারী সমস্ত ব্যক্তি পরমানন্দে মগ্ন হইয়া রাজ সন্দর্শনার্থ অগ্রসর হইল এবং তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া নিবেদন করিল মহারাজ আপনার শুভাগমনে বিলম্ব হইলেও রাজকীয় কোন কার্য্যের হানি হয় নাই। নগরবাসিরাও আগমন পূর্ব্বক রাজদর্শনজন্য আনন্দ প্রকাশ করত ধন্যবাদ করিতে লাগিল, অপর এই উপলক্ষে ক্রমাগত কতিপয় দিবস উৎসব হইল।

রাজা রাজধানী মধ্যে উপস্থিত হইয়া পর দিবস পরিষন্মধ্যে অমাত্য বর্গ সহ উপবেশন পূর্ব্বক যে ঘটনা জন্য আপনার প্রত্যাগমনে বিলম্ব হইল সবিশেষ বর্ণনা করিয়া সকলকে অবগত করাইলেন, পরে সর্ব্ব সমক্ষে কৃষ্ণ উপদ্বীপের অধিপতির পরিচয় প্রদান করত কহিলেন এই যুবরাজ আপনার রাজ্য হইতে আমার সমভিব্যাহারে আগমন করিয়াছেন, ইহাঁকে আমি পোষ্যপুত্র করিব। তদনন্তর যে সকল অধিকৃত পুরুষ রাজার অনুপস্থিতি কালে সদ্ব্যবহার করিয়াছিল তাহাদের প্রতি সন্তোষ প্রকাশ পুরঃসর পুরস্কারার্থ প্রত্যেককে পদ ও মর্য্যাদা এবং উপযুক্ত পারিতোষিক প্রদান করিলেন।

ধীবর কৃষ্ণ উপদ্বীপের যুবরাজের মুক্তি প্রাপ্তির প্রথম সোপান হওয়াতে রাজা তাহাকে নানা পুরস্কারে সম্মানিত করিলেন এবং তাহার ও তদীয় পরিবারস্থ লোক দিগের যাবজ্জীবন সুখে কালযাপনের উপায় করিয়া দিলেন।

এক বাহক, তিন উদাসীন রাজপুত্র এবং বোগ্‌দাদস্থ রমণীত্রয়ের গল্প।

কালিফ হারুণ আল রসীদের রাজত্ব সময়ে তদীয় রাজধানী বোগ্‌দাদ নগরী মধ্যে এক জন বাহক বসতি করিত। সে ব্যক্তি যদিও জঘন্য এবং বিজাতীয় শ্রমসাধ্য ব্যবসায়ে প্রবর্ত্তমান ছিল তথাপি অবসর পাইলে বিজ্ঞতা এবং রসিকতা প্রকাশে ক্রটি করিত না। ঐ বাহক এক দিবস প্রত্যূষে একস্থানে একটী করণ্ডিকা সম্মুখে রাখিয়া দণ্ডায়মান আছে ইত্যবসরে শুভ্র বসনের অবগুণ্ঠনবতী নানাভরণ ভূষিতা পরম রমণীয়া এক তরুণী তাহার সন্নিধানে উপস্থিতা হইয়া সুমধুর বচনে বলিলেন ওহে বাহক তুমি করণ্ডিকা সহিত আমার পশ্চাৎ২ আইস। যুবতী এই কএকটী কথা এতাদৃশ সুনীতি প্রদর্শন পূর্ব্বক সুস্বরে কহিলেন যে তৎশ্রবণে বাহকের মনে সাতিশয় সন্তোষ ও অনুপম আনন্দ জন্মিল। সে হৃষ্টচিত্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ করণ্ডিকা মস্তকে উত্তোলন পূর্ব্বক আপনা আপনি এই কথা কহিতে২ সুন্দরীর পশ্চাদ্গামী হইল আহা অদ্য আমার কি সুপ্রভাত, কি সৌভাগ্য।

তরুণী অগ্রে২ গমন করিয়া এক ভবনের নিকট উপনীতা হইলেন এবং তাহার দ্বার রুদ্ধ থাকাতে উদ্ঘাটন নিমিত্ত কবাটে করাঘাত করিলেন তাহাতে অন্তঃপুর হইতে দীর্ঘশ্মশ্রু যুক্ত এক জন প্রাচীন খ্রীষ্টিয়ান আসিয়া দ্বার মুক্ত করিয়া দিল; যুবতী তাহাকে একটীও কথা না কহিয়া তাহার হস্তে কতকগুলি মুদ্রা সমর্পণ করিলেন, সেই স্থবির ঐ যোষার অভিপ্রায় জানিত অতএব গৃহমধ্যে গিয়া কিয়ৎ বিলম্বে সুরা পূর্ণ একটা পাত্র আনিয়া উপনীত করিল। সেই পাত্র আনীত হইলে যুবতী বাহককে কহিল তোমার করণ্ডিকা মধ্যে এই পাত্র তুলিয়া লও এবং আমার

পশ্চাৎ২ আইস। ভারবাহক তাহার উপদেশানুসারে তাহা তুলিয়া লইল এবং কহিতে লাগিল আহা অদ্য কি সুখের দিন, আমার অনির্ব্বচনীয় আনন্দ ও চমৎকার জন্মিতেছে।

রমণী কিয়দ্দূর গমন করিয়া এক জন ফল পুষ্প বিক্রয়ির বিপণিতে উপস্থিতা হইলেন; তথায় আতা, নেবু, পিচ, ইত্যাদি বিবিধ ফল এবং মেদিপাতা, দাড়িম্ব পুষ্প, তথা পদ্ম, মল্লিকাদি সুরভি কুসুম ক্রয় পূর্ব্বক বাহককে কহিলেন তোমার করণ্ডিকা মধ্যে এ সকল দ্রব্যও উঠাইয়া লও। পরে মাংস বিক্রয়ির পণ্যশালার নিকট দিয়া গমন করিতে করিতে ১০। ১২ সের আমিষ ক্রয় করিয়া বাহকের ঐ করণ্ডিকা মধ্যে তুলিয়া দিলেন।

তদনন্তর যাইতে২ আর এক দোকান হইতে কিঞ্চিৎ উত্তম আচার ও অন্য পণ্যশালা হইতে নানা প্রকার মেওয়া ও অপর বিপণি হইতে বিবিধ মোরব্বা ক্রয় করিয়া সে সকলও বাহকের ঝুড়িতে দিলেন। বাহক ঐ সমস্ত দ্রব্যে করণ্ডিকা পূর্ণ দেখিয়া কহিল ঠাকুরাণি আপনি এত অধিক দ্রব্য সামগ্রী ক্রয় করিলেন যদ্যপি পূর্ব্বে ইঙ্গিত করিতেন একটা ভারবাহক অশ্বতর কিম্বা উষ্ট্র আনিতাম আর অধিক সামগ্রী ক্রয় করিলে বহনে আমি অসমর্থ হইব। রমণী সেই বাহকের এতদ্বাক্যে হাস্য করিয়া এই মাত্র কহিলেন আমার পশ্চাৎ আইস।

পরে এক গন্ধবণিকের পণ্যশালায় গমন করিয়া লবঙ্গ, জৈত্রী, মরিচ, আর্দ্রক, এবং অন্যান্য বিবিধ দ্রব্য ক্রয় করিলেন তাহাতে করণ্ডিকা সম্পূর্ণ রূপে পরিপূর্ণ হইল তদনন্তর কামিনী বাহককে কহিলেন আমার সঙ্গে আইস। সে তদনুবর্ত্তী হইয়া চলিতে২ সুন্দর স্তম্ভ ও গজ দন্ত নির্ম্মিত দ্বার যুক্ত এক মনোহর অট্টালিকার নিকট উপস্থিত হইল। রমণী সেই আগারের দ্বার সন্নিধানে দণ্ডায়মান হওত কবাটে করাঘাত করিতে লাগিলেন।

যাবৎ দ্বার মুক্ত না হইল তাবৎ বাহক মনোমধ্যে নানা প্রকার বিতর্ক করিতে আরম্ভ করিল এবং কহিল এ কি আশ্চর্য্য, এতাদৃশী শোভনা রমণী কদাপি দাস্য কর্ম্মের উপযুক্তা নহে অথচ এই ভবনাধিকারির গৃহ কর্ম্ম করণে নিযুক্তা দেখিতেছি। তদনন্তর ঐ ভাবিনীর ভাব ভঙ্গি অবলোকনে অনুমান করত কহিতে লাগিল এ যোষা যদিও স্বাধীনা না হয় তথাচ দাসী নহে। পরে এই অবলার অবস্থাদির বিষয় জিজ্ঞাসা করি ইহা মনে করিয়া বাক্য প্রয়োগের উপক্রম করে ইতিমধ্যে দেখিতে পাইল গৃহাভ্যন্তর হইতে অপর একটা সুরূপা সুন্দরী রমণী আসিয়া দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দিল। বাহক তাহার মনোহর রূপের ছটা অবলোকন করিয়া এমত মোহিত হইল যে তাহার বোধ হইল মস্তকস্থ করণ্ডিকা দ্রব্যাদি সহিত যেন ধরাতলে পড়িয়া গেল। অপর অনুমান করিল যেন সম্মুখস্থা রমণীর তুল্য কোন সুন্দরী আপনার জীবনকালের মধ্যে অবলোকন করে নাই, সে যাহা হউক, যে অবলা বাহককে সমভিব্যাহারে আনয়ন করিয়াছিলেন তিনি তাহার ভাব অনুভব করিয়া কারণ অনুমান করিয়াছিলেন এবং তাহার মুখের ভঙ্গি দ্বারা মনের অভিপ্রায়ের বিষয়ে চিন্তা করিতেছিলেন অতএব গমনার্থ দ্বার উদ্ঘাটিত হইলেও ঐ দিকে মনঃ না থাকাতে জানিতে পারিলেন না। পরে অভ্যন্তর হইতে আগতা রমণী কহিলেন বাহিরে দণ্ডায়মান হইয়া কাহার অপেক্ষা করিতেছ ভিতরে আইস না? দেখিতেছ না বাহক ভারাক্রান্ত হইয়াছে, আর সহ্য করিতে পারে না?

উক্তা রমণী দ্বারপালিকার এই কথায় সচকিত হইয়া অভ্যন্তরে প্রবিষ্টা হইলেন এবং আগতা অবলাও পুনর্ব্বার দ্বার রুদ্ধ করিয়া তাঁহার সঙ্গে২ গেলেন। পরে তাহারা তিন জনে একটা অঙ্গনের মধ্য দিয়া গমন করত চারি দিগে শ্রেণিবদ্ধ কুঠরী এবং বারাণ্ডায় সুশো-

ভিত এক সভাগারে প্রবেশ করিলেন, ঐ সভার এক ভাগে চন্দন কাষ্ঠে নির্ম্মিত, আবলুসের স্তম্ভ চতুষ্টয়োপরি স্থিত, বৃহদাকার চমৎকার হীরকে ও মণি মুক্তাদিতে খচিত, এবং স্বর্ণ মণ্ডিতরক্ত বর্ণ সাটীনের আবরণে আচ্ছাদিত এক সিংহাসন স্থাপিত ছিল, আর মধ্যস্থলে শুভ্র বর্ণ প্রস্তরের একটী বৃহৎ পাত্র ছিল, তদুপরি সংস্থাপিত ধাতুনির্ম্মিত সুশোভন এক সিংহের প্রতিমূর্ত্তি হইতে অনবরত বারি পতন হইতেছিল।

বাহক যদিও ভারাক্রান্ত হইয়াছিল তথাপি ঐ অট্টালিকার সৌন্দর্য্য ও দ্রব্যাদির শোভা সন্দর্শনে তাহার পরম হর্ষোদয় হইল, বিশেষতঃ সিংহাসন স্থিতা রমণীর রূপ লাবণ্য অবলোকনে তাহার মনঃ সমধিক সমাকৃষ্ট হইল। সিংহাসনাসীনা তরুণী অপর দুই যোষা সন্দর্শনে নিম্নে অবতরণ পূর্ব্বক তাহাদের সন্নিধানে আসিলেন। বাহক আপনার সমভিব্যাহারিণী দুই রমণীর আচার ব্যবহার নিরীক্ষণে নিঃসন্দেহ বোধ করিল সিংহাসনস্থা কামিনী প্রধানা। ফলেও তিনি গৃহস্বামিনী, এবং ঐ দুই অবলা তাঁহার অনুচরী ছিল। প্রধানা অঙ্গনার নাম জোবেদী, যে দ্বার মুক্ত করিয়া দিয়াছিল তাহার নাম সফি, এবং যে আহারীয় দ্রব্যাদি আনয়নার্থ গমন করিয়াছিল তাহার নাম আমিনী।

জোবেদী সহচরীদ্বয়ের প্রতি সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন এই বাহক মস্তকস্থ ভারে অবসন্ন হইতেছে, ইহার মাথা হইতে শীঘ্র মোট নামাইয়া লইয়া বিদায় করিতেছ না কেন? আমিনী ও সফি তাঁহার এই বাক্যে সত্বর হইয়া বাহকের শিরস্থ ভারাবতরণ নিমিত্ত উভয়ে করণ্ডিকার একং দিগে হস্ত দিল এবং জোবেদিও তাহাদের সাহায্যার্থ ধরিল অতএব তিন জনে ধরিয়া মোট নামাইলেন পরে সকলেই কিছুং করিয়া দ্রব্য সকল তুলিয়া লইলেন। তদনন্তর আমিনী আপনার হস্তস্থ থালিয়া হইতে মুদ্রা বহিষ্করণ পূর্ব্বক বাহককে

বহনের বেতন প্রদান করিলেন। সে যাহা প্রাপ্ত হইল তাহাতেই মহা সন্তুষ্ট হইয়া আপনার করণ্ডিকা গ্রহণ পুরঃসর গমনের উদ্যম করিল কিন্তু ঐ তিনটী অপূর্ব্বা সুন্দরীর প্রতি পুনর্ব্বার দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক অবলোকন করাতে তাহার মনে কি ভাব জন্মিল দুই এক পদ গমন করিয়া আর যাইতে ইচ্ছা হইল না। আমিনী এত ক্ষণ পর্য্যন্ত অবগুণ্ঠনবতী হইয়া তাহার সঙ্গে আসিয়াছিলেন গৃহে আসিয়া অবগুণ্ঠন উত্তোলন করাতে বাহক তাহাকেও ভবনস্থ দুই অঙ্গনার তুল্য মনোহর রূপবতী দেখিতে পাইল অধিকন্তু সেই সুশোভন সদন মধ্যে একটীও পুরুষ নাই কেবল ঐ রমণীয় রমণীত্রয় থাকাতে তৎকারণ জিজ্ঞাসা জন্যও তাহার মনে অত্যন্ত উৎসুক্য জন্মিল সুতরাং সে গমনের উদ্যম করিলেও অবিলম্বে নিবৃত্ত হইল এবং মনেং এই বিতর্ক করিতে লাগিল আমিনী যে সকল শুষ্ক ফল, পিষ্টক এবং মিষ্টান্নাদি আনয়ন করিলেন তৎ সমুদায়ই অতিরিক্ত মদ্য পায়ি ও নৃত্য গীত কারি দিগের উপযুক্ত।

জোবেদী বাহককে গমনে নিবৃত্ত হইতে অবলোকন করিয়া প্রথমতঃ মনে করিলেন এ ব্যক্তি সমধিক ভার বহনে শ্রান্ত হইয়াছে বোধ হয় বিশ্রাম নিমিত্ত আশু বহির্গমনে ক্ষান্ত হইল তথাচ জিজ্ঞাসা করিলেন বাহক তুমি কাহার অপেক্ষা করিতেছ, সমুচিত বেতন প্রাপ্ত হইয়াছ কি না? পরে আমিনীকে কহিলেন বাহককে আরো কিছু দিয়া সন্তুষ্ট কর। বাহক এতৎ শ্রবণে কহিল ঠাকুরাণি আমি তন্নিমিত্ত বিলম্ব করিতেছি না, পরিশ্রমের সমধিক বেতন প্রাপ্ত হইয়াছি। আমার যত ক্ষণ এস্থানে থাকা উচিত তদপেক্ষা অধিক কাল বিলম্ব করাতে মূর্খতা প্রকাশ হইতেছে আপনিই বুঝিতে পারিয়াছি তথাপি দাঁড়াইয়া থাকিবার কারণ এই, আপনারা তিন জন এতাদৃশ রূপ লাবণ্য সম্পন্ন, আপনাদের সন্নিধানে একটীও পুরুষ নাই, এতদ্বিষয় চিন্তা করাতে আমার মনে আশ্চর্য্য জ্ঞান জন্মিয়াছে; হে ঠাকুরাণি পুরুষ

সম্প্রদায় মধ্যে অঙ্গনা না দেখিলে যেমন বিষাদ জন্মে তরুণীনিকর সন্নিধানে পুরুষ না থাকা তদ্রূপ ক্ষোভের বিষয়। এই বাক্য কহিয়া আপনার উত্তরের পোষকতা নিমিত্ত রসিকতা পূর্ব্বক আরো কিঞ্চিৎ বক্তৃতা করিল এবং বোগ্দাদ নগরে সচরাচর যে একটা কথা কহিত চারি জন একাসনে না বসিলে সুখোৎপত্তি হয় না তাহাও পুনরুক্ত করিল, পরিশেষে কহিল এই অট্টালিকা মধ্যে আপনারা তিন জন মাত্র আছেন আপনাদের মধ্যে চতুর্থ ব্যক্তির মিলন হওয়া অত্যাবশ্যক।

রমণীরা বাহকের বাক্য শুনিয়া মনোমধ্যে কৌতুকাবিষ্ট হইলেন, কিন্তু জোবেদী গভীর স্বরে কহিলেন ওহে বাহক কেন বাগাড়ম্বর করিয়া আপনার উন্মত্ততা প্রকাশ করিতেছ, যদিও আমারদের বিষয় জানাইবার প্রয়োজন নাই তথাপি জ্ঞাপন করি শুন, আমরা তিন জনে আপনাদের কর্ম্ম কার্য্য অতি সংগোপনে সম্পন্ন করি, কেহ জানিতে পারে না, আমাদিগের বিষয় কাহার জ্ঞানগোচর হয় এই ভয়ে আমরাও কাহাকে বলি না। আমরা এক খানি পুস্তক পাঠ করিয়া তাহাতে এই উপদেশ পাইয়াছি যে "আপনার রহস্য কাহার নিকট ব্যক্ত করিও না, কারণ প্রকাশ করিলে আর আপনার আয়ত্ত থাকিবেক না, ফলতঃ গোপনীয় বিষয় যদি আপনারই মনোমধ্যে রাখিতে না পারা গেল তবে অন্যের নিকট প্রকাশ করিলে সে অপ্রকাশ রাখিবে সম্ভাবনা কি?"

বাহক কহিল হে ঠাকুরাণীগণ আপনাদের আকার নিরীক্ষণেই আমার অনুভব হইয়াছিল আপনারা কোন প্রকার অদ্ভুত গুণ ধারণ করেন এক্ষণে নিশ্চয় পরিজ্ঞান হইল, কিন্তু হে সুশীলাগণ আমার অদৃষ্ট অপ্রসন্ন এ প্রযুক্তই আমি এই জঘন্য জীবিকা ভারবাহকের ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত আছি, আমি সাধ্যানুসারে দর্শন বিদ্যার আলোচনা ও ইতি-

হাসাদি পাঠ দ্বারা জ্ঞান লাভ করিতে ত্রুটি করি নাই, এক পুস্তকে আমিও একটী হিতোপদেশ পাইয়া তদনুসারে আচরণ করিয়া থাকি তাহা এই "অর্ব্বাচীন ও বিশ্বাসঘাতক ব্যক্তির নিকট কদাপি গুপ্ত বিষয় ব্যক্ত করিবে না কিন্তু বিজ্ঞ ব্যক্তিকে রহস্য কহিতে সঙ্কুচিত হওয়া অনুচিত, কেননা তৎসন্নিধানে তাহা সুগুপ্ত থাকে।" অতএব আমার নিকট যদি কোন গোপনীয় কথা কহেন তাহা যেন সিন্দুক মধ্যে স্থাপন করিয়া তাহার কুঞ্জিকা হারাইবেন।

জোবেদী বাহকের বাগ্‌ভঙ্গি শ্রবণে বিবেচনা করিলেন এ ব্যক্তি বুদ্ধিমান বটে, তাঁহার অনুমান হইল আমরা যে মহোৎসব করিব এ ব্যক্তি তাহাতে আমোদ করিতে অভিলাষ করে অতএব সহাস্য আস্যে তাহাকে কহিলেন আমাদের আয়োজন অবলোকনে তোমার বোধ হইয়া থাকিবে অদ্য কোন উৎসব করিব এবং তাহাতে ব্যয়ও অধিক হইবেক তুমি যদিস্যাৎ এ উপলক্ষে কিছু আনুকূল্য করিতে পার তাহা হইলে তোমাকে এই উৎসবে অংশী হইতে দেওয়া যায়। সুন্দরী সফীও তাঁহার সহিত এক বাক্য হইয়া কহিলেন ওহে বাহক তুমি কি এ কথা শুন নাই কিছু প্রদান করিলেই কিছু পাওয়া যায়, না দিলে প্রাপ্ত হয় না।

বাহক তাহাদের সহিত বচন বৈদগ্ধী করণে পরাস্ত হওয়াতে তজ্জন্য লজ্জিত হইয়া পলায়নোন্মুখ হইল কিন্তু আমিনী তাহার পক্ষাবলম্বন করিয়া বলিলেন ভগিনি আমি বিনয় করি ইহাকে আমারদিগের নিকট অবস্থান করিতে দেও, আমার এতদ্রূপ অনুরোধ করিবার তাৎপর্য্য এই, এ ব্যক্তি আমাদিগকে আমোদিত করিতে পারিবে, কেননা দেখিতেছি তদ্বিষয়ে ইহার ক্ষমতা আছে, হে ভগিনীদ্বয় আমি নিশ্চয় বলিতেছি যদ্যপি এ ব্যক্তি সাহসাবলম্বন পূর্ব্বক ত্বরান্বিত হইয়া আমার পশ্চাদ্গামী না হইত তবে এতাদৃশ অল্প সময়ে এতাবৎ প্রচুর সামগ্রী

সংগ্রহ করিতে পারিতাম না, এতদ্ব্যতীত এ বাহক পথিমধ্যে আসিতেং যে সকল কৌতুককর কথা কহিয়াছে যদ্যপি ব্যক্ত করি তাহা হইলে ইহার প্রতি আমার এই অনুগ্রহ প্রকাশে তোমাদের আশ্চর্য্য বোধ হইবে না।

বাহক আমিনীর বাক্য শ্রবণে আনন্দগদ্গদ হইয়া ভূমিতলে জানু পাতন পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কহিল সুন্দরি আমি অনুমান করি আমার অসীম সুখের সময় উপস্থিত হইল, আপনি আমার প্রতি যে প্রকার দয়া প্রকাশ করিলেন তাহা কহিয়া শেষ করিতে পারি না। পরে তিন জনকেই সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল ওগো ঠাকুরাণীরা আপনারা মনে করিবেন না আমাকে যে সমাদর করিলেন তাহাতে আমি কৃতঘ্নতাচরণ করিব অথবা আপনাকে ঐ সম্ভ্রমের যোগ্য পাত্র বিবেচনা করিয়া দর্পিত হইব, আমি চির দিন আপনাদের দাসানুদাসই আছি। এই রূপ কহিয়া যে মুদ্রা প্রাপ্ত হইয়াছিল তাহা প্রত্যর্পণের উপক্রম করিল, তাহাতে জোবেদী কহিলেন বাহক ঐ মুদ্রা তোমার নিকট রাখ, কোন ব্যক্তি আমাদিগের কর্ম্ম করিলে তাহাকে বেতন স্বরূপে যাহা প্রদান করি পুনর্ব্বার তাহা প্রত্যাহরণ করি না, কিন্তু এই পণে তোমাকে আমাদিগের নিকট থাকিতে দিব যে সকল গুপ্ত বিষয় অবগত হইবে কাহার সন্নিধানে কদাপি ব্যক্ত করিবে না এবং আমাদের নিয়মের অনুবর্ত্তী হইয়া সর্ব্বতোভাবে সদাচরণ করিবে। জোবেদী বাহকের সঙ্গে এই রূপ কথোপকথন করিতে লাগিলেন এই সময়ে আমিনী স্বীয় বসন পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক ভোজনের আয়োজন ও পরিবেশনাদি করণার্থ দৃঢ়রূপে কটি বন্ধন করিলেন পরে বহুবিধ মাংস ও কতিপয় পাত্র মদিরা এবং পানার্থ স্বর্ণ নির্ম্মিত নানা প্রকার চসক আনিয়া ভোজন স্থানে উপনীত করিলেন। অনন্তর সকলে ভোজনার্থ চারি দিক বেষ্টন করিয়া বসিলেন এবং বাহককেও নিকটে উপবেশন করিতে কহিলেন। সে পরমা সুন্দরী

তিন রমণীর সহিত ভোজনে বসিয়া পরম সুখ অনুভব করত আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিল।

সকলে আহারারম্ভ করিলে আমিনী এক পাত্রে আপনার নিমিত্ত কিঞ্চিৎ মদিরা ঢালিয়া লইলেন এবং আরবীয় ব্যবহারানুসারে তাহা পান পূর্ব্বক আর দুই বার মদ্যে পূর্ণ করিয়া ক্রমে দুই ভগিনীকে দিলেন তাঁহারাও একে২ পান করিলেন। তৎপরে সেই পাত্র পুনর্ব্বার সুরা পূর্ণ করিয়া বাহককে প্রদান করিলেন। বাহক তাঁহার হস্ত চুম্বন পূর্ব্বক পাত্র গ্রহণ করিয়া পান করিবার পূর্ব্বে একটী গান আরম্ভ করিল, তাহার অর্থ এই, যেমত কোন সুরভি গন্ধ যুক্ত স্থান দিয়া গন্ধবহ বহমান হইলে ঐ স্থলের সৌরভ অন্যত্র যায় তদ্রূপ এই যে মদিরা প্রাপ্ত হইয়া পানের উপক্রম করিতেছি ইহা তোমার হস্ত হইতে আগত হওয়াতে স্বাভাবিকাপেক্ষা অধিক সুগন্ধি হইয়াছে। বাহকের এই সংগীত শ্রবণে তাহারা তিন জনেই আহ্লাদিত হইলেন এবং আপনারাও প্রত্যেকে একং টী গান করিলেন ফলতঃ সকলেই মহা সুখে আমোদ প্রমোদ করিতে লাগিলেন, এই রূপে অনেক ক্ষণ গত হইল।

দিবা গতপ্রায় হইলে সফী বাহককে কহিলেন ওহে বাহক, ভগিনীরা কহিতেছেন তুমি গাত্রোত্থান করিয়া যাত্রাকর, আর বিলম্ব করিলে গমনের সময় অতীত হইবে। তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে বাহকের বাসনা ছিল না, অতএব সে এই প্রতিবচন প্রদান করিল ওগো ঠাকুরাণীরা আমাকে এবম্প্রকার অবস্থান্বিত করিয়া এখন কোথায় যাইতে আদেশ করিতেছেন। আপনাদের মনোহর রূপ লাবণ্য অবলোকন ও মধুর আলাপ শ্রবণে আমি আনন্দ সাগরে মগ্ন হইয়া অচৈতন্য প্রায় হইয়াছি, এখন কি আমি আপনার বাস স্থানের পথ চিনিতে পারিব? আমার চৈতন্যোদয় নিমিত্ত এই রাত্রি ক্ষমা করুন, যেখানে থাকিতে কহিবেন সেই স্থানেই থাকিব, আমি সম্পূর্ণ এক

নিশার ন্যূনে আপনার স্বাভাবিক চেতনা প্রাপ্ত হইতে পারিব না; কিন্তু যখন গমন করিব তখনও আমার অন্তঃকরণের অধিকাংশ এখানেই থাকিবেক।

আমিনী বাহকের রসান্বিত সকাতর বচনে কৌতুকাবিষ্ট ও স্নেহান্বিত হইলেন এবং তাহার সপক্ষতা অবলম্বন পূর্ব্বক গৃহস্বামিনীকে কহিলেন ভগিনী এ ব্যক্তি যাহা কহিতেছে যথার্থ বটে, আমার অনুমান হইতেছে ইহার প্রার্থনা অসঙ্গত নয়। এ আমাদের ভবনে আগমন করিয়া অবধি আমাদিগকে নানা প্রকারে আমোদী করিয়াছে যদ্যপি আমার কথা রক্ষা কর তবে অনুরোধ করিয়া বলি অদ্য রাত্রি ইহাকে আমাদিগের সমীপে অবস্থান করিতে অনুমতি দাও। জোবেদী কহিলেন ভগিনি তুমি যদি বাহকের জন্য এতাদৃক যত্নবতী হইলে তবে তোমার অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারি না। পরে বাহককে কহিলেন ওহে তোমার প্রার্থনা গ্রাহ্য করিলাম কিন্তু তোমাকে একটী অঙ্গীকার করিতে হইবেক, আমরা রজনী ভাগে যে কোন আচার ব্যবহার করিব তাহার কারণানুসন্ধান করিতে পাইবে না, আমাদের কর্ম্মের সহিত তোমার কোন সম্পর্ক নাই, তুমি যদি তদ্বিষয়ে কোন প্রশ্ন কর তবে তোমার প্রাতিকূল্যাচরণ পুরঃসর বিপরীত ব্যবহার করিব, তাহাতে তোমাকে নিতান্ত নিরানন্দ হইতে হইবেক, অতএব সাবধান, আমাদের কোন বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধান করিও না।

বাহক উত্তর করিল ঠাকুরাণি আমি আপনাদের নিকট অঙ্গীকার করিতেছি আপনারা যাহা আজ্ঞা করিবেন তাহাই করিব এবং কায়-মনো-বাক্যে সেই আদেশ পালনে যত্নবান্ হইব, নিয়ম ভঙ্গ জন্য আমার প্রতি আপনাদিগকে ভর্ৎসনা বা দণ্ড বিধান করিতে হইবেক না। আমি আপনাদের সন্নিধানে এই বাগিন্দ্রিয়কে নির্ব্বাক্ করিয়া রাখিব এবং আমার নয়ন দর্পণের ন্যায় হইয়া থাকিবেক

তাহাতে এক নিমেষে দুষ্ট পদার্থ স্থানান্তরিত হইলে নিমেষান্তরে তাহার চিহ্ন মাত্র প্রকাশ পাইবেক না। জোবেদী গভীর স্বরে কহিলেন বাহক আমরা তোমাকে যে নিয়মে নিবদ্ধ করিতেছি এ নূতন নহে, আমাদিগের মধ্যেও এতদ্রূপ নিয়ম আছে, ঐ দেখ দ্বারের উপরিভাগে কি লেখা রহিয়াছে। বাহক তাঁহার এই বাক্যে কিঞ্চিৎ অন্তরে গিয়া ঊর্দ্ধ দৃষ্টি হওত অবলোকন করিল, স্বর্ণ মণ্ডিত বৃহদক্ষরে লেখা রহিয়াছে "যে কেহ আপনার অনধিকার বিষয়ের চর্চ্চা করে তাহাকে অসন্তোষকর উক্তি শুনিতে হয়" তৎপরে বাহক সেই রমণীদের সন্নিধানে প্রত্যাগমন করিয়া কহিল আমি শপথ পূর্ব্বক কহিতেছি অনধিকার চর্চ্চা করা দূরে থাকুক আপনাদিগের বিষয়ে একটী কথাও কহিব না।

বাহক নিয়ম পালনে অঙ্গীকার করিলে আমিনী রাত্রিভোজনের সামগ্রী আনয়ন করিলেন এবং অগুরু চন্দনাদি যোগে বিনির্ম্মিত বর্ত্তি সকল জ্বালিয়া দিলেন তাহাতে আলয় আলোকময় ও সৌরভে সুবাসিত হইল, পরে জোবেদী দুই ভগিনী ও বাহকের সহিত অশনে বসিলেন এবং চারি জনে আহার, পান, সংগীত ও কবিতা পাঠ করিতে লাগিলেন। রমণীরা বাহককে এই বলিয়া পানোন্মত্ত করিতে লাগিলেন ওহে আমাদের কুশলার্থ এক পাত্র পান কর, এবং মধ্যেং পরস্পর হাস্য পরিহাস করাতে পরম কৌতুক হইতে লাগিল। তাঁহারা সকলে এই রূপ আমোদে আছেন এতদবসরে বহির্দ্বারে কপটাঘাতের শব্দ হইল তাহাতে তিন জনে তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান পূর্ব্বক দ্বার উদ্ঘাটন করিতে গেলেন। সফীই সর্ব্বদা দ্বার মুক্ত করণের কর্ম্ম করিতেন অতএব তিনি অগ্রসর হইলেন, ভগিনী দ্বয় তাহাকে অগ্রসারিণী দেখিয়া পশ্চাদ্ভাগে অবস্থান পূর্ব্বক মনে করিলেন তবে ইনি আসুন ইহার প্রমুখাৎ অগবত হইব এত রাত্রিতে কে আমাদিগের নিকট কি কর্ম্মের নিমিত্ত

এখানে আসিল। কিয়ৎ ক্ষণ পরে সফী প্রত্যাগমন করিয়া জ্ঞাপন করিলেন হে ভগিনীদ্বয় অদ্য এই নিশার অধিকাংশ পরম সুখে যাপনের এক উপায় উপস্থিত হইয়াছে যদ্যপি আমার মতের সহিত তোমাদিগের মতের ঐক্য হয় ঐ বিষয় কহি। উদাসীনের পরিচ্ছদ ধারী তিনটী আশ্চর্য্যাকার পুরুষ দ্বারে আসিয়া দণ্ডায়মান আছে কিন্তু তাহাদের তিন জনেরই দক্ষিণ চক্ষু অন্ধ, এবং মস্তক শ্মশ্রু ও ভ্রূ মুণ্ডিত। তাহারা কহিল বোগ্দাদ নগর হইতে এই মুহূর্ত্ত এস্থানে পদার্পণ করিয়াছে, এখানে আর কখন আইসে নাই, ঘোরান্ধকার প্রযুক্ত আপনাদের অবস্থিত্যর্থ স্থান নির্ণয় করিতে না পারাতে বেড়াইতেং দৈবাৎ আমাদের দ্বারে আসিয়া কপাটে করাঘাত করিয়াছে, আমি দ্বার খুলিলে ঈশ্বরের নামোচ্চারণ পূর্ব্বক বিনীত ভাবে কহিতে লাগিল এই বাটীর মধ্যে যদি কোন স্থানে আশ্রয় পাই তাহা হইলে চরিতার্থ হই। হে ভগিনি, তাহাদের ব্যগ্রতা দর্শনে আমার বোধ হইল অশ্বশালা প্রাপ্ত হইলেও মহা সন্তুষ্ট হয়, তাহারদের আকৃতি দ্বারা অনুমান হয় কিঞ্চিৎ শৌর্য্য বীর্য্যও আছে, অধিকন্তু তাহাদিগের তিন জনেরই অদ্ভুত অভিন্নাকার, তাহাতে তাহাদিগকে দেখিয়া আমি হাস্য সম্বরণ করিতে পারি নাই, এই বলিয়া হাসিয়া গড়াইয়া পড়িলেন। তাঁহার কথা শুনিয়া অন্য দুই রমণী এবং বাহকও হাস্য করিতে লাগিল। পরে সফী জিজ্ঞাসা করিলেন ভগিনীরা কি বল তাহাদিগকে কি অভ্যন্তরে আসিতে দিব? তাহাদের যে প্রকার আকার বর্ণনা করিলাম আমার বিলক্ষণ বোধ হইতেছে তাহাদিগকে লইয়া এক্ষণাপেক্ষা অধিক আমোদে কাল হরণ করিতে পারা যাইবেক। তাহারা এখানে আসিলে আমাদের কোন ক্ষতি হইবেক না কেবল এই রাত্রির নিমিত্ত বাসস্থান যাচ্ঞা করিতেছে, প্রভাত হইলেই এস্থান হইতে প্রস্থান করিবে তবে আসিবার আদেশ হউক না?

জোবেদী ও আমিনী সফীর প্রার্থনায় সহসা সম্মত না হইয়া প্রথমতঃ আপত্তি করিলেন, তাহার কারণ সফীরও বোধগম্য হইল কিন্তু দ্বারে সমাগত ব্যক্তিত্রয়ের প্রতি করুণা প্রযুক্তই হউক অথবা কৌতুকাভিলাষের আবির্ভাব জন্যই হউক পুনর্ব্বার প্রার্থনা করিয়া তাঁহাদিগকে সম্মত করিলেন, তাহাতে জোবেদী তন্মতবর্ত্তিনী হইয়া কহিলেন তবে যাও সঙ্গে করিয়া লইয়া আইস কিন্তু অগ্রে সাবধান করিয়া দিও যেন অনধিকার চর্চ্চা না করে অপর দ্বারের উপরিভাগে যাহা লিখিত আছে পাঠ করিতে কহিও। সফী জোবেদীর এতদাদেশে আনন্দিতা হইয়া দ্বার উদ্ঘাটনার্থ গমন করিলেন এবং অনতিবিলম্বে সেই তিন উদাসীনকে সঙ্গে করিয়া আনিলেন।

উদাসীনেরা পুরমধ্যে প্রবেশ করিলে জোবেদী ও আমিনী গাত্রোত্থান পূর্ব্বক যথোচিত অভ্যর্থনা করিলেন। পরে ঐ ব্যক্তিরা শিরোবনমন পূর্ব্বক নমস্কার করিলে তাঁহারাও তাহাদিগকে এই বলিয়া সম্ভাষণ করিলেন সমস্ত দিবস ভ্রমণে শ্রান্তি বোধ হইয়া থাকিবে এক্ষণে তদপগমের সম্ভাবনা হওয়াতে আমরা মহা সুখী হইলাম, পরে তাহাদিগকে আপনাদের সন্নিধানে উপবেশনার্থ আসন প্রদান পূর্ব্বক বসিবার জন্য অভ্যর্থনা করিলেন। সেই ভবনের সৌন্দর্য্য দর্শনে এবং সেই তিনটী অঙ্গনার মধুর বচন শ্রবণে চমৎকৃত হইয়া উদাসীনেরা তিন জনেই সুন্দরী দিগের মহত্ত্ব বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিল। অধিকন্তু আসন গ্রহণের পূর্ব্বে বাহক দৃষ্টিপথবর্ত্তী হওয়াতে তাহাকে অন্য প্রকার পরিচ্ছদধারী দেখিয়া মনে করিল বোধ হয় এ মানুষ আমাদিগের বিরুদ্ধাচারী, তাহার চিহ্ন এই যে আমাদিগের মস্তক শ্মশ্রু ও ভ্রূ মুণ্ডিত, এ ব্যক্তি অস্মাদৃশ নহে। পরে তাহাদের মধ্যে এক জন কহিল অনুমান হয় এ আমাদিগের বিপরীত মতাবলম্বী আবরীয় লোক।

বাহক তাহার ঐ কথা শ্রবণে বিরক্ত হইল এবং পীত মদ্যের মাদকতায় অর্দ্ধ মুদ্রিত নয়ন হইয়া ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক কহিল মৌনাবলম্বন পুরঃসর বসিয়া থাক, অনধিকার চর্চ্চা করিও না, দ্বারের উপরে কি লেখা আছে তাহা পাঠ কর নাই? সংসারের সকল লোকই তোমাদিগের মতানুবর্ত্তী হইবে এতাদৃশী আশা করা অনুচিত, তোমরাই কেন আমাদিগের অনুগামী হও না? প্রথম উদাসীন উত্তর করিল ওহে সুজন বন্ধু কেন রোষ পরবশ হও? তুমি ক্রোধ করিলে অসুখী হইব, আমরাই তোমার মতানুবর্ত্তী হইতে প্রস্তুত আছি। তাহাদের মধ্যে এই রূপ বাক্ কলহের উপক্রম দেখিয়া রমণীরা মধ্যস্থতা করত উভয় পক্ষকে শান্ত করিলেন।

উদাসীনেরা অধ্যাসীন হইলে রমণীরা তিন ভগিনীতে তাহাদিগকে আহার প্রদান করিলেন, পরিশেষে সফী সুরা আনিয়া পানার্থ প্রত্যেককে একং পাত্র প্রদান করিতে লাগিলেন। তাহারা ইচ্ছানুরূপ আহার পান করিয়া ইঙ্গিত করিল যদ্যপি বাদ্য যন্ত্রাদি পাইতাম পরমানন্দে আপনাদিগকে বাদ্য শ্রবণ করাইতাম। সুন্দরীত্রয় তাহাদের এই কথায় কৌতূহলাক্রান্ত হইলেন এবং সফী তৎক্ষণাৎ একটী বংশী, একটী মোর্চঙ্গ ও একটী মৃদঙ্গ আনিয়া দিলেন, তাহাতে যাহার যে যন্ত্র মনোরম্য হইল তিনি তাহা গ্রহণ করিয়া বাদ্য করিতে আরম্ভ করিলেন এবং রমণীরা মহা কৌতুকে গান করিতে লাগিলেন সেই সংগীতের ভাবে তাঁহাদের আস্য হাস্যে পরিপূর্ণ হইল।

এই রূপ আমোদের সময়ে বহির্দ্বারে হঠাৎ কপাটাঘাতের ধ্বনি হইল তাহাতে সফী গাত্রোত্থান পূর্ব্বক দেখিতে গেলেন কে আসিয়াছে।

শহর্জাদি এতাবৎ উপন্যাস বর্ণন করিয়া শহরিয়ার রাজাকে সম্বোধন করত কহিতে লাগিলেন মহারাজ তত রাত্রে এক ব্যক্তি ঐ ভাবিনীদের ভবনদ্বারে আসিয়া কেন

কবাটে করাঘাত করিল এতদ্বিষয় আপনকার জ্ঞাতসার হওয়া আবশ্যক, নৃপতি হারুণ আল রসীদ প্রতিদিন নিশীথে ছদ্মবেশে রাজবেশ্ম হইতে বহির্গমন পূর্ব্বক সর্ব্বত্র অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতেন পুরবাসিগণ নিস্তব্ধ আছে কি না। সেই যামিনী যোগে নিয়মিত সময়ে তিনি প্রধান মন্ত্রী জিয়াফর এবং খোজা মেসরোর সমভিব্যাহারে বহির্গত হইয়া তিন জনে বণিক্‌বেশে ভ্রমণ করিতে-ছিলেন। ঐ অঙ্গনাদের সদনের সমীপবর্ত্তি বর্ত্ম দিয়া গমন করিতে২ বাটীর মধ্যে তত রাত্রে যন্ত্রের নিনাদ ও হাস্য পরিহাসের কোলাহল শ্রবণ করিয়া মন্ত্রিকে কহিলেন এই ভবনের অভ্যন্তর হইতে এবম্বিধ কোলাহল শব্দ শ্রুত হইতেছে ইহার দ্বারে গিয়া কপাটে করাঘাত কর, বাটীর মধ্যে প্রবেশ পুরঃসর কারণ অবগত হইবার নিমিত্ত আমার অত্যন্ত বাসনা হইতেছে। মন্ত্রী এতদাদেশ শ্রবণে নৃপতিকে নিবৃত্ত করিতে মানস করিয়া নিবেদন করিলেন মহারাজ বোধ হয় এ বাটীর মধ্যে স্ত্রীলোকেরা আমোদ প্রমোদ করিতেছে সুরা পানে তাহাদের মত্ততা জন্মিয়া থাকিবে অতএব এক্ষণে এই পুর মধ্যে প্রবেশ করা বিহিত নয়, কি জানি যদি অপমান করে। অপর তাহারা এ সময় সুখ ভোগ করিতেছে আমরা সম্মুখে গেলে তাহা-দের আমোদে ব্যাঘাত হইতে পারে, অকারণ কোন জনের আনন্দানুভবে ভঙ্গ দেওয়ার আবশ্যকই বা কি? কালিফ কহিলেন মন্ত্রিন্ যুক্তি প্রদর্শন পুরঃসর এতদ্রূপ তর্ক করিবার প্রয়োজন নাই, আমার নিদেশানুসারে আশু অগ্রসর হইয়া দ্বারে করাঘাত কর।

অমাত্য জিয়াফর নৃপাদেশে দ্বারে গিয়া আঘাত করিতে লাগিলেন, সেই ধ্বনি শ্রবণে সফী আসিয়া কপাট উদ্ঘাটন করিলেন। ঐ রমণীর হস্তে একটী প্রদীপ থাকাতে মন্ত্রী তাহার আলোক যোগে অবলোকন করিলেন ঐ অবলার রূপ লাবণ্য অতি চমৎকার। অমাত্য তাহাকে দেখিয়া চতু-

রতা পূর্ব্বক সগৌরব বচনে কহিলেন ঠাকুরাণি আমরা তিন জন মশনদেশস্থ বণিক্, দশ দিবস হইল বহুবিধ মূল্যবৎ দ্রব্য সামগ্রী সমভিব্যাহারে এতন্নগরে আসিয়া এক স্থানে বাসা করিয়া আছি। এই নগরীর এক জন মহাজন অদ্য ভোজনের নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন তাঁহার ভবনে উত্তম-রূপ আহার হইল পরে সুরা পানে আমাদের মহা প্রফু-ল্লতা জন্মিয়াছিল। অপর সেই পণ্যজীবী আমাদের বিশেষ প্রমোদের নিমিত্ত এক সম্প্রদায় নর্ত্তকী আনাইয়াছিলেন তাহাদের নৃত্য দর্শনে আমরা কৌতুকান্বিত হইয়া বাদ্য করিতেছিলাম সকলের আহ্লাদ ও কৌতূহলের কলরবে মহা কোলাহল হইতেছিল, তাহাতে প্রহরিরা আসিয়া সেই ভবনের দ্বার মুক্ত করাইল এবং তোর্য্যত্রিকী সভায় যে২ লোক ছিল সকলকে এক২ করিয়া ধরিতে লাগিল, সৌভাগ্য ক্রমে আমরা একটা প্রাচীর উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক পলায়ন করিয়া আসিতেছি, এখানকার লোকদের সহিত আমাদের পরি-চয় নাই, এবং আবাস গৃহও নিকটবর্ত্তী নয় অধিকন্তু বোধ হইতেছে পরিমাণাপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক সুরাপানও করিয়া থাকিব অতএব শঙ্কিত হইতেছি বাসায় উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে পাছে অন্য প্রহরি অথবা সেই নগর-পালের হস্তেই পতিত হই, আর এ সময় বাসায় যাও-য়াও বৃথা, সেই বাটী মধ্যে যাহারা আছে তাহারা প্রত্যূষ না হইলে কদাপি দ্বার খুলিয়া দিবে না। হে ঠাকুরাণি এই কারণে আমরা এই পথ দিয়া যাইতে২ এই বাটীর মধ্যে বাদ্য যন্ত্রের ধ্বনি ও মনুষ্যের কলরব শুনিয়া বিবেচনা করিলাম অত্রস্থ ব্যক্তিরা নিদ্রিত হন নাই অতএব এতন্মধ্যে এই রাত্রির জন্য আশ্রয় প্রাপ্তির আশায় দ্বারে আঘাত করিয়াছি প্রার্থনা করি অনুগ্রহ করিয়া প্রভাত পর্য্যন্ত আমাদিগকে গুপ্তভাবে অবস্থানের উপযুক্ত স্থান দাও। যদ্যপি আমাদিগকে আপনাদের আমোদে অংশী হইবার উপযুক্ত পাত্র জ্ঞান কর তাহা হইলে আমরা যথাসাধ্য

চেষ্টা করিয়া এই কিয়ৎ ক্ষণ তোমাদের সুখের যে ব্যাঘাত করিলাম তাহার পরিশোধ করিতে পারিব। যদিস্যাৎ ঐ বিষয়ে মত না হয় তবে নিতান্ত পক্ষে এই অনুগ্রহ কর রাত্রিটা বাটীর মধ্যে বারাণ্ডায় পড়িয়া থাকিতে দেও।

অমাত্য যখন এই প্রকার উক্তি করেন তখন সুন্দরী সফী তাঁহার ও তৎসঙ্গিদিগের আপাদ মস্তক দর্শন করিতেছিলেন। তাঁহাদের সৌন্দর্য্য ও শ্রীদ্বারা তাঁহার অনুমান হইল ইহাঁরা সামান্য মনুষ্য নহে। মন্ত্রির কথাবসানে তিনি বলিলেন আমি এ বাটীর কর্ত্রী নহি, ক্ষণ কাল বিলম্ব কর জিজ্ঞাসা করিয়া উত্তর দিতেছি। তদনন্তর অভ্যন্তরে গিয়া জোবেদীর নিকট সমস্ত কথা কহিলেন। তিনি ঐ বিষয়ের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য পক্ষে ক্ষণ কাল বিবেচনা করিতে লাগিলেন, কিন্তু স্বভাবতঃ দয়ালু ছিলেন, এবং করুণার আবির্ভাবেই সেই নিশাতে অন্য তিন জন উদাসীনের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া গৃহের মধ্যে স্থান দিয়া ছিলেন অতএব দ্বারস্থিত ব্যক্তিদিগকে বাটীতে আনিতে কহিলেন। তাহাতে সফী পুনর্ব্বার দ্বারে গিয়া রাজা কালিফ, তদীয় প্রধান মন্ত্রী এবং খোজাধ্যক্ষকে ভিতরে আনয়ন করিলেন। তাহারা অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া রমণীদিগকে ও উদাসীনগণকে শিষ্টতা প্রকাশ পুরঃসর নমস্কার করিলেন, সুন্দরীরাও তাঁহাদিগকে সাধু জ্ঞানে বিনয় করত উপবেশনার্থ আসন দিলেন। পরে জোবেদী গভীর ভাবে কহিলেন তোমরা এ স্থানে স্বচ্ছন্দে থাক কিন্তু তোমারদিগের নিকট একটী অনুগ্রহ ভিক্ষা করি তাহাতে বিপরীত ভাবিও না। মন্ত্রী উত্তর করিলেন কি আকাঙ্ক্ষা কর বল, এতাদৃশী সুন্দরীদিগের প্রার্থনায় কে অসম্মত হইতে পারে? জোবেদী কহিলেন আমার প্রার্থনা এই, সকল বিষয় চক্ষে নিরীক্ষণ মাত্র করিবে তদুপলক্ষে কোন কথা কহিতে পারিবে না, অপর দৃষ্ট ও শ্রুত বিষয়ের কারণ জিজ্ঞাসা করিও না, ফলতঃ অনধিকার চর্চ্চার ইচ্ছা যেন কোন প্রকারে প্রকাশমান না হয় তাহা

হইলেই অসুখজনক উক্তি শুনিতে হইবেক। মন্ত্রী উত্তর করিলেন ঠাকুরাণি আপনি যে রূপ কহিবেন তাহাই করিব, আমরা এতাদৃশ নির্ব্বোধ নহি যে অন্যায় দোষালোচনায় বা নিষিদ্ধ বিষয়ে প্রবৃত্ত হই, আমাদের আত্ম কার্য্য সমাধা হইলেই যথেষ্ট হইল, পরাধিকার চর্চ্চায় প্রয়োজন কি? তদনন্তর সকলেই আসন পরিগ্রহ করিলেন। প্রথমতঃ অন্যান্য বিষয়ের কথোপকথন হইতে লাগিল এবং রমণীত্রয়ের সহিত ভোজনকারি লোকেরা আনন্দ প্রকাশ পূর্ব্বক শেষে সমাগত ব্যক্তিদিগের কুশলোদ্দেশে সুরা পান করিলেন।

মন্ত্রী জিয়াফরও ঐ অবলাদের সঙ্গে বসিয়া নানা কৌতুক করত আমোদ জন্মাইতে লাগিলেন কিন্তু রাজা কালিফ কামিনীদিগের অনুপম রূপ লাবণ্য ও সুস্বভাব অবলোকনে উপবেশন করিয়া অবধি মনোনিবেশ পূর্ব্বক ঐ বিষয়ের চিন্তায় নিমগ্ন রহিলেন, কিয়ৎ ক্ষণ পরে দেখিতে পাইলেন তিনটী উদাসীনেরই দক্ষিণ চক্ষু অন্ধ, তাহাতে তাঁহার সাতিশয় আশ্চর্য্য জন্মিল এবং এই অদ্ভুত বিষয়ের কারণানুসন্ধানার্থ অত্যন্ত ব্যগ্র হইলেন কিন্তু রমণীরা গৃহমধ্যে স্থান দানের প্রাক্কালে যে অঙ্গীকার করাইয়াছিল তাহা স্মরণ পথে উদিত হওয়াতে সহসা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস হইল না, অপর কুটীর মধ্যে বিবিধ বহুমূল্য দ্রব্য ও বিচিত্র তৈজস পাত্রাদি এবং বাটীর অপূর্ব্ব নিয়ম দর্শনে তাঁহার স্বান্তমধ্যে সন্দেহ জন্মিতে লাগিল এ সকল ব্যাপার ভৌতিক না কি?

সকলে সুখাসীন হইয়া নানা প্রকার আমোদ প্রমোদ ও জীবন নির্ব্বাহের বিবিধ বিষয়ে পরস্পর কথোপকথন করিতেছেন ইত্যবসরে উদাসীনেরা হঠাৎ গাত্রোত্থান পূর্ব্বক স্ব২ প্রকৃত্যনুসারে নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন। রমণীত্রয় তাঁহাদের নৃত্যের পারিপাট্য অবলোকনে সাতিশয়

সন্তুষ্ট হইয়া ভূরি২ প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং রাজা কালিফ ও তাঁহার সমভিব্যাহারিগণও পরিতোষ প্রকাশ পুরঃসর অগণ্য ধন্যবাদ দিলেন। উদাসীনেরদের নৃত্য সমাপ্ত হইলে জোবেদী আসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক গাত্রো-থান করিয়া আমিনীর কর ধারণ করত কহিলেন ভগিনি ওঠ সভাস্থ ব্যক্তিরা এখানে বসিয়া আমোদ প্রমোদ করুন ইহাঁদের সুখে ভঙ্গ দিবার প্রয়োজন নাই, এই আমোদে আত্ম বিস্মৃত হইয়া আমাদের নিত্য কর্ম্মের বাধ করা উচিত হয় না, চল, আমরা আপনাদের কর্ত্তব্য ব্যাপার নির্ব্বাহার্থ গমন করি। আমিনী ভগিনীর অভ্যর্থনায় গাত্রোত্থান পূর্ব্বক ভোজন ও পানের পাত্র সকল এবং যে সমস্ত যন্ত্র লইয়া উদাসীনেরা বাদ্য করিতেছিলেন সমুদায় স্থানান্তরে লইয়া গেলেন। পরে সফী গৃহ পরিষ্কার ও তন্মধ্যস্থ সামগ্রী সমগ্র স্থানে২ সজ্জিত করিয়া দীপ সকল উজ্জ্বল করিয়া দিলেন। অনন্তর দুই পার্শ্বে আস্তর বিস্তীর্ণ করিয়া দিয়া এক দিকে উদাসীনদিগকে ও অপর দিগে কালিফ এবং তাঁহার সঙ্গিদিগকে বসিতে কহি-লেন। পরিশেষে বাহকের প্রতি কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন ওহে ওঠ, আমরা যাহা২ চাহি, আনিয়া দাও, তোমার শরীরে যথেষ্ট বল আছে, নিষ্কর্ম্মা হইয়া থাকা উচিত হয় না। বাহক ঐ সময় শয়ন করিয়া থাকাতে মদ্যের মাদকতাপগমে স্বস্থ হইয়াছিল, সফীর ঐ কথা শ্রবণ-মাত্রে ব্যস্ত সমস্ত হইয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক আজ্ঞা পালনার্থ বসন দ্বারা দৃঢ়রূপে কটি বন্ধন করিল এবং কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিল ঠাকুরাণি কি করিতে হইবে আজ্ঞা করুন। সফী তাহাকে সত্বর দেখিয়া কহিলেন বাহক তোমার আস্থা দর্শনে আমার যৎপরোনাস্তি পরিতোষ জন্মিল করপুটে দণ্ডায়-মান হইবার প্রয়োজন নাই। কিয়ৎ ক্ষণ পরে আমিনী এক প্রকার আসন আনয়ন পূর্ব্বক গৃহের মধ্যস্থলে স্থাপন করিলেন, পরে পার্শ্বস্থ একটী কুঠরীর নিকট গিয়া তাহার

দ্বার উদ্ঘাটন পূর্ব্বক সঙ্কেতে বাহককে ডাকিয়া উচ্চস্বরে কহিলেন আমাকে সাহায্য করিবে আইস্। বাহক তাঁহার সমভিব্যাহারে গৃহের মধ্যে গমন করিল এবং নিমেষ মধ্যে দুইটী কুক্কুরের গললগ্ন শৃঙ্খল ধারণ পূর্ব্বক তাঁহার সঙ্গেই প্রত্যগমন করিল ঐ সারমেয় দ্বয়ের আকৃতি দর্শনে বোধ হইল গৃহাভ্যন্তরে তাহাদের প্রতি উত্তেজনা অথবা কশা-দ্বারা আঘাত হইয়াছিল।

জোবেদী পূর্ব্বাবধি কালিফ ও উদাসীনদিগের মধ্যস্থলে আসনোপরি অধ্যাসীনা হইয়াছিলেন এক্ষণে বাহক নিকটস্থ হইলে খেদ প্রকাশ পূর্ব্বক কহিলেন আমরা আপনাদিগের নিয়মিত কর্ম্ম করি। তৎপরে কফোণি পর্য্যন্তের বসন আকুঞ্চন করিয়া সফীর হস্ত হইতে একটী যষ্টি গ্রহণ পূর্ব্বক কহিলেন ওহে বাহক একটা কুক্কুর আমিনীর নিকট রাখিয়া অপরটা আমার সমীপে আন। বাহক তৎক্ষণাৎ আজ্ঞা পালনার্থ গমম করিল, পরে যখন জোবেদীর নিক-টস্থ হইল তখন ঐ সারমেয় চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল এবং বিষণ্ণ ভাবে মস্তক তুলিয়া ঐ রমণীর দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিল কিন্তু কুক্কুরের ঐ রূপ দৈন্য অব-লোকন করিয়াও কামিনীর অন্তঃকরণে করুণার সঞ্চার হইল না আর সারমেয়ের রোদন শব্দে বাটী পরিপূর্ণ হইলেও তাহাতে কর্ণপাত করিলেন না, যষ্টি লইয়া তাহার পৃষ্ঠে নির্দ্দয় ভাবে প্রহার করিতে লাগিলেন যখন আপনার শ্রান্তি বোধ হইল তখন লাঠিটা ফেলিয়া দিলেন, তৎ-পরে কুক্কুরের শৃঙ্খল আপনার করে গ্রহণ পূর্ব্বক তাহার থাবা ধরিলেন এবং শোকাকুল চিত্তে তাহার প্রতি কিয়ৎ ক্ষণ দৃষ্টি করিয়া রহিলেন, তাহাতে উভয়ের নয়ন হইতে অনর্গল অশ্রুজল বিনির্গত হইতে লাগিল। অনন্তর জোবেদী আপনার কর বসন দ্বারা সারমেয়ের নেত্রজল পুঁছাইয়া দিয়া তাহাকে চুম্বন করিলেন, শেষে বাহকের হস্তে শৃঙ্খল দিয়া কহিলেন ইহাকে যে স্থান হইতে আনয়ন করিয়াছিলে

সেই খানে রাখিয়া আইস এবং অপরটা আনয়ন কর।

বাহক প্রহারপ্রাপ্ত কুক্কুরকে গৃহমধ্যে রাখিয়া অপর যে টার নিমিত্ত জোবেদী অপেক্ষা করিতেছিলেন তাহাকে আমিনীর হস্ত হইতে লইয়া গেল। জোবেদী দ্বিতীয় সারমেয়ক আনীত দেখিয়া বাহকের প্রতি কহিলেন প্রথমটাকে যে রূপে ধরিয়াছিলে ইহাকেও সেই রূপে ধর। তৎপরে কশা লইয়া তাহার উপরেও তদ্রূপে প্রহার করিলেন, তদনন্তর তাহার সঙ্গে আপনি অনেক ক্ষণ ক্রন্দন করিয়া শেষে তাহার চক্ষুর জল পুঁছিয়া দিলেন এবং চুম্বন করিয়া বাহকের হস্তে পুনর্ব্বার সমর্পণ করিলেন কিন্তু তাহাকে লইয়া বাহককে গৃহমধ্যে যাইতে হইল না, আমিনী আসিয়া তাহার হস্ত হইতে লইয়া গেলেন।

তিন উদাসীন এবং রাজা কালিফ ও তাঁহার সঙ্গিগণ এই ব্যাপার অবলোকনে বিস্ময়াপন্ন হইলেন। তাঁহারা জানিতেন যাবনিক আচারে স্বজাতি অপবিত্র অস্পৃশ্য জন্তু, কিন্তু জোবেদী দুইটা কুক্কুরকে গুরুতর প্রহার করিয়া পশ্চাৎ কেন তাহাদিগের সহিত ক্রন্দন ও তাহাদের চক্ষুর জল মুছিয়া দিয়া চুম্বন করিলেন এ বিষয়ের কারণ অবধারণ করিতে পারিলেন না, পরে তাঁহাদের মধ্যে পরস্পর সংগোপনে এই বিষয়ের উপলক্ষে কথোপকথন আরম্ভ হইল, এবং নৃপতি কালিফের নিতান্ত বাসনা জন্মিল এই আশ্চর্য্য বিষয়ের হেতু অবগত হয়েন। তিনি মন্ত্রিকে সঙ্কেত করিলেন অমাত্য ইহার কারণ অনুসন্ধান কর, কিন্তু মন্ত্রী শিরশ্চালন পূর্ব্বক অস্বীকার করিলেন, পরে কালিফ ঐ বিষয়ের জন্য অমাত্যকে ইঙ্গিতে উত্তেজনা করাতে মন্ত্রী উত্তর করিলেন মহারাজ জিজ্ঞাসার সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই।

জোবেদী সারমেয় দ্বয়ের প্রতি প্রহার করিয়া সাতিশয় শ্রান্তা হইয়াছিলেন অতএব শ্রান্তি শান্তি করণাভিলাষে কিয়ৎ ক্ষণ নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকিলেন তাহাতে সফী

কহিলেন ভগিনি স্বচ্ছন্দে বিশ্রাম নিমিত্ত আপনার স্থানে কেন গমন করুন্ না? আমি কি এখন আপনার কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিব না? পরে জোবেদী কালিফ, জিয়াফর ও মেসরোরকে দক্ষিণে এবং তিন জন উদাসীনকে বামে রাখিয়া তাহাদিগের আসনের মধ্যস্থলে গিয়া বসিলেন, এবং সফীকে কহিলেন তোমার যদ্রূপ ইচ্ছা হয়, কর।

যে সকল ব্যক্তি তথায় মিলিত হইয়াছিল তাহারা ঐ কথা শুনিয়া আবার কি ব্যাপার হয় দেখিতে হইল মনে করিয়া সকলে নিঃশব্দ হইয়া রহিল। সফী জোবেদীর কথায় গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া আসনোপরি অধ্যাসীনা আমিনীকে কহিতে লাগিলেন ভগিনি গাত্রোত্থান কর, আমার অভিপ্রায় জানিতে পারিয়াছ কি না? তাহাতে আমিনী আসন হইতে উত্থান পূর্ব্বক যে গৃহ হইতে সারমেয় দ্বয় আনীত হইয়াছিল তদ্ভিন্ন অন্য এক কুঠরীতে প্রবেশ পূর্ব্বক পীত বর্ণের সাটীন বসনে আচ্ছাদিত হরিদ্বর্ণ একটী পাত্র লইয়া আসিলেন পরে তাহা উদ্ঘাটন পূর্ব্বক তন্মধ্য হইতে একটী বংশী বাহির করিয়া ভগিনীর হস্তে অর্পণ করিলেন। সফী তাহা গ্রহণ পূর্ব্বক বাজাইতে আরম্ভ করিয়া পরে বিরহ বিষয়ে এমত মনোহর একটী গান করিলেন যে তৎশ্রবণে ভূপতি কালিফ, ও সভাস্থ সমস্ত ব্যক্তির সম্মোহ জন্মিল। তিনি আন্তরিক সন্তাপ প্রকাশ করত ঐ সংগীত গান করিলেন অনন্তর গীত সমাপ্ত হইলে বংশীটী আমিনীর হস্তে সমর্পণ করত কহিলেন ভগিনি আমার সাতিশয় শ্রান্তি প্রযুক্ত স্বর ভঙ্গ হইয়া আসিল তুমি যন্ত্র লও এবং আমার পরিবর্ত্তে গীত বাদ্য করিয়া এই সভ্যদের আনন্দ বৃদ্ধি কর।

আমিনী তাঁহার হস্ত হইতে বংশী গ্রহণ পূর্ব্বক প্রথমতঃ পরীক্ষা করিয়া দেখিতে লাগিলেন তাল মান সমান আছে কি না। পরে কিয়ৎ ক্ষণ তাহা বাজাইয়া আসক্তি বিষয়ক একটী সংগীত আরম্ভ করিলেন এবং গান করিতেং তাহার

ভাবে ক্রমে এতদ্রূপ অভিভূত হইলেন যে গীতটী সমাপ্ত করিতে পারিলেন না। জোবেদী তাঁহার সংগীতের প্রশংসা করত কহিতে লাগিলেন আহা কি চমৎকার গান, এই শোকজনক সংগীতের গভীর ভাবে আমার মনঃ নিমগ্ন হইয়াছিল। তাঁহার ঐ বচনের প্রতিবচন প্রদানে আমিনীর অত্যন্ত বাসনা হইলেও বাক্য প্রয়োগে অসামর্থ্য প্রযুক্ত উত্তর করিতে পারিলেন না ফলতঃ এই সময়ে তিনি বিরহ ভাবে নিমগ্না হইয়াছিলেন তাঁহার চৈতন্য মাত্র ছিল না, অনতিবিলম্বে সংজ্ঞা জন্মিলে পুনর্ব্বার গান করণে প্রবৃত্তা হইলেন ইতিমধ্যে হঠাৎ গাত্র হইতে অঙ্গ-বসন পড়িয়া গেল তাহাতে বক্ষঃস্থলের বস্ত্রও সঞ্চালিত হইল, কিন্তু ঐ স্থল যদ্রূপ শুভ্র দৃষ্ট হইবার সম্ভাবনা ছিল তদ্রূপ দেখা গেল না ফলতঃ উরঃস্থলে এতাদৃক ক্ষত বিক্ষতের চিহ্ন দৃষ্ট হইল যে তদ্দর্শনে দর্শকদিগের মহা সন্ত্রাস জন্মিল। সে যাহা হউক তিনি সংগীতাবসানে পুন-র্ব্বার মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন।

জোবেদী ও সফী এই অবস্থা অবলোকন করিয়া তাঁহাকে ধরিয়া তুলিতে গেলেন, ইতিমধ্যে এক জন উদাসীনের মুখ হইতে হঠাৎ এই বাক্য বিনির্গত হইল এস্থানে অবস্থান পূর্ব্বক এতদ্রূপ করুণাকর ব্যাপার দর্শন অপেক্ষা বাহিরে শয়ন করিয়া থাকিলে আমাদিগের পক্ষে শ্রেয়ঃ হইত।

কালিফ উদাসীনের এই কথা শুনিয়া তাঁহার নিকটে সরিয়া গেলেন এবং অনুচ্চ স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন মহা-শয় এ ব্যাপারের কারণ কিছু বলিতে পারেন? উদাসীন উত্তর করিলেন আমরা আপনাপেক্ষা অধিক অবগত নহি। কালিফ কহিলেন আপনি কি এই বাটীর লোক নহেন? সেই দুইটী শ্যামবর্ণ সারমেয় ঐ অবলা কর্ত্তৃক কেন তাদৃশী নির্দ্দয়তার সহিত প্রহারিত হইল এবং ঐ অবলার বক্ষঃস্থল তদ্রূপ ক্ষত বিক্ষত কেন, তদ্বিবরণ কি আমাকে জ্ঞাপন করিতে পারেন না? উদাসীন কহিলেন মহাশয়

আমরা ইতিপূর্ব্বে কখন এ ভবনের অভ্যন্তরে আসি নাই, আপনাদের আগমনের কিয়ৎ ক্ষণ মাত্র অগ্রে আসিয়াছি। ইহাতে কালিফ অধিক চমৎকৃত হইয়া কহিলেন ভাল আপ-নারদের সমভিব্যাহারি ঐ ব্যক্তি কিছু বলিতে পারে। তৎ-পরে উদাসীন বাহককে সঙ্কেতে সমীপে আহ্বান পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন দুই কৃষ্ণ বর্ণ কুক্কুর কেন প্রহারিত হইল এবং ঐ রমণীর উরঃস্থলে কি জন্য ক্ষত চিহ্ন রহিয়াছে বলিতে পার? বাহক উত্তর করিল মহাশয় আমি পরমে-শ্বরের শপথ পূর্ব্বক কহিতেপারি আপনাদের ন্যায় আমা-রও সকল বিষয় জ্ঞাত নহে। আমি এই নগরে বাস করি সত্য বটে কিন্তু আর কখন এ বাটীর মধ্যে প্রবেশ করি নাই, আপনি এই ভবনের অভ্যন্তরে আমাকে অব-লোকন করিয়া যেমত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছেন আপনা-দিগকে দেখিয়া আমারও তদ্রূপ বিস্ময় জন্মিয়াছে। যাহা হউক আমার অধিক আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে রমণীদিগের নিকট একটীও পুরুষ দেখি নাই।

মহারাজ কালিফ, তদীয় সমভিব্যাহারিদ্বয় এবং সেই তিন উদাসীন, ইহাঁরা বিবেচনা করিয়াছিলেন বাহক অবলা-দের পরিবারস্থ কোন ব্যক্তি, অতএব তাহার প্রমুখাৎ সবিশেষ বিবরণ পরিজ্ঞানাশয়ে অভ্যর্থনা পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করেন, কিন্তু সে যখন আত্ম পরিচয় প্রদান করিল তখন তাঁহাদের ঐ আশায় নৈরাশ্য হইল, পরন্তু কালিফ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিলেন এ বিষয়ের তত্ত্ব অবগত না হইয়া ক্ষান্ত হইব না, অতএব সকলকে বলিতে লাগিলেন ওহে তোমরা মনোযোগ পূর্ব্বক আমার কথায় কর্ণপাত কর, এই বাটীর মধ্যে আমরা সাত জন পুরুষ আছি, ইহারা তিনটী স্ত্রী মাত্র, তবে আমারদের জিজ্ঞাস্য বিষয় কহিবার নিমিত্ত এই মহিলাত্রয়কেই অনুরোধ করা যাউক না, যদি-স্যাৎ ইহারা আমাদের অভ্যর্থনায় সৌজন্য পূর্ব্বক সমস্ত বিষয় বর্ণন করে, ভাল, নচেৎ আমরা বল প্রকাশ করিয়া

তাহাদের প্রমুখাৎ সকল বিষয় অবগত হইব। সুবুদ্ধি সচিব জিয়াফর নৃপতির এই প্রস্তাবে অসম্মত হইয়া বিনীতভাবে নিবেদন করিলেন মহারাজ যাদৃক্ মত স্থির করিতেছেন ইহাতে উৎপাত ঘটিবার সম্ভাবনা আছে, পরে উদাসীনদিগের নিকট আপনার পরিচয় না দিয়া তাহাদিগের প্রতি ঐ বিষয়ের প্রশ্ন করিয়া বলিলেন হে মহাশয়গণ আপনারা বিবেচনা করুন দেখি ঐ পরামর্শ কি শ্রেয়স্কর? আমাদিগকে স্ব২ মান রক্ষা করিতে হইবে, আপনাদের স্মরণ থাকিবে ঐ অঙ্গনাগণ কি পণে আমাদিগকে এ স্থানে স্থান দান করিয়াছে, আমরা স্বয়ং সেই প্রতিজ্ঞা পালনার্থ স্বীকার করিয়াছি, এখন যদিস্যাৎ অঙ্গীকার উল্লঙ্ঘন করিয়া তাহাদের প্রতি রসহ্য প্রকাশার্থ প্রশ্ন করি তাহারাই বা কি মনে করিবে? আমাদের সেই শপথ ভঙ্গ নিমিত্ত যদিস্যাৎ দৈবাৎ কোন দুর্ঘটনা ঘটে শেষে কি আপনাদের দোষ জনিত বলিয়া ক্ষোভ করিতে থাকিব? ফলতঃ আমরা যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি তাহা হইতে বিচলিত হইলেই আমাদিগকে পশ্চাত্তাপ করিতে হইবে সন্দেহ নাই, তন্নিমিত্ত এই অবলারা আমাদিগকে অগ্রেই প্রতিজ্ঞা পালনে বচন বদ্ধ করিয়াছেন।

অনন্তর মন্ত্রী কালিফের হস্ত ধারণ পুরঃসর এক কোণে লইয়া গিয়া কহিতে লাগিলেন মহারাজ রাত্রি প্রায় অবসন্না হইল কিঞ্চিৎ কাল যদ্যপি ধৈর্য্যাবলম্বন করেন তাহা হইলে আপনার সিংহাসনের সম্মুখে এই তিন যোষাকে লইয়া যাইতে পারি, তাহাদিগের প্রমুখাৎ যাহা২ অবগত হইতে বাসনা করিতেছেন, নিজাসনে বসিয়া সমুদায় জিজ্ঞাসা করত বুভুৎসা চরিতার্থ করিবেন। মন্ত্রিবর অতি সদ্যুক্তির কথা কহিলেন কিন্তু রাজা গ্রাহ্য করিলেন না, অমাত্যের প্রতি পুনর্ব্বার কহিলেন মন্ত্রিন্ বৃথা আপত্তি করিও না, আমি এক ক্ষণও অপেক্ষা করিতে পারি না, এখনি এই বিষয়ের নিগূঢ় তত্ত্ব জানিতে হইবেক, পরে তাহাকে

মতস্থ করিয়া তাহার সহিত বিবেচনা করিতে লাগিলেন প্রথমতঃ কে প্রশ্ন করিবেক। রাজা উদাসীনদের দ্বারাই প্রস্তাব করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন কিন্তু তাঁহারা ত্রাস প্রযুক্ত সম্মত হইলেন না। তদনন্তর পরামর্শ দ্বারা এই অবধারিত হইল বাহক অগ্রে জিজ্ঞাসা করুক্। অতএব সে ব্যক্তি প্রশ্ন করণের উপক্রম করিল। তখন জোবেদী ভগিনীর মূর্চ্ছাপনোদন পূর্ব্বক তাঁহাকে স্বস্থ করিতেছিলেন একারণ উৎকণ্ঠার সময় বাহক অনধিকৃত বিষয়ের প্রসঙ্গ করিবামাত্র তাহার প্রতি তর্জ্জন করিয়া উঠিলেন। আর ঐ সকল ব্যক্তিদিগকে উচ্চ স্বরে তর্ক বিতর্ক করিতে দেখিয়া ক্রোধপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন তোমরা কি উপলক্ষে বাদানুবাদ করিতেছ, তোমাদিগের বিবাদের বিষয় কি?

বাহক বিনয় প্রদর্শন পূর্ব্বক নিবেদন করিল ঠাকুরাণি এই মহাশয়েরা আপনাকে সানুনয় বচনে অনুরোধ করিতেছেন আপনি কি জন্য কুক্কুরদ্বয়ের পৃষ্ঠে নিষ্ঠুরতা পর্ব্বক আঘাত করিয়া অবশেষে তাহাদের সহিত ক্রন্দন করিলেন এবং যে রমণী মূর্চ্ছিতা হইয়াছিলেন তাঁহার বক্ষঃস্থল বিক্ষত কেন, অনুগ্রহ পূর্ব্বক প্রকাশ করুন; ইহারা আমাকে এত ক্ষণ এই কথা কহিতেছিলেন এবং তন্নিমিত্ত ইহাদের মধ্যে তর্ক বিতর্ক ও বাদানুবাদ হইতেছিল।

জোবেদী এ কথা শুনিবামাত্র ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ পুরঃসর রোষে আরক্ত নয়না হইয়া রাজা কালিফ ও উদাসীনদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন তোমরা কি এ ব্যক্তির প্রতি এই প্রশ্ন করণের ভার অর্পণ করিয়াছ? তাঁহারা সকলেই প্রত্যুত্তর করিলেন, হাঁ, কেবল মন্ত্রী জিয়াফর মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন তাহাতে জোবেদী সাতিশয় কোপ প্রকাশ পূর্ব্বক কহিলেন আমরা একাকী ছিলাম এ প্রযুক্ত তোমাদিগের প্রার্থনায় সম্মত হই কিন্তু তোমাদিগকে এ

স্থানে স্থান দিবার অগ্রে এই প্রতিজ্ঞা করাই যে বিষয়ে তোমাদিগের সম্পর্ক নাই তাহার আলোচনা করিতে পাইবে না, করিলে অসন্তোষ জনক উক্তি শ্রবণ পূর্ব্বক পশ্চাত্তাপ করিতে হইবেক, তোমরা অঙ্গীকার করিলে স্থান দান করিয়াছি এবং সমুচিত সমাদর ও যথাসাধ্য আমোদিতও করিয়াছি, সেই অঙ্গীকার উল্লংঘনে তোমারদের মনোমধ্যে কি সঙ্কোচ মাত্র হইল না? অনায়াসে আতিথ্য লাভ হইল বলিয়া বুঝি এই আচরণ করিতেছ? যাহা হউক এক্ষণে ক্ষমা পাইবে না, তোমাদিগের চরিত্র উত্তম নয়। এতাবন্মাত্র কহিয়া ভূমিতে পদাঘাত করিলেন ও তিন বার করতালি দিয়া উচ্চ স্বরে বলিলেন "শীঘ্র আইস"। তৎক্ষণাৎ একটী দ্বার উদ্ঘাটিত হইল এবং করে সুতীক্ষ্ণ তরবারি ধারণ পুরঃসর সাত জন বলবান কাফ্রি আসিয়া তাঁহাদের একং জনকে ধারণ করিল, পরে আকর্ষণ পূর্ব্বক ভূমিতলে নিক্ষেপ করিয়া শিরশ্ছেদে উদ্যত হইল।

এই ব্যাপারে রাজা কালিফের কি প্রকার বিস্ময় ও বিষাদ জন্মিল তাহা বর্ণনা করা অনাবশ্যক, সহজেই বোধগম্য হইবেক। নৃপতি মনেং যৎপরোনাস্তি অনুতাপ করিতে লাগিলেন মন্ত্রির কথা না শুনাতেই এই দুর্গতি ঘটিল। ফলতঃ দুর্দৈব বশতঃ অন্যায় জিজ্ঞাসা পরিতৃপ্ত করণার্থ উৎসুক হওয়াতে তাহাদের সাত জনেরই জীবন ঐ রূপ ঘোর সংকটে পতিত হইল কিন্তু সাংঘাতিক আঘাত করিবার পূর্ব্বে কাফ্রিরা জোবেদী ও তাঁহার ভগিনীদ্বয়কে সম্বোধন করত জিজ্ঞাসা করিল ওগো সম্ভ্রমান্বিত ঠাকুরাণীরা ইহাদের গলদেশ কি একেবারে দুই খণ্ড করিয়া ফেলিব? জোবেদী কহিলেন কিঞ্চিৎ অপেক্ষা কর, ইহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি। এই অবসরে বাহক চীৎকার স্বরে কাতর্য্য প্রকটন পূর্ব্বক কহিতে লাগিল ঠাকুরাণি অন্যের দোষে আমার প্রাণ দণ্ড করিবেন না. এই সকল ব্যক্তিরাই অপরাধী, আমার এ বিষয়ে ত্রুটিমাত্র নাই,

পরে ক্রন্দন করিতেং কহিল আহা কি সুখে কাল হরণ করিতেছিলাম এই কাণা উদাসীনেরা আসিয়াই আমার সর্ব্বনাশ করিল, বোধ হয় এই হতভাগ্য দুরাত্মাদের জ্বালায় নগর শুদ্ধ নষ্ট হইবেক। হে ঠাকুরাণি আপনারা এই ব্যক্তিদিগকে দেখিয়া প্রথমে শিষ্ট বোধ করিয়া থাকিবেন কিন্তু প্রথমাবধি শেষ পর্য্যন্ত কোন লোককে সমান জ্ঞান করা কর্ত্তব্য হয় না। যাহা হউক আমি অতি দুর্ভাগ্য ও নিঃসহায়, আমার প্রতি অকারণে কোপ প্রকাশ করিয়া আমাকে নষ্ট করিবেন না, রোষ পরবশ হইয়া আমার সংহার করণাপেক্ষা করুণা প্রকাশ পূর্ব্বক ক্ষমা করিলে আপনাদের অধিক মাহাত্ম্য প্রকাশ পাইবে।

জোবেদীর যদিও বিজাতীয় ক্রোধ হইয়াছিল তথাপি বাহকের বিলাপ বচন শ্রবণে মনেং হাস্য করিতে লাগিলেন কিন্তু তাহার প্রতি বাক্য প্রয়োগ না করিয়া অন্য ব্যক্তিদিগকে বলিলেন তোমরা কে, আমার নিকট যথার্থ পরিচয় দাও, নচেৎ এখানকার আতিথ্য সমাপন করিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে শমন সদনের অতিথি হইতে হইবে, তোমরা বিদেশীয় সম্ভ্রান্ত লোক বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলে, আমার বোধ হয় না যে তোমরা সজ্জন বা সম্ভ্রান্ত, কারণ তাহা হইলে আমাদিগের মান দানে মনোযোগ করিতে।

রাজা কালিফ ঐ অবলার সগর্ব্বোক্তি শ্রবণাবধি স্বাভাবিক ধৈর্য্য বিগমে মনোমধ্যে বিবেচনা করিতেছিলেন এ যোষা নিষ্ঠুর ব্যবহারে উদ্যতা হইল, এখন ইহাদের হস্তেই আমাদের জীবন পতিত হইয়াছে, অতএব আপনাকে ঘৃণিত বোধ করিয়া অন্যান্য ব্যক্তি অপেক্ষা সাতিশয় বিমর্ষ হইয়াছিলেন, কিন্তু পরে জোবেদী যখন জিজ্ঞাসা করিলেন তোমরা কে বল, তখন পরিত্রাণ প্রাপ্ত বিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ আশা জন্মিল যেহেতু মনে করিলেন যথার্থ পরিচয় পাইলে আমার প্রাণ নষ্ট করিবেক না অতএব নিকটস্থ মন্ত্রিকে কহিলেন মন্ত্রিন্ আমার পরি-

চয় দাও না। দূরদর্শী বিজ্ঞ মন্ত্রী নৃপতির মান রক্ষা হয় ও এই অপমান প্রকাশ না পায় এ নিমিত্ত নিবেদন করিলেন মহারাজ আমাদের বিলক্ষণ বিমাননা হইয়াছে, এতদপেক্ষা আর কি শাস্তি হইবে এখন আর কেন ভীত হইতেছেন পরিচয় দিয়া রাজ মর্য্যাদায় কেন কলঙ্কার্পণ করিব। কিন্তু কালিফ প্রাণ ভয়ে ব্যাকুল হইয়া পুনঃ২ আদেশ করিতে লাগিলেন। তাহাতে মন্ত্রী আজ্ঞানুবর্ত্তী হইবার উপক্রম করিয়া বাক্য প্রয়োগে উদ্যত হন এতদবসরে জোবেদী তাহার মনোগত ভাব বুঝিয়া বারণ করত উদাসীনদিগের তিন জনের এক২ চক্ষুর উপলক্ষে জিজ্ঞাসা করিলেন তোমরা কি তিন ভ্রাতা? এক জন উদাসীন উত্তর করিলেন আমরা সহোদর নহি, সকলেই উদাসীন, এক ধর্ম্মাক্রান্ত হওয়াতে এক্ষণে পরস্পর ধর্ম্মভ্রাতা হইয়াছি। পরে দ্বিতীয় ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন জন্মাবধি কি তোমার এই চক্ষুটী অন্ধ। তিনি উত্তর করিলেন, না, একটা অদ্ভুত ঘটনায় আমার এ নয়ন বিনষ্ট হইয়াছে, সেই ঘটনার বিবরণ যে কেহ পাঠ বা শ্রবণ করে তাহার বিশেষ উপকার হয় সে যাহা হউক আমার দক্ষিণ অক্ষি কাণা হইবার পরেই আমি শ্মশ্রু ও ভ্রূ মুণ্ডন পূর্ব্বক এই প্রকার বসন পরিধান করিয়া উদাসীন হইয়াছি।

অনন্তর অন্য উদাসীনের প্রতি দৃষ্টি বিনাশের বিষয়ে প্রশ্ন করিলে তিনিও ঐ প্রকার উত্তর প্রদান করিলেন পরন্তু শেষ ব্যক্তি আপনার দৃষ্টি হীন হইবার কারণ ব্যক্ত করিয়া কহিলেন আমরা সাধারণ মনুষ্য নহি, আপনাদের স্নেহ উৎপাদনার্থ স্ব২ পরিচয় দিতে হইল, আমরা সকলেই রাজপুত্র, যদিও এখানে আগমনের অল্প কাল পূর্ব্বে আমাদের পরস্পর আলাপ হইয়াছে তথাচ সকলে সকলের বংশ উত্তম রূপে অবগত হইয়াছি, হে সুন্দরীরা আমাদের জন্মদাতা রাজারা পৃথিবী মধ্যে বিস্তর কীর্ত্তি রাখিয়া লোক যাত্রা সম্বরণ করিয়াছেন।

জোবেদী এই কথা শুনিয়া কিঞ্চিৎ শান্ত হইলেন এবং কাফ্রিদিগকে আজ্ঞা দিলেন ইহাদিগকে এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান করিয়া রাখ, পরে সকলকে কহিলেন যে কেহ আত্ম বিবরণ এবং এ স্থানে আগমনের কারণ অকপটে ব্যক্ত করিবে তাহার প্রতি কোন দণ্ড বিধান হইবেক না, যথেচ্ছায় গমন করিতে অনুমতি পাইবে, কিন্তু যে আত্ম পরিচয় দিয়া আমাদিগের সন্তোষ না জন্মাইবে তাহার প্রতি ক্ষমা হইবেক না। রমণীরা একটা উচ্চ কাষ্ঠাসনে উপবেশন করিয়াছিলেন, কাফিগণ তাঁহাদিগের পশ্চাতে ছিল এবং তিন উদাসীন, তথা রাজা কালিফ, মন্ত্রি জিয়াফর ও খোজা মেসরোর এবং বাহক ইহারা গৃহের মধ্যস্থলে একত্র বসিয়া ছিল, উক্ত আদেশ শ্রবণ মাত্রে সকলে উত্তর প্রদান করিল যদ্রূপ আজ্ঞা হয় আমরা তদনুগামী হইতে সম্মত আছি।

আপনার বিবরণ ব্যক্ত করিলেই বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইবেক এ কথা শ্রবণমাত্রে বাহক কহিল ঠাকুরাণি আমার বৃত্তান্ত তো পূর্ব্বেই আপনাদের বিদিত হইয়াছে, আমি এখানে কি জন্য আসিয়াছি তাহাও বলিবার প্রয়োজন নাই তথাপি আদেশ করিতেছেন নিবেদন করিয়া শীঘ্র শেষ করি। আমি ভার বহন দ্বারা দিনপাত করি, কর্ম্ম প্রাপ্তি নিমিত্ত প্রত্যহ যেখানে দণ্ডায়মান থাকি আপনকার ভগিনী তথায় যাইয়া আমাকে ডাকিলেন, তাহাতে তাঁহার পশ্চাৎ২ মদিরালয়ে ও বিবিধ পণ্যশালায় গমন করিয়া ক্রীত বিবিধ দ্রব্য ক্রমে পাত্র মধ্যে গ্রহণ করত সঙ্গে২ ভ্রমণ করিলাম, তৎপরে তাঁহার সমভিব্যাহারে মিষ্টান্ন ও মোরব্বা বিক্রেতাদের দোকানে গমন করিলাম, তত্তৎ স্থানে ক্রীত দ্রব্য সমূহে আমার করণ্ডিকা পরিপূর্ণ হইল, তদনন্তর এখানে আগমন করি, তদবধি আপনি অনুকম্পা করিয়া আমাকে এখানে রাখিয়াছেন, আপনকার এ অনুগ্রহ কখনই বিস্মৃত হইব না। এতাবন্মাত্র আমার বিবরণ।

বাহকের কথা সমাপ্ত হইলে জোবেদী তাহাকে কহিলেন তুমি এখনই এ স্থান হইতে প্রস্থান করিয়া আত্ম রক্ষা কর আর কখন আমাদিগের নিকট আসিও না। বাহক বিনীতি প্রদর্শন পুরঃসর কহিতে লাগিল ঠাকুরাণি আমার একটী প্রার্থনা আছে কিঞ্চিৎ কালের নিমিত্ত এ স্থানে অবস্থানের অনুমতি হয়, ইহাঁরা সকলে আমার বিবরণ শুনিলেন আমি ইহাঁদের বৃত্তান্ত না শুনিতে পাইলে আমার মনে ক্ষোভ থাকিবে। এই বলিয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক কাষ্ঠাসনের এক পার্শ্বে গিয়া বসিল এবং যে বিপদ সম্ভাবনায় অত্যন্ত ভীত হইয়াছিল তাহা হইতে উদ্ধার হওয়াতে প্রফুল্ল চিত্ত হইল। তদনন্তর এক জন উদাসীন আপনার ইতিহাস কহিতে অগ্রসর হইলেন, জোবেদীই সকলকে স্বং ইতিবৃত্ত ব্যক্ত করণার্থ আদেশ করিয়াছিলেন অতএব তাঁহাকে প্রধানা বোধ করিয়া সম্বোধন পূর্ব্বক নিম্ন লিখিত কাহিনী কহিতে আরম্ভ করিলেন।

প্রথম উদাসীন রাজপুত্রের গল্প।

প্রথম উদাসীন কহিতে লাগিলেন ঠাকুরাণি আমার দক্ষিণ নয়ন যে কারণে বিনষ্ট হয় এবং যে জন্যে আমি সন্ন্যাসির বেশ ধারণ করিয়াছি তাহার বিবরণ জ্ঞাপন নিমিত্ত অগ্রে আপনার পরিচয় দিতে হইল। আমি এক রাজার পুত্র, আমার পিতা সম্রাট্ ছিলেন, জনকের একটী সহোদর ছিল, তিনিও ভ্রাতৃ রাজ্যের অদূরে অপর এক জনপদে আধিপত্য করিতেন। পিতৃব্যের এক পুত্র ও একটী কন্যা হইয়াছিল, সেই তনয়ের সহিত আমার মহৎ সৌহৃদ্য হয়।

আমি রাজপরিবারের নিয়মানুসারে বিদ্যা শিক্ষা করিলে পিতা মহারাজ আমাকে রীত্যনুসারে স্বাধীনতা প্রদান করিলেন তাহাতে আমি বৎসরে এক বার পিতৃব্য মহাশয়ের

অধিকারে গমন করিয়া দুই এক মাস অবস্থিতি করিতাম। এই প্রকার যাতায়াতেই পিতৃব্য তনয়ের সহিত আমার সাতিশয় সখ্য হয়। আমি শেষ বার গমন করিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলে তিনি অত্যন্ত উল্লাস প্রকাশ পুরঃসর আমার সমধিক সমাদর করিলেন এবং নানা প্রকারে সন্তোষ জন্মাইতে লাগিলেন। এক দিন একটা কৌতুককর ক্রীড়ার দ্বারা আমার পরিতোষ জন্মাইবার বাসনায় নানাবিধ আয়োজন করিলেন তাহাতে আমারও যৎপরোনাস্তি সন্তোষ জন্মিল। পরে আমরা উভয়ে ভোজনে বসিয়া বিবিধ কথোপকথন করিতেং আহারাদি শেষ করিলাম, ইতিমধ্যে তিনি আমাকে কহিলেন ভ্রাতঃ এবার তোমার এখানে আগমন হওয়া অবধি আমি কি উদ্যোগে প্রবর্ত্তমান আছি বোধ করি তুমি তদ্বিষয় জানিতে পার নাই। গত বার তুমি আপন পিতৃরাজ্যে গমন করিলে পর আমি আত্ম সংকল্পিত কার্য্য সমাধা নিমিত্ত বহুতর লোক নিযুক্ত করিয়াছিলাম। কি বিষয়ে নিযুক্ত আছি বোধ করি এখনও বুঝিতে পারিলে না, অতএব প্রকাশ করিয়া বলিতে হইল, আমি একটী অট্টালিকার নির্ম্মাণারম্ভ করিয়াছিলাম সংপ্রতি তাহা সম্পূর্ণ হইয়াছে, অনতিবিলম্বে তথায় গিয়া বাস করিতে পারিব, হে ভ্রাতঃ সেই সুরম্য হর্ম্ম্য অবলোকন করিলে অবশ্য তোমার সুখ জন্মিবে, কিন্তু অগ্রে শপথ করিতে হইবে আমার বিশ্বাস রক্ষা করিবে এবং কাহার নিকট প্রকাশ করিবে না। আমি ঐ বিষয়ে যে নিয়ম করিয়াছি তাহাতে এই দুইটী অঙ্গীকার করান অত্যন্ত আবশ্যক।

হে ঠাকুরাণি পিতৃব্যতনয়ের সহিত আমার যে প্রকার আত্মীয়তা ও সদ্ভাব ছিল তাহাতে আমি তাঁহার নিকট কোন বিষয়েই অস্বীকৃত হইতে পারিতাম না, তিনি বলিবামাত্র তৎক্ষণাৎ তদীয় প্রার্থনানুরূপ শপথ করিলাম। পরে তিনি কহিলেন তুমি এ স্থানে কিঞ্চিৎ কাল বসিয়া

থাক, আমি এক বার গিয়া এখনই আসিতেছি। এই বলিয়া গমন করিলেন এবং অনতি বিলম্বে বিবিধ বেশ ভূষায় ভূষিতা সুবসনা নবযৌবনা একটী অঙ্গনার কর ধারণ পূর্ব্বক প্রত্যাগমন করিলেন, আমি তাঁহার প্রমুখাৎ ঐ যুবতীর কোন পরিচয় পাইলাম না এবং জিজ্ঞাসা করিয়া তাহার তথ্য পরিজ্ঞান আত্মপক্ষে আবশ্যক বা উচিতও বোধ করিলাম না. তিন জনে একত্র বসিয়া কিয়ৎ ক্ষণ পর্য্যন্ত নানা বিষয়ে কথোপকথন ও পরস্পরের কুশলোদ্দেশে সুরা পান করিতে লাগিলাম। তৎপরে পিতৃব্য তনয় কহিলেন ভ্রাতঃ আমি আর কাল হরণ করিতে পারি না, তুমি আমার প্রতি কিঞ্চিৎ অনুগ্রহ প্রকাশ কর, এই মহিলার কর ধারণ পূর্ব্বক ঐ পথ দিয়া ইহাকে লইয়া যাও, কিয়দ্দূর গমন করিলে নূতন নির্ম্মিত একটী স্তম্ভাকার সমাধিস্থান দেখিতে পাইবে, তন্মধ্যে গিয়া ইহার সহিত অবস্থান কর, বোধ করি তুমি ঐ স্থান অনায়াসেই চিনিতে পারিবে, তাহার দ্বার মুক্ত আছে, উভয়ে তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া আমার নিমিত্ত অপেক্ষা কর, অনতিবিলম্বে আমিও তোমাদের নিকটস্থ হইতেছি।

হে ঠাকুরাণি, পিতৃব্য পুত্রের এই কথা শ্রবণে আমার মনোমধ্যে এক প্রকার বিভাব জন্মিল কিন্তু শপথ স্মরণ হওয়াতে কিছু না কহিয়া সেই রমণীর কর ধারণ পূর্ব্বক নিশাকরের আলোকে বর্ত্মাবলোকন করিতেং নিরূপিত স্থলে গমন করিলাম। আমরা তথায় উপস্থিত হইবার কিয়ৎ বিলম্বেই ভ্রাতা একটী জল পূর্ণ ক্ষুদ্র পাত্র, একখান খন্তা, এবং চূণ সুরকীতে পরিপূর্ণ একটী থলিয়া সঙ্গে লইয়া আগমন করিলেন এবং যে খনিত্র খানি তাহার হস্তে ছিল তদ্দ্বারা আদৌ সেই সমাধি স্থানের মধ্য ভাগ খনন করিলেন, তাহা হইতে যে সকল প্রস্তর নির্গত হইল তাহা একং খান করিয়া এক কোণে স্থাপিত হইল। তদনন্তর সেই ভূমিতে একটী সুড়ঙ্গ কাটিলেন। আমি তাহাতে

দৃষ্টিপাত করিয়া নিরীক্ষণ করাতে দৃষ্ট হইল ঐ স্থানের নীচে একটী গুপ্ত দ্বার রহিয়াছে। তিনি কিয়দ্দূর খনন করিয়া নিম্ন ভাগে যখন একটা সোপান শ্রেণি দেখিতে পাইলেন তখন সেই রমণীকে কহিলেন সুন্দরি যে অট্টালিকার কথা কহিয়াছিলাম তাহার বর্ত্ম এই। যুবতী এতৎ শ্রবণে সেই সোপান দ্বারা নিম্নে অবরোহণের উদ্যম করিল তাহাতে যুবরাজ পিতৃব্যতনয়ও তাহার পশ্চাদ্গামী হইবার বাসনা করিয়া আমার দিগে দৃক্পাত করত কহিলেন ভ্রাতঃ তুমি আমার নিমিত্ত যে পরিশ্রম স্বীকার করিলে তাহাতে অতিশয় বাধ্য হইলাম এক্ষণে বিদায় দাও। আমি প্রশ্ন করিলাম প্রিয়তম তোমরা কি মনস্থ করিয়াছ? তিনি উত্তর করিলেন তদ্বিষয় তোমার অবগত হইবার প্রয়োজন নাই, যে পথ দিয়া আগমন করিয়াছিলে সেই বর্ত্ম যোগে পুনর্যাত্রা কর।

আমি এই ব্যাপারের তত্ত্ব কিছুই বুঝিতে পারিলাম না, তথা হইতে নিবৃত্ত হইবার বাসনা না থাকিলেও অগত্যা প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইল। পরে পিতৃব্যের ভবনে প্রত্যাগমন করিলে পূর্ব্ব পীত মদ্যের মাদকতায় আমার মস্তক ঘূর্ণায়মান হইতে লাগিল, অতএব একটী আগারমধ্যে গিয়া শয়ন করিলাম। পর দিন গাত্রোত্থান করিয়া পূর্ব্ব রজনীর আশ্চর্য্য ঘটনার বিষয় স্মরণ করাতে তদুপলক্ষে নানা প্রকার তর্ক বিতর্ক করিতে লাগিলাম এক বার বোধ করিলাম বুঝি সকলই স্বপ্ন, পরে সংবাদ লইবার নিমিত্ত ভৃত্যকে কহিলাম দেখ্ দেখি ভ্রাতা গাত্রোত্থান পূর্ব্বক বসন পরিধান করিয়াছেন কি না? সে প্রত্যাগমন করিয়া যখন কহিল তিনি গৃহে শয়ন করেন নাই, কোথায় গিয়াছেন, কাহারো বিদিত নাই, তন্নিমিত্ত সকলে উদ্বিগ্ন হইয়া আছেন, তখন বুঝিলাম সমাধি স্থানের ব্যাপার সত্য বটে, ইহাতে মনোমধ্যে নাতিশয় অসুখ জন্মিল, আপনি গোপনে সেই স্থানে পুনর্ব্বার গমন করি-

লাম কিন্তু গিয়া দেখি পূর্ব্ব দৃষ্ট সমাধির তুল্য আরো কতকগুলি তথায় রহিয়াছে, আমি প্রায় সমস্ত দিবস ব্যাপিয়া সে স্থানে অবস্থান পূর্ব্বক সে সকল অবলোকন করিতে লাগিলাম কিন্তু কোন্‌টা আমার উদ্দেশ্য, স্থির করিতে পারিলাম না। এই রূপে ক্রমাগত চারি দিন তথায় যাতায়াত করিয়া অনর্থক নষ্ট করিলাম।

সে সময়ে আমার পিতৃব্য রাজধানীমধ্যে উপস্থিত ছিলেন না, কিয়দ্দিন পূর্ব্বে মৃগয়া করিতে গিয়াছিলেন, তাঁহার প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতেও আমার ইচ্ছা হইল না, মনোমধ্যে সাতিশয় বৈরক্তি জন্মিল অধিকন্তু পিতার রাজ্য হইতে অন্যত্র গিয়া কখন অধিক দিন থাকিতাম না, অতএব খুল্লতাতের অমাত্যদিগকে কহিলাম মহারাজ আগমন করিলে আমার অনুনয় সহ গমন বার্ত্তা জ্ঞাপন করিও, এই বলিয়া তাহারদের নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক স্বদেশে যাত্রা করিলাম। পিতৃব্যের মন্ত্রিরা যুবরাজ কোথায় গেলেন জানিতে না পারাতে অত্যন্ত ক্ষোভ প্রকাশ করিতে লাগিল আমি শপথ বদ্ধ থাকাতে ঐ গোপনীয় বিষয় ব্যক্ত করিয়া তাহাদিগের উৎকণ্ঠা দূর করিতে পারিলাম না।

আমি জনকের পুরদ্বারে উপস্থিত হইবামাত্র একটী অভাবনীয় ঘটনা হইল, দ্বারের নিকটস্থ হইয়া অবলোকন করিলাম বহির্দ্দিকে এক দল প্রবল প্রহরী দণ্ডায়মান রহিয়াছে। তাহারা আমার দর্শন পাইবামাত্র শীঘ্র আসিয়া চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিল। আমি কারণ জিজ্ঞাসা করাতে এক ব্যক্তি কহিল তোমার পিতার মৃত্যু হওয়াতে সৈন্যগণ প্রধান মন্ত্রিকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করিয়াছেন অতএব তাঁহার আদেশানুসারে আমরা তোমাকে কারারুদ্ধ করিব। ইহা বলিয়াই আমাকে ধারণ পুরঃসর বলে সেই রাজ্যাপহারির সন্নিধানে লইয়া গেল। হে ঠাকুরাণীরা বিবেচনা করুন এই ঘটনায় আমার কি পর্য্যন্ত শোক সম্মোহ

জন্মিতে পারে। যাহা হউক আমি দ্বিরুক্তি না করিয়া বিস্ময়ে ব্যাকুল হওত ক্ষুণ্ণমনে তাহাদের সঙ্গে২ চলিলাম।

আমার পিতার মন্ত্রী অতিশয় অত্যাচারী ছিল, সে জনকের জীবদ্দশাতেই আমার প্রতি বিদ্বেষ ও ঘৃণা করিত, ঐ সময়ে রাজ বিরহে স্বয়ং অধিরাজ হওয়াতে আমার বিলক্ষণ বিপক্ষ হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার এতাদৃক বিদ্বেষী হইবার কারণ এই, আমি শৈশব কালে ধনুর্ব্বাণ লইয়া ক্রীড়া করণে অত্যন্ত আসক্ত ছিলাম, এক দিন একটা প্রাসাদের উপর খেলা করিতেছি ইতিমধ্যে একটী পক্ষী উড্ডীয়মান হইয়া যাওয়াতে তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বাণ প্রক্ষেপ করিলাম কিন্তু আমার শর লক্ষ্য ভেদ করিতে পারিল না। মন্ত্রী সেই সময় আপনার অট্টালিকার উপর বসিয়া বায়ু সেবন করিতেছিল সেই ক্ষিপ্ত শর দৈবাৎ তাহার চক্ষে গিয়া পতিত হইল তাহাতে তদীয় নয়নের তারকা বাহির হইয়া পড়িল। আমি এই ঘটনার সংবাদ প্রাপ্তি মাত্রে ত্বরা পূর্ব্বক অমাত্যের সদনে গমন করিয়া আপনার ত্রুটি স্বীকার করিতে লাগিলাম, কিন্তু আমার প্রতি তাহার যে ক্রোধ হইয়াছিল তাহার শান্তি হইল না, তদবধি যে কোন প্রকারে হউক সুযোগ পাইলেই আমার হিংসা করিত। আমার পিতার লোকান্তর গমনের পর আপনি রাজা হওয়াতে ঐ সময় আমাকে অধীন দেখিয়া আপনার নিষ্ঠুরতা সর্ব্বতোভাবে চরিতার্থ করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল। অতএব আমি তাহার দৃষ্টিগোচর হইলে আমার প্রতি ক্রোধে ধাবমান হইল এবং আমার দক্ষিণ অক্ষি মধ্যে অঙ্গুলি দিয়া চক্ষুর তারাটী বাহির করিয়া ফেলিল তদবধি আমি একাক্ষি হইয়াছি।

আমার পিতৃ রাজ্যহারী সেই দুরাত্মা কেবল এতাবন্মাত্র নিষ্ঠুরতাচরণ করিয়াই ক্ষান্ত হইল না, ঘাতুকদিগকে আহ্বান পূর্ব্বক বলিল এ ব্যক্তিকে পিঞ্জরে বদ্ধ করিয়া কিয়দ্দূরে লইয়া যাও এবং ইহার মস্তক ছেদন পুরঃসর

কাক শকুনি প্রভৃতির আহারার্থ এক প্রান্তর মধ্যে ক্ষেপণ করিয়া আইস। ঘাতুকেরা নূতন নৃপতির আদেশ পাইবামাত্র আমাকে অশ্বোপরি আরোহণ করাইয়া তৎক্ষণাৎ লইয়া গেল এবং আজ্ঞানুরূপ কর্ম্ম করিবার উপযুক্ত স্থানে উপস্থিত করিল। আমি প্রাণ দান ভিক্ষা করত তাহাদের নিকট কাতরতা ও স্তব স্তুতি এবং রোদন করিতে লাগিলাম তাহাতে তাহারা স্নেহান্বিত হইয়া কহিল নবীন নরপালের আজ্ঞা আমাদিগকে পালন করিতে হইবে তুমি যদি জীবন রক্ষা করিতে চাহ এক্ষণেই এ স্থান হইতে প্রস্থান কর, আর কখন প্রত্যাগমন করিও না, পুনর্ব্বার আগমন করিলে তোমার নিশ্চয় মৃত্যু হইবে এবং তোমার জন্য আমারদের জীবনও থাকিবেক না। ঘাতুকেরদের এই অনুগ্রহে আমি কৃতার্থম্মন্য হইয়া তাহাদিগকে নমস্কার করিলাম এবং তৎক্ষণাৎ পলায়ন পরায়ণ হইলাম, একটী চক্ষুঃ বিনষ্ট হওয়াতে বিজাতীয় মনস্তাপ হইল বটে কিন্তু এই বলিয়া মনকে প্রবোধ দিতে লাগিলাম আমার ভাগ্য অতি প্রসন্ন, তাহাতেই এতাবন্মাত্র অনিষ্ট ভোগেই পরিত্রাণ পাইলাম।

কিন্তু যে অবস্থায় পড়িলাম তাহাতে দ্রুত গমন করিতে আমার ক্ষমতা হইল না। দিবাভাগে বিরল স্থলে লুক্কায়িত থাকিতাম, রাত্রি হইলে যত দূর পারিতাম গমন করিতাম, এই রূপে অনেক দিনের পর পিতৃব্য মহাশয়ের রাজ্যে গিয়া উত্তীর্ণ হইলাম।

পিতৃব্যের নিকট আত্ম দুর্গতির বিবরণ ও তথায় প্রত্যাগমনের কারণ বর্ণন করিলাম, তাহাতে তিনি খেদ করিয়া কহিতে লাগিলেন হায় আমার কি দুর্ভাগ্য? সন্তান কোথায় অনুদ্দেশ হইল, প্রিয় ভ্রাতা নিষ্ঠুর কালের করাল কবলে পতিত হইলেন, আবার তোমার এই দুর্দশা ঘটিয়াছে! পরে আমাকে কহিলেন বৎস আমি আপনার সন্তানের জন্য অনেক অনুসন্ধান করিয়াছি, কোন সমা-

চার পাই নাই, এই কথা কহিবা মাত্র তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় হইতে অনর্গল অশ্রুজল নির্গত হইতে লাগিল, আমি তাঁহার শান্ত্বনা নিমিত্ত নানা প্রকার যত্ন করিলাম কোন মতেই প্রবোধ দিতে পারিলাম না, তাঁহাকে অত্যন্ত অধৈর্য্য দেখাতে তদীয় তনয়ের নিকট যে শপথ করিয়াছিলাম তাহা আর রক্ষা করিতে পারিলাম না যে২ ঘটনা স্বচক্ষে নিরীক্ষণ করিয়াছিলাম সমুদায় বর্ণন করিলাম।

পিতৃব্য আমার কথা শুনিয়া কিছু প্রবোধ প্রাপ্ত হইলেন এবং আমার বাক্যাবসানে কহিলেন হে প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্র তোমার কথায় এক্ষণে আমার আশ্বাস জন্মিল। আমারও স্মরণ হইতেছে বটে আমার পুত্র একটি স্থান নির্ম্মাণ করাইয়াছিল, তুমি তদ্বিষয়ে যাহা কহিলে বোধ করি তদনুসরণ দ্বারা উক্ত স্থান নির্ণয় করিতে পারিব। কিন্তু আমার সন্তান এই সমস্ত ব্যাপার গোপনে করিয়াছে এবং অপ্রকাশ রাখিবার জন্য তোমাকেও সত্যবন্ধ করাইয়াছে অতএব এ বিষয় অন্যকেও না কহিয়া চল আমরা দুই জনে গোপনে গিয়া অনুসন্ধান করি। হে ঠাকুরাণি আমার পিতৃব্য তনয় যে ঐ বিষয় আমার নিকট গোপন রাখেন তাহার একটী বিশেষ কারণ আছে, সেই কারণটী তিনি আমার সমক্ষে ব্যক্ত করেন নাই, আপনারা আমার জীবন বৃত্তান্তের পরিশেষে জানিতে পারিবেন সেই হেতুটী অতি গুরুতর।

সে যাহা হউক আমি পিতৃব্যের সহিত ছদ্মবেশ ধারণ করিলাম এবং উভয়ে উদ্যানের দ্বার দিয়া একটা ক্ষেত্রের দিকে যাইতে লাগিলাম, যে বিষয়ের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলাম সৌভাগ্য ক্রমে অচিরে তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারা-গেল। আমি সে বারে অবিলম্বে সমাধিটি চিনিতে পারিলাম ইহাতে আমার যৎপরোনাস্তি আনন্দ জন্মিল, যেহেতু পূর্ব্বে অনেক অনুসন্ধান করিয়াও ঐ স্থান নির্ণয় করিতে পারি নাই। আমরা তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম সোপা-

নের উপরিস্থ লৌহময় গুপ্ত দ্বারটী রুদ্ধ রহিয়াছে, তাহার উদ্ঘাটনে যথেষ্ট কষ্ট হইল, ভ্রাতা ঐ স্থানে গমনের পূর্ব্বে চূর্ণ সুরকী লইয়া গিয়া ছিলেন অতএব অনুমান করিলাম তদযোগেই ঐ দ্বার বদ্ধ হইয়াছে যাহা হউক বিশেষ যত্ন করিয়া পরিশেষে তাহা মুক্ত করিলাম। সেই দ্বার দিয়া অগ্রে পিতৃব্য মহাশয় নিম্নাভিমুখে সোপানে পদার্পণ করিলেন পরে আমি তাঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইলাম। প্রায় পঞ্চাশটী সোপান অবরোহণ করিয়া পরে এক ক্ষুদ্র কুঠরীতে দুই জনে গিয়া উত্তীর্ণ হইলাম সেই গৃহ গাঢ় ও দুর্গন্ধ ধূমে পরিপূর্ণ ছিল এবং তদ্দ্বারা তত্রস্থ উজ্জ্বল আলোকের জ্যোতিঃ আচ্ছন্ন প্রায় হইয়াছিল।

আমরা সেই কুঠরীর মধ্য দিয়া গমন করিতেং শীঘ্র একটা বৃহদ্ দালানে গিয়া উপস্থিত হইলাম তাহার ছাদ প্রকাণ্ড স্তম্ভোপরি স্থাপিত ছিল এবং অভ্যন্তর নানাবিধ ঝাড় লণ্ঠনের আলোকে আলোকময় হইয়াছিল। তদ্দর্শনে দুই জনে চমৎকৃত হইয়া চতুর্দ্দিকে অবলোকন করিতে লাগিলাম। ঐ দালানের মধ্যভাগে একটী চৌবাচ্চা ছিল এবং প্রত্যেক পার্শ্বে পাত্রোপরি নানা প্রকার খাদ্য সামগ্রী সুসজ্জিত ছিল অথচ জন মানব ছিল না। পরে দেখিলাম সম্মুখে একটী উচ্চ পল্যঙ্ক ও তাহাতে আরোহণ নিমিত্ত অদূরে এক সোপান এবং নিম্নে একটা বৃহতী শয্যা পাতিতা হইয়া মশারি দ্বারা আবৃতা রহিয়াছে। পিতৃব্য মহাশয় অগ্রসর হইয়া সেই শয্যার আবরণ উত্তোলন করিলেন তাহাতে দৃষ্ট হইল তাঁহার পুত্র ও সেই রমণী পরস্পর আলিঙ্গন করিয়া শয়ান রহিয়াছে কিন্তু তাহাদের আকার দগ্ধ ও অঙ্গার তুল্য বিকৃতি ভাবাপন্ন হইয়াছিল ফলতঃ যেন অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল ভস্ম হইবার পূর্ব্বে উত্তোলিত হইয়া রক্ষিত হইয়াছে। পিতৃব্য মহাশয় তনয়ের এই প্রকার ভয়ানক মৃত দেহ সন্দর্শন করিয়া ক্ষুব্ধ হইলেন না, তাঁহার বদন হইতে একটীও শোক বা খেদ প্রকাশক কথা বিনির্গত হইল না, তাহাতে আমার আরো বিস্ময় জন্মিল। পিতৃব্য আপনার নন্দনের বদনে নিষ্ঠীবন নিরসন পুরঃসর সরোষ বচনে কহিতে লাগিলেন ইহ লোকে এই দণ্ড হইয়াছে পর কালে এতদপেক্ষা আরো গুরুতর শাস্তি হইবে। তিনি এই প্রকার পরুষোক্তি করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না ঐ কথা কহিতেং ক্রোধের উদ্দীপন হওয়াতে আপনার পদ হইতে পাদুকা গ্রহণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা শয়িত সন্তানের গণ্ডদেশে নির্দ্দয়ে প্রহার করিতে লাগিলেন।

মৃত সন্তানের প্রতি পিতৃব্য মহাশয়ের এবম্প্রকার আচরণ দর্শন করাতে আমার বিস্ময়ের ইয়ত্তা রহিল না, আমি সবিনয় বচনে কহিতে লাগিলাম মহারাজ এ ব্যাপার পরিণামে এবম্বিধ শোকাবহ হইয়াছে বটে কিন্তু আমার ভ্রাতা কি অপরাধ করিলেন কেন এ রূপে তদীয় মৃত দেহ নিপীড়ন করিতেছেন, এ বিষয়ের কারণ যদবধি আমার জ্ঞান গোচর না হইবে তাবৎ পর্য্যন্ত আপনার আচরণ বিষয়ে আমার শ্রদ্ধা হইবেক না। রাজা উত্তর করিলেন বৎস এই পাপাত্মার কথা কি কহিব এ দুরাচার বাল্য কালে আপনার সহোদরাতে আসক্ত হয় এবং ইহার দুশ্চরিত্রা সোদরারও ইহাতে অনুরাগ জন্মে। তাহাদের পরস্পর আসক্তির বিষয় আমার বিদিত হইলেও আমি তাহাদিগকে নিবৃত্ত করি নাই এবং এ বিষয়ের দ্বারা যে বিপদ ঘটিবে পূর্ব্বে অনুধাবনও করি নাই, ফলতঃ এত দূর দৃষ্টি করিতে কাহার্ সাধ্য আছে? পরন্তু তাহাদিগের উভয়ের ক্রমে যত বয়োবৃদ্ধি হইতে লাগিল ততই প্রেম তরঙ্গ প্রবল হইতে থাকিল, আমি তাহা অবলোকন করিয়া দুর্ঘটনার আশঙ্কায় তাহাদিগকে ক্ষান্ত করিতে যথাসাধ্য যত্ন করিতে লাগিলাম। এক দিন জঘন্য ঘৃণ্য ব্যবহারি বলিয়া তনয়কে যৎপরোনাস্তি ভর্ৎসনা করিলাম এবং তাহার অসদাচার প্রকাশ হইলে যে দুর্ঘটনার সম্ভব তাহাও বিস্তারিত

করিয়া কহিলাম আর তাহাকে বুঝাইয়া বলিলাম যদ্যপি এতাদৃক্ দুষ্কর্ম্ম কর ইহাতে আমাদিগের পরিবারের অক্ষয় কলঙ্ক হইবে।

পরে তাহার ভগিনীকেও নিকটে আহ্বান করিয়া বুঝাইতে লাগিলাম বৎসে ধৈর্য্যাবলম্বন কর, সদ্বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া ঈদৃশী কুক্রিয়াতে কেন অনুরক্তা হও, অপর সহোদরের সহিত সাক্ষাৎ না হইতে পারে এ নিমিত্ত সর্ব্বদা চক্ষেং রাখিলাম, কিন্তু আমার সেই দুর্ভাগা দুহিতাকে দুর্দৈবে গ্রাস করিয়াছিল সদুপদেশ প্রদান পূর্ব্বক কুপ্রবৃত্তির নিবৃত্তি নিমিত্ত যত উপদেশ দিতে লাগিলাম ততই দুষ্কর্ম্মে তাহার অন্তঃকরণের সমধিক আবেশ হইতে লাগিল।

আমার তনয় নিশ্চয় জানিয়াছিল তাহার সহোদরা তৎপ্রতি গাঢ়ানুরাগবতী, বোধ হয় তন্নিমিত্ত সমাধি করণ ছলে ভূমি মধ্যে এই গুপ্তাগার নির্ম্মাণ করে, কেননা সুযোগ পাইলে মনোভিলাষ পূরণার্থ এই স্থানে ভগিনীকে আনয়ন করিতে পারিবে। আমি গৃহ হইতে বহির্গমন করিলে সহোদরাকে এখানে আনয়ন করিয়াছিল বোধ হয় মনে করিয়াছিল আমি আসিয়া কন্যাকে না দেখিতে পাইলেও প্রকাশ করিব না কেননা তাহাতে আমারই লজ্জা অতএব নিশ্চিন্ত হইয়া এই স্থানে স্বপ্রেয়সী সমভিব্যাহারে বিহারের মানস করিয়াছিল। বৎস দেখিতেছ না এই স্থানে খাদ্যাদি প্রস্তুত রহিয়াছে, লোকালয়ে থাকিয়া এরূপ দুষ্ক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হইলে লোকে জানিতে পারিবে তাহাতে আপনার মনোবাঞ্ছায় ব্যাঘাত পড়িবে এই ভাবিয়া বহুকাল গোপনে প্রণয় রসাস্বাদন পূর্ব্বক কাল হরণের নিমিত্ত এই সমস্ত আয়োজন করিয়াছিল কিন্তু পরমেশ্বর সর্ব্ব নিয়ন্তা, তিনি এমত পাপাবহ ঘোর ব্যাপার অবাধে বহুকাল প্রবর্ত্তমান কেন রাখিবেন? উভয়ের এই সমুচিত শাস্তি করিয়াছেন। এই কথা কহিতে কহিতেই তাঁহার নয়ন

দ্বয় হইতে করুণাশ্রু পতিত হইতে লাগিল আমিও তাঁহার সহিত ক্রন্দন করিতে লাগিলাম।

কিয়ৎ ক্ষণ পরে আমার দিগে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিতে লাগিলেন বৎস এ আমার অতি কুসন্তান, ইহার এ রূপ দুর্গতিতে আর খেদ করিব না, ইহার বিয়োগে আমার যে ক্ষতি হইল তোমার দ্বারাই তাহার পূরণ হইবেক। কিন্তু রাজপুত্র ও রাজকন্যার অকাল মৃত্যুর বিষয় ভাবিতেং পুনর্ব্বার আমারদিগের উভয়েরই নেত্র হইতে অস্রজল পড়িতে লাগিল।

তদনন্তর আমরা শোকাবহ ভয়ানক ঐ স্থান পরিত্যাগ নিমিত্ত সোপানে আরোহণ করিলাম পরে উপরে আসিয়া সেই সোপান দ্বার বদ্ধ করিয়া তদুপরি মৃত্তিকাদি নিক্ষেপ পূর্ব্বক প্রোথিতপ্রায় করিলাম, কেননা পরমেশ্বরের রোষ জন্য ঐ ঘটনা হইলেও কলঙ্ক ভয়ে যথাসাধ্য গোপন করিয়া রাখা আমাদের কর্ত্তব্য বোধ হইল।

অনন্তর উভয়ে অলক্ষিত হইয়া রাজবাটী প্রত্যাগমন করিলাম কিন্তু আমাদের গৃহ প্রবেশ হইবার কিয়ৎ ক্ষণ পরেই ঢক্কা, দুন্দুভি, তুরী, ভেরী ইত্যাদির মহা কোলাহল শ্রুতিগোচর ও গগণ মণ্ডল পাংশু বর্ষণে ঘোরান্ধকারময় দৃষ্ট হইল তাহাতে অনুমান করিলাম কোন একটা সৈন্যদল আগমন করিতেছে। কিয়দ্বিলম্বে দেখিলাম যে মন্ত্রী আমার পিত্র্য রাজ্য ও সিংহাসন অন্যায় পূর্ব্বক হরণ করিয়াছিল সেই ব্যক্তিই পিতৃব্যের অধিকার বল দ্বারা অপহরণ করিবার মানসে বহু সংখ্যক সৈন্য সমভিব্যাহারে আসিল।

আমার পিতৃব্যের সন্নিধানে কেবল কতকগুলি প্রহরি মাত্র ছিল, তাদৃশ বহুল বল সম্পন্ন বিপক্ষের প্রতিকূলাচরণ করিতে তাহাদের ক্ষমতা হইল না, অতএব আক্রমণকারির সেনাগণ অনায়াসে নগর বেষ্টন করিল এবং বিনা বাধায়

পুর দ্বার মুক্ত করিয়া অধিকার করিল। পরে রাজার আগারে প্রবেশ করিতেও তাহাদিগের অধিক কষ্ট হইল না, রাজা কেবল আত্ম রক্ষার্থ যত্ন করিলেন তাহাতেও কৃত কার্য্য হইতে না পারিয়া হত হইলেন। আমি কিয়ৎ কাল যুদ্ধ করিলাম কিন্তু দেখিলাম আর অধিক ক্ষণ থাকিলে ক্রূর বৈরির করে আত্ম সমর্পণ করিতে হইবেক অতএব রণে ভঙ্গ দিয়া আমার বিশ্বস্ত অথচ পিতৃব্যের সেনাপতি এক জনের সদনে পলায়ন পূর্ব্বক গোপন দ্বারা প্রাণ পরিত্রাণ করিলাম।

এই দুর্ঘটনায় আমার শোক সন্তাপের সীমা রহিল না, অনেক ক্ষণ বিলাপ করিয়া শেষে জীবন রক্ষণার্থ উপায় চিন্তনে প্রবৃত্ত হইলাম। অন্য কোন উপায় বুদ্ধিগোচর না হওয়াতে এই স্থির করিলাম মস্তক ও ভ্রূ মুণ্ডন পূর্ব্বক সন্ন্যাসির বেশ ধারণ করি, তাহা হইলে কেহ চিনিতে পারিবে না অতএব অবিলম্বে প্রব্রজ্যাশ্রম গ্রহণ পূর্ব্বক নগর হইতে বহির্গত হইলাম। তৎপরে সুযোগক্রমে ক্রমেং বিরল বর্ত্মযোগে গমন করাতে পিতৃব্যের রাজ্য দূরবর্ত্তী হইল, কিয়দ্দিনানন্তর মহাবল পরাক্রম ইষ্ট নিষ্ঠ মহানুভব মহারাজ কালিফ হারুণ আল রসীদের রাজ্যে উপস্থিত হওয়াতে আমার অন্তঃকরণ নির্ভয় ও সুস্থ হইল কেননা আপনা আপনি সংকল্প করিলাম এই মহারাজের চরণে শরণাপন্ন হইব, আমার করুণাকর ইতিবৃত্ত শ্রবণ করিলে তিনি অবশ্য সদয় হইয়া আশ্রয় দান করিবেন, তাহাতে এই দুর্গতির কোন প্রকার প্রতীকার হইতে পারিবে।

আমি ঐ রূপ মানস করিয়া কিয়দ্দিন ভ্রমণের পর অদ্য উক্ত মহারাজের রাজধানী সন্নিধানে আসিয়া পঁহুছিয়াছিলাম। কিন্তু পুরী প্রবেশ করিতে প্রদোষ কাল উপস্থিত হইল, অধিক পথ পর্য্যটন করিয়া আসাতে এক স্থানে বসিয়া বিশ্রাম ও বিবেচনা করিতেছিলাম, কোন্ দিগে যাই, ইতিমধ্যে আমার পার্শ্ববর্ত্তি এই দ্বিতীয় উদাসীন আসিয়া তথায় মিলিলেন, পরে আমাদের উভয়ের পরস্পর সম্ভাষণ ও সদালাপ হইলে আমি ইহাঁকে কহিলাম তোমাকেও যে আমার ন্যায় আগন্তুক দেখিতেছি ইনি কহিলেন হাঁ, তাহাই বটে। আমার বাক্যে ইনি প্রতিবচন দিতেছেন ইত্যবসরে অপর ঐ যে উদাসীনটীকে দেখিতেছেন উনিও আমাদিগের সন্নিধানে আসিয়া উপনীত হইলেন। আমাদিগকে নমস্কার পূর্ব্বক জ্ঞাপন করিলেন বোগ্দাদ নগর হইতে আসিতেছেন। তদনন্তর আমরা তিন জনে বসিয়া কথোপকথন করত পরস্পর ভ্রাতৃবৎ ব্যবহার করিতে লাগিলাম এবং প্রতিজ্ঞা করিলাম কখন পৃথক্ হইব না।

তিন জনে একত্র বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিতেং রাত্রি অধিক হইল, এতন্নগরে আমরা কখন আগমন করি নাই অতএব কোথায় গিয়া অবস্থান করিব স্থির করিতে পারিলাম না। অনন্তর গাত্রোত্থান পূর্ব্বক এক দিকে চলিলাম তাহাতে অন্যত্র না গিয়া ভাগ্যক্রমে আপনকারদের এই ভবন দ্বারে আসিয়া উপনীত হই এবং দ্বার রুদ্ধ দেখিয়া আঘাত করি, আপনারা সৌজন্য পূর্ব্বক আমাদিগকে আশ্রয় দান ও বদান্যতা পূর্ব্বক আহারাদি প্রদান করাতে যথেষ্ট উপকৃত হইয়াছি। হে ঠাকুরাণীরা এতাবন্মাত্র আমার ইতিবৃত্ত। আমি যে প্রকারে একাকী হই তাহা অগ্রে ব্যক্ত করিলাম, বৈরাগ্যাবলম্বন করাতেই শ্মশ্রু ও ভ্রূ মুণ্ডন করিয়াছি, এবং তজ্জন্যই এখানে আমার আগমন হইয়াছে।

জোবেদী কহিলেন তোমার বিবরণ অবগত হওয়া গেল এখন তোমার যেখানে বাসনা হয় গমন কর। এতদাদেশে উদাসীন কহিলেন ঠাকুরাণি আরো কিয়ৎ ক্ষণ অবস্থান করিয়া সঙ্গিদ্বয়ের বিবরণ শ্রবণ করিতে প্রার্থনা করি ইহাঁদের সহিত একত্র যাইব ইহাঁদিগকে রাখিয়া গেলে আমার অন্তঃকরণের প্রাশস্ত্য জন্মিবেক না।

প্রথম উদাসীনের ইতিহাস শ্রবণে সভাস্থ সকলের বিশেষতঃ মহারাজ হারুণ আল রসীদের সাতিশয় বিস্ময় ও আশ্চর্য্য জন্মিল যদ্যপিও কাফ্রিরা করে তরবারি ধারণ পূর্ব্বক দণ্ডায়মান ছিল তথাপি রাজা মন্ত্রিকে মৃদুস্বরে কহিলেন আমি জন্মাবধি অনুদিন নানাবিধ গল্প শ্রবণ করিয়া আসিতেছি কিন্তু আমার স্মরণ হয় না যে এই উদাসীনের উপন্যাস তুল্য কোন গল্প আমার কর্ণগোচর হইয়াছে। পরন্তু রাজার এতদ্বাক্যাবসানেই দ্বিতীয় উদাসীন জোবেদীকে সম্বোধন পূর্ব্বক নিজ বিবরণ বর্ণন করিতে আরম্ভ করিলেন, সুতরাং নৃপতিকে মৌনাবলম্বন করিতে হইল।

দ্বিতীয় উদাসীন রাজপুত্রের গল্প।

দ্বিতীয় উদাসীন কহিতে লাগিলেন ঠাকুরাণি, আমার দক্ষিণ নয়নটী যে বিচিত্র ঘটনায় অন্ধ হয় আপনার আজ্ঞানুসারে তাহার বিবরণ ব্যক্ত করিবার নিমিত্ত আমাকে আপন জীবনের সমুদায় ইতিবৃত্ত বর্ণন করিতে হইল।

শৈশব কালে আমার জনক মদীয় বুদ্ধির প্রাখর্য্য অবলোকন করিয়া বিদ্যা শিক্ষা নিমিত্ত বিবিধ যত্ন ও উপায় করিয়াছিলেন। আমার শিক্ষা নিমিত্ত নানা স্থান হইতে দর্শন বেত্তা ও সাহিত্য শাস্ত্রজ্ঞ শিক্ষকগণ আনীত হয়েন। মহামহোপাধ্যায় সেই সমস্ত শিক্ষক ও অধ্যাপক দিগের অধ্যাপনায় আমি লিখন পঠনে পারগ হইয়া নীতি ও স্বজাতীয় আচার ব্যবহার প্রকাশক ধর্ম্ম পুস্তক সম্পূর্ণ রূপে অভ্যাস করত কণ্ঠস্থ করিলাম। অপর ঐ পুস্তক বিষয়ে আপনার বিদ্যার প্রগাঢ়তা উৎপাদন নিমিত্ত তদীয় ব্যাখ্যা এবং টিপ্পনী সকলও পাঠ করিলাম। অপিচ মহম্মদের সমকালীন ভবিষ্যদ্বক্তাদের মৌখিক উপদেশাদিতেও আমার

বিলক্ষণ অভিজ্ঞতা জন্মিল। তদনন্তর বিবেচনা করিলাম ইহাতেও আমার জ্ঞানের পরিপূর্ণতা না হইয়া থাকিবে অতএব ইতিহাসাদি উত্তম রূপে শিক্ষা করিলাম এবং সাহিত্যালঙ্কার ও ছন্দোবিদ্যা অভ্যাস করাতে তাহাতেও বিলক্ষণ বুৎপত্তি জন্মিল। তৎপরে ভূগোল ও জোতির্বিদ্যার আলোচনায় কতক কাল ক্ষেপণ করিয়া স্বজাতীয় ভাষা অতি শুদ্ধ রূপে আলোচনা করিবার চেষ্টা করিলাম। সর্ব্বশেষে রাজপুত্রের অত্যাবশ্যক শিক্ষণীয় শস্ত্র ক্রীড়াদি অভ্যাস করিতেও ত্রুটি করিলাম না। এক বিষয়ে অর্থাৎ আরবীয় ভাষার ঔৎকর্ষ বিধানে বাল্যাবধি আমার সাতিশয় উৎসুক্য ছিল অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়া তাহাতেও কৃতকার্য্য হইলাম। অপর রচনা বিষয়ে আমার এতাদৃক্ নৈপুণ্য উৎপন্ন হইল যে রাজ্যমধ্যে যে সকল মহামহোপাধ্যায় সল্লেখক ছিলেন তাঁহাদিগের অপেক্ষাও আমার রচনা উৎকৃষ্ট বলিয়া সর্ব্বত্র প্রশংসিত হইতে লাগিল।

যাবৎ পরিমাণে মান সম্ভ্রম হওয়া উচিত ছিল আমি তদপেক্ষা অধিক গৌরবান্বিত ও যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা ভাজন হইলাম ফলতঃ আমার পিতৃ রাজ্য মধ্যে কুত্রাপি আমার গুণানুকীর্ত্তনের বিশ্রাম ছিল না, ভারতবর্ষাধিপের রাজসভা পর্য্যন্ত মদীয় গুণনিকরের কর বিস্তৃত হইতে লাগিল অতএব ঐ দেশের অধিরাজ আমার সহিত সাক্ষাৎ করণার্থ অত্যন্ত উৎসুক হইলেন এবং আমার পিতার নিকট বহুতর উপায়ন সহ এক জন প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়া আমাকে আপন পরিষদে লইয়া যাইবার নিমিত্ত অভ্যর্থনা করিলেন। তদীয় প্রতিনিধি অতি সদ্বক্তা ও গুণজ্ঞ ছিল, আমার পিতার নিকট বহুবিধ প্রীতিজনক বচন প্রয়োগ করিয়া তাতকে পরিতৃপ্ত করিল এবং কৌশলে এই নিবেদন করিল ভিন্ন২ রাজসভা দর্শনকরা যুবরাজ দিগের পক্ষে শ্রেয়স্কর। তাহার বিবিধ প্ররোচনা বচন শ্রবণে আমার লালসা হইল ভারতবর্ষাধিপতির অধিকারে গমন পূর্ব্বক তদীয় রাজ্য অব-

লোকন এবং তাঁহার সহিত মিত্রতা করি। অতএব উক্ত রাজসভা অতি দূরস্থ ও দুর্গম্য হইলেও পিতার অনুমতি ক্রমে এক জন অমাত্য সহ তথায় যাত্রা করিলাম।

আমরা এক মাসের পথ ভ্রমণ করিয়া গেলে এক দিন কিয়দ্দূরে একটা ধূমরাশি আমারদিগের দৃষ্টিগোচর হইল তাহার কিয়ৎ বিলম্বেই অস্ত্রাদিতে সুসজ্জিত পঞ্চাশ জন অশ্বারোহী দস্যু আমাদের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। ভারতবর্ষাধিপকে উপহার প্রদান করিবার নিমিত্ত আমাদের সমভিব্যাহারে দশটা অশ্বের পৃষ্ঠে বিবিধ দ্রব্যের ভার যাইতেছিল কিন্তু সঙ্গী সমধিক ছিল না অতএব আপনাহইতেই বুঝিতে পারেন দস্যুরা অনায়াসে আমাদের উপর আক্রমণ করিল। আমি তাহাদিগের প্রাতিকূল্যাচরণে আপনাকে অক্ষম বোধ করিয়া এই মাত্র বলিলাম আমরা ভারতবর্ষাধিপের দূত অর্থাৎ আমার মনে হইল ঐ দস্যুগণ উক্ত রাজার ভয়ে আমাদিগের প্রতি দৌরাত্ম্য করণে ক্ষান্ত হইবেক তাহাতে আমাদিগের দ্রব্য সামগ্রী ও প্রাণ রক্ষা হইতে পারিবেক, কিন্তু দস্যুরা প্রগল্‌ভতা প্রকাশ পূর্ব্বক উত্তর করিল তোমরা ভারতবর্ষীয় রাজার নাম উল্লেখ করিয়া আপনাদের প্রভুর প্রতি আমাদিগকে ভক্তি করিতে কহিতেছ না কি? আমরা তাঁহার অধীন নহি, তাঁহার অধিকারের মধ্যেও বাস করি না, এই বলিয়া আমাদিগকে বেষ্টন করিল। আমি যত ক্ষণ পারিলাম আত্ম রক্ষা করিলাম শেষে দেখিলাম স্বয়ং বিলক্ষণ আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছি ও রাজ প্রতিনিধি এবং তদনুচরেরা প্রহার প্রাপ্ত হইয়া ভূতলে পতিত হইল অতএব যৎকিঞ্চিৎ যে বল ছিল তদ্‌যোগে অশ্বারোহণ করিলাম। ঘোটকও আঘাতিত হইয়াছিল যত শীঘ্র চলিতে পারিল সাধ্যানুসারে ধাবমান হইয়া গেল। কিয়দ্দূর গমনের পর আমার তুরঙ্গম ক্লান্ত হইয়া হঠাৎ ধরাতলে পড়িল এবং তাহার ক্ষত স্থান হইতে অপরিমিত রুধির নিঃসৃত হওয়াতে কিয়ৎ

ক্ষণ পরেই প্রাণ ত্যাগ করিল। আমি অশ্বের এই রূপ অবস্থা অবলোকন করিয়া জিন হইতে অবরোহণ পূরঃসর আপনিই দৌড়িতে আরম্ভ করিলাম, কাহাকেও পশ্চাৎ২ ধাবমান হইতে না দেখাতে আমার মনে হইল দস্যুরা যে দ্রব্যাদি প্রাপ্ত হইয়াছে বুঝি তাহার রক্ষণাবেক্ষণে ব্যস্ত আছে অতএব এই সময় দ্রুতগতি পলায়ন করি।

হে ঠাকুরাণি বিবেচনা করুন একে দস্যুদের প্রহারে আমার শরীর জর্জ্জরিত হইয়াছিল তাহাতে আবার একাকী বিদেশের দুর্গম বর্ত্মে পতিত হইলাম ইহাতে আমার মনে কি রূপ ভাবনা জন্মিতে পারে। যাহা হউক, আপনার দুর্গতি অন্তঃকরণ মধ্যেই সম্বরণ করিয়া বিবেচনা করিতে লাগিলাম যদি প্রকাশ্য পথ অবলম্বন করিয়া গমন করি তাহা হইলে পুনর্ব্বার দস্যুদের হস্তে পতিত হইবার সম্ভাবনা, আমি পূর্ব্বে সাংঘাতিক আঘাত প্রাপ্ত হই নাই অতএব ক্ষত স্থান সকল বন্ধন পূর্ব্বক দিবানিশি বেগে গমন করিয়া একটী পর্ব্বতের তলে উপস্থিত হইলাম তথায় দেখিলাম তাহার এক পার্শ্বে একটী গহ্বর আছে অতএব তাহার মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক রাত্রি যাপন করিলাম, পথে আসিতে২ স্থানে২ যে ফলাহরণ করিয়াছিলাম তন্মাত্র ভক্ষণ করাতেই ক্ষুধা নিবৃত্তি হইল।

কিন্তু কিয়দ্দিন ভ্রমণ করিয়াও বিশ্রামের উপযুক্ত স্থান প্রাপ্ত হইলাম না, এক মাস পরে উত্তম বসতি যুক্ত এক নগর মধ্যে গিয়া উপনীত হইলাম। সেই নগরের চতুর্দ্দিগে নদী ছিল, তাহা হইতে নিয়ত ফোয়ারা উঠিতেছিল, ঐ স্থানে যে সকল সুরম্য ব্যাপার দৃষ্টিগোচর হইল তাহাতে মনোমধ্যে এতাদৃক আহ্লাদ জন্মিল যে আত্ম দুরবস্থা জন্য যে মহাক্ষোভ জন্মিয়াছিল কিয়ৎ ক্ষণের জন্য তাহা দূরীভূত হইয়া গেল। প্রচণ্ড দিনকরের করে আমার শরীর বিবর্ণ এবং মুখ মণ্ডল ও হস্ত পদাদি পিঙ্গল বর্ণ হইয়াছিল আর নিরন্তর ভ্রমণ করিতে২ পাদুকা

দ্বয় একেবারে ক্ষয় প্রাপ্ত হওয়াতে শূন্য পদেই ভ্রমণ করিতে হইয়াছিল অপর আমার পরিধেয় বসন জীর্ণ ও নিতান্ত মলিন ছিল অতএব কোন অংশে দুঃখের ইয়ত্তা ছিল না তথাচ ঐ স্থানে উত্তীর্ণ হইলে যৎকিঞ্চিৎ সুখ বোধ হইতে লাগিল।

ঐ দেশে কোন্ ভাষা প্রচলিত, অবগত হইবার নিমিত্ত নগর মধ্যে প্রবেশ করিলাম। আমার মনোমধ্যে এই আশ্বাস হইল ভাষা দ্বারা অনুমান করিতে পারিব কত দূরে আগমন করিয়াছি। অতএব ভ্রমণার্থ বহির্ভূত হইলাম এবং কিয়ৎ ক্ষণ পরে এক জন সূচীকর্ম্মকারির বিপণিতে গিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম সে আপন কর্ম্মালয়ে বসিয়া শিল্প করিতেছিল। আমার নবীন বয়স ও ভব্যতাচরণ দর্শন করিয়া যথেষ্ট সমাদর করত নিকটে বসাইল এবং সস্নেহ বচনে আমাকে জিজ্ঞাসা করিল তুমি কে, কোথা হইতে আসিয়াছ, এ স্থানে আগমনের কারণ কি? আমি তাহার সমীপে আপনার অবস্থা কিঞ্চিন্মাত্র গোপন না করিয়া যে২ ঘটনা ঘটিয়াছিল সমুদায় আদ্যোপান্ত বর্ণন করিলাম এবং আপনার পরিচয়ও প্রদান করিলাম। সৌচিক মনোনিবেশ পুরঃসর আমার সমুদায় বিবরণ শ্রবণ করিল কিন্তু মদীয় কথাবসানে শান্তনা বচন দ্বারা আমার দুঃখ নিবারণ না করিয়া বরং মনের উদ্বেগ বৃদ্ধি করিল। প্রথমতঃ কহিল ওহে আগন্তুক তুমি আমাকে যদ্রূপ বিশ্বাস করিলে অন্য ব্যক্তির প্রতি তদ্রূপ প্রত্যয় করিও না যেহেতু এতদ্দেশের অধিপতি তোমার পিতার বিজাতীয় বৈরী, তোমার এ স্থানে আগমন বার্ত্তা যদ্যপি তাঁহার শ্রবণগোচর হয় তাহা হইলে পুনর্ব্বার তোমার সুমহৎ অনিষ্ট হইতে পারিবে। সৌচিক অধিরাজের নাম ব্যক্ত করিলে তাহার বাক্যে আমারও বিশ্বাস জন্মিল কিন্তু হে ঠাকুরাণি তাহার সহিত আমার পিতার

বিরোধ আমার জীবন বৃত্তান্তে সুসম্বদ্ধ নয় অতএব এ স্থলে ঐ বিষয়ের বর্ণন করিব না।

সূচিকর্ম্মকারী আমার প্রতি দয়া প্রকাশ পূর্ব্বক যে সৎ পরামর্শ প্রদান করিল তজ্জন্য তাহাকে নমস্কার করিলাম এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পূর্ব্বক কহিতে লাগিলাম তুমি যে অনুগ্রহ বিস্তার করিলে কদাপি বিস্মৃত হইব না চিরদিন স্মরণে থাকিবে। সে আমার এতদ্রূপ তোষামোদ জনক বচন পরম্পরা শ্রবণে মনে করিল আমি ক্ষুধিত আছি অতএব কিঞ্চিৎ আহারীয় সামগ্রী আনিয়া দিল এবং অবস্থিতির নিমিত্ত স্থান দানেও মত প্রকাশ করিল ইহাতে আমি যৎপরোনাস্তি বাধিত হইলাম।

কিয়দ্দিন পরে সৌচিক বিবেচনা করিল আমার পর্য্যটন শ্রান্তির শান্তি হইয়াছে এবং তাহার হৃদয়ঙ্গম হইল যে আমার সদৃশ সুনীতি রাজপুত্রেরা বিপৎ সময়ে জীবনোপায় অর্জ্জন পূর্ব্বক আত্ম রক্ষার নিমিত্ত কোন প্রকার ব্যবসাদি শিক্ষা করিয়া থাকেন অতএব এক দিন আমাকে জিজ্ঞাসা করিল হে রাজকুমার পরভাগ্যোপজীবী হইয়া থাকা ভাল নয়, স্বয়ং সংসার যাত্রা নির্ব্বাহের উপযুক্ত কোন ব্যবসা শিক্ষা করিয়াছ কি না? আমি উত্তর করিলাম ইহ কালের ও পরকালের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা বিষয়ে পরিজ্ঞান আছে, ব্যাকরণ কাব্যালঙ্কার ছন্দোবিদ্যাদি উত্তম রূপে শিক্ষা করিয়াছি, অপর লিপি নৈপুণ্যেরও ন্যূনতা নাই। সে উত্তর করিল এ সকলের দ্বারা এ স্থানে তোমার অশন বসন নির্ব্বাহ হওয়া সুকঠিন কেননা এ দেশে ঐ২ বিদ্যার আদর নাই, যদ্যপি এখানে অধিক দিন অবস্থিতি পূর্ব্বক দিনপাত করিতে বাঞ্ছা কর তাহা হইলে আমার পরামর্শ শুন, একটী ক্ষুদ্র জামা ক্রয় করিয়া আনয়ন করহ, তোমাকে বলিষ্ঠ দেখিতেছি, এ স্থানের অদূরে বৃহৎ অরণ্য আছে প্রত্যহ তথায় গমন করিয়া কাষ্ঠ ছেদন পূর্ব্বক আনয়ন কর এবং বিক্রয়ার্থ আপণে লইয়া যাও, তাহাতে যে লভ্য হইবে তদ্দ্বারা

স্বচ্ছন্দে তোমার জীবিকা নির্ব্বাহ হইতে পারিবে, যদবধি তোমার প্রতি পরমেশ্বরের অনুকম্পা প্রকাশ না হয় ও তোমার দুর্ভাগ্য রূপ কুজ্ঝটিকা দূরীভূতা হইয়া তোমার আত্ম স্বরূপ দিনকরের প্রকাশ না হয় তদবধি এই উপায় অবলম্বন করিয়া থাকিলে তোমার লভ্য হইতে পারিবে এবং তাহাতে স্বাধীন রূপে কাল যাপন করিতে পারিবে। আমি তন্নিমিত্ত তোমাকে এক গাছি রজ্জু ও একখানি কুঠার দিব।

আমার মহৎ ভয় ছিল আত্ম প্রকাশ হইলে সমধিক দুর্গতি হইবে কিন্তু সূচিজীবী আমার জীবিকা নির্ব্বাহার্থ যে উপায় স্থির করিয়া দিল তদ্দ্বারা তাহার সম্ভাবনা বোধ হইল না অতএব ঐ কর্ম্ম দুঃখ ও অপমানজনক হইলেও স্বীকার করণে সম্মত হইলাম।

পর দিন সূচিকর্ম্মকারী একখানি পরশু, একগাছি রজ্জু এবং একটী ক্ষুদ্র অঙ্গুরীয়ক আনিয়া দিল এবং যে সকল ব্যক্তি কাষ্ঠাহরণ দ্বারা দিনপাত করিত তাহাদিগের সহিত আলাপ করিয়া দিয়া তাহাদিগকে কহিল ইহাকে সমভিব্যাহারে লইয়া যাইও। তাহারা আমাকে জঙ্গলে লইয়া গেল, আমি তদবধি প্রতি দিন একং আটি কাষ্ঠ মস্তকের দ্বারা বহন পূর্ব্বক আনয়ন করিয়া তদ্দেশের প্রচলিত একং ক্ষুদ্র স্বর্ণ মুদ্রা মূল্যে বিক্রয় করিতে লাগিলাম। ঐ নগরের অনতি দূরে অরণ্য ছিল তথাচ সে স্থানে অধিক মূল্যে কাষ্ঠ বিক্রয় হইত যেহেতু অত্যল্প লোক ক্লেশ স্বীকার পূর্ব্বক তাহা ছেদন করিতে যাইত। অনধিক কাল মধ্যে আমি যথেষ্ট মুদ্রা সঞ্চয় করিলাম এবং সৌচিক আমার নিমিত্ত যে ব্যয় করিয়াছিল তাহা প্রত্যর্পণ করিলাম।

এক বৎসর কাল এই রূপে গত হইলে এক দিন কাষ্ঠাহরণ করিতে গিয়া জঙ্গলের অধিক দূরে গমন করিলাম এবং তথায় কাষ্ঠ কাটিতে লাগিলাম, একটা তরুর মূল ছেদন করিতেং দেখিলাম লৌহময় এক গুপ্ত দ্বারে একটা

কড়া সংলগ্ন রহিয়াছে, তদবলোকনে ঐ দ্বারের উপরিস্থ মৃত্তিকা তৎক্ষণাৎ স্থানান্তরিত করিলাম। পরে কবাট উদ্ঘাটিত করাতে একটা সোপান দৃষ্টিগোচর হইল। আমি কুঠার হস্তেই তন্মধ্যে প্রবেশ করিলাম এবং অনেক দূর গিয়া এক বৃহৎ অট্টালিকায় উপস্থিত হইলাম ঐ অট্টালিকার মধ্যস্থল আলোকময় দৃষ্ট হওয়াতে আমার চমৎকার জন্মিল এবং বোধ হইল যেন ভূমির উপরি বিস্তৃত স্থানে ঐ প্রাসাদ বিনির্ম্মিত হইয়াছে। তদনন্তর সূর্য্যকান্ত মণিতে খচিত স্বর্ণময় স্তম্ভযুক্ত এক বারাণ্ডায় উপস্থিত হইবামাত্র সহাস্য বদনা পরমা সুন্দরী এক রমণী আমার দৃষ্টি পথে পতিতা হইলেন। তদীয় রূপ লাবণ্য অবলোকন করিয়া আমি সর্ব্বান্তঃকরণে তৎপ্রতিই নেত্র দ্বয় নিক্ষেপ করিয়া রহিলাম।

পরে ঐ ললনাকে নিকটে আসিবার উপক্রম করিতে দেখিয়া তাঁহার ক্লেশ না হয় এজন্য আপনিই সত্বর হইয়া তৎ সমীপে গমন করত সমাদর পূর্ব্বক নমস্কার করিলাম তাহাতে কামিনী জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি কে? মনুষ্য, না দৈত্য? আমি বিনয় প্রকাশ পূর্ব্বক উত্তর করিলাম ঠাকুরাণি আমি মনুষ্য, দৈত্যের সহিত আমার কদাপি আলাপ নাই। রমণী এতচ্ছ্রবণে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন কি রূপে এখানে আগমন করিলে? পঞ্চ বিংশতি বৎসর যাবৎ এখানে অবস্থান করিতেছি এতাবৎ কাল মধ্যে মনুষ্যের আকৃতি অবলোকন করিতে পাই নাই।

সুন্দরীর শরীর শোভা ও মৃদু স্বভাব এবং সদালাপে আমার মনো মোহিত হইয়াছিল তথাপি সাহস পূর্ব্বক উত্তর করিলাম আমার বিবরণ অবগত হইবার নিমিত্ত যদি আপনকার বাসনা হয় তাহা বর্ণন করিবার পূর্ব্বে আমার বক্তব্য এই, আপনকার সহিত এই অনপেক্ষিত সাক্ষাৎ হওয়াতে আমার আন্তরিক মহা বিষাদের নিবারণ হইতে পারিবে

এবং আপনাকেও এক্ষণাপেক্ষা সুখী করিতে পারিব অতএব আপনকার এই আদেশে আমার মহোল্লাস হইতেছে। তদনন্তর উক্ত স্থানে আমার তুল্য রাজপুত্র কি রূপে উপস্থিত হইল এবং কি জন্য আমি তাদৃশী দশায় আপতিত হইয়াছিলাম এবং তিনি যে সুরম্য পুরী মধ্যে অবস্থিতি করিয়া বিষণ্ণ হইতেছিলেন কিরূপে তাহারই বা সন্ধান প্রাপ্ত হইলাম সমুদায় সবিশেষ বর্ণন করিলাম। তাহাতে সেই বরাঙ্গনা দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কহিলেন ওহে যুবরাজ তুমি বলিতে পার বটে এই বিচিত্র কারাগার অসুখ ও অশান্তি স্থল ফলতঃ যদিস্যাৎ কোন মহাশ্চর্য্য স্থানেও আমাদিগকে আপন বাসনার বিরুদ্ধে রুদ্ধ থাকিতে হয় তাহা হইলে সেখানেও অসুখ ব্যতীত সুখ বলিতে পারা যায় না। আমার বোধ হয় তুমি আবলুস কাষ্ঠীয় উপদ্বীপের মহারাজ ইপিটিমারস্ মহোদয়ের নাম শুনিয়া থাকিবে, উক্ত উপদ্বীপে ঐ মহামূল্য কাষ্ঠ প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয় তজ্জন্য ঐ স্থানের নাম আবলুস কাষ্ঠীয় উপদ্বীপ হইয়াছে। আমি উক্ত মহারাজের ঔরসী কন্যা।

মহারাজ স্বীয় ভ্রাতষ্পুত্রের সহিত আমার পরিণয় দানের উদ্যোগ করিয়াছিলেন, বিবাহ রজনীতে পিতার রাজধানী মধ্যে নৃত্য গীতাদির মহাসমারোহ হইতেছিল সেই গোলযোগের সময় আমি স্বামির করে অর্পিত না হইতে হইতে একটা দৈত্য আসিয়া আমাকে হরণ করিয়া লইয়া গেল আমি তাহার হস্তে পতিত হইবামাত্র মূর্চ্ছিত হইয়াছিলাম একারণ তৎকালের আর কোন ঘটনা বর্ণনা করিতে পারিব না কিন্তু চৈতন্যোদয় হইলে দেখিলাম এই স্থানে এই পুরীর মধ্যে রহিয়াছি। পরে সেই দৈত্যের ভয়ানক আকার দর্শনে অনেক দিন নিরন্তর বিলাপ করিয়াছিলাম কিন্তু অবশেষে তাহাকে দেখিতেও নির্ভয় ও গত্যন্তরাভাবে তাহার সহবাসে সম্মত হইলাম। হে যুবরাজ পঞ্চবিংশতি বৎসর কাল এখানে একাকিনী বাস করিতেছি ঐ কালমধ্যে দৈত্যের নিকট জীবন নির্ব্বাহের উপযুক্ত যখন যে দ্রব্য প্রার্থনা করিয়াছি প্রাপ্ত হইয়াছি যেমন রাজবালিকা ছিলাম তেমন রাজকন্যার যোগ্য বসন ভূষণ পরিধান বিষয়ে আমার কিছুমাত্র ক্ষোভ নাই।

দৈত্য প্রতি দশম নিশায় এই ভবনে আসিয়া শয়ন করে, তাহার বিবাহিতা অন্য এক রমণী আছে, পরকীয়া মহিলা ভোগের বার্ত্তা জানিতে পারিলে পাছে ঈর্ষান্বিতা হয় এই ভয়ে এক রাত্রির অধিক এ স্থানে অবস্থান করে না। সে এই পুরীর প্রবেশ দ্বারের নিকট একখানি কবচ রাখিয়া গিয়াছে অন্য কোন সময়ে তাহাকে দর্শন করিতে আমার অভিলাষ হইলে যদি আমি ঐ কবচ স্পর্শ করি তাহা হইলেই আসিয়া উপস্থিত হয়। অদ্য চারি দিন হইল এখানে আসিয়াছিল আর ছয় দিন আসিবেক না, অতএব যদ্যপি এ স্থানে তোমার সুখ বোধ হয় তবে এই কএক দিন আমার নিকট বাস করিতে পার আমি উপযুক্ত ভক্ষ্য পানীয় দান দ্বারা সাধ্যানুসারে তোমাকে পরিতুষ্ট করিব।

এতাদৃশ সুখ প্রার্থনা পূর্ব্বক প্রাপ্ত হইলেও সৌভাগ্য বোধ করিতে হয়, অযাচিতে উপস্থিত হওয়াতে আমি আপনার পুণ্য বলের প্রশংসা করত সর্ব্বান্তঃকরণে সম্মত হইলাম। তদনন্তর সুন্দরী অতি সুদৃশ্য অথচ সুখকর সুশোভন এক স্নানাগারে আমাকে লইয়া গেলেন। তথায় গাত্র সংস্কার করিয়া প্রত্যাগমনানন্তর দেখিলাম যে বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিলাম তাহার পরিবর্ত্তে অন্য কএক খানি মনোভাবন বসন আমার নিমিত্ত প্রস্তুত রহিয়াছে, আমি সেই পরিচ্ছদ কেবল উত্তম বোধে গ্রহণ করিলাম এমত নহে, তাদৃশ পরিধেয় ধারণ না করিলে সেই পরমা সুন্দরী রমণীর সহিত একত্র বসিয়া কথোপকথন করণে যোগ্য হইব না এই ভাবিয়াই পরিধান করিলাম।

তদনন্তর অত্যুত্তম বুটাদার পট্টবস্ত্রের আস্তরে আচ্ছাদিত এক কাষ্ঠাসনে অধ্যাসীন হইলাম রমণী অতি সুস্বাদ অথচ অপূর্ব্ব বিবিধ ভক্ষ্য পেয় সম্মুখে আনয়ন করিয়া দিলেন এবং আপনিও আমার সমীপে উপবেশন করিলেন অতএব উভয়েই একত্র বসিয়া পরম সুখে ভোজন করিতে লাগিলাম। তৎপরে নানা বিষয়ের প্রসঙ্গে কথোপকথন করিতে২ দিবাভাগ যাপন হইলে রজনীযোগে সেই কামিনী আপনার কুঠরী মধ্যে আমার শয়নার্থ স্থান দান করিলেন।

পর দিবস ভোজন সময়ে আমাকে সর্ব্বপ্রকারে সুখী করিবার মানসে এক ভাণ্ড পুরাতন সুরা আনয়ন করিলেন। আমি জন্মাবচ্ছিন্নে তদ্রূপ উত্তম মদ্য পান করি নাই। সেই প্রমদা আমার প্রমোদ বর্দ্ধন নিমিত্ত আপনিও আমার সহিত কতিপয় চষক পান করিলেন। এই সুখকর মদিরাপানে কিঞ্চিৎ বিহ্বলতা জন্মিলে আমি কহিলাম সুন্দরি তুমি অনেক দিন যাবৎ এ স্থানে থাকাতে জীবদ্দশায় সমাধি প্রাপ্তবৎ হইয়া আছ, দীর্ঘ কাল লোকালয়ের আলোক অবলোকন কর নাই, অতএব এ স্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমার সঙ্গে চল। তিনি এ কথায় ঈষদ্ধাস্য পূর্ব্বক উত্তর করিলেন হে যুবরাজ ঐ বিষয়ের আর উল্লেখ করিও না, আমি পার্থিব সুখ পরিত্যাগ করিয়াছি, যদ্যপি তুমি নয় দিবস আমার সহিত বাস কর এবং দশম দিনটী দৈত্যকে দাও, তাহা হইলে এই স্থানেই পরম সুখে সময় যাপন করিতে পারি। আমি উত্তর করিলাম যুবতি আমার বোধ হইতেছে তুমি দৈত্যের ত্রাসে এ প্রকার কহিতেছ, আমি তাহাকে ভয় করি না, এক্ষণেই তাহার কবচ খণ্ড২ করিয়া তাহাতে যে লিপি আছে ব্যর্থ করিতে পারি, তুমি বলিলে কবচ স্পর্শ করিলে সে আসিবে, আসুক্ না, আমি তাহার সম্মুখীন হইব, সে যত বলবান বা ভয়ানক হউক না কেন, আমার বাহু

বলে অবশ্য পরাঙ্মুখ হইবে সন্দেহ নাই। আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি পৃথিবীস্থ সকল দৈত্যকে নষ্ট করিব সেই প্রতিজ্ঞা সর্ব্বাগ্রে তাহারই উপরে পতিত হউক। যুবতীর বিলক্ষণ বিদিত ছিল দৈত্যের প্রবল প্রতাপ, তাহার নিকট মনুষ্যের শৌর্য্য বীর্য্য কোন কার্য্য কর হইবে না অতএব বিনতি করিতে লাগিলেন যুবরাজ দৈত্যের কবচ স্পর্শ করিও না ইহাতে এখনই তোমার ও আমার মহা অনিষ্ট ঘটিবেক, তোমা অপেক্ষা আমি দৈত্যের বিষয় ভাল জানি। মদ্য পানে আমার মত্ততা জন্মিবাতে তদুক্ত হেতুবাদ গ্রাহ্য করিলাম না, মূঢ়তা প্রকাশ পুরঃসর তৎক্ষণাৎ কবচে পদাঘাত করিলাম তাহাতে তাহা বিদীর্ণ ও খণ্ড২ হইয়া গেল।

তৎপরেই সেই অট্টালিকা একেবারে এবম্প্রকার কম্পমান হইল যেন খণ্ড২ হইয়া পতিত হয়, অপর বজ্র নির্ঘোষ তুল্য ভয়ানক শব্দ শ্রবণগোচর ও মুহুর্মুহু ভীষণ সৌদামিনী দর্শন হইতে লাগিল এবং মধ্যে২ ঘোরান্ধকারের উদয় হইতে থাকিল। এই আকস্মিক বিভীষিকা দর্শনে আমার মত্ততার শান্তি হওয়াতে শেষে বোধ হইল মহা বিপদ্ ঘটাইলাম এবং তরুণীকে জিজ্ঞাসা করিলাম হঠাৎ এ রূপ উৎপাত কেন হয়? তিনি আপনার উপস্থিত সঙ্কট গণনা না করিয়া আমার নিমিত্ত ব্যাকুলতা প্রকাশ পুরঃসর কহিতে লাগিলেন তোমার দোষেই সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইল আমার বিষয় যাহা হউক তোমার পরিত্রাণের উপায় কি? এখনি পলায়ন করিতে না পারিলে তোমার জীবন রক্ষার সম্ভাবনা নাই।

কামিনীর এই কথা শুনিয়া আমি সাতিশয় ভীত হইলাম এবং ব্যস্ত সমস্ত হইয়া ঐ স্থান হইতে প্রস্থানের উদ্যম করিলাম কিন্তু ত্রস্ততা প্রযুক্ত রজ্জু ও কুঠার তথায় পড়িয়া রহিল সঙ্গে করিয়া আনিতে স্মরণ হইল না পরে যে সোপান দিয়া অট্টালিকা মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলাম

তথায় উপস্থিত হইতে না হইতেই ভয়ানক দৈত্য সেই পুরী মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইল তাহার প্রবেশ জন্য উক্ত বাটী দ্বিধা বিভিন্ন হইয়া পড়িল। আমি সোপানে দণ্ডায়মান হইয়া শুনিতে লাগিলাম দৈত্য আসিয়া সরোষ বচনে সেই তরুণীকে জিজ্ঞাসা করিল তোর্ কি হইয়াছে, কি জন্য আমাকে আহ্বান করিলি? যুবতী প্রতারণা করণাশয়ে কহিলেন আমি একটা কঠিন বেদনায় অস্থির হইয়াছিলাম মদ্য পান দ্বারা ব্যথার শান্তি করণাশয়ে এই যে বোতলটী দেখিতেছেন অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিয়াছিলাম, পরে দুই তিন পাত্র পান করিয়াছিলাম তাহাতেই মত্ততা জন্মিল এবং দুর্ভাগ্য বশতঃ আমার পদ স্খলিত হইয়া তোমার ঐ কবচের উপর পতিত হইল অতএব বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছে, আর কোন কারণ নাই। এই প্রতিবচন শ্রবণে দৈত্য ক্রোধে অন্ধ হইয়া তর্জ্জন পূর্ব্বক বলিল অরে দুশ্চরিত্রা তুই বড় বিশ্বাসঘাতিনী, ভাল, জিজ্ঞাসা করি এখানে এই পরশু এবং রশ্মি কোথাহইতে আসিল বল দেখি? যুবতী বিস্ময় প্রকাশ পুরঃসর কহিতে লাগিলেন রজ্জু ও কুঠার এখনি দেখিতেছি ইতিপূর্ব্বে তো আমার দৃষ্টিগোচর হয় নাই, বোধ হয় তুমি সত্বর হইয়া বেগে আগমন করিতেং অন্য কোন স্থান হইতে আনিয়া থাকিবে।

এতচ্ছ্রবণে দৈত্যের ক্রোধ বৃদ্ধি হইল, তৎক্ষণাৎ সেই কোমলাঙ্গীর সুকোমল কায়ে নির্দয় প্রহার করিল এবং ভর্ৎসনা পূর্ব্বক কিং কহিতে লাগিল। হে ঠাকুরাণি, তাহার তর্জ্জন গর্জ্জন শ্রবণে আমি ভীত হইয়া ক্রমে দূরবর্ত্তী হইতেছিলাম একারণ কি বলিয়া তিরস্কার করিল স্পষ্ট শুনিতে পাইলাম না এবং সাহসও হইল না যে নিকটে গিয়া শ্রবণ করি, বরঞ্চ অবলার দুর্গতি দর্শনে বিজাতীয় ত্রাস জন্মিল আত্ম প্রাণ পরিত্রাণার্থ মহা ব্যস্ত হইলাম এবং কামিনী যে বস্ত্রাদি প্রদান করিয়াছিলেন তাহা পরিত্যাগ পূর্ব্বক আপনার পরিধেয় ও অঙ্গরাখা যাহা গোপনে ছিল ত্বরা পূর্ব্বক পরিধান করিয়া উপরে উঠিলাম। পরন্তু আপনিই এই ঘটনার কারণ হওয়াতে আপনাকে যথেষ্ট ধিক্কার দিয়া বিলাপ করিতে লাগিলাম। তদনন্তর সেই অবলার দুর্গতি স্মরণ হওয়াতে আমার অন্তঃকরণে এই ভাবের উদয় হইল নির্দোষা যোষাকে এতাদৃক নির্দয় দৈত্যের হস্তে বিসর্জ্জন করিয়া গেলে অতি নিষ্ঠুর, অকৃতজ্ঞ ও মহাপাতকির কর্ম্ম করা হয়। এই রমণী পঞ্চবিংশতি বৎসর যাবৎ কারাবৃতা আছে, তথাচ স্বাধীনতা ব্যতীত তাহার অন্য কোন বিষয়ের অভাব ছিল না, সম্প্রতি আমার চরিত্র দোষে তাহার সে সুখ বিনষ্ট হইল কেননা নির্দয় দৈত্যের ক্রোধাগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া দিলাম, কিন্তু এই রূপ ভাবনাই হইল, আমা হইতে তাহার পরিত্রাণার্থ কোন উপায় হইতে পারিল না, আত্ম প্রাণ পরিত্রাণাশয়ে উপরে আসিয়া সেই গুপ্ত দ্বারের কবাট বন্ধ করিলাম এবং মৃত্তিকার দ্বারা আবরণ করিয়া এক আটী কাষ্ঠ গ্রহণ পূর্ব্বক আপনার আবাসাভিমুখে নগরের দিকে গমন করিলাম তথাপি যে ব্যাপার ঘটিল তদ্ভাবনায় এতাদৃক্ মোহ জন্মিল যে কাষ্ঠাহরণ সময়ে কিং করিয়াছিলাম জানিতে পারিলাম না।

সৌচিক নিয়মিত সময়ে আমাকে আবাসে আসিতে না দেখিয়া উদ্বিগ্ন ছিল, আমি প্রত্যাগমন করিলে নিকটে আসিয়া আনন্দাশ্রু পাতন পূর্ব্বক কহিতে লাগিল তুমি আপনার ইতিবৃত্ত কেবল আমার নিকট ব্যক্ত করিয়াছ, তথাপি তোমাকে অনুপস্থিত দেখিয়া আমার মনে বিবিধ ভাবনার উদয় হইতেছিল, কি ঘটনা হইল বারম্বার চিন্তা করিতেছিলাম, কিছুই স্থির করিতে পারি নাই, একংবার মনে করিতেছিলাম বুঝি কেহ চিনিতে পারিল, যাহা হউক, এক্ষণে নিরাপদে প্রত্যাগমন করিয়াছ ইহাতে জয় ধ্বনি করি। আমি সূচিজীবির মুখে এই রূপ আত্মীয়তার কথা শুনিয়া তাহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পূর্ব্বক নমস্কার করি-

লাম কিন্তু কাষ্ঠ কাটিতে গিয়া যে ঘটনা ঘটাইয়া আসিলাম তদ্বিষয় কিঞ্চিন্মাত্র প্রকাশ করিলাম না এবং কি জন্য কুঠার ও রজ্জু আনিলাম না তাহারও কোন কথা উল্লেখ করিলাম না। তাহার সহিত কথোপকথন করিয়া আপন কুটীর মধ্যে প্রবেশ করিলাম এবং বসিয়া আপনার মূঢ়তা জন্য দুর্ঘটনার বিষয় চিন্তা করত আপনাকে সহস্র ভর্ৎসনা পূর্ব্বক কহিতে লাগিলাম হায় যদ্যপি কবচ বিদীর্ণ না করিয়া সেই অভাবিত উপস্থিত অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকিতাম তাহা হইলে আমার ও সেই বরবর্ণিনীর সুখের পরিসীমা থাকিত না

এই রূপ চিন্তা করিয়া আত্ম মনে শোক সন্তাপ করিতেছি ইতিমধ্যে সৌচিক আমার কুটীরে প্রবেশ পূর্ব্বক কহিল একটী বৃদ্ধ মনুষ্য তোমার কুঠার ও রজ্জু পথে কুড়াইয়া পাইয়া আনিয়াছে, সে তোমার সমভিব্যাহারি দারুহারিদিগের প্রমুখাৎ শুনিয়াছে তুমি এ স্থানে অবস্থান কর, অতএব বাহিরে আইস তাহার সঙ্গে আলাপ করিবে চল, সেই স্থবির তোমার হস্তে ঐ দুইটী সামগ্রী অর্পণ করিতে চাহে। এই কথা শ্রবণে আমার বর্ণ বিবর্ণ হইয়া গেল এবং আপাদ মস্তক কম্পমান হইল। সৌচিক ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিল কিন্তু তখনই অকস্মাৎ আমার কুটীরের মধ্য ভূমি বিদীর্ণ হইল। যে বৃদ্ধ আসিয়াছিল সে আমার নিমিত্ত অপেক্ষা করিতে না পারিয়া রজ্জু ও কুঠার হস্তে আমার নিকট আগমন করিল বস্তুতঃ সে ব্যক্তিই সেই দৈত্য, যে আবলুস কাষ্ঠীয় উপদ্বীপের রাজকন্যা হরণ করিয়া রাখিয়াছিল এবং নিষ্ঠুরতা পূর্ব্বক তাহার উপর প্রহারাদি করিয়াছিল। সে আমার সমীপে আসিয়া ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক সরোষ বচনে কহিতে লাগিল আমি এক জন দৈত্য, আমার মাতামহ এব্‌লিস, আমি দৈত্য কুলের রাজা, পরে আমার প্রতি তর্জ্জন পূর্ব্বক কহিল এ কুঠার ও রজ্জু কি তোর ?

এই প্রশ্নের উত্তর দান নিমিত্ত দৈত্য আমাকে অবসর দিল না, এবং আমিও দেখিয়া শুনিয়া হত বুদ্ধি হওয়াতে সহসা বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিতে পারিলাম না, অতএব সে তৎক্ষণাৎ আমার কটিদেশ ধারণ পূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া বাহিরে লইয়া গেল এবং তৎপরে বেগে শূন্য মার্গে আরোহণ পূর্ব্বক আমাকেও আপনার অনুগামী করিল। ক্ষণমধ্যে অধিক দূর গমন করিল, কিন্তু কত পথ পরিভ্রমণ করিলাম কিঞ্চিন্মাত্র জানিতে পারিলাম না। যাহা হউক সে তৎপরেই পৃথিবীর অভিমুখে অবরোহ করিতে লাগিল এবং ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক ভূমিতে একটা পদাঘাত করিয়া প্রকাণ্ড এক রন্ধ্র করত তন্মধ্যে প্রবেশ করিল, তৎপরেই নিরীক্ষণ করিলাম সেই মায়াময় ভবনে পুনর্ব্বার উপস্থিত হইয়াছি কিন্তু চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করাতে দেখিলাম আবলুস কাষ্ঠীয় উপদ্বীপের রাজনন্দিনী ধরাশায়িনী হইয়া বিলাপ করিতেছেন, তাঁহার দুরবস্থা অবলোকন করিয়া আমার বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হইতে লাগিল, তিনি ক্ষত বিক্ষতাঙ্গী ও বিবস্ত্রা হইয়া রুধিরাপ্লুত দেহে আর্ত্ত স্বরে রোদন করিতেছিলেন।

দৈত্য তাঁহার সন্নিধানে আমাকে আকর্ষণ পূর্ব্বক লইয়া গিয়া তাঁহাকে তর্জ্জন করত কহিতে লাগিল ওরে বিশ্বাসঘাতিনি দেখ্ এ তোর উপপতি কি না? সুন্দরী আমার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক অতি ক্ষীণ স্বরে তাহাকে কহিতে লাগিলেন এ কে, আমি চিনি না, ইতিপূর্ব্বে কখন এ ব্যক্তির আকৃতি আমার নয়নগোচর হয় নাই। দৈত্য ক্রোধে দন্ত ঘর্ষণ পুরঃসর কহিল অরে দুঃশীলা এখনও ভ্রষ্টতা ত্যাগ করিলি না? ইহাকে চিনিস্ না, কি রূপে বলিলি? এই কাপট্যাচরণ নিমিত্ত এত শাস্তি দিলাম এখনও অলীক বাক্য কহিতেছিস্। কামিনী কম্পিত কলেবরা হইয়া অনুনয় পূর্ব্বক মৃদু স্বরে কহিলেন আমি ইহাকে চিনি না, আপনকার তর্জ্জনে কি মিথ্যা কথা বলিয়া এক ব্যক্তির প্রাণ বিনা-

শের হেতু হইব? দৈত্য এতচ্ছ্রবণে আপনার শস্ত্রাধার হইতে এক খান খড়্গ নিষ্কাসন পূর্ব্বক সেই সুন্দরীর করে প্রদান করিয়া কহিল ভাল যদ্যপি তুই ইহাকে চিনিস্ না তবে এই অস্ত্র লইয়া ইহার গ্রীবাদেশে আঘাত করিয়া একেবারে দ্বিখণ্ড কর্ দেখি। রমণী আত্ম দুর্গতির চিহ্ন প্রদর্শন পূর্ব্বক মৃদু স্বরে কহিতে লাগিলেন আঃ এ কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে কি আমার শক্তি আছে? তোমার প্রহারে শারীরিক বল একেবারে ক্ষীণ হইয়াছে, এখন হস্ত উত্তোলনের ক্ষমতা নাই, আর যদিস্যাৎ আমার শক্তিই থাকিত তথাপি এ ব্যক্তি আমার কোন অপকার করে নাই এবং ইহার সহিত আমার কখন পরিচয়ও নাই. কি প্রকারে ইহার উপর অস্ত্র চালন করিতে সক্ষম হইতাম? এ কথায় দৈত্যের রোষ বৃদ্ধি হইল, ভ্রূ বিভঙ্গ করত কহিল কি আমার আজ্ঞা পালনে অস্বীকার করিলি, এখন আমার নিশ্চয় বোধ হইল তুই অতিশয় দুশ্চরিত্রা। তদনন্তর আমার দিকে দৃক্পাত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল কেমন রে তুই এ রমণীকে চিনিস্ কি না?

কামিনী আমার প্রতি যে রূপ আচরণ করিলেন আমিও তদনুরূপ সদ্ব্যবহার প্রকাশ না করিলে অতি দুর্জ্জন ও কৃতঘ্নের কর্ম্ম হয় এতদ্বিবেচনায় উত্তর করিলাম হে দৈত্যরাজ এ মহিলা এই মুহূর্ত্ত আমার নয়নপথবর্ত্তিনী হইল, ইহার সহিত পরিচয় থাকিবার সম্ভাবনা কি? দৈত্য কোপে আরক্ত নয়ন হইয়া কহিল ভাল যদি ইহার সঙ্গে তোর্ প্রণয় না থাকে তবে এই খড়্গ লইয়া ইহার মস্তক ছেদন কর্ দেখি? যদ্যপি তুই আমার আদিষ্ট কর্ম্ম করিতে পারিস্ তাহা হইলে জানিব ইহার সহিত তোর্ পূর্ব্বে আলাপ ছিল না. অরে দুরাত্মা শঠ এই অবলার মুণ্ড তোর্ স্বাধীনতার মূল্য স্বরূপে স্থির করিলাম যদি পরিত্রাণ প্রার্থনা করিস্ এখনি দ্বিখণ্ড করিয়া ফেল্ নচেৎ তোকে আমার হস্তেই চির নিরুদ্ধ থাকিয়া মহা২ যাতনা ভোগ করিতে হইবে।

আমি কহিলাম হে দৈত্যরাজ আপনকার আজ্ঞা পালন করিতে সর্ব্বান্তঃকরণে প্রস্তুত আছি এই বলিয়া তরবারি হস্তে গ্রহণ করিলাম। হে ঠাকুরাণীরা আপনারা মনে করিবেন না যে আমি আবলুস কাষ্ঠীয় উপদ্বীপের রাজকন্যার প্রতি নিষ্ঠুরতাচরণ নিমিত্তই ঐ প্রকারে বদ্ধ শস্ত্র হইলাম, তাঁহার নিকট এই নিমিত্ত গমন করিলাম তিনি যেমন আমার জন্য আত্ম জীবনকে বিপন্ন করিলেন আমিও আপনার তদ্রূপাচরণ তাঁহাকে দর্শাইব, ফলতঃ তাঁহার প্রতি এ রূপ প্রেম জন্মিয়াছিল যে তদর্থ প্রাণকে সংশয়িত করিতেও উদ্যত হইয়াছিলাম, যুবতী আমার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিলেন এবং যদিও আপনি বেদনা ও যন্ত্রণায় কাতর ছিলেন তথাচ ইঙ্গিত দ্বারা জ্ঞাপন করিলেন প্রাণ পরিত্যাগে প্রস্তুত আছি, এবং আমিও যে তাদৃশাচরণে প্রস্তুত, তাহা অবগত হওয়াতে সন্তোষ প্রকাশ করিলেন, সে যাহা হউক আমি পশ্চাৎ দিগে কিঞ্চিৎ গিয়া খড়্গ খান ভূমিতলে নিক্ষেপ পূর্ব্বক দৈত্যকে কহিলাম হে দৈত্যরাজ যে রমণী আপনকার নিষ্ঠুর আঘাতে মৃতপ্রায়, ইহাকে না চিনিয়া যদ্যপি কেবল আপনার ভয়ে হত্যা করি তাহা হইলে জগতীস্থ সমস্ত লোকে আমাকে চিরকাল ঘৃণা করিবেক। আমি আপনকার করতলে আছি, আমার প্রতি যে রূপ ইচ্ছা হয় করুন আপনকার ঐ আজ্ঞা অতি কঠিন ও অন্যায়, প্রতিপালন করিতে আমার প্রবৃত্তি হইল না।

দৈত্য কহিল বিলক্ষণ পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম তোরা দুই জনেই আমার কথা তুচ্ছ করিয়া আমার কোপ বৃদ্ধি করিলি তবে দেখ্ এখন আমি কি করি। তৎপরেই একটী শানিত শস্ত্র উত্তোলন পূর্ব্বক রমণীর এক হস্ত ছেদন করিল তাহাতে সেই অবলা অপর বাহু উত্তোলন পূর্ব্বক ইঙ্গিতেই আমার নিকট চির বিদায় লইলেন পরে ছেদিত হস্ত ও শরীরস্থ অন্যান্য আঘাতিত স্থল হইতে প্রচুর রক্ত

স্রাব হওয়াতে শেষাঘাতের দুই মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহার প্রাণ বিনির্গত হইল, তদ্দর্শনে আমি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলাম।

কিয়ৎ ক্ষণ পরে মোহাপনোদন হইলে দৈত্যকে কহিলাম আমাকে আর কেন মৃত্যুর অপেক্ষা করাইতেছ, শীঘ্র সংহার করিয়া দুঃখের অন্ত কর না, আমি তোমার নিকট অবিলম্বে প্রাণান্তিক আঘাত প্রাপ্ত হইলে পরম অনুগ্রহ বোধ করিয়া মহা সুখী হইব। কিন্তু দৈত্য আমার প্রাণ বিনষ্ট না করিয়া বলিল অরে দুরাত্মা দেখ্ আমাদের জাতি কেমন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, স্ত্রী জনের সতীত্বে সন্দেহ হইলে কি রূপ আচরণ করিয়া থাকে। এই রমণী তোর সহিত দুষ্ক্রিয়া করে নাই কেবল অভ্যর্থনা করিয়াছিল এতন্নিমিত্ত একেবারে তোর জীবন বিনষ্ট করিব না, কিন্তু অলীকতাচরণ জন্য তোকে কুক্কুর, গর্দ্দভ, সিংহ অথবা পক্ষির আকার করিয়া রাখিব, বল্ কি হইতে চাহিস্, তোর প্রতি অনুকম্পা করিয়া বরং বিবেচনার সময় দিতেছি। দৈত্যের এই উক্তি শ্রবণে আমার আশ্বাস হইল ইহাকে শান্ত করিতে পারিব, অতএব বিনয় পুরঃসর কহিতে লাগিলাম দৈত্যরাজ স্থির হও, কোপ শান্তি কর, যদ্যপি আমার প্রাণ দণ্ড করিতে আপনকার ইচ্ছা না থাকে তবে সৌজন্য রূপে জীবন দান করুন। আপনি আমাকে ক্ষমা করিলে আপনার করুণা চিরকাল স্মরণ করিব, মনে করিয়া দেখুন ক্ষমা অতি সদ্গুণ, কেবল অসজ্জনেই তাহার মর্য্যাদা জানে না, এক জন সাধুর প্রতি তাহার অসৎ প্রতিবাসী ঈর্ষা পরবশ হইয়া মহা শত্রুতাচরণ করিয়াছিল তথাচ তিনি ক্ষমা গুণে তাহাকে মার্জ্জনা করিয়াছিলেন। দৈত্য জিজ্ঞাসা করিল সেই দুই প্রতিবাসির মধ্যে কি হইয়াছিল বল্ দেখি শুনি। তাহাতে আমি কহিলাম যদ্যপি ধৈর্য্যাবলম্বন করেন তাহা হইলে সেই ইতিহাস আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিয়া কহিতে পারি।

পরশ্রী কাতর ও তাহার দ্বেষ্য ব্যক্তির কথা।

কোন সমৃদ্ধ রাজ্যে দুই ব্যক্তি পরস্পরের পার্শ্ববর্ত্তি ভবনদ্বয়ে বসতি করিত। তাহারদের মধ্যে এক জন নিরন্তর আপন প্রতিবাসির হিংসা করিত। সর্ব্বদা হিংসা রসে রসিক হওয়াতে প্রতিবাসি সাধুর প্রতি স্পষ্টই তাহার বিদ্বেষ প্রকাশ পাইতে লাগিল, ফলতঃ সরল স্বভাব মানবেরা হিংস্র জনের উপকার করণে যত্নবান হইলেও তাহাতে ঈর্ষা পরবশ ব্যক্তির প্রকৃতির পরিবর্ত্ত হয় না বরং প্রশ্রয় পাওয়াতে ক্রূরতার বৃদ্ধি হইয়া থাকে অতএব সুশীল ব্যক্তি তাহার ভাব ভঙ্গি ও আচার ব্যবহারে হিংসার নিদর্শন দর্শনে অনুমান করিলেন বুঝি নিকটে থাকাতেই এই অকৌশল জন্মিয়াছে, এই বিবেচনা করিয়া বাসস্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্যত্র গিয়া বাটী নির্ম্মাণ নির্দ্ধার্য্য করিলেন, এই নিমিত্ত তাঁহাকে গৃহ সামগ্রী পর্য্যন্ত বিক্রয় করিতে হইল। পরে অনতিদূরে রাজধানীর বহির্ভাগে প্রচুর মূল্যে এক খণ্ড ভূমি ক্রয় করিলেন তাহাতে পরিপাটীর এক বাটী ও এক উদ্যান এবং অব্যবহৃত একটী জলাশয় ছিল।

সাধু ব্যক্তি ঐ ভবন ক্রয় করিয়া তাহাতে নিরুদ্বেগে বাস করিবার মানসে উদাসীনের বেশ ধারণ করিলেন এবং বাটীর মধ্যে কতক গুলি ক্ষুদ্র২ কুটীর করিয়া অপর কতিপয় উদাসীনকে আনয়ন পূর্ব্বক বাস স্থান প্রদান করিলেন। তাঁহার এই বদান্যতার ও সদাচরণের কথা সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল তাহাতে অনেক বর্দ্ধিষ্ণু ও অপরাপর লোক তাঁহার প্রতি সাতিশয় শ্রদ্ধান্বিত হইয়া তদীয় আবাসে গমনাগমন করিতে আরম্ভ করিলেন, অতএব সকলেরই সঙ্গে তাহার আলাপ পরিচয় ও সদ্ভাব হইল এবং সকলে তাঁহাকে মান্য করিতে লাগিলেন। পরে অনেক দূর

হইতে বহুং মনুষ্য স্বং কল্যাণ কামনায় তাঁহার নিকট গমনাগমন করিতে আরম্ভ করিল এবং যাঁহারা তাঁহার সহিত গুপ্ত ভাবে প্রবাস করিতেছিলেন তাঁহারদের মহাং উপকার বোধ হইতে লাগিল ইহাতে সেখানেও তাঁহার যশঃ সুবিস্তীর্ণ হইল।

তিনি যে স্থান হইতে আগমন করিলেন তথাতেও তদীয় সুখ্যাতির প্রচার থাকাতে তাঁহার বিদ্বেষ্টা সেই মনুষ্যের মনে সাতিশয় ঈর্ষা জন্মিল, সে হিংসায় অধৈর্য্য হইয়া আপনার আবাস ও বৈষয়কি কর্ম্ম কার্য্য বিসর্জ্জন পূর্ব্বক এই প্রতিজ্ঞা করিল প্রতিযোগির অসু বিনাশ না করিয়া নিবৃত্ত হইব না। অতএব এক দিন সেই সাধুর আশ্রম সমীপবর্ত্তি উদাসীনদের আগারে আসিয়া উপস্থিত হইল। তৎকালে সাধু ঐ স্থানে দণ্ডায়মান থাকাতে ঐ হিংসককে দেখিতে পাইলেন এবং তাহা হইতে পুনঃং অপকৃত হইলেও সৎ স্বভাব বশতঃ তাহা বিস্মৃত হইয়া সমাদর পূর্ব্বক অভ্যর্থনা করিলেন। হিংসক প্রতারণা করণাশয়ে কহিল কোন বিশেষ বিষয় তোমাকে জ্ঞাপন করিবার নিমিত্ত আগমন করিলাম, গোপনে বলিব, অন্যের সম্মুখে বলা হইবেক না, অতএব কোন নিভৃত স্থানে চল, এখন তো স্বায়ংকাল হইল, এই সকল উদাসীনদিগকে ইহাদিগের স্বং কুঠরী মধ্যে গমন করিতে বল না, তাহা হইলে দুই জনে নির্জ্জনে বসিয়া কথোপকথন করিতে পারিব। সাধু তাহার প্রার্থনানুসারে সকলকে বিদায় করিয়া দিলেন।

অনন্তর সাধু হিংসকের সহিত একত্র হইয়া উভয়ে সেই স্থানে পদ সঞ্চালন পূর্ব্বক বেড়াইতেং কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন এ সময়ে হিংস্রের মনে যাহাং উদয় হইল কহিল কিন্তু সে গমন করিতেং যখন একটা কূপের নিকটস্থ হইল তখন হঠাৎ সেই সাধুর শরীরে একটা ধাক্কা মারিয়া তাঁহাকে কূপমধ্যে ফেলিয়া দিল তাহার দুষ্কর্ম্ম কেহই দেখিতে পাইল না তৎপরে বহির্গমন

করত অদৃশ্য রূপে প্রস্থান করিল। তাহার মনে মহা আনন্দ হইল এত কালের পর আপনার ঈর্ষারিপু সর্ব্বতোভাবে চরিতার্থ করিলাম। কিন্তু ধর্ম্মো রক্ষতি ধার্ম্মিকং সেই অনপরাধ সাধু তাহার নৃশংসতায় কূপে পতিত হইলেও বিনষ্ট হইলেন না তাহাতে হিংসকের ঐ নিষ্ঠুরাচরণ বিফল হইল।

কূপের অদূরে কতিপয় পরী ও দৈত্য বাস করিত, তিনি যখন কূপ মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন তাহারা তাঁহাকে আপনাদের বাহুদ্বারা ধারণ করিয়াছিল তাহাতে তাঁহার গাত্রে কিছু মাত্র আঘাত লাগে নাই। সেই ভয়ানক কূপমধ্যে হঠাৎ নিক্ষিপ্ত হওয়াতে নিঃসন্দেহ জীবন বিনাশ সম্ভাবনা ছিল কিন্তু তিনি নিরাপদে নিষ্কৃতি পাইলেন ইহার বিশিষ্ট কারণ ধর্ম্ম ব্যতীত আর কি অনুমেয় হইতে পারে। তৎপরে সেই দৈত্য গণের পরস্পরের উত্তর প্রত্যুত্তর শ্রবণে ঐ বিষয় সেই ধার্ম্মিক পুরুষের হৃদয়ঙ্গম হইল কেননা অলক্ষ্য বাক্যে এক ব্যক্তির উক্তি রূপে এই প্রশ্ন শুনিতে পাইলেন কে এমত করিল জান? অপর ব্যক্তি উত্তর করিল, না, জানি না। তাহাতে প্রথম ব্যক্তি উচ্চ স্বরে কহিল তবে তোমাকে অবগত করাইতে হইল, দেখ, এই পুরুষ পরোপকার পরায়ণতা ও উদার স্বভাবতা নিমিত্ত পরশ্রী কাতর এক জন প্রতিবাসির হিংসারূপ উৎপাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার নিমিত্ত স্বীয় পৈতৃক আবাস বিসর্জ্জন পূর্ব্বক এ স্থানে আগমন করিয়া অবস্থিতি করিয়াছিলেন। এখানেও ইহাঁর স্বাভাবিক সদ্গুণের সৌরভ প্রকাশ পাওয়াতে সর্ব্ব সাধারণ সমীপে যে সুখ্যাতি বিস্তার হয় ইহাঁর বিদ্বেষী সেই নরাধম তাহাও সহ্য করিতে না পারিয়া নষ্ট করিতে মনস্থ করিয়াছিল কিন্তু আমরা এই ধার্ম্মিকের সৎক্রিয়া ও পুণ্য দ্বারা নুদিত হইয়া সাহায্য করত রক্ষা করিলাম। পরম পবিত্র সচ্চরিত্র হেতু ইহাঁর এতাদৃশী প্রতিষ্ঠা হই-

য়াছে যে নিকটস্থ মহারাজ আপন কন্যার মঙ্গল কামনায় আগামি বাসরে এ স্থানে স্বয়ং আগমন পূর্ব্বক সাক্ষাৎ করিবার সংকল্প করিয়াছেন।

অপর ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল এই পুরুষ উদাসীন, ইহার দ্বারা রাজকন্যার কি মঙ্গল সম্ভাব্য? প্রথম ব্যক্তি উত্তর করিল তোমার কি বিদিত নাই ডিম্‌ডিম দানবের পুত্র ময়মুন উক্ত রাজকুমারীর প্রতি আসক্ত হইয়া তাঁহাকে আশ্রয় করিয়াছে? এই ধার্ম্মিক হইতে যে প্রকারে তাঁহার আরোগ্য হইতে পারিবে আমি অবগত আছি, বলি, শুন। এই সৎ পুরুষের মঠমধ্যে একটী কৃষ্ণ বর্ণ বিড়াল আছে, তাহার লাঙ্গূলে মুদ্রাবৎ শুভ্র বর্ণের একটী চিহ্ন আছে, সেই স্থানের সাত গাছি লোম উৎপাটন পূর্ব্বক অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া তদুত্থ ধূম রাজকন্যার মস্তকে প্রদান করিলেই তিনি রোগ হইতে মুক্তা হইবেন এবং ময়মুন তাঁহাকে পরিত্যাগ করিবেক কস্মিন্ কালেও আর তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইতে পারিবেক না।

সেই সাধু অলক্ষ্য রূপে যক্ষগণের উপরি উক্ত উক্তি প্রত্যুক্তি মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করিলেন এবং তৎপরেই তাহারা নীরব হইল। অনন্তর বিভাবরী প্রভাতা হইলে যখন দিবাকরোদয়ে চতুর্দ্দিগ্ প্রকাশমান হইল তখন সেই পুণ্যাত্মা সাধু কূপের এক পার্শ্বে একটী শুষ্ক পথ দেখিতে পাইলেন অতএব তদ্যোগে অনায়াসে সেই দুর্গম স্থান হইতে আপনার উদ্ধার সম্পাদন করিলেন।

তাঁহার আশ্রমবাসি উদাসীনগণ তদীয়াদর্শনে উদ্বিগ্নচিত্ত হইয়া ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিতেছিল ইতিমধ্যে তিনি দৃষ্টিগোচর হওয়াতে সকলে পরমানন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল। সাধু তাহাদিগের নিকট পূর্ব্ব দিবসীয় দুরাচারি অভ্যাগতের আচরণ বিবরণ পূর্ব্বক ব্যক্ত করিলে সকলেই সেই দুষ্টের প্রতি কটূক্তি করিতে লাগিল পরে তাঁহার নিরাপদে বিপদ হইতে উদ্ধার নিমিত্ত জগদীশ্বর

সন্নিধানে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিল। অনন্তর সকলে স্বং কুটীর মধ্যে প্রবেশ করিলে সাধু আপন মন্দিরে বিশ্রামার্থ প্রবিষ্ট হইলেন, গত দিবস পরী ও দৈত্যদিগের কথোপকথন সময়ে যে কৃষ্ণ বর্ণ বিড়ালের প্রসঙ্গ শ্রবণ করিয়াছিলেন সে ঐ সময়ে হঠাৎ তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। সাধু তাহাকে ধারণ করিলেন এবং তাহার লাঙ্গূলের শুভ্র চিহ্ন হইতে সাত গাছি লোম উৎপাটন পূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া এক স্থানে রাখিয়া দিলেন তাহার তাৎপর্য্য এই, গত নিশায় যাহা শুনিয়াছিলেন তদ্রূপ হইলে বাহির করিয়া লইতে পারিবেন।

অনতিবিলম্বে ঐ দেশের অধিপতি স্বীয় কুমারীর ভূতাপস্মার শান্তি নিমিত্ত অমাত্যবৃন্দ সমভিব্যাহারে সেই সাধুর পুরদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং অনুচর ভৃত্যবর্গকে বাহিরে স্থাপন পূর্ব্বক আপনি মন্ত্রি সহিত বাটীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। অগ্রে অন্য উদাসীনদিগের সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে তাহাদের সহিত আলাপ পরিচয় হইল তাহাতে তাহারা সমাদর পুরঃসর নৃপতিকে আপনাদের প্রধান উদাসীন সন্নিধানে লইয়া গেল। রাজা উদাসীনাধ্যক্ষকে মহা সম্ভ্রমে অভ্যর্থনা করিয়া কিয়ৎ ক্ষণ কথোপকথনের পর তাঁহাকে এক পার্শ্বে লইয়া গিয়া বলিলেন বোধ করি আমার এ স্থানে আগমনের কারণ তোমার বিদিত হইয়া থাকিবে। উদাসীন উত্তর করিলেন রাজবালিকার আরোগ্যের উপায়ার্থ কি এ অভাজনের ভবনে পদার্পণ হইল? আমার মহা সৌভাগ্য, আমি অতি দীন, এতাদৃক্ গৌরবের পাত্র নহি। রাজা কহিলেন হাঁ আমি কন্যার নিমিত্ত বিব্রত আছি, বহুং চিকিৎসক আনিয়া চিকিৎসা করাইয়াছি, কোন প্রকারে রোগের কিঞ্চিন্মাত্র প্রতীকার হয় নাই, তুমি যদ্যপি স্বস্ত্যয়ন করিয়া আমার নন্দিনীকে রোগ হইতে মুক্ত করিতে পার তাহা হইলে তোমা হইতে আমারই জীবন দান হয়। উদাসীন উত্তর

করিলেন মহারাজ যদ্যপি রাজকুমারীকে এ স্থানে আনয়নের অনুমতি হয় তাহা হইলে ঈশ্বর প্রসাদাৎ নীরোগ হইতে পারেন।

রাজা উদাসীনের এই উক্তি শ্রবণে আহ্লাদিত হইয়া কন্যার আনয়নার্থ তৎক্ষণাৎ লোক প্রেরণ করিলেন। কিয়দ্বিলম্বে অবগুণ্ঠনবতী রাজবালা বহুতর দাস দাসী পরিবৃতা হইয়া শিবিকাযোগে আসিয়া উপস্থিতা হইলেন। উদাসীন রোগের চিকিৎসার্থ নৃপনন্দিনীর অনুচরীদিগকে কহিলেন একখানি দর্ব্বীর উপরি কিঞ্চিৎ অগ্নি দিয়া রাজকুমারীর মস্তকোপরি ধারণ কর। কিঙ্করীগণ তৎক্ষণাৎ সেই প্রকার করিলে উদাসীন তাহাতে পূর্ব্ব সঞ্চিত সাত গাছি লোম নিক্ষেপ করিলেন। সেই তনুরুহ সংযোগে দর্ব্বীস্থ অনল যেমন ধূমায়িত হইল তৎক্ষণাৎ দানবাধিপ ডিম্‌ডিমের নন্দন ময়মুন একটা ঘোরতর নিনাদ করিয়া রাজনন্দিনীর শরীর পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন পরায়ণ হইল তাহাতে রাজবালা তদবধি একেবারে নীরোগ হইলেন আর ভূতাপস্মার দৃষ্ট হইল না। ভূত নিরাকৃত হইলে রাজকন্যা সচেতন হইয়া বদন হইতে অবগুণ্ঠন উত্তোলন পূর্ব্বক ইতস্ততো দৃষ্টিপাত করিলেন এবং অনুচরীদিগকে জিজ্ঞাসিলেন কোথায় আগমন করিয়াছি? এখানে কে আনিল? রাজা নন্দিনীর বদনে এই বাক্য শ্রবণ করিয়া আরোগ্য চিহ্ন অনুমান করত আনন্দে পুলকিত হইলেন প্রথমতঃ কন্যাকে ক্রোড়ে করিয়া শিরশ্চুম্বন করিলেন পরে উদাসীনের হস্ত চুম্বন করত বহু সম্মান দান করিলেন। অনন্তর পারিষদগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন এই উদাসীন মহোদয় আশ্চর্য্য প্রকারে আমার তনয়াকে আরোগ্য করিলেন ইহাঁকে কি পারিতোষিক দেওয়া যায়। তাহারা একবাক্য হইয়া নিবেদন করিল মহারাজ এই কন্যাই সম্প্রদান করুন। তাহাতে নৃপতি উত্তর করিলেন

আমিও এই রূপ মনে করিতেছিলাম, তাহাই ভাল, ইনিই আমার জামাতা হউন।

কিয়ৎ কাল গতে প্রধান মন্ত্রী পরলোক প্রাপ্ত হইলেন তাহাতে রাজা সেই উদাসীনকেই তৎপদে অভিষিক্ত করিলেন। অনতিবিলম্বে ভূপতিরও মানব লীলা সম্বরণ হইল, তাঁহার পুত্র ছিল না সুতরাং সুশীল জামাতাই শাস্ত্র ও দেশ প্রচলিত নিয়মানুসারে সর্ব্ব সম্মতি ক্রমে রাজসিংহাসনে অধ্যারূঢ় হইলেন।

মহোদয় উদাসীন দেশাধিপতি হইয়া এক দিবস অমাত্যগণ সমভিব্যাহারে নগর পরিভ্রমণ করিতে বহির্গত হইলেন। পথিমধ্যে এক স্থানে জনতাবলোকনে তন্নিকটবর্ত্তী হওয়াতে সেই হিংস্র ব্যক্তি তাঁহার নয়নপথে পতিত হইল। সাধু স্বীয় সঙ্গি এক জন মন্ত্রিকে সমীপে আহ্বান পূর্ব্বক মৃদুস্বরে কহিলেন ঐ লোকটীকে আমার নিকট লইয়া আইস কিন্তু দেখিও যেন কোন প্রকারে ভীত না হয়। অমাত্য রাজার অনুমত্যনুসারে তৎক্ষণাৎ ঐ ব্যক্তিকে নৃপ সন্নিধানে আনয়ন করিলেন। রাজা সেই হিংসক ব্যক্তির প্রতি কোমল সম্বোধন করত কহিলেন তোমার সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে পরম হর্ষ জন্মিল, পরে এক জন কর্ম্মকারিকে ডাকিয়া বলিলেন ওহে ধনাগার হইতে সহস্র সুবর্ণ আনয়ন কর এবং ভাণ্ডার হইতে বিংশতি বস্তা বাণিজ্য দ্রব্য আনিয়া এই ব্যক্তিকে দিয়া ইহার সমভিব্যাহারে কতকগুলি ভৃত্য প্রহরি দাও যেন ইনি নির্ব্বিঘ্নে গৃহে প্রত্যাগমন করিতে পারেন। অনন্তর চির হিংসক সেই প্রতিবাসিকে বিদায় দিয়া পারিষদগণ সহ পুনর্ব্বার ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

দ্বিতীয় উদাসীন কহিলেন হে ঠাকুরাণি, আবলুস কাষ্ঠীয় উপদ্বীপের রাজকন্যার নিধনকারি দৈত্যকে এই উপাখ্যান শ্রবণ করাইয়া আমি আপনার উদ্ধার নিমিত্ত কহিলাম হে দৈত্যরাজ দেখ সেই সাধু স্বীয় সচ্চরিত্র ও ধর্ম্মনিষ্ঠায়

স্বস্থান পরিত্যাগ করিয়াও পরে রাজা হইয়াছিলেন এবং যে হিংসক প্রতিবেশি হইতে তাঁহার বিবিধ অনিষ্ট ও অবশেষে জীবন পর্য্যন্ত বিনষ্ট হইবার সম্ভাবনা হইয়াছিল নিগ্রহানুগ্রহে সমর্থ দেশাধিপতি হইয়াও পরে তাহার প্রতিহিংসা করা দূরে থাকুক বরঞ্চ বদান্যতা প্রকাশ পুরঃসর তাহার দারিদ্র্য মোচন করত কেমন সদাচরণ করিয়াছিলেন? হে ঠাকুরাণি আমি এই রূপে ক্ষমা প্রাপ্তির বাসনায় আত্ম পক্ষে সাধ্যানুসারে বক্তৃতা করত নানা বাক্‌কৌশল করিলাম কিন্তু কোন মতেই দুরাত্মা দৈত্যের মত পরিবর্ত্তন হইল না।

দানব কহিল তোর্ জীবন রক্ষা করিতে পারি কিন্তু এবম্প্রকার আকারে প্রাণ ধারণের আশা পরিত্যাগ কর্। এখনি দেখ্ মায়া প্রভাবে তোর্ কি রূপ আকৃতি করি, এতাবন্মাত্র বলিয়াই বল দ্বারা আমার কর ধারণ পূর্ব্বক সেই ভূমধ্যস্থ গৃহের চক্রাকৃতি ছাদের উপর উত্তোলন করিল কিন্তু সে নিকটস্থ হইবামাত্র ঐ ছাদ বিদীর্ণ হইয়া দ্বিখণ্ড হইল। তদনন্তর আমাকে লইয়া শূন্যমার্গে উড্ডয়ন পূর্ব্বক এতাদৃক উচ্চগামী হইল যে তথা হইতে অবনীমণ্ডল ধূমাকার দৃষ্ট হইতে লাগিল। পরে একবার বিদ্যুতের ন্যায় বেগে ক্ষণমাত্র কিঞ্চিৎ অবনত হইয়া একটা পর্ব্বতের উপর আরোহণ করিল এবং সে স্থান হইতে কিঞ্চিৎ মৃত্তিকা গ্রহণ পূর্ব্বক একটী মন্ত্র পাঠ করিল আমি তাহার অর্থ বুঝিতে পারিলাম না। পরে আমার গাত্রে সেই মৃত্তিকা প্রক্ষেপ করিতেং কহিল মানব দেহ বিসর্জ্জন পূর্ব্বক কপির আকার ধারণ কর্ এই বলিয়া প্রস্থান করিল। আমি মানব কলেবরের পরিবর্ত্তে মর্কটদেহ হইয়া একাকী শোক করিতে লাগিলাম হা কি হইল, কোথায় পড়িলাম, পিতার রাজ্যের নিকটবর্ত্তী বা দূরস্থ আছি, কিছুই জানিতে পারিতেছি না, এই রূপে বহুং বিলাপ করিয়া অনেক ক্ষণ কেবল রোদন মাত্র পরায়ণ হইয়া রহিলাম।

অনন্তর পর্ব্বত হইতে অবরোহণ করিতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে ভূমি দেখিতে পাইলাম পরে এক মাস ভ্রমণ করিয়া সমুদ্র তীরে গিয়া উপস্থিত হইলাম। ঐ সময় বায়ুর তাদৃশ বেগ ছিল না এবং এক ক্রোশের মধ্যে এক খান তরী দৃষ্ট হইল, অতএব এই সুযোগ আপনার অভীষ্ট সাধনে বঞ্চিত না হই এতদভিপ্রায়ে একটা বৃহদ্ বৃক্ষের শাখা ভাঙ্গিয়া গ্রহণ পূর্ব্বক তটের নিকট গমন করিলাম পরে সেই শাখার উপর আরোহণ করিয়া দুই হস্তে দুই গাছি যষ্টি ধারণ পূর্ব্বক বহিত্র স্বরূপ করিয়া বাহিতেং সেই তরীর দিগে যাত্রা করিলাম কিন্তু আমি যত নিকটস্থ হইতে লাগিলাম তরণীর নাবিক ও তত্রস্থ আরোহি লোকেরা আমাকে দেখিয়া ততই চমৎকার প্রকাশ করিতে লাগিল। তাহাদিগের সহিত বাক্যালাপ করিতে আমার শক্তি ছিল না সুতরাং মনোমধ্যে মহা অসুখী হইলাম, অপর দৈত্যের হস্তে পতিত হওয়াতে যে রূপ বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াছিলাম এক্ষণেও ভয়ে তদ্রূপ আপদ্ বোধ করিতে লাগিলাম।

ঐ অর্ণবপোত মধ্যে অযৌক্তিক ধর্ম্মাবলম্বী কতিপয় মনুষ্য ছিল, তাহারা আপনাদের কুসংস্কার বশতঃ বোধ করিল আমাকে তরিমধ্যে স্থান দান করিলে স্থল প্রাপ্তির পূর্ব্বে তাহাদিগের কোন প্রকার উৎকট সঙ্কট ঘটিবে, এক জন স্পষ্টই কহিল আমি এই বানরটাকে কুঠার দ্বারা নষ্ট করি। অপর ব্যক্তি কহিল উহার প্রতি একটী তীর নিক্ষেপ করা যাউক তাহা হইলে প্রাণ ত্যাগ করিয়া সাগর সলিলে পতিত হইবে, অন্য এক জন কহিল বারিনিধির বারিতে নিমগ্ন করিয়া দেওয়া যাউক্ না তাহাতেই এ উৎপাত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যাইবেক। ফলতঃ আমি যদ্যপি শীঘ্র গমন করিয়া ব্যগ্রতা পূর্ব্বক নাবিকাধ্যক্ষের চরণে শরণ না লইতাম তাহারা অবশ্য কোন প্রকার নিষ্ঠুর যাতনা দিয়া আমার প্রাণ নষ্ট করিত। আমি প্রাণ পণে শাখা বাহিয়া পোতে উঠিয়া অধ্যক্ষের পদতলে পড়িলাম

এবং তাঁহার কচ্ছ ধারণ পূর্ব্বক ক্রন্দন করিতে লাগিলাম তাহাতে তিনি অনুকম্পা প্রকাশ পূর্ব্বক কহিলেন যে কেহ ইহার উপর আঘাত করিবে তাহার দণ্ড বিধান করিব এবং আমাকে নানা প্রকারে অভয় দান করিতে লাগিলেন। যদিও আমি মর্কটাকার হওয়াতে কথা কহিতে পারিলাম না তথাচ ইঙ্গিতে এতাদৃশ ভাব প্রকাশ করিলাম যে তদ্দ্বারা তিনি বুঝিতে পারিলেন আমি তাঁহার নিকট কি রূপ বাধ্যতা স্বীকার করিতেছি।

এই সময়ে অনুকূল পবন বহমান হইল এবং পঞ্চাশ দিন যাবৎ তদ্রূপ সুবিধা রহিল অতএব অচিরে বাণিজ্য কার্য্যে নিযুক্ত লোকে পূর্ণ এক দেশের ঘাটে গিয়া আমাদের তরী উত্তীর্ণ হইল। সেই দেশ অতি প্রধান ছিল এবং তথায় এক জন অতি পরাক্রমী অধিপতি ছিলেন। আমাদের অর্ণবযান ঘাটে লাগিলে অনেক গুলি ক্ষুদ্র২ তরণী আসিয়া চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিল, সেই সকল নৌকাতে আমার সমভিব্যাহারি বণিক্‌গণের আত্মীয় স্বজন ব্যক্তিরা পরস্পর সাক্ষাৎ করণার্থ আগমন করিয়াছিল, অপর কতক লোক এই জানিতে আসিয়াছিল কে কোন্ দেশ হইতে আসিল ও কি সংবাদ আনিল? কেহ২ বা অনেক দূর হইতে ঐ পোত আসিয়াছে, তাহা কি প্রকার, তদ্দর্শন বাসনায় আগমন করিয়াছিল।

অপর কতিপয় রাজকর্ম্মকারীও আগমন করিয়া দেশাধিপের আদেশানুসারে তরিস্থ বণিক্‌দিগের সহিত আলাপ করণের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিল। বণিকেরা তাহাদিগের সম্মুখীন হইলে এক জন রাজকর্ম্মচারী কহিলেন তোমাদিগের আগমনে দেশাধিপ আহ্লাদিত হইয়া বৃত্তান্ত পরিজ্ঞান মানসে আমাদিগকে পাঠাইয়া দিলেন, অনন্তর এক খান দীর্ঘ পত্রী সম্মুখে ধরিয়া কহিলেন ভূপতি সমাদর পূর্ব্বক আদেশ করিয়াছেন এই পত্রে প্রত্যেকে আপন২ বিবরণ সংক্ষেপে স্ব২ হস্তে লিখিয়া দাও। ঐ দেশের রাজার

এবম্প্রকার যে কোন লোকের নিকট হইতে লিপি গ্রহণের তাৎপর্য্য এই, তাঁহার প্রধান মন্ত্রী রাজকার্য্যে অতিশয় নিপুণ ও লিপিকার্য্যে বিশেষ ক্ষমতাবান ছিলেন, কিয়দ্দিন পূর্ব্বে তাঁহার পঞ্চত্ব প্রাপ্তি হয়, তাহাতে মহারাজ মন্ত্রির নিমিত্ত বিমর্ষ ছিলেন এবং লিপি নৈপুণ্যকে সর্ব্বগুণ শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য করাতে শপথ করিয়াছিলেন মৃত মন্ত্রির ন্যায় যাঁহার লিপি নৈপুণ্য দেখিবেন তাঁহাকেই তৎপদে অভিষিক্ত করিবেন। অনেক ব্যক্তি ঐ পদাকাঙ্ক্ষায় স্ব২ পারকতার পরীক্ষা দান করিয়াছিলেন কিন্তু সমুদায় রাজ্যমধ্যে এক জনও উক্ত পদ পাইবার উপযুক্ত হয় নাই।

আমাদের তরণীতে যে২ বণিক্ আপনাকে লিপিজ্ঞ বলিয়া জানিত মন্ত্রিত্ব পদ প্রাপ্তির লোভে বহু যত্ন পূর্ব্বক সকলে ইচ্ছা মত কিঞ্চিৎ২ লিখিয়া দিল। তাহাদিগের লিখন সমাপ্ত হইলে আমি অগ্রসর হইয়া সেই কাগজ গ্রহণ করিলাম। তৎকালে সকলেই বিশেষতঃ যে বণিকেরা তাহাতে লিখিয়াছিল তাহারা বিবেচনা করিল আমি বানর, হয় কাগজ খণ্ড২ করিব, নতুবা জলে ভাসাইয়া দিব, অতএব চীৎকার করিয়া উঠিল, কিন্তু যখন দেখিল আমি কাগজ খানি রীতি মতে ধরিয়াছি এবং লিখিবার উপক্রম করিতেছি তখন আমার কোন মন্দাভিপ্রায় নাই বোধগম্য হওয়াতে তাহাদিগের আশঙ্কা নিবৃত্তি হইয়া বরং চমৎকার জন্মিল। বানরে বর্ণ লিখিতে পারে তাহারা কস্মিন্ কালেও অবলোকন করে নাই অন্যান্য ব্যক্তি অপেক্ষা আমার লিপি নৈপুণ্য হইবে এতাদৃশী বুদ্ধি হইবার সম্ভাবনা কি? অতএব আমি পত্রী ধারণ করিলেও এক জন চীৎকার করিয়া আমার কর হইতে কাগজ লইবার উপক্রম করিল, কিন্তু নাবিকাধ্যক্ষ আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া কহিলেন, তোমরা কেন প্রতিবন্ধকতা কর, কি করে করুক্ না, লিখিতে দাও না, যদি এ লেখ্য নষ্ট করে আমি ইহার দণ্ড করিব, কিন্তু যদ্যপি

লিপিজ্ঞতা প্রকাশ পায়, আমার বোধ হইতেছে প্রকাশ করিতে পারিবেক, তাহা হইলে যিনি যত বানর নিরীক্ষণ করিয়াছেন সর্ব্বাপেক্ষা ইহাকে অদ্ভুত বলিতে হইবে অপর আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি এ লিখিতে পারিলে পুত্র নির্বিশেষে ইহাকে স্নেহ করিব। অনেক দিন হইল একটী কপি প্রতিপালন করিয়াছিলাম কিন্তু সে ইহার অর্দ্ধেক গুণও ধারণ করিত না।

হে ঠাকুরাণি যখন আমি দেখিলাম নাবিকাধ্যক্ষের ঐ প্রকার সানুক্রোশ বচন শ্রবণে তরিস্থ ব্যক্তিরা আমার বিরুদ্ধাচরণে ক্ষান্ত হইল তখন লেখনী ধারণ পূর্ব্বক আরবীয় ভাষায় ষট্ প্রকার অক্ষরে চারি২ পংক্তি লিখিয়া লেখনীকে বিশ্রাম দিলাম, সেই চারি২ পংক্তিতে যে কবিতা রচনা করিয়াছিলাম তাহাতে মহারাজের গুণানুবাদ ছিল। আমার লিপি বণিক্‌দিগের লিখনাপেক্ষা উত্তম হইল কোন সন্দেহ নাই, তাহাদের ভাব ভঙ্গি দর্শনে বরঞ্চ এতাদৃক বোধ হইতে লাগিল তদ্রূপ লিখন কদাপি অবলোকন করে নাই। যাহা হউক আমার লেখা সমাপ্ত হইলে রাজপুরুষেরা সেই কাগজ গ্রহণ পূর্ব্বক সত্বরে রাজ সকাশে গমন করিয়া ভূপতির হস্তে প্রদান করিল।

সে দেশের গুণজ্ঞ মহীপাল অন্য কোন লিপিতে মনোযোগ করিলেন না, আমার লিখন পাঠে মহা সন্তুষ্ট হইয়া কর্ম্মচারিদিগকে আদেশ করিলেন মন্দুরা হইতে সুসজ্জিত অশ্ব এবং রাজ ভাণ্ডার হইতে মহামূল্য বসন লইয়া এখনি সেই অর্ণবপোতে গমন কর, তত্তরিস্থ ব্যক্তি ব্যূহমধ্যে যে এই লিপি লিখিয়াছে তাহাকে পরিচ্ছদান্বিত করিয়া ঘোটকে আরোপণ পূর্ব্বক আমার সমীপে আন। নৃপতির নিদেশ শ্রবণে রাজপুরুষগণ হাস্য সম্বরণ করিতে পারিল না। রাজা তাহাদের অভিপ্রায় না বুঝিয়া রোষ পরবশতায় দণ্ড বিধানে উদ্যত হইলে, এক ব্যক্তি বিনয় প্রকাশ পুরঃসর নিবেদন করিল মহারাজ ক্ষমা

করিতে আজ্ঞা হয়, ধর্ম্মাবতার এ লিপি মনুষ্যের লেখনী হইতে বহির্গতা হয় নাই একটী মর্কটে লিখিয়াছে। রাজা এতচ্ছ্রবণে বিস্ময় প্রকাশ পূর্ব্বক কহিলেন বল কি? বানরে এবম্বিধ অদ্ভুত লিপি লিখিতে পারে? এক জন শিরোবনমন পূর্ব্বক নিবেদন করিল মহারাজ আমরা কি আপনকার সাক্ষাতে অলীক কহিতেছি, কপিতেই এই লিপি লিখিয়াছে। ইহাতে নরনাথ সাতিশয় চমৎকৃত হইলেন, এবং আমাকে দেখিতে তাঁহার সমধিক ঔৎসুক্য জন্মিল, কর্ম্মচারিদিগকে কহিলেন তোমরা এখনি গিয়া সেই অপূর্ব্ব শাখামৃগকে আনয়ন কর।

রাজপুরুষগণ নৃপ নিদেশানুসারে তৎক্ষণাৎ অর্ণবতরিতে আগমন করিয়া কর্ণধারের করে ভূপাদেশ লিপি প্রদান করিল তাহাতে প্রধান নাবিক সাতিশয় হর্ষ প্রকাশ করত কহিলেন এখনি এই অনুমতি পালন করিতেছি। পরে রাজভৃত্যেরা আনীত পরিচ্ছদ পরিধান করাইয়া আমাকে তরি হইতে অবতরণ করাইল এবং তটে গিয়া অশ্বোপরি আরোপণ পূর্ব্বক নৃপ নিকেতনাভিমুখে লইয়া চলিল। আমি রাজ সভায় উপনীত হইয়া দেখিলাম রাজা আমাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত অসংখ্য সভ্য ও সামন্তবৃন্দে পরিবৃত হইয়া পরিষন্মধ্যে বসিয়া রহিয়াছেন। যখন রাজ পথ দিয়া গমন করি তখন ঊর্দ্ধ দৃষ্টি করাতে আমার নয়নগোচর হইয়াছিল বর্ত্ম প্রান্তবর্ত্তি প্রাসাদের উপরি ভাগে ও গবাক্ষ দ্বারে আবাল বৃদ্ধ পৌরজন আমার দর্শনার্থ কৌতুকান্বিত হইয়া দণ্ডায়মান আছে ফলতঃ রাজা একটা বানরকে মন্ত্রি পদে মনোনীত করিয়াছেন সেই কপির আনয়নার্থ রাজভৃত্যগণ গমন করিয়াছে এই কথা রাষ্ট্রমধ্যে প্রচার হওয়াতে সকলেই মহা২ কৌতূহলাক্রান্ত হইয়াছিল অতএব আমাকে দেখিবার নিমিত্ত সকলের অন্তঃকরণে সাতিশয় ঔৎসুক্য হয় এবং যখন আমি তাহাদের নয়ন গোচর হইয়াছিলাম তখন আমাকে দেখিয়া কতই হাস্য পরিহাস

করিয়া ছিল কিন্তু আমি অবিকৃত চিত্তে ঐ ব্যাপার দেখিতে২ রাজ সভায় উপনীত হইয়াছিলাম।

সভায় উপস্থিত হইয়া দেখিলাম রাজা পারিষদবর্গে বেষ্টিত হইয়া সিংহাসনে অধিষ্ঠিত আছেন, অতএব সম্মুখীন হইয়া তিন বার নম্রভাবে নমস্কার করিলাম এবং শেষবার অবনত হইবার কালে ভূমিতে শিরোবলুণ্ঠন পূর্ব্বক মৃত্তিকা চুম্বন করিলাম তৎপরে গাত্রোত্থান করিয়া বানরের ন্যায় বসিলাম। আমার লোক ব্যবহারাভিজ্ঞতা অবলোকনে সভাস্থ সমস্ত ব্যক্তির চমৎকার জন্মিল, সকলে চিত্রার্পিতের ন্যায় হইয়া মনে২ চিন্তা করিতে লাগিলেন যথা রীতি রাজ বন্দনা করা কপিতে কি প্রকারে শিখিল, রাজাও আমার চেষ্টা দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া বসিলেন। রাজসভাস্থ জনগণের এবং রাজার এই প্রকার ভাব দর্শনে আমার মনে অনুতাপ হইতে লাগিল মনোমধ্যেই খেদ করিয়া কহিলাম হায় যদিস্যাৎ বাক্ শক্তি থাকিত এই পরিষদকে সর্ব্বতোভাবে পরিতুষ্ট করিতাম এখন শাখামৃগ হইয়াছি কথা কহিতে পারিব না, এক সময়ে মনুষ্য ছিলাম বটে কিন্তু এক্ষণে সে দশা অন্তর্হিতা হইয়াছে।

তদনন্তর ভূপতি সভাসদ্গণকে বিদায় করিয়া দিলেন, কেবল প্রধান মন্ত্রী এবং একটী অল্প বয়স্ক দাস ও আমি নিকটে রহিলাম। রাজা সভাগার হইতে গাত্রোত্থান করিয়া একটী কুঠরী মধ্যে প্রবেশ করিলেন তথায় আহারীয় দ্রব্য সামগ্রীর আনয়নার্থ আজ্ঞা হইল। নরপতি আহার করিতে বসিয়া ইঙ্গিতে আমাকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন আইস আমার সঙ্গে বসিয়া ভোজন কর। ইহাতে আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পুরঃসর গাত্রোত্থান করিলাম এবং ভূমি চুম্বন করিয়া আহারে বসিলাম, পরে আস্তে২ কিঞ্চিৎ২ করিয়া আহারীয় দ্রব্য গ্রহণ করিতে লাগিলাম।

আমাদের ভোজন সমাপ্ত হইলে যখন ভৃত্যবর্গ উচ্ছিষ্ট স্থান পরিষ্কার করিতে আসিল তখন কিয়দ্দূরে লেখনী এবং মস্যাধার দৃষ্টিগোচর হওয়াতে তাহাদিগকে সঙ্কেতে কহিলাম ঐ সকল দ্রব্য আমার নিকট আনিয়া দাও। তাহারা কৌতুকাবিষ্ট হইয়া তৎক্ষণাৎ আনিয়া দিলে আমি একটী বৃহৎ পত্রীর উপর রাজার প্রতি কৃতজ্ঞতা সূচক নিজ উক্তি লিখিয়া তদীয় করে সমর্পণ করিলাম, তৎপাঠে পৃথ্বীনাথের আরো চমৎকার জন্মিল। আমাদের আহার শেষ হইলে রাজ কিঙ্করেরা এক প্রকার সুরা আনিয়া দিয়াছিল, রাজা তাহার এক চষক পান করিবার নিমিত্ত আমার প্রতি আজ্ঞা করিলেন। আমি গ্রহণ পূর্ব্বক পান করিলাম এবং তদ্দ্বারা মনোমধ্যে ঈষৎ আনন্দোদয় হওয়াতে পুনর্ব্বার লেখনী লইলাম ও বিবিধ দুঃখ ভোগের পর তাঁহার আশ্রয়ে কিরূপ ভাবাপন্ন হইয়াছিলাম তাহার বিস্তারিত বিবরণ লিখিয়া প্রদান করিলাম। তিনি তাহা পাঠ করিয়া প্রশংসা করত কহিতে লাগিলেন যে ব্যক্তি এবম্প্রকারে আত্ম বৃত্তান্ত বর্ণন করিতে পারে তাহাকে সংসারের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মানব জ্ঞান করি। তৎপরে সতরঞ্চ ক্রীড়ার উপকরণ আনাইয়া আমার প্রতি ইঙ্গিতে প্রশ্ন করিলেন এ ক্রীড়া জান? আমার সহিত খেলিতে পারিবে? আমি ভূমি চুম্বন পূর্ব্বক মস্তকে হস্ত উত্তোলন করিয়া ভঙ্গি ক্রমে জ্ঞাপন করিলাম ইহা আমার পক্ষে মহা সম্মানজনক কার্য্য, সর্ব্বান্তঃকরণে আজ্ঞা সম্পাদনে প্রস্তুত আছি। তদনন্তর খেলায় বসিলে প্রথম বার রাজা জয়ী হইলেন কিন্তু দ্বিতীয় ও তৃতীয় বারের ক্রীড়ায় আমার জয় হইল ইহাতে নৃপতি কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণ মনা হইলে আমি ভাবে বুঝিতে পারিয়া তাঁহার চিত্তের বিনোদন নিমিত্ত একটী কবিতা লিখিলাম তাহার তাৎপর্য্য এই, দুই দল সবল শূর সাতিশয় বিক্রম প্রকাশ পুরঃসর সমস্ত দিবস সংগ্রাম করিয়া যদিস্যাৎ দিবাবসানে

পরস্পর প্রণয় করে তাহা হইলে রজনীযোগে উভয় পক্ষের কি সুখে কাল যাপন হয়?

ভূপতি আমার লিখিত ঐ কবিতা পাঠ করিয়া চমৎকার প্রকাশ করত কহিতে লাগিলেন বানরের এতাদৃশ বুদ্ধিমত্তা কদাপি দৃষ্টিগোচর হয় নাই, পরে সেই শ্লোকটী অন্যান্য ব্যক্তিকে দেখাইতে ইচ্ছা করিয়া সুন্দরীশ্রেষ্ঠা নাম্নী তাঁহার যে সুরূপা সদ্গুণা কন্যা ছিল তাঁহাকে আহ্বান করিবার নিমিত্ত প্রধান খোজার প্রতি আদেশ করিয়া কহিলেন ওহে মহল্লি যে ব্যাপারে আমি আমোদী হইতেছি আমার দুহিতা তাহাতে আনন্দিতা হন নিতান্ত বাসনা অতএব আমার নন্দিনীকে ত্বরায় ডাকিয়া আন ইহাতে খোজা গমন করিয়া তৎক্ষণাৎ রাজকুমারীকে আনয়ন করিল। নৃপবালা অনাবৃত বদনে আসিয়া রাজার আগার মধ্যে প্রবেশ করিলেন কিন্তু গৃহ প্রবেশ মাত্রে অবগুণ্ঠন ধারণ করত পিতৃ সন্নিধানে কহিতে লাগিলেন পিতঃ আপনি কি আত্ম বিস্মৃত হইলেন? আমার সাতিশয় বিস্ময় জন্মিতেছে, অপরিচিত পুরুষের সাক্ষাতে উপস্থিত হইবার নিমিত্ত আমার প্রতি কিরূপে আদেশ হইল? রাজা কহিলেন বৎসে কি বলিতেছ আমার অনুমান হয় তুমি বিমুগ্ধাবস্থায় আছ, এখানে অপর কেহই নাই, কেবল একটী বালক ভৃত্য মহল্লী, এবং আমি এই কয় জন রহিয়াছি, আমরা কি কখন তোমার বদন সুধাকর দর্শন করি নাই? তুমি আমার সমক্ষে বস্ত্রে আবরণ দিয়া ঐরূপ উক্তি কি প্রকারে করিলে, তোমারই বুঝি বুদ্ধি ভ্রম হইয়া থাকিবে? ফলতঃ পর পুরুষ সন্নিধানে আনয়ন করাতে আমার অন্যায় ব্যবহার হইয়াছে কি রূপে কহিলে? বালিকা এতচ্ছ্রবণে বিনীতভাবে প্রতিবচন প্রদান করিলেন পিতঃ অচিরে আপনকার হৃদয়ঙ্গম হইবে আমার ভ্রম বা মনোমোহ হয় নাই, জিজ্ঞাসা করি ঐ যে জীবটী এ স্থানে উপস্থিত আছে উনি কে আপনকার বিদিত আছে? উনি বানর নহেন, মর্কটের ন্যায় আকৃতি মাত্র,

একজন প্রধান রাজার সন্তান, মায়া পারবশ্যে এইরূপ বিরূপ হইয়া কপিবৎ প্রকাশমান আছেন, হে মহারাজ আপনকার শ্রুত থাকিবে ইবলিস্ নামে একজন প্রসিদ্ধ দানব আছে, তাহার দৌহিত্র দুরাত্মা দৈত্য আবলুষ কাষ্ঠোপদ্বীপীয় ভূপ তনয়াকে নিষ্ঠুরতা পূর্ব্বক হত্যা করয়া রাজকুমারকে এই অবস্থান্বিত করিয়াছে।

নৃপতি নন্দিনীর প্রমুখাৎ এতদ্বচন শ্রবণে আশ্চর্য্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন কন্যা যাহা কহিতেছেন সত্য না কি? আমার বচন শক্তি ছিল না, আপনার মস্তকে হস্ত দিয়া সঙ্কেতে জানাইলাম মহারাজ তাহাই বটে। ভূপাল আমার সঙ্কেতের তাৎপর্য্য পরিগ্রহ করিয়া কন্যার প্রতি কহিলেন তুমি অন্তঃপুর চারিণী রাজবালা, ইনি রাজপুত্র, ঐন্দ্রজালিকী বিদ্যা প্রভাবে কপির আকারে পরিবর্ত্তিত হইয়াছেন কি প্রকারে জানিতে পারিলে? ইহাতে রাজার দুহিতাই উত্তর দিলেন মহারাজ যৎকালে আমি ধাত্রীর আগারে বাস করিতাম তখন যাদু বিদ্যায় নিপুণা আমার প্রাচীনা পরিচারিকা সপ্ততি প্রকার প্রকরণ শিখাইয়াছিল তাহাতে আমার এতাদৃশী ক্ষমতা জন্মিয়াছে যে আপনকার রাজ্য সমুদ্র মধ্যে কিম্বা ককেশস পর্ব্বতের উপর নিক্ষেপ করিতে পারি। হে পিতঃ সেই বিদ্যা বলে মোহনযুক্ত ব্যক্তিকে দেখিবামাত্র চিনিতে পারি এবং কে তৎপ্রতি মোহনী বিস্তার করিয়াছে তাহাও আমার অগোচর থাকে না। ইনি নর, বানর নহেন, কেবল মোহনী প্রভাবে ইঁহার প্রকৃত আকার অব্যক্ত রহিয়াছে, আমি দেখিয়াই চিনিতে পারিয়াছি, ইহাতে সংশয় করিবেন না। রাজা এতদ্বাক্য আকর্ণনে কৌতূহলাক্রান্ত হইলেন এবং কন্যাকে কোমল সম্বোধন করত কহিলেন অয়ি বৎসে তুমি এতাদৃশী গুণবতী, আমি জানিতাম না। নৃপনন্দিনী নম্রতা প্রদর্শন পুরঃসর নিবেদন করিলেন পিতঃ এ বিষয় সাতিশয় বিচিত্র পরিজ্ঞানে

আপনকার জানিতে ইচ্ছা হইতে পারে বটে কিন্তু এতন্নিমিত্ত অহঙ্কার করা আমার উচিত হয় না। রাজা কহিলেন, বৎসে বোধ করি তুমি এই দুর্গত ব্যক্তির মোহন বিমোচন করিতে পার। রাজবালা বলিলেন হাঁ পিতঃ ইহাকে পূর্ব্ববৎ নরাকার করিতে আমার সাধ্য আছে। রাজা ঔৎসুক্য প্রকাশ করত আজ্ঞা করিলেন তবে এখনি কর দেখি, আহা, যদ্যপি তোমা হইতে ইহার মানবাকারের পুনরুদ্ধার হয় মহা সুখী হইব, এই ব্যক্তির অনির্ব্বচনীয় লিপি নৈপুণ্য ও বিজাতীয় বুদ্ধি প্রাখর্য্য দর্শনে ইহাকে মন্ত্রির পদে অভিষিক্ত করিবার নিমিত্ত আমার সাতিশয় বাসনা হইয়াছে, বৎসে ইনি যদি রাজকুমার হন তোমার সহিত বিবাহ দিব। রাজকুমারী নিবেদন করিলেন মহারাজ যদ্রূপ আদেশ করিবেন সর্ব্বতোভাবে আজ্ঞা প্রতিপালনে প্রস্তুত আছি।

তদনন্তর রাজবালা আপনার কুঠরী মধ্যে প্রবেশ করিয়া এক খানি ছুরিকা লইয়া আসিলেন। সেই শস্ত্রিকার উপরি হিব্রু ভাষায় কএকটী অক্ষর লিখিত ছিল। নৃপতনয়া তদনন্তর মহারাজ, প্রধান মহল্লি, ক্ষুদ্র ভৃত্য এবং আমাকে কহিলেন তোমরা অপর আগার মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক সংগোপনে থাক, এই বলিয়া আমাদিগকে সেই অট্টালিকার একাংশের নিম্ন প্রকোষ্ঠে রাখিয়া আপনি পুনর্ব্বার কুঠরীর অভ্যন্তরে গেলেন এবং তথায় একটী চক্রাকৃতি যন্ত্র অঙ্কিত করিয়া তন্মধ্যে আরবীয় ও ক্লিওপাত্রীয় অক্ষরে কতিপয় পদ লিখিলেন।

অনন্তর স্বয়ং সেই লিপির উপরি দণ্ডায়মান হইয়া পুস্তক মুকুলিত করণ পুরঃসর তাহা হইতে কতক গুলিন মন্ত্র পাঠ করিতে লাগিলেন, ইতিমধ্যে নভোমণ্ডল ক্রমে২ ঘোরতর তিমিরে আচ্ছন্ন হইয়া আসিল, তাহাতে আমাদের বিজাতীয় ভয় হইল এবং পৃথিবীস্থ সমস্ত পদার্থ যেন নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। এই ব্যাপার অবলোকনে আমরা চিত্রার্পিতের ন্যায় নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিলাম বিশেষতঃ যখন দৃষ্টি-

গোচর হইল ইবলিসের দৌহিত্র সেই দৈত্য কেশরির আকার ধারণ পুরঃসর সম্মুখে ধাবমান, তখন উদ্বেগের পরিসীমা রহিল না, সন্ত্রাসে হৃৎকম্প হইতে লাগিল।

রাজকন্যা দৈত্যের দর্শন পাইয়া তর্জ্জন করত কহিলেন অরে কুক্কুর তুই আমার নিকট নতভাবে না আসিয়া ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক ভয় জন্মাইতে আসিতেছিস্। দৈত্য কহিল এ প্রকার বিকটাকার না করিব কেন? তোমার কি স্মরণ হয় না শপথ পূর্ব্বক পরস্পর অঙ্গীকার করিয়াছি কেহ কাহার অনিষ্ট করিব না, এক্ষণে তুমি সে সত্য লঙ্ঘন করিলে? কুমারী কহিলেন অরে দুষ্ট তজ্জন্য আমিই তোকে ভর্ৎসনা করিতে পারি। দৈত্য কহিল তুমি আমাকে কেন ক্লেশ দিয়া এখানে আনয়ন করিলে? তন্নিমিত্ত অগ্রে তোমার দণ্ডবিধান করি, এই বলিয়া মুখ ব্যাদান পূর্ব্বক কন্যাকে গ্রাস করিবার উদ্যম করিল। কিন্তু রাজনন্দিনী সাবধানা ছিলেন এ প্রযুক্ত পশ্চাদ্গামিনী হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ তনু হইতে একটী তনুরুহ উৎপাটন পূর্ব্বক কএকটী মন্ত্র পড়িতে লাগিলেন তাহাতে অবিলম্বে সেই রোমটীকেই খড়্গ করিয়া তদ্দ্বারা সিংহের কটিদেশে আঘাত করত খণ্ড২ করিয়া ফেলিলেন।

কেশরির শরীর অসি করণক বিদারিত হইবামাত্র অদর্শন হইল কেবল মুণ্ডটী পড়িয়া রহিল কিন্তু পরক্ষণে তাহার আকার পরিবর্ত্তিত হইয়া বৃশ্চিকবৎ হইল। নৃপনন্দিনী তদ্দর্শনে ভীষণ ভুজঙ্গের রূপ ধারণ করিলেন পরে সেই বৃশ্চিকের সহিত তাঁহার ঘোরতর রণ আরম্ভ হইল তাহাতে বৃশ্চিক পরাভবের সম্ভাবনা দেখিয়া কিয়ৎক্ষণ পরে উৎক্রোশ পক্ষির আকার ধারণ পূর্ব্বক পলায়ন করিল, কিন্তু রাজকুমারী তদ্দর্শনে বিষধর কলেবর পরিহার পূর্ব্বক আপনিও পক্ষির রূপ ধারণ করিলেন এবং তাহার পশ্চাদ্ধাবমান হইতে লাগিলেন। তাহাতে কিয়ৎক্ষণ দুই জনই আমাদিগের নয়নপথের বহিস্থ হইয়াছিল।

তাহারা দৃক্‌পথ অতীত হইলে আমাদিগের সম্মুখস্থ ভূমি বিদীর্ণা হইল এবং শুক্ল কৃষ্ণে মিশ্রিত বর্ণের একটা বিড়াল আমারদিগের নিকট উপস্থিত হইয়া মহাক্রোধে শরীর স্ফীত করত চীৎকার করিতে লাগিল কিন্তু অবিলম্বে একটা কৃষ্ণ বর্ণ বৃক আসিয়া তাহাকে ভয় প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করিল ইহাতে মার্জ্জার আত্ম পরিত্রাণের উপায় না দেখিয়া কৃমি রূপ ধারণ করিল এবং বাটীর উঠানের মধ্যস্থ পুষ্করিণীর তটে দাড়িম্ব তরু তলে যে একটী ফল পড়িয়া ছিল তাহাতে একটী ছিদ্র করিয়া প্রবেশ পূর্ব্বক অন্তর্হিত হইল কিন্তু সে প্রবিষ্ট হইবামাত্র দাড়িমটী ক্রমে স্ফীত হইয়া কুষ্মাণ্ডের ন্যায় হইল এবং কিয়ৎ ক্ষণ পরে উর্দ্ধে উড্ডীন হইয়া বারাণ্ডা পর্য্যন্ত শূন্যে উঠিল ও তিন বার আকাশে আন্দোলিত হইয়া পৃথ্বীতলে পতিত হইল কিন্তু নিপাতমাত্রে ভগ্ন হইয়া গেল।

ইতিমধ্যে সেই বৃক কুক্কুটের মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ঐ দাড়িম্বের যে সকল বীজ অঙ্গন মধ্যে বিস্তীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল এক২টী করিয়া তুলিয়া আহার করিতে লাগিল, যখন সমুদায় উদরস্থ হইল তখন কলরব করিতে২ উড্ডীয়মান হইয়া আমাদিগের নিকট আগমন পূর্ব্বক এতাদৃক্ ভাব প্রকাশ করিল যেন জানিতে চাহিল দাড়িম্বের আর বীজ আছে কি না? প্রত্যাগমন কালে সরোবর তীরে একটী বীজ দেখিতে পাওয়াতে চঞ্চুদ্বারা উত্তোলন নিমিত্ত মহা ব্যস্ত হইল কিন্তু সেই বীজটী দ্রুতগতি জলে পতিত হইয়া মৎস্যাকার ধারণ করিল। তাহাতে কুক্কুটও তদনুবর্ত্তী হইয়া লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক নীরে নিপতিত হইল এবং মীনের আকৃতি ধারণ পুরঃসর তাহার পশ্চাৎ২ গমন করিতে লাগিল। অনুমান হয় দুই ঘটিকা কাল তাহারা জলমধ্যে ছিল কিন্তু পরস্পর কি করিল বলিতে পারি না। পরে একটা ঘোরতর গভীর ধ্বনি শ্রুতিগোচর হইল তাহাতে আমরা কম্পিত কলেবর হইলাম। অনতিবিলম্বে সেই দৈত্য ও রাজ-

কন্যা জ্বলন্ত অনল কুণ্ডে দৃষ্ট হইল, তাহারা দুই জনে হুতাশন মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া নিশ্বাস প্রশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরস্পরের প্রতি বহ্নি বর্ষণ করিতে লাগিল পরিশেষে দুইজনে নিকটবর্ত্তী হইয়া সমরে প্রবর্ত্তমান হইল। এই সময়ে সেই হুতাশন সমীরণ সহকারে সমধিক বৃদ্ধি শীল হইয়া উঠিল তাহাতে ধূম ও অনলশিখায় সমীপস্থ সমস্ত লোক ও দ্রব্যাদি আক্রান্ত হইল। অগ্নির প্রবলতা অবলোকনে আমাদের বোধ হইল যেন সমুদায় ভবন ভস্মাবশেষ হয় অতএব সাতিশয় শঙ্কিত হইলাম অধিকন্তু আমাদিগের ভয় বৃদ্ধির আর একটা কারণ উপস্থিত হইল, দৈত্য রাজকুমারীকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক যে প্রকোষ্ঠের উপর আমরা দণ্ডায়মান হইয়া ছিলাম তথায় আসিয়া অগ্নি প্রক্ষেপ আরম্ভ করিল। রাজকন্যা আমাদিগের পরিত্রাণার্থ ত্বরান্বিত হইয়া নিকটে আগমন পূর্ব্বক যদি বিদ্যাবলে দৈত্যকে দূর করিয়া না দিতেন তাহা হইলে আমরা ঐ অনল যোগে অসংশয় দগ্ধ হইয়া ভস্মসাৎ হইতাম, কিন্তু তিনি দ্রুতগতি আগমন করিয়াও রাজার শ্মশ্রু দাহ ও মুখ বৈবর্ণ্য নিবারণ করিতে পারিলেন না, প্রধান মহল্লির নয়নে ও বদনে অনল প্রবিষ্ট হওয়াতে সে তৎক্ষণেই দগ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করিল ও একটী স্ফুলিঙ্গ আমার দক্ষিণ অক্ষিতে পড়াতে আমি অন্ধ হইলাম। আমার মনে হইল রাজা এবং আমিও ঐ উৎপাতে পঞ্চত্ব পাইব কিন্তু অকস্মাৎ আমাদিগের কর্ণে এই ধ্বনি প্রবেশ করিল "জয় করিয়াছি, জয়ী হইয়াছি" এবং অবিলম্বেই রাজবালিকার এই বাক্য শ্রুত হইল "দৈত্যের দেহ ভস্মাবশেষ করিয়া আসিলাম"।

তদনন্তর নৃপনন্দিনী আমারদিগের নিকটস্থা হইয়া মহা ব্যস্ততা প্রকাশ পুরঃসর কহিলেন সলিল পূর্ণ একটী পাত্র আনাইয়া দাও। রাজ সমীপস্থ যুবা ভৃত্য তৎক্ষণাৎ আনিয়া দিলে, কন্যা তাহা গ্রহণ পূর্ব্বক কয়েকটী মন্ত্র পাঠ করিতে২

আমার গাত্রে প্রোক্ষণ করিয়া দিয়া কহিলেন যদ্যপি মায়ার দ্বারা এপ্রকার বানরাকার প্রাপ্ত হইয়া থাক তবে তাহা পরিত্যাগ কর এবং পূর্ব্বে তোমার যাদৃশ মানব রূপ ছিল তাহা হউক। তাঁহার এই কথাটী সমাপ্ত না হইতে হইতে আমি পূর্ব্বে যদ্রূপ ছিলাম সেই রূপ হইলাম কেবল নয়নটী অন্ধ রহিল।

আমি নৃপকুমারীর অনুকম্পায় এই মহোপকার প্রাপ্ত হইয়া কৃতজ্ঞতা স্বীকারের উপক্রম করিতেছি ইত্যবসরে তিনি আপনার জনককে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন পিতঃ আপনকার নয়নগোচর হইল দুর্দান্ত দৈত্যের পরাভব করিয়া এই নরের বানর আকার বিমোচন করিলাম কিন্তু হে মহারাজ এই জয় মহামূল্যে লব্ধ হইয়াছে এতন্নিষ্কুয়ার্থ আমাকে জীবন বিসর্জ্জন করিতে হইল, আমার প্রাণ কিয়ৎ ক্ষণ মাত্র আছে, অতএব আপনি এই নৃপনন্দনের সহিত আমার পরিণয় দিয়া যে সুখানুভবের মানস করিয়াছিলেন তদ্বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না. সেই ভয়ানক সমর কালীন যে হুতাশন আমার শরীরে প্রবিষ্ট হইয়াছিল আমার অনুভব হইতেছে সেই অনল এখনও শরীরাভ্যন্তরে প্রজ্বলিত আছে তাহাতে শীঘ্র আমার জীবনাবশেষ হইবে। হে পিতঃ এ দুর্ঘটনা উপস্থিত হইত না যখন আমি কুক্কুটের আকার ধারণ করিয়াছিলাম তখন যদি দাড়িম্বের শেষ বীজটী দেখিতে পাইতাম তাহা হইলে আর২ গুলির ন্যায় সেই বীজটাও গলাধঃকৃত হইত, তৎকালীন আমার দৃষ্টিগোচর না হওয়াতে সেই দুরাত্মা দৈত্য তন্মধ্যে লুক্কায়িত ছিল তাহাতেই শেষ সমর উত্থাপিত হয়, যদিস্যাৎ জলমধ্যেও সংগ্রাম করিয়া সম্পূর্ণ রূপে জয়ী হইতে পারিতাম তাহা হইলেও আমার কোন বিপদ্ ঘটিত না, কিন্তু তদানীং কৃতকার্য্য না হওয়াতে আমাকে স্বর্গ মর্ত্তে যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল বোধকরি তাহা আপনকার দৃষ্টচর হইয়া থাকিবে। তাহার ভয়ানক ক্ষমতা এবং বিলক্ষণ রণ নৈপুণ্য

ছিল তথাচ আমি বিদ্যাবলে পরিশেষে পরাজয় পূর্ব্বক তাহাকে ভস্মসাৎ করিয়াছি কিন্তু আমার দেহমধ্যে মৃত্যুর বীজ অর্পিত রহিয়াছে তাহার প্রতীকার করিতে পারিলাম না।

রাজকুমারী এই রূপে দৈত্য সহ সংগ্রাম বৃত্তান্ত বর্ণন করিলে নৃপতি শুনিয়া মহা ব্যাকুল হইলেন এবং কাতরতা প্রকাশ পুরঃসর কহিতে লাগিলেন হা বৎসে তোমার পিতার অদৃষ্টে কি এতই দুর্গতি ছিল, আহা কি দুঃখ, আমার কি কঠিন জীবন ? এখনও প্রাণ ধারণ করিয়া রহিলাম, তোমার প্রতিপালক সেই মহল্লী অকস্মাৎ কৃতান্তের বশম্বদ হইল এবং এই যে যুবরাজকে মায়ামুক্ত করিলে ইহার একটী নয়ন অন্ধ হইয়া রহিল। এতাবন্মাত্র উক্তির পর বাস্প বেগে কণ্ঠাবরোধ হওয়াতে আর কিছু কহিতে পারিলেন না, মোহ বশতঃ অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। রাজার ঈদৃশী দশা দর্শনে রাজকুমারীর মনোমধ্যে মহা বিষাদ জন্মিল আমিও শোকে কাতর হইলাম, এবং উভয়েই ক্রন্দন করিতে লাগিলাম।

আমরা দুই জনে বিলাপ করিতেছি ইতিমধ্যে রাজকন্যা ভয়ঙ্কর চীৎকার স্বরে কহিতে লাগিলেন দগ্ধ হইলাম, দগ্ধ হইলাম, ফলে তাঁহার কলেবরে যে অনল প্রবেশ করিয়াছিল তৎপরেই তাহা প্রজ্বলিত হইতে লাগিল তাহাতে আর্ত্তস্বর করিতে২ রাজবালা প্রাণ ত্যাগ করিলেন এবং সেই বিচিত্র মহা তেজস্বি হুতাশন ক্ষণকাল মধ্যে রাজকুমারীর দেহ দগ্ধ করিয়া দৈত্যের ন্যায় ভস্মাবশেষ করিল।

এই ভয়ানক ও শোকজনক ঘটনায় আমাদের অন্তঃকরণে যে সন্ত্রাস ও সন্তাপ জন্মিল স্মরণ করিলে এখনও হৃৎকম্প হয়। আমি খেদ করিয়া কহিতে লাগিলাম এই রাজকন্যা হইতে এতাদৃক্ মহোপকার প্রাপ্ত হইলাম, আহা আমার নিমিত্ত ইহাঁর অসু বিনাশ হইল, আমাকে ধিক্ স্বচক্ষে এই ভয়ানক ব্যাপার নিরীক্ষণ অপেক্ষা যাবজ্জীবন

বানর বা কুক্কুর দেহ ধারণ করিয়া থাকা শ্রেয়স্কর ছিল। রাজাও যৎপরোনাস্তি মনস্তাপ প্রকাশ পূর্ব্বক বিলাপ করিলেন, তাঁহার শোক ও কাতর্য্য অবলোকনে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। তিনি বিলাপ করিতে২ এক২বার শোকাবেগে গণ্ডে মুণ্ডে ও বক্ষঃস্থলে করাঘাত করিয়া মূর্চ্ছিত হইলেন ইহাতে আমার মনোমধ্যে মহা শঙ্কা জন্মিল ইনিও বুঝি আপন জীবন বিসর্জ্জন করেন।

তনয়া শোকে ভূপতির মুহুর্মুহু মূর্চ্ছা হইবার সংবাদ শ্রবণে রাজপুরীস্থ সমস্ত মহিলা ও কর্ম্মচারিজন আসিয়া উপস্থিত হইল এবং চতুর্দ্দিকে বেষ্টন পূর্ব্বক নানা প্রকারে শুশ্রূষা এবং বিবিধ প্রবোধ বচনে সান্ত্বনা করিতে লাগিল। রাজার এই প্রকার শোকের কারণ বিবরণ পূর্ব্বক ঐ সকল ব্যক্তিদের সুগোচর করিতে হইল না, দুষ্ট দৈত্য ও রাজকন্যার যে রাশীকৃত দেহ ভস্ম ঐ স্থানে পতিত ছিল সেই দুই ভস্ম স্তূপ দেখিয়া সকলে স্বতই বুঝিতে পারিল। সে যাহা হউক রাজার মোহ দর্শনে ঐ সমস্ত ব্যক্তি ধরাধরি করিয়া তাঁহাকে কুঠরী মধ্যে লইয়া গেল।

এই শোকাবহ দুর্ঘটনার বৃত্তান্ত রাজধানী ও নগরমধ্যে প্রকাশিত হইলে আবাল বৃদ্ধ পৌর জন ও প্রজাগণ নৃপনন্দিনীর দুর্গতি জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতে লাগিল এবং সকলেই রাজার ন্যায় ক্রন্দন আরম্ভ করিল। ফলতঃ সপ্তাহ কাল ব্যাপিয়া শোক ব্যাপার প্রবর্ত্তমান রহিল; সকলে কএক দিন যাবৎ শোক সূচক বসন পরিধান ও তদনুরূপ কর্ম্ম করিল। রাজকন্যার দেহ ভস্ম সাতিশয় যত্নে সঞ্চিত হইয়া একটী বহুমূল্য পাত্রে স্থাপন পূর্ব্বক তিনি যে স্থানে দৈত্যকে জয় করিয়াছিলেন তথায় প্রোথিত হইল এবং তদুপরি এক সমাজ নির্ম্মাণ হইল কিন্তু লোকেরা সেই দৈত্যের গাত্র ভস্ম রাজবর্ত্মে বায়ু বেগে উড়াইয়া দিল।

ভূপতির অন্তঃকরণে কন্যার নিধন জন্য যে শোক শঙ্কু নিখাত হইল তাহাতে অনতিচিরে তাঁহার একটা মহতী পীড়া

জন্মিল এবং তন্নিমিত্ত এক মাস কাল কেবল শয্যাগত হইয়া রহিলেন। পীড়ার সম্পূর্ণ রূপে শান্তি হইবার পূর্ব্বে এক দিন আমাকে ডাকাইয়া কহিলেন ওহে রাজপুত্র শ্রবণ কর তোমাকে একটী আজ্ঞা করিতেছি তাহার অনুযায়ি আচরণ কর যদ্যপি তাহাতে ত্রুটি হয় প্রাণে বিরহিত হইবে। আমি কহিলাম যাহা আদেশ করিবেন তৎক্ষণাৎ প্রতিপালন করিব। তদনন্তর কহিলেন আমি সর্ব্বদা পরম সুখে কাল যাপন করিয়াছি তুমি এখানে আসিবার পূর্ব্বে আমার কদাপি দুঃখ জনক কোন ঘটনা হয় নাই, কিন্তু তোমার আগমনাবধি আমার সুখের বিরতি হইয়াছে, কন্যা প্রাণে বিরহিতা হইলেন, তাহার রক্ষক শমন ভবনে গমন করিল, কেবল আমি দৈব প্রসাদে বাঁচিয়া আছি। ফলতঃ তুমিই এই সকল দুর্ঘটনার আমূল, অতএব আর তোমার এখানে থাকা আমার পক্ষে শ্রেয়স্কর নহে, এ স্থান হইতে এখনি প্রস্থান কর, তুমি আর কিয়ৎ কাল এ স্থানে অবস্থান করিলে আমারও প্রাণ নাশের সম্ভাবনা। একারণ তোমাকে অনুরোধ করিয়া বলিতেছি অন্যত্র আশ্রয় গ্রহণের চেষ্টা কর, আমার রাজ্যে আর কদাপি পদার্পণ করিও না। আমি রাজার এতদ্বচনে প্রতিবচন প্রদানের বাসনা করিতেছিলাম ইতিমধ্যে দেখিলাম ভূপাল আমার প্রতি কোপান্বিত হইয়াছেন ক্রোধে তাঁহার নয়ন দ্বয় শোণ বর্ণ ও আকৃতি বিকৃতি প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছে অতএব দ্বিরুক্তি না করিয়া তৎক্ষণাৎ রাজভবন হইতে বহির্গত হইলাম।

এই রূপে অধিক্ষিপ্ত ও সর্ব্বত্র লাঞ্ছিত হওয়াতে আমার মনঃ ঔদাস্যে পূর্ণ হইল, আমার দশা কি হইল, ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিতে পারিলাম না, রাজধানী হইতে বহির্গমনের অগ্রে স্নানাগারে গমন করিয়া শ্মশ্রু ও ভ্রূ মুণ্ডনানন্তর অবগাহন করিয়া এই বেশ ধারণ করিলাম। তৎপরেই পরিভ্রমণারম্ভ হইল। কিন্তু হে ঠাকুরাণি যে দুইটী পরমা সুন্দরী রাজকন্যা আমার নিমিত্ত হত হইলেন তাহা-

দিগের বিষয়ভাবনাতেই আমার চিত্ত অনুক্ষণ উদ্বিগ্ন রহিল। সে যাহা হউক, আত্ম গোপন করিয়া অনেক দেশ পর্য্যটন করিলাম পরিশেষে এই মানসে বোগ্‌দাদে আসিতে প্রবৃত্তি হইল যে অত্রস্থ ধর্ম্মাবতার অধিপতির নিকট আমার করুণাকর বিচিত্র বৃত্তান্ত ব্যক্ত করিয়া তাঁহার করুণা প্রাপ্ত হইব। অদ্য সায়ংকালে এই রাজধানীমধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলে আমার ধর্ম্মভ্রাতা যে উদাসীন ইতিপূর্ব্বে স্বীয় ইতিহাস ব্যক্ত করিলেন তাঁহারই সহিত প্রথমতঃ সাক্ষাৎ হইল। হে ঠাকুরাণি তৎপরের বৃত্তান্ত আপনাদের বিদিত আছে অর্থাৎ তদনন্তর এখানে আসিয়া আপনাদের নিকট সমাদৃত হই।

দ্বিতীয় উদাসীন এই রূপে জোবেদীকে সম্বোধন করিয়া আত্ম বিবরণ আদ্যোপান্ত বর্ণন করিয়া সমাপ্ত করিলে তিনি আজ্ঞা করিলেন তুমি আপন আদিষ্ট কর্ম্ম সুসম্পন্ন করিলে এখন যথা ইচ্ছা গমন কর। কিন্তু উদাসীন তৎক্ষণাৎ প্রস্থান না করিয়া কহিলেন ঠাকুরাণি বিনতি করি আমার ধর্ম্মভ্রাতার প্রতি যাদৃক্ অনুগ্রহ করিয়াছেন আমার প্রতি তদ্রূপ করুণা বিতরণে আজ্ঞা হয়, ইহা বলিয়া সেই উদাসীনের নিকট গিয়া বসিলেন। তৃতীয় উদাসীন জানিতেন তদনন্তর তাঁহার বৃত্তান্ত বর্ণনের পর্য্যায় অতএব অন্যান্য ব্যক্তির ন্যায় জোবেদীকে সম্বোধন করিয়া আপনার বিবরণ কহিতে আরম্ভ করিলেন।

তৃতীয় উদাসীনের ইতিহাস।

তৃতীয় উদাসীন বচনারম্ভ করিয়া কহিলেন ঠাকুরাণি আমার বিবরণ এই দুই ধর্ম্ম ভ্রাতার ইতিবৃত্তের তুল্য নয়। ইহাঁরা রাজপুত্র ছিলেন কেবল দুরদৃষ্ট বশতঃ রাজ্য ভ্রষ্ট ও একটী নয়ন বিহীন হইয়াছেন। আমি আপনার

দোষে চক্ষুরত্নে বঞ্চিত হইয়াছি। আমার বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত বর্ণন করি, তাহাতেই আপনারা জানিতে পারিবেন।

হে মান্যা মহিষি, আমার নাম আজিব, মদীয় জনক কাশিব নামা বিখ্যাত ভূপতি। কাল বশতঃ মহারাজের লোকান্তর প্রাপ্তি হইলে আমি সিংহাসনাধিকারী হইয়া পিতার রাজধানী মধ্যেই অবস্থিতি করিতে লাগিলাম। সেই নগরী সাগর তীরে স্থাপিতা এবং তথায় একটী উত্তম বন্দর আছে। কোন প্রয়োজন উপস্থিত হইলে সার্দ্ধ শত রণ তরী ও পঞ্চাশৎ বাণিজ্য নৌকা এবং আমোদকর ভ্রমণের উপযুক্ত কতিপয় পোত সজ্জিত হইতে পারে এতন্নিমিত্ত ঐ বন্দরের অদূরে বহুল অস্ত্র শস্ত্র পূর্ণ একটী অস্ত্রাগার ছিল, অপর রাজ্যের সন্নিধানে কতকগুলি রমণীয় গ্রাম এবং কএকটী উপদ্বীপ ছিল, আমার রাজধানী অত্যুচ্ছ্রিত থাকাতে সে স্থান হইতে ঐ সমস্ত দৃষ্টিগোচর হইত।

আমি রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া প্রথমতঃ গ্রামনিকর নিরীক্ষণার্থ বহির্গত হইলাম, তদনন্তর যাবতীয় স্থান অস্ত্র শস্ত্র এবং প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদিতে পরিপূর্ণ করিলাম। পরে প্রত্যেক উপদ্বীপে ভ্রমণ করত প্রজা পুঞ্জের সহিত সদ্ব্যবহার করিতে লাগিলাম, কারণ তাহারা আমার প্রতি প্রীত হইয়া যথোচিত আচরণে অনুরক্ত থাকিবে। অনন্তর কিয়দ্দিন রাজধানীমধ্যে অবস্থান পূর্ব্বক পুনর্ব্বার বহির্গত হইলাম। এই প্রকার ভ্রমণ করিতে২ ক্রমে বিদেশ পর্য্যটনে যথেষ্ট অনুরাগ জন্মিল বিশেষতঃ জলপথে যাতায়াত করণার্থ মনোমধ্যে সর্ব্বদাই অভিলাষ হইতে লাগিল অতএব শেষে আপনার রাজ্যের দূরবর্ত্তি দেশেও নৌকায়২ ভ্রমণ করিতে সোৎসুক হইলাম, এবং তন্নিমিত্ত দশখানি নৌকা প্রস্তুত ও সুসজ্জিত করাইলাম ঐ সকলের মধ্যে এক খানিতে আপনি আরোহণ করিয়া সমুদ্রোপরি ভ্রমণার্থ যাত্রা করিলাম।

চত্বারিংশদ্দিবস পর্য্যন্ত স্বচ্ছন্দে ভ্রমণ হইল, এক চত্বারিংশ দিনের রজনীযোগে পবন অতিবেল প্রবল ও সাতিশয় প্রতিকূল হইয়া উঠিল এবং ঝটিকা বেগে তরণী ছিন্ন ভিন্ন হইয়া কোন্ দিকে যাইতে লাগিল কিছুই স্থির হইল না, অনুমান করিলাম এই সঙ্কটে প্রাণ বিনষ্ট হইল। কিন্তু বিভাবরী প্রভাতা হইলে পর দিবস প্রত্যূষে সমীরণের কিয়ৎ পরিমাণে মন্দ গতি ও নভোমণ্ডল নির্ম্মল এবং সূর্য্যের প্রকাশোপক্রম হইল। তাহাতে আশ্বস্ত হইয়া গত যামিনীর ঝটিকাবেগে আমাদের তরণী যে স্থানের নিকট নীত হইয়াছিল তথায় উত্তরণ পুরঃসর খাদ্য সামগ্রী সংগ্রহের কারণ দুই দিন তথায় অবস্থান করিলাম তৎপরে পুনর্ব্বার নৌকা খুলিয়া দিয়া যাত্রা করিলাম। ক্রমাগত দশ দিন জলপথে ভ্রমণ করিলে মনোমধ্যে আশা হইল, একাদশ বাসরে একটী জনপদ দর্শন করিতে পাইব, অধিকন্তু বাত্যা নিবারিত হইলে আমাদের আশ্বাস হইয়াছিল স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতে পারিব কিন্তু তৎকালে আমরা কোথায় ছিলাম নির্ণয় নাই। সে যাহা হউক, দশম দিনে এক জন নাবিককে মাস্তুলোপরি দিগ্‌দর্শনার্থ উঠাইয়া দেওয়াতে সে জ্ঞাপন করিল দক্ষিণ ও বাম দিক্ শূন্য ও জল মাত্র দৃষ্ট হয় কেবল সম্মুখের দিক্ কৃষ্ণবর্ণ দৃষ্ট হইতেছে।

এই কথা শ্রবণ মাত্রে কর্ণধার বিস্ময়াপন্ন ও বিবর্ণ হইয়া এক হস্তে আপনার উষ্ণীষ তরীর উপরি নিক্ষেপ করিল এবং শিরে করাঘাত করত চীৎকার স্বরে কহিতে লাগিল হায় আমরা মারা পড়িলাম, এক খানি নৌকাও এ বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইবেক না, এক জনকেও রক্ষা করিতে আমার সাধ্য নাই। এই বলিয়া আর্ত্ত স্বরে রোদন করিতে আরম্ভ করিল। তাহার ভাব অবলোকনে আমাদের বোধ হইল যেন আত্ম রক্ষা বিষয়েও হতাশ হইয়াছে তাহার পরে তরীস্থ লোকেরা স্ব২ ভাবি দুর্গতি ভাবিয়া সকরুণ স্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। আমি কর্ণধারকে জিজ্ঞাসা

করিলাম ওহে নাবিক এতাদৃশ নৈরাশ্যের হেতু কি? সে উত্তর করিল আঃ মহাশয় বলিব কি? মনে করিয়াছিলাম ঝটিকা হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছি কিন্তু তাহা হইল না, সমীরণে আমাদিগের এই তরণীকে দুর্গম পথগামী করিয়াছে, আগামি কল্য মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত আমাদের এই পোত কৃষ্ণবর্ণ স্থানের নিকটবর্ত্তী হইবে ঐ স্থান চুম্বক প্রস্তরে পরিপূর্ণ, অদূরবর্ত্তী হইলেই আমাদিগের নৌকাস্থ লৌহ তদ্দ্বারা সমাকৃষ্ট হইবে। অদ্য চুম্বক প্রস্তরের আকর্ষণ উত্তম রূপে অনুভব হইতেছে না, আর কিয়দ্দূর গমন করিলেই আকর্ষণী শক্তি এমত প্রবল হইবেক যে তরীস্থ যাবতীয় লৌহখণ্ড স্খলিত হইয়া পর্ব্বতোপরি গিয়া লাগিবেক তাহা হইলেই আমাদিগের এই নৌকা খণ্ড২ হইয়া জলসাৎ হইবেক। হে মহাশয় আপনার বিদিত থাকিবে চুম্বক প্রস্তর স্বভাবতঃ লৌহের আকর্ষক এবং লৌহ সংযুক্ত হইলে তাহার আকর্ষণ শক্তি প্রবল হয় এই নিমিত্ত ঐ প্রস্তর রাশির সমীপে যে সকল নৌকা গিয়াছে তৎ সমুদায়ের যাবতীয় লৌহ গিয়া ঐ প্রস্তরে লাগিয়া স্তূপাকার হইয়া আছে এবং তদ্দ্বারাই ঐ পর্ব্বতের শক্তি বৃদ্ধিশীল হইয়াছে।

কর্ণধার আরো কহিল ঐ পর্ব্বত অতিশয় ভয়ানক, উহার শিখর দেশে পিত্তলময় স্তম্ভের উপর রীতিকা বিনির্ম্মিত একটী গুম্বেজ আছে, ঐ গুম্বেজের শৃঙ্গে পিত্তলময় এক অশ্ব ও তদুপরে একটী মানব মূর্ত্তি আছে তাহার বক্ষঃস্থলে একখানি সীসকের পদক ঝুলিতেছে এবং তাহাতে কি এক প্রকার মন্ত্র লিখিত আছে, পরম্পরায় শ্রুত আছে বহুতর নৌকা ও মনুষ্য নাশের হেতুভূত ঐ প্রতিমূর্ত্তি যাবৎ অধো নিক্ষিপ্ত না হইবে তাবৎ পর্য্যন্ত ঐ স্থানে দুর্ভাগ্য বশতঃ যাহারা উপস্থিত হইবেক তাহাদের কোন প্রকারে জীবন রক্ষার সম্ভাবনা নাই। এই বৃত্তান্ত বর্ণনের পর কর্ণধার পুনর্ব্বার আর্ত্তনাদ পূর্ব্বক বিলাপ আরম্ভ করিল তাহাতে

সকলেই অকস্মাৎ প্রাণান্তিক বিপদ্ উপস্থিত ভাবিয়া মহা বিষণ্ণ হইল। আমি নিশ্চয় করিলাম অন্তিম কাল নিকটবর্ত্তী। অন্যান্য সকলেও আত্ম রক্ষার্থ ব্যস্ত সমস্ত হইল এবং তদর্থ যথোচিত চেষ্টা করিতে লাগিল অনন্তর সকলে এই নিয়ম নিবদ্ধ করিল যদি কেহ এই বিপদ হইতে রক্ষা পায় সেই সকলের সম্পত্তির অধিকারী হইবেক।

পর দিন প্রাতঃকালে সেই কৃষ্ণবর্ণ গিরি স্পষ্ট রূপে দৃষ্টিগোচর হইল সুতরাং আমাদিগের চিন্তার পরিসীমা রহিল না। অস্মদাদির ব্যাকুলতার হেতু এই যে উক্ত পর্ব্বত যথার্থতঃ যদ্রূপ, তদপেক্ষাও অধিক ভয়ানক বোধ হইতে লাগিল। যাহা হউক মধ্যাহ্ন কালে আমরা তাহার নিকটস্থ হইলাম তাহাতে কর্ণধার পূর্ব্বে যাহা২ কহিয়াছিল কার্য্যে সকলই ঐক্য হইতে লাগিল। আমাদের প্রত্যক্ষ হইল নৌকাস্থ লৌহ শলাকা ও অন্যান্য লৌহময় দ্রব্য সকল বিশ্লিষ্ট হইয়া মহা শব্দ পূর্ব্বক পর্ব্বতোপরি গিয়া চুম্বক প্রস্তরে লগ্ন হইতে লাগিল কিয়ৎ ক্ষণ মধ্যে সমুদায় শলাকা অপগতা হওয়াতে তরণী খান খণ্ড২ হইয়া জলমগ্ন হইল। যে স্থানে তরী হইতে শলাকা স্খলিত হইতে ছিল সেখানে সাগর ঈদৃক্ গভীর ছিল যে জলমগ্ন হইলেও তল স্পর্শ হইত না। আমার সমভিব্যাহারি সকল লোকই জলসাৎ হইল কেবল আমি দৈব বশতঃ এক খানি ফলক প্রাপ্তে তদুপরি আরোহণ করিয়া ভাসিতে২ বায়ুর বেগে উক্ত পর্ব্বতের তলে গিয়া উপস্থিত হইলাম। আমার শরীরে কোন প্রকার আঘাত লাগে নাই এবং সৌভাগ্য ক্রমে পর্ব্বতোপরি গমনের সোপান তলেই উপনীত হইয়াছিলাম অতএব অবলম্বিত ফলক হইতে অবতরণ করিয়া সেই সোপানে আরোহণ করিলাম এবং পরমেশ্বরের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করত আত্ম রক্ষণ জন্য আনন্দে পুলকিত হইলাম, ফলতঃ দক্ষিণে বা বামে কুত্রাপি স্থল ছিল না যে জীবন রক্ষার্থ পদ নিক্ষেপ করি তথায় সোপান

থাকাতেই প্রাণ রক্ষার সম্ভাবনা হইল অতএব ঈশ্বরের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার ও কৃপা প্রার্থনা করিয়া পর্ব্বতোপরি উঠিতে আরম্ভ করিলাম। উক্ত সোপান অতিশয় বিষম অথচ সংকীর্ণ ছিল যদিস্যাৎ বায়ুর কিঞ্চিৎ বেগ থাকিত তাহা হইলেই তাহা হইতে পরিস্খলিত হইয়া একেবারে সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হইতাম, পরন্তু ভাগ্য প্রসন্ন থাকাতে বিনা ব্যাঘাতে তদবলম্বনে পর্ব্বত শৃঙ্গে গিয়া উপনীত হইলাম এবং সেই গুম্বেজের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আত্ম রক্ষা জন্য সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত পূর্ব্বক কিয়ৎ ক্ষণ ঈশ্বরের স্তব করিলাম।

সে দিন গুম্বেজের মধ্যেই যামিনী যাপন হইল কিন্তু নিদ্রা যাইতে২ স্বপ্নে দেখিলাম একটী ভব্য প্রাচীন মনুষ্য সম্মুখে উপস্থিত হইয়া আমাকে যেন কহিতেছেন অরে অবধান কর্ যখন গাত্রোত্থান করিবি তখন পদতলের মৃত্তিকা খনন করিস্ তাহাতে পিত্তল নির্ম্মিত একটী ধনুক এবং সীসকে প্রস্তুত করা তিনটী শর প্রাপ্ত হইবি, এ স্থানে মনুষ্যদিগের ভীতি উৎপাদন নিমিত্ত অনেক দুর্ঘটনা ঘটিয়া থাকে তৎপ্রতীকারার্থ নক্ষত্রদিগের আদেশে উহা নির্ম্মিত হইয়া আছে। তুই ঐ শর প্রতিমূর্ত্তির প্রতি নিক্ষেপ করিস্ তাহাতে সেই মানবপ্রতিকৃতি সাগরে পতিত হইবে এবং অশ্ব তোর পদতলে আসিয়া পড়িবে, সে পদতলে পতিত হইলে তাহাকে সে স্থানে প্রোথিত করিয়া ফেলিস্, এই রূপ করিলেই সমুদ্রের উত্তুঙ্গ তরঙ্গ উত্থিত হইয়া গুম্বেজের নিম্নভাগ পর্য্যন্ত জল উঠিবেক তৎপরে এক খানি ক্ষুদ্র নৌকা তটের সন্নিকটে আসিবে তাহাতে দুই হস্তে দুই খান বহিত্র বাহি পিত্তল নির্ম্মিত একটী মনুষ্য থাকিবেক কিন্তু যাহাকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করিবি তদপেক্ষা উহার আকার অতি বিভিন্ন। তুই সেই নৌকায় আরোহণ করিস্, তৎকালে ঈশ্বরের নামোচ্চারণ করিস্ না, সে অবশ্য তোকে লইয়া যাত্রা করিবেক, দশ দিন মধ্যে অন্য এক সাগরে লইয়া উপনীত করিবে, তথায় গেলেই তোর্ স্বদেশ গমনের উপায় হইতে

পারিবে; কিন্তু আমার পূর্ব্ব কথা স্মরণ রাখিস্ নৌকা যাত্রা কালে কদাচ ঈশ্বরের নাম গ্রহণ করিস্ না।

এই স্বপ্নাদেশ হইবার পরেই আমার নিদ্রা ভঙ্গ হইল এবং স্বপ্ন স্মরণে অনুপম সুখানুভব হইতে লাগিল। স্বপ্ন দৃষ্ট স্থবির যে২ আদেশ করিয়াছিলেন তাহা সম্পন্ন করণার্থ সর্ব্বতোভাবে স্থির নিশ্চয় হইলাম এবং তদর্থ তীর ধনুক বাহির করিয়া মনুষ্যের প্রতিমূর্ত্তির প্রতি ইষু প্রক্ষেপ করিলাম কিন্তু দুই বারের বাণ প্রয়োগ বিফল হইল তৃতীয় প্রহারে সেই মনুষ্যের মূর্ত্তিটী স্থানভ্রষ্ট হইয়া সমুদ্রে পড়িয়া গেল এবং অশ্বটী আমার পদতলে আসিয়া পড়িল। আমি স্বপ্নাদেশানুসারে তাহাকে লইয়া যে স্থানে ধনুর্বাণ পাইয়াছিলাম তথায় নিখাত করিলাম। এই কার্য্যে প্রবর্ত্তমান থাকিতে২ দেখিতে পাইলাম সমুদ্রের সলিল ক্রমে২ উচ্চ হইয়া পর্ব্বতোপরি গুম্বেজের নিম্ন পর্য্যন্ত উঠিতেছে তদনন্তর দেখিলাম কিয়দ্দূর হইতে এক খানি তরী আমার অভিমুখে আসিতেছে। তদবলোকনে স্বপ্নাদেশ সর্ব্বতোভাবে সফল হইল বোধ করিয়া ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিতে লাগিলাম এবং অনতিবিলম্বে সেই নৌকাখানি তটের নিকটবর্ত্তী হইলে তন্মধ্যে পিত্তলময় মনুষ্যও দৃষ্টিগোচর হইল। স্বপ্ন পুরুষের আদেশানুসারে তাহাতে আরোহণ করিলাম কিন্তু ঈশ্বরের নামোচ্চারণে ক্ষান্ত হইলাম বস্তুতঃ আমি একটী কথাও কহিলাম না, নৌকায় বসিলে পর পিত্তল নির্ম্মিত মনুষ্য বহিত্র বহন পূর্ব্বক পর্ব্বতের নিকট হইতে প্রস্থান করিল এবং নয় দিবস পর্য্যন্ত অবিশ্রান্ত বাহিয়া গেল তৎপরে কয়েকটা উপদ্বীপ দৃষ্টিগোচর হওয়াতে মনোমধ্যে আশ্বাস করিতে লাগিলাম যে ভয় জন্মিয়াছে তাহা হইতে পরিত্রাণ পাইব। এই আহ্লাদে মত্ত থাকাতে হঠাৎ আত্ম বিস্মৃত হইলাম এবং প্রথমতঃ আমার মুখ হইতে উচ্চ স্বরে এই বাক্যটী বিনির্গত হইল যথা--ঈশ্বর ধন্য, ঈশ্বরের জয়।

আমার বদন হইতে এই কএকটী বাক্য বিনির্গত হইবামাত্র পিত্তলময় মূর্ত্তি সহিত সেই নৌকা জলমগ্না হইয়া গেল সুতরাং নিরবলম্বনে নীরের উপরি ভাসিতে লাগিলাম। সমস্ত দিবস সলিলোপরি ভাসিতে২ সায়ংকালে দৈবাৎ একটা উপদ্বীপের কূল প্রাপ্ত হইলাম, রজনী ঘোরতর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হওয়াতে আপনি কোথায় আসিয়া পড়িলাম কিছুই জানিতে পারিলাম না, মনে করিলাম যত ক্ষণ শক্তি থাকে সন্তরণ করি, কিন্তু ক্রমাগত কএক ঘটিকা সন্তরণ করাতে সাতিশয় দুর্বল হইয়া ছিলাম, অতএব জীবনাশা বিসর্জ্জন দিয়া মনে করিলাম বুঝি আমার পরমায়ুঃ শেষ হইয়াছে অধিকন্তু সে সময় বায়ু অতিশয় প্রবল হইয়া উঠিল সুতরাং জীবিতাশা একেবারে অপগতা হইল কিন্তু সেই পবন আমার পক্ষে প্রতিকূল না হইয়া অনুকূল হইল, প্রবল তরঙ্গ আমাকে মুহূর্ত্তমধ্যে একটা চড়ার উপর তুলিয়া দিল। জল কল্লোলের আকর্ষণে পুনর্ব্বার গভীর নীরে পতিত না হই এ কারণ আমি সেই দ্বীপের ভূমি প্রাপ্ত হইবামাত্র উচ্চভাগে উত্থান করিলাম তৎপরে বিবস্ত্র হইয়া বসন নিষ্পীড়ন পূর্ব্বক শুষ্ক করণার্থ বালুকার উপর বিস্তার করিয়া দিলাম, পূর্ব্ব বাসরীয় তপনের কিরণে তত্রস্থ শকিত তৎকাল পর্য্যন্ত উত্তপ্ত থাকাতে আমার অংশুক আশু নীরস হইল।

পর দিন প্রাতে সূর্য্যোদয় হইলে পরিধেয় বসন উত্তম রূপে শুষ্ক করিলাম পরে পরিধান পূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলাম কোথায় উপস্থিত হইয়াছি। অনন্তর ধারে২ ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলাম অনতিদূর গমন করিলেই একটী ক্ষুদ্র উপদ্বীপ দৃষ্টিগোচর হইল তথায় বিবিধ প্রকার ভক্ষ্য ফলে পরিপূর্ণ ভূরি২ বৃক্ষ ছিল কিন্তু বিবেচনায় সেই উপদ্বীপ অধিক দূরবর্ত্তি বোধ হইল সুতরাং সমুদ্র হইতে পরিত্রাণ লাভে যে আহ্লাদ জন্মিয়াছিল তাহা খর্ব্ব হইতে লাগিল।

পরন্তু অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া দুর্ভাবনা বিসর্জ্জন পূর্ব্বক এক স্থানে কিয়ৎ ক্ষণের নিমিত্ত উপবেশন করিলাম। অনতিবিলম্বে দৃষ্ট হইল এক খানি ক্ষুদ্র অর্ণবতরী উপদ্বীপের দিক্ হইতে আমার অভিমুখে পালিভরে আসিতেছে। আমি তাহার লক্ষ্য উপলক্ষ করিয়া অনুমান করিলাম যে খানে রহিয়াছি এই স্থানেই ঐ তরী আসিয়া নঙ্গর করিবে কিন্তু পোতারোহি লোকেরা কি রূপ মনুষ, আমার প্রতি মিত্রতা বা অমিত্রতা আচরণ করিবেক বিবেচনার দ্বারা অবধারণ করিতে না পারাতে মনোমধ্যে এই স্থির করিলাম ইহাদিগের সকাশে সহসা আত্ম প্রকাশ করিব না এবং এই নিমিত্ত একটা বৃহৎ বৃক্ষের উপরি আরোহণ করিলাম কেননা তথায় সংগোপনে থাকিয়া তরিস্থ লোকদের আচার ব্যবহার নির্ণয় করিতে পারিব। আমি অন্তর্হিত হইলে নৌকা শীঘ্রই আসিয়া একটী নালা অথবা মোহনায় প্রবেশ করিল এবং তৎক্ষণাৎ তাহা হইতে দশ জন দাস খনিত্র ও অন্যান্য যন্ত্র হস্তে করিয়া মৃত্তিকা খননার্থ উপদ্বীপে উঠিল। তাহারা মধ্যস্থলে উপস্থিত হইয়া যাহা করিতে লাগিল তাহাতে বোধ হইল যেন একটা গুপ্ত দ্বার মুক্ত করিতেছে, যাহা হউক অবিলম্বে ঐ কর্ম্ম সমাধা করিয়া আপনাদের নৌকায় পুনর্যাত্রা করিল এবং প্রত্যেকে নানা প্রকার খাদ্য দ্রব্যে পরিপূর্ণ একং পাত্র সমভিব্যাহারে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক পূর্ব্ব খনিত স্থানাভিমুখে গমন করিল। কিয়ৎ ক্ষণমধ্যে সকলেই তন্মধ্যে প্রবেশ করিল তাহাতে আমি বিবেচনা করিলাম ঐ স্থানের ভূমিমধ্যে গুপ্ত গৃহ থাকিবেক। কতক ক্ষণ পরে তাহারা বহির্গত হইয়া নৌকায় গমন করিল এবং এক জন বৃদ্ধ ও চতুর্দ্দশ বা পঞ্চদশ বর্ষ বয়স্ক একটী পরম সুন্দর যুবাকে সঙ্গে করিয়া প্রত্যাগমন করিল পরে সকলেই উক্ত গুপ্ত গৃহে প্রবিষ্ট হইল। কিয়ৎ বিলম্বে বহির্গত হইয়া দ্বার বন্ধ করত তাহার উপরে মৃত্তিকা উৎক্ষেপণ করিতে লাগিল তৎপরে যে স্থানে তাহাদিগের নৌকা ছিল

তথায় পুনর্ব্বার গমন করিল। আমি সেই যুবাটীকে তাহাদের সহিত প্রত্যাগমন করিতে না দেখিয়া অনুমান করিলাম সে ঐ গহ্বরমধ্যে রহিয়াছে ইহাতে আমার যৎপরোনাস্তি বিস্ময় জন্মিল।

ঐ আগন্তুক লোকেরা আপনাদের নৌযানে গমন করিয়া পালি তুলিয়া দিল এবং যে দিক্ হইতে আসিয়াছিল সেই দিগে প্রস্থান করিল। যখন দেখিলাম নৌকা অধিক দূরে গেল তত্রস্থ লোকদের নয়নগোচর হইবার সম্ভাবনা নাই তখন তরু হইতে অবতরণ করিলাম এবং তাহারা যে স্থানের ভূমি খনন করিয়াছিল তথায় গমন করিয়া তাহাদিগের ন্যায় উক্ত স্থলের মৃত্তিকা উত্তোলন করিতে লাগিলাম। কতক দূর খনন করিলে দেড় বা দুই হস্ত পরিমিত চতুষ্কোণ এক খানি প্রস্তর দৃষ্টিগোচর হইল তাহা উত্তোলন করিবামাত্র পাষাণময় সোপান দেখিতে পাইলাম। সেই সোপন দিয়া তৎক্ষণাৎ নিম্নে অবরোহণ করিতে লাগিলাম এবং ক্ষণমধ্যে এক কুঠরীতে গিয়া উপস্থিত হইলাম তন্মধ্যে একখান সমুজ্জ্বল গালিচা এবং পট্ট বসনাচ্ছাদিত একটী উচ্চ কাষ্ঠাসন ছিল তদুপরি সেই যুবা একখানি ব্যজন হস্তে করিয়া বসিয়াছিলেন, কএকটী বর্ত্তিকা প্রজ্বলিত থাকাতে ঐ স্থান আলোকময় হইয়াছিল তাহাতে ঐ সমস্ত দেখিতে পাইলাম। সেই যুবার সম্মুখে কতক গুলিন উপাদেয় ফল পুষ্প ছিল। তিনি আমাকে অবলোকন করিয়া চমৎকার প্রকাশ করিতে লাগিলেন তথাচ আমি তাঁহার ভীতি ভঞ্জন নিমিত্ত তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়াই কহিয়াছিলাম তুমি যে কোন ব্যক্তি হও না কেন, আমা হইতে শঙ্কা করিও না, আমি একজন রাজপুত্র, তোমারই ন্যায় মনুষ্য, সুতরাং তোমার প্রতি কোন প্রকার অত্যাচার করিতে আমার ক্ষমতা নাই, তোমাকে জীবন সত্ত্বে এ স্থানে প্রোথিত হইতে দেখিয়া আমার মনোমধ্যে সাতিশয় বিস্ময় জন্মিল অতএব উদ্ধার করিবার নিমিত্ত এখানে আসি-

লাম ইহাতে আমার আগমন তোমার পক্ষে বরং সৌভাগ্য জনক ঘটনা জ্ঞান কর, আমি তটস্থ তরুর উপরি আরোহণ করিয়া অলক্ষিত রূপে তোমার সমভিব্যাহারি সেই জনতার প্রতি লক্ষ্য করাতে দেখিয়াছি তুমি নৌকা হইতে নীত হইয়া এই গহ্বর মধ্যে রক্ষিত হইলে কিন্তু তোমাকে জিজ্ঞাসা করি তুমি কোন আপত্তি না করিয়া এ রূপ অবস্থায় থাকিতে কেন সম্মত হইলে? এ বিষয়ের কারণ উপলব্ধি করিতে না পারাতে মনোমধ্যে মহা ব্যাকুল আছি।

যুবক আমার এই প্রকার উক্তি শ্রবণ করিয়া যৎকিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইল এবং সহাস্য বদনে কহিতে লাগিল আইস নিকটস্থ এই আসনে উপবেশন কর। আমি তাহার অভ্যর্থনায় আসন পরিগ্রহ করিলে কহিল মহাশয়কে আমার বিবরণ বিজ্ঞাপন করিতেছি কিন্তু বোধ হয় অদ্ভুত জ্ঞানে তাহাতে আপনকার আরো বিস্ময় জন্মিবেক।

হে মহাশয় আমার পিতা এক জন স্বর্ণকার, স্বীয় ব্যবসায়ে সুনিপুণ, অজস্র পরিশ্রমে প্রচুর ধনার্জ্জন করিয়াছেন। এক্ষণে বাণিজ্য দ্বারা অর্থ বৃদ্ধি করণে প্রবৃত্তি হওয়াতে বহু সংখ্যক দাস ও কর্ম্মচারী তরণীযোগে দেশ বিদেশে গিয়া দ্রব্য বিনিময় করিয়া থাকে। অপর অনেক রাজার সহিত তাঁহার সদ্ভাব আছে, সেই সমস্ত রাজসংসারেও মণি মুক্তা আভরণাদি যোগাইয়া থাকেন। তিনি দারপরিগ্রহ করিলে বহুকাল মধ্যে সন্তান সন্ততি হয় নাই, এক রাত্রি স্বপ্নযোগে এই আদেশ শ্রবণ করিয়াছিলেন একটী পুত্র জন্মিবেক কিন্তু বহুদিন জীবিত থাকিবেক না। আমার জনক এই স্বপ্ন দর্শনের পরেই নিদ্রা হইতে উত্থান করেন এবং স্বপ্ন স্মরণে অস্থির হয়েন। কিছু দিন পরে স্বপ্নাদেশ ক্রমে আমার মাতা পিতার নিকট গর্ব্ভ বার্ত্তা প্রকাশ করিলেন এবং সময় পূর্ণ হইলে আমাকে প্রসূতা হইলেন। তাতের আত্মীয় স্বজন সকলেরই পরমাহ্লাদ

জন্মিল। পিতা আমার অদৃষ্ট ও জীবন কালের শুভাশুভ পরিজ্ঞান নিমিত্ত জ্যোতির্বেত্তাদিগকে আহ্বান করিয়া সাবধানে গণনা করিতে আদেশ করিলেন তাহাতে তাঁহারা লগ্ন মুহূর্ত্ত সাধন পুরঃসর বহু বিবেচনা করিয়া কহিলেন তোমার সন্তান পঞ্চদশ বৎসর পর্য্যন্ত নিরাপদে থাকিবেক, তৎপরে তাহার জীবন বিপন্ন হইবার বিশেষ সম্ভাবনা, যথেষ্ট চেষ্টা ও বিশেষ সাবধানতা ব্যতিরেকে রক্ষা পাইবেক না, কিন্তু যদ্যপি তৎকালে রক্ষা পায় তাহা হইলে দীর্ঘায়ুঃ হইবেক; যৎকালে কাশিব রাজপুত্র আজিব চুম্বক প্রস্তরীয় পর্ব্বতের শৃঙ্গ হইতে পিত্তল নির্ম্মিত অশ্বারোহি মূর্ত্তিকে নিক্ষিপ্ত করিবেন সে সময়ে এই ঘটনা হইবেক, অদৃষ্টের চিহ্নানুসারে আরো জানা যায় ঐ সময়াবধি পঞ্চাশৎ দিবস যদ্যপি এই পুত্রকে কোন প্রকারে জীবিত রাখিতে পার তাহা হইলেই বিপদ্‌কাল উত্তীর্ণ হইবেক।

জ্যোতির্বিদ্‌গণের এই সমস্ত উক্তি স্বপ্নাদেশের সহিত ঐক্য হওয়াতে পিতা যৎপরোনাস্তি ভাবিত হইলেন এবং ভয়ে আমার পঞ্চদশ বর্ষ বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত নিরন্তর কেবল রক্ষার উপায় চিন্তা করিতেছিলেন; গতকল্য সমাচার পাইলেন দশ দিন হইল উক্ত যুবরাজ কর্ত্তৃক সেই গিরিস্থ রীতিকাময় অশ্বারোহি মূর্ত্তি নিক্ষিপ্ত হইয়াছে অতএব শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়া বিলাপ করত একেবারে এতাদৃশ শীর্ণ হইয়াছেন যে পূর্ব্বের ন্যায় আকার প্রকার কিছুমাত্র নাই।

জ্যোতির্জ্জগণের প্রমুখাৎ উক্ত বিবরণ শ্রবণাবধি মদীয় জনক আমার রক্ষার্থ অশেষ প্রকার উপায় চিন্তা করিয়াছিলেন, এবং বহু ব্যয়ায়াসে এই বাটী নির্ম্মাণ করিয়া রাখেন। এই গুপ্ত ভবন প্রস্তুত করণের তাৎপর্য্য এই যে সেই অশ্বারোহি মূর্ত্তির পতন সংবাদ প্রাপ্তিমাত্রে তদবধি পঞ্চাশ দিন এতন্মধ্যে আমাকে লুক্কায়িত করিয়া

রাখিবেন। সেই পিত্তলময় মূর্ত্তি পতিত হইবামাত্র সমাচার প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই, দশ দিন পরে জানিতে পারা গিয়াছে অতএব অবশিষ্ট চত্বারিংশদ্দিবস আমাকে গোপন করিবার নিমিত্ত তরণীযোগে এখানে আসিয়া রাখিয়া গেলেন, অঙ্গীকার করিয়াছেন ঐ পরিগণিত দিন উত্তীর্ণ হইলে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক লইয়া যাইবেন, তন্নিমিত্ত আমি এই নির্জ্জন উপদ্বীপে বিবরমধ্যে একাকী অবস্থিতি করিয়াও নিরাশ হই নাই, আশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া মানব শূন্য স্থানে বরং মনের সুখে আছি কেননা ভূমির মধ্যে আসিয়া আজিব রাজ যে আমার অনুসন্ধান করিবেন বুদ্ধিতে লয় না। হে মহারাজ আমার এতাবন্মাত্র বিবরণ প্রকাশ করিলাম।

স্বর্ণকারপুত্র আপনার ইতিবৃত্ত বর্ণন করিতে২ যখন কহিল গণকগণ কহিয়াছে আমি তাহাকে নষ্ট করিব তখন আমার মনোমধ্যে অসম্ভব বোধ হইল এবং ঐ ভবিষ্যদুক্তি অলীক জ্ঞান করিয়া হাস্য করিতে২ কহিলাম হে যুবক জগদীশ্বরের প্রতি ধন্যবাদ করত সর্ব্বপ্রকারে নিশ্চিন্ত হও তোমার শঙ্কার বিষয় দূর হইল তদীয় সৌভাগ্যক্রমে আমার তরী ভগ্না হওয়াতে আমি এ স্থানে আসিয়াছি, আমি তোমাকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিব, কেহই তোমার জীবন বিনাশ করিতে পারিবে না, দৈবজ্ঞদিগের অলীক ও অসম্ভব বাক্যে বিশ্বাস করিয়া যে কএক দিবসের জন্য ভয়ার্ত্ত হইয়াছে সেই চত্বারিংশদ্দিন আমি তোমাকে ত্যাগ করিয়া ক্ষণ মাত্র কুত্রাপি গমন করিব না, যথাসাধ্য তোমার উপকার করিব, তৎপরে তোমার বিপদ্ সম্ভাবনার কাল অতীত হইলে যদি অনুগ্রহ প্রকাশ পূর্ব্বক অনুমতি কর তোমার নৌকারোহণ করিয়া উপদ্বীপে গমন করিব, তথা হইতে আমার স্বরাজ্যে প্রস্থান সহজ হইতে পারিবে, আমি আপনার দেশে গমন করিয়া

তোমার গুণ স্মরণ করিব এবং সেখানেও যাহাতে ত্বদীয় হিত হয় সতত চেষ্টা করিব।

এই রূপে বিবিধ প্ররোচনা বচন দ্বারা সাহস প্রদান করাতে যুবক আশ্বস্ত ও আমার প্রতি বিশ্বস্ত হইল। গণকদিগের গণনায় জাতপ্রত্যয় হইয়া যাহাকে জীবনের বৈরী বলিয়া নির্দ্ধারিত করত ভয়ে তাদৃক্ বিজন দেশে গুপ্ত বিবর মধ্যে আশ্রয় লইয়াছিল আমি সেই ব্যক্তি, ইহা জ্ঞাত হইলে যদি নৈরাশ্যে পতিত হয় এ নিমিত্ত সহসা আত্ম প্রকাশ করিলাম না, এবং কোন রূপে তাহার সন্দেহ হইতে না পারে তদর্থ সতর্ক থাকিলাম। দুই জনে একত্র বসিয়া অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত বহুবিধ বিষয়ে কথোপকথন করিলাম তাহাতে আমার বোধ হইল যুবক সুশিক্ষিত ও জ্ঞানবান্। অনন্তর নিশা আগতা হইলে সেই আগার মধ্যে তদীয় যে সমগ্র খাদ্য সামগ্রী সঞ্চিত ছিল উভয়ে আহার করিলাম, তথায় এত অপর্য্যাপ্ত খাদ্য ছিল যে অধিক লোক অধিষ্ঠান করিয়া আহার করিলেও চত্বারিংশদ্দিবসে শেষ হইত না। সে যাহা হউক আহারান্তে আরো কিয়ৎ ক্ষণ আমাদের কথোপকথন হইল পরে বিশ্রামার্থ পৃথক্২ শয্যা গ্রহণ করিলাম।

রজনী প্রভাতা হইলে যুবক গাত্রোত্থান করিল; আমি একটী জল পূর্ণ পাত্র লইয়া তাহার সম্মুখে রাখিলাম, তাহাতে প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনানন্তর গাত্র মার্জ্জন আরম্ভ করিল, আমি পাকালয়ে গিয়া রন্ধনে প্রবৃত্ত হইলাম। পরে পাকাদি প্রস্তুত হইলে যথাযোগ্য সময়ে ভোজনের আয়োজন করিয়া উভয়ে আহার করিতে বসিলাম। মাধ্যাহ্নিকী ক্রিয়া নির্ব্বাহের পর কৌতুকে কাল হরণের মানসে এক প্রকার ক্রীড়া রচনা করিলাম। অনন্তর সায়ং কাল উপস্থিত হইলে পুনর্ব্বার ভোজনের উদ্যোগ করিতে গেলাম এবং সায়ং

কালীন অশনান্তে সুখাসীন হইয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলাম।

এই রূপে কিয়দ্দিন একত্র বাস করাতে আমাদের পরস্পর সাতিশয় প্রণয় জন্মিল। যুবকের প্রতি আমার প্রীতির সন্দেহমাত্র ছিল না, স্নেহ সঞ্চারের প্রাবল্য দর্শনে আপনা আপনি সর্ব্বদা বলিতাম দৈবজ্ঞেরা ইহার পিতার নিকট কহিয়াছে আমার হস্তে ইহার নিধন হইবে, তাহারা কি প্রতারক? আমা হইতে এতাদৃশী ঘোরতর পাপক্রিয়া নিষ্পন্ন হওয়া কি রূপে সম্ভাব্য? আর সর্ব্বদা চিত্তানুবৃত্তি করাতে সে যুবাও আমার প্রতি অনুরাগী হইয়াছিল; যাহা হউক, ঊনচত্বারিংশদ্দিবস পরম সুখে সেই ভূমধ্যস্থ গোপনাবাসে বাস করিলাম।

চত্বারিংশ বাসরীয় প্রত্যূষে যুবা গাত্রোত্থান পূর্ব্বক আনন্দ গদ্গদ বচনে আমাকে সম্বোধন করত কহিল প্রিয়তম অদ্য শেষ দিন, এ পর্য্যন্ত নিরাপদে জীবিত আছি এ জন্য জগদীশ্বরের ধন্যবাদ ও সৎসঙ্গ হেতু তোমাকে নমস্কার করি। আমার পিতা কৃতজ্ঞতা স্বীকার পূর্ব্বক অনধিক কালমধ্যে তোমার স্বরাজ্য প্রত্যাগমনের উপায় করিয়া দিবেন, বোধ হয় অদ্যই তাঁহার আগমন হইবে, যদবধি না আসিতেছেন কিঞ্চিৎ সলিল উষ্ণ কর দেখি, হস্ত পদ প্রক্ষালন পূর্ব্বক পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া প্রস্তুত হইয়া থাকি, পিতা আসিয়া উপস্থিত হইলে সভ্যরূপে তাঁহার অভ্যর্থনা করিব। তাহার এই নিদেশে আমি মহানসে হুতাশন সংযোগ পুরঃসর জলপূর্ণ এক পাত্র তদুপরি আরোপণ করিলাম এবং উষ্ণ হইলে স্নানাগারে রাখিয়া আসিলাম। পরে স্বয়ং অঙ্গ সংস্কার নিমিত্ত দুই জনেই তন্মধ্যে গমন করিলাম এবং আমি অতি যত্ন পূর্ব্বক তাহার গাত্র মার্জ্জন করিয়া দিলাম। অনন্তর সে বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া কতক ক্ষণ পরে একখান আচ্ছাদন গাত্রে দিয়া শয়ন করিল। কিয়ৎ

কাল বিশ্রাম করিয়া গাত্রোত্থানানন্তর আমাকে কহিল কিঞ্চিৎ শর্করা ও একটী তরমুজ দিতে পার?

তাহার কুঠরীমধ্যে কয়েকটী তরমুজ ছিল, আমি তাহা হইতে একটী বাছিয়া লইয়া এক পাত্রের উপরি স্থাপন করিলাম কিন্তু ছেদনার্থ ছুরিকা দেখিতে না পাওয়াতে জিজ্ঞাসা করিলাম অস্ত্র কোথায় আছে বলিতে পার? সে শয়ান হইয়াই কহিল আমার শিরোদেশের ঊর্দ্ধস্থ নাগদন্তকের উপর ঐ একটী ছুরি রহিয়াছে। আমি তৎশ্রবণে মস্তকোত্তোলন করাতে দেখিলাম সত্য বটে একটী শস্ত্রী রহিয়াছে। পরে শয্যার উপর উঠিয়া যেমন লইবার উপক্রম করিলাম তেমনি আস্তরণের চাদর আমার পদে জড়াইয়া গেল, তাহাতে ছুরিকা সহিত তাহার গাত্রের উপর পড়িয়া গেলাম ও দৈববশতঃ সেই শস্ত্রী তাহার গলদেশে বসিয়া তাহাকে দ্বিখণ্ড করিল সুতরাং তৎক্ষণাৎ তাহার প্রাণ বিনির্গত হইল।

এই দুর্ঘটনায় ব্যাকুল হইয়া চীৎকার স্বরে রোদন এবং আপনা আপনি গণ্ডে মুণ্ডে ও বক্ষঃস্থলে করাঘাত করিতে লাগিলাম, শোকাকুলতায় পল্যঙ্ক হইতে ধরা পতিত হওয়াতে আমার পরিচ্ছদ ছিন্ন হইয়া গেল, বিলাপ করিতেই কহিতে লাগিলাম হায় কি দুর্দৈব আমার ভাগ্যে কি স্বদেশ ও স্বজনের মুখাবলোকন লেখে নাই, এই নির্জন স্থানে যদিবা এক ব্যক্তির শরণ প্রাপ্ত হইয়াছিলাম আমার ভাগ্য বশতঃ তাহারও নিয়মিত কালের কয়েক দণ্ডমাত্র অবশিষ্ট ছিল, মনে করিয়াছিলাম অন্য হইতে বিপদ্ শঙ্কা মুক্ত করিব কিন্তু কি দুর্দৈব আমা হইতেই তাহার প্রাণ সংহার এবং ভবিষ্যদ্বচন পূর্ণ হইল। পরে মস্তক ও হস্তদ্বয় উপরি ভাগে উত্তোলন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলাম হে সর্ব্বসাক্ষী পরমেশ্বর যদি আমাকে ইহার প্রাণ সংহার জন্য পাতকী হইতে হয় তবে আমার আর জীবনে প্রয়োজন নাই এখনই এ প্রাণ প্রয়াণ করুক।

ফলতঃ ঐ প্রকার দুর্ঘটনার পর যদি কোন রূপে আমার মৃত্যুর সম্ভাবনা হইত তাহা হইলে পরম শ্রেয়ঃ বোধ করিতাম এবং নির্ভয়ে তাহাতে আত্ম সমর্পণ করিতে পারিতাম কিন্তু কর্ত্তব্য কি? নর লোকের মনের বাসনানুরূপ শুভাশুভ ঘটে না।

অনেক ক্ষণ পরিতাপ করিয়া পরে বিবেচনা করিলাম আমি বহু কাল বিলাপ করিলেও ইহার জীবন পুনর্ব্বার আগত হইবেক না, অদ্য চত্বারিংশদ্দিবস পূর্ণ হইবে, ইহার বৃদ্ধ তাত আত্মীয় স্বজন সমভিব্যাহারে অবশ্যই আসিবে, তাহাদের নয়নপথে পতিত হইলেই ধরা পড়িব সন্দেহ নাই, বিশেষতঃ এই জনশূন্য স্থানে অন্য জন মানব নাই, এখানে তাহার তনয়ের শিরশ্ছেদ দেখিয়া আমাকেই হত্যাকারী জ্ঞান করিবে, আমি অস্বীকার করিলেও আমার কথা শুনিবে না, আর যদিস্যাৎ সরলতা পুরঃসর দৈব দুর্ঘটনার কথা কহি তাহাতেই বা বিশ্বাস হইবার সম্ভাবনা কি? অতএব এ আগার হইতে বহির্গমন পূর্ব্বক প্রচ্ছন্ন থাকাই এক্ষণে আমার পক্ষে শ্রেয়ঃকল্প, এই বিবেচনা করিয়া সেই সোপানারোহণ পুরঃসর অবিলম্বে উপরে উঠিলাম এবং বাহিরে আসিয়া সেই গহ্বরের মুখে প্রস্তর চাপাইয়া তাহার উপর প্রচুর মৃত্তিকা ছড়াইয়া দিলাম। এই কর্ম্ম সমাপ্ত না হইতে হইতেই দূর দৃষ্টি করাতে নয়নগোচর হইল যুবাকে লইয়া যাইবার নিমিত্ত সেই অর্ণবতরী আসিতেছে, অতএব ত্বরায় তথা হইতে প্রস্থান করিলাম।

আমি দ্রুত গমনার্থ পদ প্রক্ষেপ করি ইতিমধ্যে দেখিতে পাইলাম সেই ভূমধ্যস্থ ভবনের সন্নিধানে বহু পর্ণ সমাবৃত একটা বৃহৎ বৃক্ষ রহিয়াছে অতএব অন্যত্র না গিয়া তদুপরি আরোহণ দ্বারা তাহাকেই আত্ম সংগোপনের উত্তম উপায় জ্ঞান করত তৎক্ষণাৎ তাহাতে উঠিলাম এবং কেহ দেখিতে না পায় এতন্নিমিত্ত কতিপয় পল্লবে আত্মাবরণ করিয়া রহিলাম। কিয়ৎ ক্ষণ পরে সেই নৌকা তটের সন্নিকট

আসিয়া নির্ণীত স্থানে নঙ্গর করিল এবং সেই বৃদ্ধ ও তদীয় দাস বর্গ ত্বরায় তরি হইতে অবতীর্ণ হইয়া ভূমধ্যস্থ গহ্বরাভিমুখে এ প্রকার ভাবে আসিতে লাগিল যেন তাহাদের মনোমধ্যে সম্পূর্ণ আশ্বাস আছে তথায় স্থাপিত যুবাকে অবিক্ষত দেহ দেখিতে পাইবে, কিন্তু যখন গুপ্তাগারের প্রবেশ দ্বারে আসিয়া নিরীক্ষণ করিল উপরি ভাগে মৃত্তিকা সমূহ সম্মুল্লেখিত রহিয়াছে তখন সকলেই বিশেষতঃ সেই স্থবিরটী বিষাদে পরিপূর্ণ হইয়া একেবারে বিবর্ণ হইল। অনন্তর ভগ্নোৎসাহতা প্রকাশ পুরঃসর দ্বারের আবরণ প্রস্তর উত্তোলন করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিল এবং যুবার নাম গ্রহণ পূর্ব্বক আহ্বান করিতে লাগিল কিন্তু তিনি গতাসু হইয়া ধরাশায়ী আছেন, কে প্রতিবচন প্রদান করিবে, সুতরাং উত্তর প্রাপ্ত হইল না। পরে তাহারা ইতস্ততঃ অন্বেষণ আরম্ভ করাতে দেখিতে পাইল তদীয় শব পড়িয়া রহিয়াছে তাহার গলদেশ একখান ছুরিকায় আবিদ্ধ। এই দুর্ঘটনা অবলোকনে সকলেই আর্ত্ত স্বরে ক্রন্দন আরম্ভ করিল, তাহাদের বিলাপ শ্রবণে আমারও নয়ন হইতে করণাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। প্রাচীন স্বীয় তনয়ের এই দশা দেখিবামাত্র মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিল, ভৃত্যেরা তাহাকে ধরাধরি করিয়া বাহিরে আনয়ন করিল এবং বায়ু সেবনের দ্বারা শীঘ্র মোহাপনয়ন হইবে এতন্মানসে আমি যে বৃক্ষের উপরি সমারূঢ় ছিলাম তাহারই নিম্নে আনিয়া শুশ্রূষা করিতে লাগিল। বিবিধ প্রকার চেষ্টা করিলেও অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার চৈতন্য হইল না।

পরিশেষে সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইল কিন্তু বিজাতীয় করুণা রবে বিলাপ আরম্ভ করিল। পরে দাসেরা গহ্বরমধ্যে গিয়া মৃত যুবকের শব বাহিরে আনয়ন পূর্ব্বক বসনে আবরণ করিল এবং সেই ভূমধ্যস্থ গৃহের নিকটবর্ত্তি এক স্থানে সমাধি খনন করিয়া তন্মধ্যে স্থাপন করিল। বৃদ্ধ চীৎকার করিতেং দুই ভৃত্যের হস্তাবলম্বনে সেই সমাধি সন্নিধানে আগমন করিয়া

আদৌ কিঞ্চিন্মৃত্তিকা তদুপরি নিক্ষেপ করিলে পরে দাসেরা সম্পূর্ণরূপে সমাধি পূর্ণ করিয়া দিল। তদনন্তর সেই অবনীতলস্থ ভবনে যে সমস্ত দ্রব্য সামগ্রী ছিল তাহা বাহিরে আনীত হইয়া নৌকায় স্থাপিত হইল, অন্যান্য ব্যক্তি তরিতে গিয়া আরোহণ করিল, বৃদ্ধ পুত্রশোকে কাতর হওয়াতে চলিতে পারিল না, ভৃত্যেরা ধরাধরি করিয়া তাহাকে লইয়া তুলিল। তদনন্তর নাবিকেরা নৌকায় পালি তুলিয়া দিয়া কতক দূর চলিয়া গেলে কিয়ৎ ক্ষণ পরে আমি পত্রাবরণ মোচন পুরঃসর নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম কিন্তু তরি আর দৃষ্টিগোচর হইল না।

অতএব সেই দুর্গম উপদ্বীপে একাকী হইয়া তরু হইতে অবতরণ করিলাম। ভূমধ্যস্থ গৃহদ্বার আর বদ্ধ না থাকাতে কএক রজনী প্রায় তন্মধ্যেই বাস হইল। পরে কতিপয় দিবস দিবাভাগে উপদ্বীপের চতুর্দ্দিক্ দেখিয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলাম রাত্রি হইলে কোন এক স্থানে বাস করিতাম, এই রূপ নৈরাশ্যে ভ্রমণ করিতে২ এক মাস গত হইল তৎপরে দেখিলাম দ্বীপের এক দিকে প্রচুর পরিমাণে চড়া পড়িয়াছে এবং তন্নিকটস্থ এক মহাদ্বীপের মধ্যে এক স্থানে খালে অল্প জল বহিতেছে ফলতঃ তন্মধ্যে জঙ্ঘা পরিমিত মাত্র জল ছিল, তাহা দেখিয়া তদ্যোগে সমীপস্থ দ্বীপে যাইবার নিমিত্ত কিয়ৎ ক্ষণ বালুকার উপরে চলিতে লাগিলাম কিন্তু শৈকতোপরি ভ্রমণ করাতে অতি শীঘ্র সাতিশয় শ্রান্ত হইয়া পড়িলাম তথাপি গমনে ক্ষান্ত হই নাই অতএব ক্ষণ কাল মধ্যে সমভূমিতে গিয়া পঁহুছিলাম। সমুদ্র হইতে অনেক দূরে গমন করিলে একটা অগ্নিশিখা দৃষ্টিগোচর হইল তাহাতে আনন্দিত হইয়া মনে২ কহিতে লাগিলাম যাহারা এই অনল প্রজ্বলিত করুক আমি অবশ্য মানবের মুখ দেখিতে পাইব কিন্তু নিকটে গমন করিলে দৃষ্ট হইল তাহা হুতাশন নহে একটা তাম্রময় দুর্গ, ভ্রম বশতঃ অগ্নি বোধ করিয়াছিলাম ফলতঃ

তাম্রের উপরে দিবাকরের কর স্পর্শ হইলে দূর হইতে দহন জ্ঞান হয়।

যাহা হউক আমি সেই দুর্গের অদূরে উপবেশন পূর্ব্বক কিয়ৎ ক্ষণ শ্রান্তি দূর করিলাম। বসিয়া চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করত শোভা দর্শন করিতেছি ইতিমধ্যে নয়নগোচর হইল দশ জন যুবা ঐ দুর্গের অভ্যন্তর হইতে বহির্গমন করিল কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে তাহাদিগের প্রত্যেকেরই দক্ষিণ চক্ষু অন্ধ, তাহাদের সঙ্গে দীর্ঘাকৃতি এক জন প্রাচীন ভব্যযুক্ত যবন ছিল।

আমি তাহাদিগকে দেখিয়া মনোমধ্যে বিবেচনা করিতে লাগিলাম এতগুলা কাণ পুরুষ কি জন্য একত্রিত হইয়া রহিয়াছে। কিয়ৎ ক্ষণ পরে তাহাদের নয়ন আমার প্রতি নিপতিত হওয়াতে নিকটে আসিল এবং অভ্যর্থনা পূর্ব্বক আহ্লাদ প্রকাশ করিতে লাগিল অনন্তর জিজ্ঞাসা করিল কি জন্য আগমন হইয়াছে। আমি কহিলাম আমার বৃত্তান্ত অতি বহুল, যদ্যপি আসন পরিগ্রহ পূর্ব্বক মনোযোগ করিয়া শ্রবণ কর তাহা হইলে বিজ্ঞাপন দ্বারা জিজ্ঞাসা নিবৃত্তি করিতে পারি। ইহাতে তাহারা নিকটে আসিয়া বসিল, আমিও রাজ্য হইতে বহির্গমনাবধি সেই সময় পর্য্যন্ত যে২ অবস্থা ভোগ করিতেছিলাম আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিতে আরম্ভ করিলাম।

আমার ইতিহাস শ্রবণে তাহারা আশ্চর্য্য প্রকাশ করিতে লাগিল এবং আপনাদের দুর্গ মধ্যে আমাকে লইয়া যাইবার নিমিত্ত বারম্বার অনুরোধ করিল। তাহাদের ব্যগ্রতায় গমনে সম্মত হইলে সমভিব্যাহারী করিয়া সেই দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করিল। পরে কয়েকটী সুসজ্জিত দালান, দরদালান, বারাণ্ডা ইত্যাদির মধ্য দিয়া গিয়া একটী মনোহর গৃহের অভ্যন্তরে লইয়া গেল; তন্মধ্যে নীলবর্ণের দশখানি কাষ্ঠাসন চক্রাকারে স্থাপিত ছিল তাহাতে দিবসে উপবেশন ও রজনীযোগে শয়ন হইতে পারিত; অপর মধ্যস্থলেও ঐ বর্ণের

আদৌ কিঞ্চিন্মৃত্তিকা তদুপরি নিক্ষেপ করিলে পরে দাসেরা সম্পূর্ণরূপে সমাধি পূর্ণ করিয়া দিল। তদনন্তর সেই অবনীতলস্থ ভবনে যে সমস্ত দ্রব্য সামগ্রী ছিল তাহা বাহিরে আনীত হইয়া নৌকায় স্থাপিত হইল, অন্যান্য ব্যক্তি তরিতে গিয়া আরোহণ করিল, বৃদ্ধ পুত্রশোকে কাতর হওয়াতে চলিতে পারিল না, ভৃত্যেরা ধরাধরি করিয়া তাহাকে লইয়া তুলিল। তদনন্তর নাবিকেরা নৌকায় পালি তুলিয়া দিয়া কতক দূর চলিয়া গেলে কিয়ৎ ক্ষণ পরে আমি পত্রাবরণ মোচন পুরঃসর নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম কিন্তু তরি আর দৃষ্টিগোচর হইল না।

অতএব সেই দুর্গম উপদ্বীপে একাকী হইয়া তরু হইতে অবতরণ করিলাম। ভূমধ্যস্থ গৃহদ্বার আর বদ্ধ না থাকাতে কএক রজনী প্রায় তন্মধ্যেই বাস হইল। পরে কতিপয় দিবস দিবাভাগে উপদ্বীপের চতুর্দ্দিক্ দেখিয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলাম রাত্রি হইলে কোন এক স্থানে বাস করিতাম, এই রূপ নৈরাশ্যে ভ্রমণ করিতে২ এক মাস গত হইল তৎপরে দেখিলাম দ্বীপের এক দিকে প্রচুর পরিমাণে চড়া পড়িয়াছে এবং তন্নিকটস্থ এক মহাদ্বীপের মধ্যে এক স্থানে খালে অল্প জল বহিতেছে ফলতঃ তন্মধ্যে জঙ্ঘা পরিমিত মাত্র জল ছিল, তাহা দেখিয়া তদ্যোগে সমীপস্থ দ্বীপে যাইবার নিমিত্ত কিয়ৎ ক্ষণ বালুকার উপরে চলিতে লাগিলাম কিন্তু শৈকতোপরি ভ্রমণ করাতে অতি শীঘ্র সাতিশয় শ্রান্ত হইয়া পড়িলাম তথাপি গমনে ক্ষান্ত হই নাই অতএব ক্ষণ কাল মধ্যে সমভূমিতে গিয়া পঁহুছিলাম। সমুদ্র হইতে অনেক দূরে গমন করিলে একটা অগ্নিশিখা দৃষ্টিগোচর হইল তাহাতে আনন্দিত হইয়া মনে২ কহিতে লাগিলাম যাহারা এই অনল প্রজ্বলিত করুক আমি অবশ্য মানবের মুখ দেখিতে পাইব কিন্তু নিকটে গমন করিলে দৃষ্ট হইল তাহা হুতাশন নহে একটা তাম্রময় দুর্গ, ভ্রম বশতঃ অগ্নি বোধ করিয়াছিলাম ফলতঃ

তাম্রের উপরে দিবাকরের কর স্পর্শ হইলে দূর হইতে দহন জ্ঞান হয়।

যাহা হউক আমি সেই দুর্গের অদূরে উপবেশন পূর্ব্বক কিয়ৎ ক্ষণ শ্রান্তি দূর করিলাম। বসিয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করত শোভা দর্শন করিতেছি ইতিমধ্যে নয়নগোচর হইল দশ জন যুবা ঐ দুর্গের অভ্যন্তর হইতে বহির্গমন করিল কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে তাহাদিগের প্রত্যেকেরই দক্ষিণ চক্ষু অন্ধ, তাহাদের সঙ্গে দীর্ঘাকৃতি এক জন প্রাচীন ভব্যযুক্ত যবন ছিল।

আমি তাহাদিগকে দেখিয়া মনোমধ্যে বিবেচনা করিতে লাগিলাম এতগুলা কাণ পুরুষ কি জন্য একত্রিত হইয়া রহিয়াছে। কিয়ৎ ক্ষণ পরে তাহাদের নয়ন আমার প্রতি নিপতিত হওয়াতে নিকটে আসিল এবং অভ্যর্থনা পূর্ব্বক আহ্লাদ প্রকাশ করিতে লাগিল অনন্তর জিজ্ঞাসা করিল কি জন্য আগমন হইয়াছে। আমি কহিলাম আমার বৃত্তান্ত অতি বহুল, যদ্যপি আসন পরিগ্রহ পূর্ব্বক মনোযোগ করিয়া শ্রবণ কর তাহা হইলে বিজ্ঞাপন দ্বারা জিজ্ঞাসা নিবৃত্তি করিতে পারি। ইহাতে তাহারা নিকটে আসিয়া বসিল, আমিও রাজ্য হইতে বহির্গমনাবধি সেই সময় পর্য্যন্ত যে২ অবস্থা ভোগ করিতেছিলাম আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিতে আরম্ভ করিলাম।

আমার ইতিহাস শ্রবণে তাহারা আশ্চর্য্য প্রকাশ করিতে লাগিল এবং আপনাদের দুর্গ মধ্যে আমাকে লইয়া যাইবার নিমিত্ত বারম্বার অনুরোধ করিল। তাহাদের ব্যগ্রতায় গমনে সম্মত হইলে সমভিব্যাহারী করিয়া সেই দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করিল। পরে কয়েকটী সুসজ্জিত দালান, দরদালান, বারাণ্ডা ইত্যাদির মধ্য দিয়া গিয়া একটী মনোহর গৃহের অভ্যন্তরে লইয়া গেল; তন্মধ্যে নীলবর্ণের দশখানি কাষ্ঠাসন চক্রাকারে স্থাপিত ছিল তাহাতে দিবসে উপবেশন ও রজনীযোগে শয়ন হইতে পারিত; অপর মধ্যস্থলেও ঐ বর্ণের

দারু নির্ম্মিত কিঞ্চিন্নিম্ন এক খানি আসন ছিল তাহাতে সেই বৃদ্ধ পুরুষ শয়ন উপবেশন করিত এবং একাক্ষি ব্যক্তিরা একং জন করিয়া প্রথমোক্ত একং আসনে বসিত, অতএব এক জন যুবা আসন গ্রহণ কালে আমাকে কহিল তুমি মধ্যস্থ এই গালিচার উপরে উপবেশন কর, ঐ স্থানে বসিয়া আমাদের ব্যাপার সকল নয়নে নিরীক্ষণ এবং শ্রবণে শ্রবণমাত্র করিও কিন্তু কোন বিষয়ের কারণানুসন্ধান অথবা আমাদিগের প্রত্যেকের দক্ষিণ অক্ষি কি জন্য অন্ধ হইয়াছে তাহা জিজ্ঞাসা করিও না, শ্রবণ ও দর্শন সুখানুভব করত মৌনী হইয়া থাকিও, তদতিরিক্ত আকাঙ্ক্ষা করিও না। আমি তাহাদের উপদেশ ক্রমে গালিচায় বসিয়া কেবল অবলোকন করিতে লাগিলাম। সেই যবন তাহাদিগকে স্বং আসনে উপবেশন করাইয়া তথায় অধিক ক্ষণ থাকিল না, অশনীয় সামগ্রী আহরণার্থ গমন করিল এবং অবিলম্বে আনয়ন পূর্ব্বক প্রত্যেককে বণ্টন করিয়া দিয়া আমাকেও কিঞ্চিৎ প্রদান করিল, পরে মদিরানয়ন করিয়া আমাদিগের প্রত্যেককে একং চষক পান করিতে দিল।

তাহারা আমার ইতিহাস এতাদৃক চমৎকার বোধ করিয়াছিল যে মদ্যপানানন্তর পুনর্ব্বার বর্ণনা করিবার নিমিত্ত আমাকে অনুরোধ করিল। আমি তাহাদের ব্যগ্রতায় স্বীয় বৃত্তান্ত কহিতে আরম্ভ করিলে তাহাতেই যামিনীর অধিকাংশ অতীত হইল। পরে এক জন যুবা কহিল রাত্রি অধিক হইয়াছে আমাদের শয়নের সময় প্রায় উপস্থিত অতএব কর্ত্তব্য সাধনার্থ যাহাং আবশ্যক, আনয়ন কর। তাহাতে যবন একটী কুঠরী মধ্যে গমন করিয়া নীলবর্ণের আবরণে আবৃত দশটী পাত্র মস্তকোপরি আরোপণ করিয়া আনয়ন করিল এবং সেই দশটী পাত্র একং করিয়া একং টী উজ্জ্বল বাতি সমেত প্রত্যেক ব্যক্তির সম্মুখে রাখিল। তাহারা সেই পাত্রের আবরণ উন্মোচন পূর্ব্বক ভস্ম ও অঙ্গার চূর্ণ বহিষ্কৃত করিল এবং কিয়ং ক্ষণ আলোড়নানন্তর মুখে মর্দ্দন করিয়া ভূমিতে ঘর্ষণ

করিতে লাগিল তাহাতে তাহাদিগের ভয়ানক মূর্ত্তি হইল। এই রূপে স্বং মুখ মসীবর্ণ করিয়াই চীৎকার স্বরে রোদন আরম্ভ করিল শেষে বক্ষোদেশে ও গণ্ডস্থলে করাঘাত করত কহিতে লাগিল আমাদিগের মূর্খতা ও অসঙ্গত জ্ঞানেচ্ছার এই ফল।

তাহারা এইরূপে প্রায় সমস্ত যামিনী যাপন করিয়া যখন ক্ষান্ত হইল তখন সেই যবন কিঞ্চিৎ বারি আনয়ন করিয়া দিল তাহাতে মুখ ও হস্তাদি প্রক্ষালন করত ছিন্ন বসন পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক স্বং পরিচ্ছদ পরিধান করিল সুতরাং তাহারদিগকে তৎ পূর্ব্বে যে প্রকার দেখিলাম তাহার চিহ্ন কিঞ্চিমাত্র রহিল না। হে মান্যা মহিষি, এই সমস্ত ব্যাপার অবলোকনে আমার অন্তঃকরণ কি রূপ উৎকলিকাকুল হইতে পারে আপনারা বিবেচনা করিতে পারেন। আমি বিস্ময় জন্য আত্ম বিস্মৃত হইয়া তাহাদের নিষেধ উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক ঐ ব্যাপারের কারণ জিজ্ঞাসায় ব্যস্ত হইলাম।

পর দিন প্রত্যূষে সকলে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক বায়ু সেবনার্থ বহির্গমন করিল, আমিও তাহাদের সমভিব্যাহারী হইলাম; কিন্তু রাত্রির বিবরণ মনোমধ্যে জাগরূক থাকাতে তৎকারণ অবগত হইবার নিমিত্ত সাতিশয় ঔৎসুক্য হইতে লাগিল অতএব ভ্রমণ করিতেং কহিলাম হে মহাশয়গণ আপনারা আমার প্রতি যে আদেশ করিয়াছেন বুঝি আমাহইতে তাহার পালন হইল না, আপনাদের কার্য্য দ্বারা আমার দৃঢ় প্রত্যয় হইয়াছে আপনারা অতি বিজ্ঞ এবং প্রচুর জ্ঞান ধারণ করেন কিন্তু কোনং কর্ম্ম অবলোকনে উন্মাদ বোধ হয় ফলতঃ উন্মত্ততা বিনা তদ্রূপাচরণে প্রায় কাহারো প্রবৃত্তি হয় না। অতএব আমার ভাগ্যে যাহা ভবিতব্য থাকে তাহা হউক আমি প্রশ্ন না করিয়া থাকিতে পারিলাম না, জিজ্ঞাসা করি আপনারা গত রজনীযোগে বদনে অঙ্গার ও ভস্ম কেন মর্দ্দন করিয়াছিলেন এবং আপনাদের সকলেরই দক্ষিণ চক্ষু অন্ধ কেন? বোধ হয় এ বিষয়ে কোন একটা অদ্ভুত কারণ থাকিবেক,

প্রার্থনা করি সবিশেষ কহিয়া আমার বুভুৎসা চরিতার্থা করুন। আমার ঐ বাক্য শুনিয়া তাহারা এই মাত্র উত্তর করিল ধৈর্য্যাবলম্বন কর, অস্মদাদির বিবরণ জ্ঞাত হইলে তোমার লাভ সম্ভাবনা নাই; এতাবন্মাত্র কহিয়া নিরস্ত করিল তৎ কালে আর কিছু কহিল না, অতএব আমি অন্যান্য বিবিধ বিষয়ক কথোপকথনে তাহাদের সঙ্গে সমস্ত দিবস যাপন করিলাম, নিশা উপস্থিত হইলে পূর্ব্বের ন্যায় একত্র উপবেশন পূর্ব্বক স্বতন্ত্র২ পাত্রে আহারাদি হইল পরে সেই যবন উক্ত প্রকার নীলবর্ণের পাত্র আনয়ন করিয়া দিলে সেই দশ জনে পাত্রস্থ দ্রব্য আপনারদের মুখে মর্দ্দন করত ক্রন্দন ও বক্ষঃস্থলে এবং গণ্ডদেশে করাঘাত আরম্ভ করিল, শেষে এই বলিয়া ক্ষান্ত হইল আমাদিগের মূঢ়তা ও অন্যায় জিজ্ঞাসার এই ফল। তদনন্তর অপর দুই রাত্রিও ঐ রূপ ব্যবহার করিল।

আমি ক্রমাগত তিন দিন ঐ প্রকার অদ্ভুত ব্যবহার স্বচক্ষে নিরীক্ষণ করিয়া আর নীরব থাকিতে পারিলাম না, চতুর্থ দিবসে অতিশয় ব্যগ্রতা পূর্ব্বক নিবেদন করিলাম আপনাদের বিবরণ আমার নিকট প্রকাশ কর নচেৎ আমাকে স্বীয় রাজ্য গমনের বর্ত্ম বলিয়া দাও, আমি প্রতি রজনীতে ঐ রূপ বিস্ময়াবহ ব্যাপার অবলোকন করিয়া আর কারণ জিজ্ঞাসু না হইয়া থাকিতে পারি না। আমার এই উক্তি শ্রবণে তাহাদের এক জন সকলের প্রতিনিধি স্বরূপ হইয়া প্রতিবচন প্রদান করিল আমরা তোমার সম্মুখে যাহা২ করিয়া থাকি তাহার কারণানুসন্ধান করিতে অগ্রেই বারণ করিয়াছি তথাপি জিজ্ঞাসার্থ ব্যস্ত হইলে? এ পর্য্যন্ত যে তোমার প্রার্থনানুযায়ি আচরণ করি নাই তাহাতে কেবল তোমার প্রতি বন্ধুতাচরণই হইয়াছে, আমাদের যাতনার কারণ বিদিত হইলে অস্মদাদির দশাগ্রস্ত হইতে হইবে, যদি তোমার পক্ষে তাহা শ্রেয়ঃ বোধ হয়, বল, জ্ঞাপন করি। আমি কহিলাম আমার ভাগ্যে যাহাই ঘটুক, তোমাদের

ক্লেশের হেতু বিদিত হইবার নিমিত্ত আমার মনে সাতিশয় ঔৎসুক্য জন্মিয়াছে, বুভুৎসা নিবৃত্তি না করিয়া স্থির হইতে পারিতেছি না, বল। উক্ত যুবা পুনর্ব্বার কহিল তোমার মঙ্গলার্থ কহিতেছি এতদ্বিষয়ের জ্ঞানেচ্ছা দমন কর, কেন দক্ষিণ অক্ষিটী বিনষ্ট করিবে। আমি উত্তর করিলাম তাহাতে হানি নাই, যদি আমার নয়ন বিনষ্ট হয় তোমাদিগকে তজ্জন্য অনুযোগ করিব না, আপনার প্রতিই দোষার্পণ করিব। ঐ ব্যক্তি কহিল দেখ তুমি যদিস্যাৎ বিনষ্টনয়ন হও তাহা হইলে আর আমাদের নিকট স্থান প্রাপ্ত হইবে না, আমাদের সংখ্যা পরিপূর্ণ হইয়াছে ইহার আর বৃদ্ধি হইবেক না। আমি কহিলাম তোমরা অতি সজ্জন ও সদালাপী, তোমাদের সঙ্গ ত্যাগে আমার ইচ্ছা নাই, কিন্তু যদ্যপি দৈববশতঃ তাহা করিতে হয় উপায় কি, সম্মত হইব, আমার জিজ্ঞাসা আমাকে অস্থির করিয়াছে, এ অস্থিরতা হইতে এখন তো পরিত্রাণ পাই।

সেই দশ ব্যক্তি যখন নিশ্চয় বুঝিল কোন মতে আমার মতের পরিবর্ত্তন হইল না, তখন একটী মেষ গ্রহণ পূর্ব্বক ছেদন করিল এবং তাহার চর্ম্ম পৃথক করিয়া আমার হস্তে ছুরিকা খানি সমর্পণ করত কহিল এই অস্ত্র অতি যত্নে আপনার নিকট রক্ষা কর পরে ইহাতে মহা উপকার দর্শিবে, সংপ্রতি তোমাকে এই চর্ম্মমধ্যে লুক্কায়িত হইতে হইবে অতএব এতন্মধ্যে প্রবেশ কর, আমরা এই চর্ম্ম দিয়া তোমাকে সেলাই করিয়া এই অবস্থায় এখানে রাখিয়া গমন করিব তৎপরে একটী প্রকাণ্ড পক্ষী উড়িয়া আসিবে এবং তোমাকে মেষ জ্ঞান করিয়া চঞ্চুর দ্বারা তুলিয়া শূন্য মার্গে লইয়া যাইবে তাহাতে তোমার কোন শঙ্কা নাই, সেই পক্ষী কিয়ৎ ক্ষণ পরেই অবনত হইয়া এক শৈল শিখরে তোমাকে স্থাপন করিবে, যখন তুমি জানিতে পারিবে ভূমি প্রাপ্ত হইয়াছ তখন এই ছুরিকা দ্বারা আচ্ছাদনের চর্ম্ম ছেদন পূর্ব্বক আত্ম প্রকাশ করিও, পক্ষী তোমাকে ঐ

রূপ করিতে দেখিলেই ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিবে তুমি তৎপরে গাত্রোত্থান করিয়া যত ক্ষণ মণি মুক্তাদিতে মণ্ডিত একটী গড় দৃষ্টিগোচর না হয় তাবৎ পর্য্যন্ত পদ-ব্রজে গমন করিও। সেই দুর্গের দ্বার সর্ব্বদাই মুক্ত থাকে, তাহা প্রাপ্ত হইলে তন্মধ্যে প্রবেশ করিও। আমরা সকলেই তাহার অভ্যন্তরে গমন করিয়াছিলাম কিন্তু আমরা কি দেখিয়াছি ও আমাদিগের প্রতি কি২ ঘটিয়াছিল এখন তাহা প্রকাশ করিব না, সেখানে উপস্থিত হইলে স্বয়ং স্বচক্ষে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক জানিতে পারিবে। এক্ষণে এই মাত্র বক্তব্য তাহাতে আমাদিগের প্রত্যেকের দক্ষিণ চক্ষু অন্ধ হইয়াছে এবং তুমি আমাদিগকে যে অনুতাপ করিতে দেখিয়াছ সেই স্থানেই তৎকারণ ঘটে, আমাদিগের প্রত্যেকের উপাখ্যান অতি আশ্চর্য্য, এক২খান বৃহৎ পুস্তকে লিপি বদ্ধ না করিলে শেষ হয় না অতএব তাহা এক্ষণে কহিতে পারিব না।

সেই ব্যক্তির ঐ সমস্ত উক্তি সমাপ্ত হইলে শস্ত্রী খানি করে গ্রহণ পূর্ব্বক আমি মেষ চর্ম্মে সমাবৃত হইলাম পরে তাহারা সেই চর্ম্মাবরণ সীবন পুরঃসর আমাকে তথায় রাখিয়া আপনাদের দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিল। তাহাদের প্রমুখাৎ যে পক্ষির প্রসঙ্গ শ্রবণ করিয়া ছিলাম সে তৎপরেই আসিয়া উপস্থিত হইল এবং আমাকে মেষ বোধ করত চঞ্চু করণক ধারণ করিয়া পক্ষভরে আকাশগামী হইল। কিয়ৎ ক্ষণ পরে একটা পর্ব্বতের শিখরে অবরোহণ করত তথায় স্থাপন করিল। যখন আমার বোধ হইল ভূমি প্রাপ্ত হইয়াছি তখন ছুরিকা বহিষ্করণ পূর্ব্বক চর্ম্ম ছেদন করিয়া বহির্গত হইলাম। সেই পক্ষী আমাকে মানবাকার অবলোকন করিবামাত্র প্রস্থান করিল। সেই বিহঙ্গম শুভ্রবর্ণ, অতি বৃহৎ কলেবর, এবং বিপুল বলশালী; মহাবল দন্তাবলকেও চঞ্চুদ্বারা পর্ব্বতে উত্তোলন করিয়া তদীয় মাংস শোণিতে আপনার ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবারণ করিত।

সে যাহা হউক সেই পক্ষী নৈরাশ্য প্রকাশ পুরঃসর প্রস্থান করিলে দুর্গের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার নিমিত্ত আমার সাতিশয় ঔৎসুক্য হইল অতএব কাল বিলম্ব না করিয়া সে স্থান হইতে যাত্রা করিলাম, এবং দুই প্রহর কাল অবিচ্ছেদে পদব্রজে গমন করত তথায় গিয়া উপস্থিত হইলাম। সেই কাণগণ ঐ দুর্গের যদ্রূপ বর্ণনা করিয়াছিল তদপেক্ষাও মহা রমণীয় বোধ হইল, তাহার বহির্দ্বার মুক্ত থাকাতে তদ্যোগে অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলাম। সম্মুখে সুগন্ধি দারু বিনির্ম্মিত কবাটে সুশোভিত নবাধিক নবতি এবং একটী স্বর্ণময় দ্বার দৃষ্টিগোচর হওয়াতে সৌবর্ণ দ্বার দিয়া গমন করিতে লাগিলাম, কিয়দ্দূর গেলে পরে পরম রমণীয় এক বৃহদাগারের মধ্যে উপস্থিত হইলাম। তাহার এক পার্শ্বে উপরি আরোহণার্থ শ্রেণীবদ্ধ সুদৃশ্য অধিশ্রয়ণী ছিল, অন্যমনস্কতা প্রযুক্ত প্রথমতঃ দেখিতে পাই নাই। যে শত দ্বারান্বিত আগারের কথা কহিলাম তাহার এক২টা দ্বার দিয়া এক২ উদ্যানে অথবা দ্রব্যাগারে কিম্বা আশ্চর্য্য দর্শন জনক স্থানে গমন করা যাইত।

আমি সেই ভবনাভ্যন্তরে উপনীত হইয়া কিয়ৎ ক্ষণ ইতস্ততঃ অবলোকন করিলাম, পরে সম্মুখবর্ত্তি দ্বার দিয়া গমন করত দেখিতে পাইলাম, চত্বারিংশৎটী নবযৌবনা অবলা বসিয়া আছে, সেই সকল নবীনা যুবতির রূপ লাবণ্য অতি চমৎকার, এবং বিবিধ বেশ ভূষায় ভূষিত হওয়াতে তাহাদের শরীরের সৌন্দর্য্যে সেই স্থান সাতিশয় দীপ্যমান হইতেছিল। তাহারা আমাকে অবলোকন করিবামাত্র গাত্রোত্থান করিল এবং আমি তাহাদিগকে নমস্কার না করিতে২ আমার প্রতি নতশিরা হইয়া কহিল, জয় হউক, হে মহারাজ আপনকার কুশল? পরে এক জন সকলের প্রতিনিধি স্বরূপ হইয়া সম্মান জনক বচনে অভ্যর্থনা করত কহিতে লাগিল আমরা ভবাদৃশ মহোদয় পুরুষেরই প্রতীক্ষা করিতেছিলাম,

ভবদীয় সৌজন্য ও সদাচার দর্শনে বোধ হইতেছে আমাদিগের প্রার্থনীয় গুণ নিকর আপনাতে বর্ত্তমান আছে, আশ্বাস করি আমাদিগের সংসর্গে আপনকারও পরিতোষ জন্মিবে। এই রূপে শিষ্টাচার করিয়া সে স্থানে সর্ব্বাপেক্ষা যে একটী উচ্চ আসন ছিল তৎ পরিগ্রহণ নিমিত্ত ব্যগ্রতা করিতে লাগিল। আমি তাদৃক গৌরবান্বিত আসনে উপবেশন করিতে প্রথমতঃ অমত প্রকাশ করিলাম কিন্তু তাহারা পুনঃ২ ব্যগ্রতা করিয়া এক প্রকার বলদ্বারা আমাকে তদুপরি সমারূঢ় করাইল। আমি সেই প্রধান আসন পরিগ্রহণ করিয়াও বারম্বার অসন্তোষ প্রকাশ করিতে থাকিলে তাহারা কহিল মহাশয় সঙ্কুচিত হইতেছেন কেন? এক্ষণে এই স্থান আপনকারই হইল, আপনি আমাদিগের প্রভু হইলেন, আমরা আপনকার সেবা করিব, আপনকার যদ্রূপ আদেশ হইবে তদনুরূপ আচরণ করিব। আমার পরিচর্য্যা করণে সেই রমণীদিগের যে প্রকার বাসনা ও ঔৎসুক্য দেখিলাম তাহাতে সাতিশয় বিস্ময় জন্মিল। উপবেশন করিবামাত্র এক জন আমার পাদদ্বয় ধৌত করিবার নিমিত্ত উষ্ণোদক আনয়ন করিল, অপর রামা মদীয় হস্তে সুগন্ধি সলিল নিক্ষেপ করিতে লাগিল। অন্যান্য অঙ্গনামধ্যে কেহ২ পরিধানার্থ পরিচ্ছন্ন পরিচ্ছদ আনিল, কেহ বা সুস্বাদ খাদ্য সামগ্রী আনিতে গেল, অন্য বালা সুরস মদিরা পান করিতে প্রদান নিমিত্ত চষক হস্তে দণ্ডায়মান রহিল। আমি তাহাদের এইরূপ শুশ্রূষা ও সমাদরের পারিপাট্যে পরমাপ্যায়িত হইলাম, বিবিধ সুস্বাদ ভক্ষ্য ভোজনে ও সুরস পানীয় পানে আমার অপূর্ব্ব তৃপ্তি জন্মিল। অনন্তর তাহারা আমার চারি দিকে বেষ্টন করিয়া বসিল এবং কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া কহিতে লাগিল মহাশয় আপনকার ভ্রমণ বৃত্তান্ত বর্ণনা করুন। আমি তাহাদের অভ্যর্থনায় আপনার সমুদায় বিবরণ ব্যক্ত করিয়া শুনাইতে লাগিলাম তাহাতে সায়ংকাল সমাগত হইল। আমার কথা সমাপ্ত হইলে

নিকটস্থ কয়েক জন নৃত্য গীত দ্বারা আমোদ জন্মাইবার উদ্যোগ করিল, যাহারা কিঞ্চিদ্দূরে ছিল তাহারা আলোক দানের উদ্যোগে গমন করিল এবং অবিলম্বে প্রত্যাগমন করিয়া বিবিধ আলোকে সেই আলয় এতাদৃক আলোকময় করিল যে দিবা ভ্রম হইতে লাগিল, ক্ষণমধ্যে সেই সদন এতাদৃশ উত্তমরূপে সুসজ্জিত করিল যে তদপেক্ষা অধিক বা ন্যূন হইলে ভাল হইত এমত বোধ হইল না।

তদনন্তর কেহ২ শুষ্ক ফল এবং মিষ্টান্ন ও পান কালীন প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সম্বলিত বিবিধ মদ্য আনয়ন করিল, অন্যে নানা প্রকার বাদ্যযন্ত্র আনিয়া উপস্থিত করিল। যখন অশেষ প্রকার আয়োজন হইল তখন আহারার্থ আমাকে আহ্বান করিল এবং আপনারাও আমার সঙ্গে বসিল। সকলে একত্র বসিয়া অশন পান করিতে২ অনেক ক্ষণ কাটাইলাম পরে কয়েক জনে গীত বাদ্য আরম্ভ করিল, অবশিষ্ট সকলে প্রত্যেক বারে দুই২ জন করিয়া ভাব ভঙ্গি সহকারে নৃত্য করত মহা সন্তোষ জন্মাইতে লাগিল। এই সকল ব্যাপারে প্রায় অর্দ্ধ নিশা গত হইল, তখন এক জন রমণী আমাকে কহিল আপনি অনেক পথ ভ্রমণ করাতে ক্লান্ত আছেন কিয়ৎ কাল বিশ্রাম করুন আপনকার নিমিত্ত শয়নাগার সুসজ্জিত হইয়াছে। অপর গমনের পূর্ব্বে আপনার অভিপ্রায় প্রকাশ করুন আমাদিগের মধ্যে কাহার প্রতি অভিলাষ হয়; তাহা হইলে সেই যোষা আপনকার শয়নে গিয়া সেবায় নিযুক্ত থাকিবে। আমি উত্তর করিলাম তোমাদিগের মধ্যে ইতর বিশেষ করা আমার পক্ষে অসাধ্য, কারণ সকলেই অনুপম রূপ লাবণ্য সম্পন্না, কাহারো প্রতি আমার প্রীতির কিঞ্চিন্মাত্র বৈলক্ষণ্য হইতেছে না, ইহাতে এক জনকে কি রূপে নির্ব্বাচন করিব তাহাতে সকলের নিকট আমার অপরাধ মাত্র হইবে অতএব ক্ষমা কর জানিয়া শুনিয়া এই ত্রুটি উত্থাপন করিতে আমার ইচ্ছা হয় না।

যে রমণী সর্ব্বাগ্রে আলাপ আরম্ভ করিয়াছিল সে কহিতে লাগিল আপনকার সদভিপ্রায় অস্মদাদির হৃদয়ঙ্গম হইল আমাদিগের মধ্যে পরস্পর ঈর্ষা জন্মিবে এই ভয়ে এ বিষয়ে সঙ্কুচিত হইতেছেন কিন্তু আমরা কহিতেছি তজ্জন্য শঙ্কা করিতে হইবে না, আপনকার মনোরমা রামাকে দেখাইয়া দেউন, যাহাকে মনোনীত করিবেন তাহার প্রতি আমাদের ঈর্ষা জন্মিবেক না, যেহেতু আমরা আপনারাই এই নিয়ম নির্বন্ধ করিয়াছি একং দিন একং জন অতিথি সেবায় সম্মানিতা হইব, চত্বারিংশদ্দিবস গত হইলে পুনরায় ঐ রূপ পর্য্যায় স্বীকার করিব ; অতএব শীঘ্র এক জনকে মনোনীত করুন, বিশ্রামের কাল বৃথা ক্ষেপণ করা উচিত হয় না। তাহাদের অনুরোধ উল্লঙ্ঘনে অসমর্থ হওয়াতে পরিশেষে ঐ রূপ প্রার্থনায় সম্মত হইতে হইল অতএব যাহার সহিত প্রথমে আলাপ করিয়াছিলাম তাহারই কর গ্রহণ করিলাম এবং সেই নিতম্বিনীও তৎক্ষণাৎ আপনার পাণি আমাকে অর্পণ করিল। তৎপরে আমরা সুসজ্জিত শয়নাগারে নীত হইলাম। অন্যান্য যুবতিরা আমাদিগকে তথায় রাখিয়া স্বং শয়নাগারে গমন করিল।

রজনী প্রভাতা হইলে গাত্রোত্থান করিয়া বসন পরিবর্ত্তন করিতে না করিতেই সেই ঊনচত্বারিংশৎ যুবতী পূর্ব্ব দিনাপেক্ষা বিভিন্ন ভূষণে ভূষিতা হইয়া আমার সমীপে আগমন করিল, এবং নমস্কার পূর্ব্বক কুশল প্রশ্ন করিয়া স্নানাগারে লইয়া গেল। আমি পুনঃং নিষেধ করিয়াছিলাম তথাচ আপনারাই আমার অঙ্গ সংস্কারের তাবৎ কর্ম্ম সমাধা করিয়া দিল। এই রূপে কৃতস্নান হইয়া যখন আগমন করিলাম তখন পূর্ব্ব দিনাপেক্ষা অধিক সুশোভন বসন আনিয়া দিল। বস্ত্র পরিধান করিয়া তাহাদের সঙ্গে ভোজনে বসিলাম প্রায় সমস্ত দিন আমোদ প্রমোদ ও কথোপকথনে যাপন হইল, পরে রজনী সমাগতা হইয়া বিশ্রামের সময় উপস্থিত হইলে তাহারা প্রার্থনা করিল অদ্য সহবাসার্থ

কাহার্ প্রতি অভিলাষ হয়। হে ঠাকুরাণি এক প্রকার বিষয়ের বারম্বার উল্লেখ করিয়া আপনাকে কেন শ্রান্ত করিব, অতএব একেবারে বলি প্রত্যহ একং জনকে শয়নে লইয়া ক্রমে সেই চত্বারিংশৎ বিলাসিনীর সহিত এক বৎসর কাল পরম সুখে যাপন করিলাম যে দিন যাহার সহিত সহবাস করিতাম তাহা হইতেই পরম সন্তোষ জন্মিত ফলতঃ ঐ কাল মধ্যে অসুখের সম্পর্কমাত্র অনুভব হয় নাই।

যে বাসর বৎসর পূর্ণ হইল তাহার পর দিবসে সেই ভাবিনীদের অকস্মাৎ বিভাব অবলোকন করিলাম তাহাতে আমার মহা বিস্ময় জন্মিল। তাহারা অন্যান্য দিনের ন্যায় আমার শারীরিক কুশলও জিজ্ঞাসিল না। সে দিন পূর্ব্ববৎ অনুরাগ প্রকাশ বা আলাপ পরিচয় কিছুই না করিয়া কিয়ৎ ক্ষণ পরে আমার সমীপে আগমন পূর্ব্বক বিষণ্ণ বদনে করুণাশ্রু নিপাত পুরঃসর কহিতে লাগিল হে প্রিয় যুবরাজ আমরা বিদায় লইব এক্ষণে আপনকার নিকট হইতে আমাদিগকে প্রস্থান করিতে হইল।

তাহাদিগের নেত্র নীর নিরীক্ষণে আমি সাতিশয় সন্তাপিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম তোমাদিগের এতাদৃশ শোকের কারণ কি? কি জন্যই বা আমাকে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলা? হে সুন্দরীগণ, ব্যগ্রতা করি আমার নিকট কারণ প্রকাশ কর, সাধ্যানুসারে প্রতীকারের চেষ্টা করি। তাহারা আমার এই সাহসান্বিত বচনের সহসা বিহিত প্রতিবচন না দিয়া খেদ করত কহিল আহা আপনকার সহিত আমাদিগের আলাপ পরিচয় না করিলেই ভাল হইত, আপনকার আগমনের পূর্ব্বেও এ স্থানে অনেকং লোকের সমাগম এবং তাহারদের সহিত আমাদিগের আলাপ হইয়াছিল কিন্তু আপনকার ন্যায় গুণী, সদ্বক্তা, রসিক, ও আমোদী মনুষ্য প্রাপ্ত হই নাই, আমরা আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া কি রূপে জীবন ধারণ করিব বুঝিতে

পারিতেছি না, এই কথা বলিয়াই উচ্চ স্বরে রোদন আরম্ভ করিল। আমি পুনর্ব্বার কহিলাম সুন্দরীগণ কেন ক্রন্দন কর, তোমারদিগের শোকের কারণ কি প্রকাশ কর না? তাহারা উত্তর করিল, আমাদিগকে আপনকার নিকট হইতে প্রস্থান করিতে হইল ইহাই আমাদের শোকের হেতু, বুঝি আর আমাদিগের পরস্পর দর্শন হইবেক না। কিন্তু যদি আপনি পুনর্মিলনের বাসনা রাখেন এবং তদর্থ আত্মাকে বশীভূত করিতে পারেন তাহা হইলে পুনর্ব্বার সাক্ষাৎ হওয়ার সম্ভব, পরন্তু তাহা অতি অসাধ্য। আমি কহিলাম হে সুন্দরীগণ তোমাদিগের মনস্থ কিছুই বুঝিতে পারিলাম না, ব্যগ্রতা করি ব্যক্ত করিয়া বল। তাহাতে এক জন বলিতে আরম্ভ করিল আপনাকে অসন্তুষ্ট রাখা উচিত হয় না একারণ কহি শ্রবণ কর, আমরা সকলেই রাজকন্যা, আমরা কি প্রকারে ও কি নিয়মে এ স্থানে অবস্থান করিতেছি আপনকার বিদিত হইয়াছে কিন্তু কোন অপরিহার্য্য কার্য্য সাধন নিমিত্ত আমাদিগকে প্রত্যেক বৎসরাবসানে এ স্থান হইতে চত্বারিংশদ্দিবস অনুপস্থিত হইতে হয়, সে কর্ম্ম কি, তাহা ব্যক্ত করিতে আমাদিগের সাধ্য নাই, সেই ব্যাপার সমাধার পর এই দুর্গমধ্যে পুনর্ব্বার প্রত্যাগমন করিব, গত কল্য বৎসর পরিপূর্ণ হইয়াছে সুতরাং অদ্য গমন করিতে হইবেক, আমাদিগের পরিতাপের এই হেতু। আমরা গমনের পূর্ব্বে সকল দ্রব্য বিশেষতঃ শত দ্বারি আগারের কুঞ্জিকা আপনকার হস্তে সমর্পণ করিব আপনি তন্মধ্যে একাকী অবস্থিতি করিয়া নানা বিষয় সন্দর্শনে পরমামোদ প্রাপ্ত হইতে পারিবেন। কিন্তু আপনকার ও আমাদিগের উভয় পক্ষের উপকারার্থ অগ্রে সাবধান করিতেছি স্বর্ণময় দ্বারের কপাট উদ্ঘাটন করিবেন না, যদ্যপি সেই দ্বার মুক্ত করেন তবে আমাদের সহিত আর সাক্ষাৎ হইতে পারিবে না, কি জানি যদি আমাদের এই নিষেধ অমান্য করেন এই ভাবিয়াই আমরা এত ক্ষিন্ন হইতেছি। পরন্তু যে বিষয় নিষেধ করি-

লাম যদি তাহাতে সতর্ক না থাকেন আপনকার সুখ শান্তি একেবারে বিনষ্ট এবং জীবনের প্রতিও আঘাত সম্ভাবনা হইবে, যদ্যপি আমাদিগের কথা না মানিয়া বুভুৎসা নিবারণেচ্ছায় ব্যাকুল হয়েন তাহাতে আমাদিগেরও ক্ষতির ইয়ত্তা থাকিবে না, অতএব বিনয় করিতেছি এই মহানিষ্টজনক কর্ম্মটী করিবেন না, যেন চত্বারিংশদ্দিবসাবসানে আসিয়া পুনর্ব্বার দেখিতে পাই, আমরা স্বর্ণ দ্বারের চাবিটী লইয়া গেলেও যাইতে পারি কিন্তু হে প্রিয়বর তাহাতে আপনকার ভাবি দর্শন জ্ঞান ও বিবেচনার প্রতি সন্দেহজন্য আমাদের অপরাধ হয়।

তাহাদের এই কথায় সাতিশয় সন্তাপিত হইয়া কহিলাম তোমাদিগের বিরহে আমাকে মহা দুঃখে পতিত হইতে হইবেক বটে কিন্তু পুনঃ সাক্ষাতের সম্ভাবনায় যে সৎ পরামর্শ দিলে তদর্থ সতত কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিব, তোমাদের আদেশের বহির্ভূত কদাপি হইব না তোমাদিগের ন্যায় রূপ গুণ বতী নিতম্বিনীর সহবাস লাভার্থ এতদপেক্ষা অধিক কঠিন কর্ম্ম করিতেও প্রস্তুত আছি, তৎপরে প্রত্যেককে প্রেমালিঙ্গন প্রদান করিলাম, তাহারাও আমার প্রতি স্নেহ প্রকাশ করত যাত্রা করিল, গমন কালে পুনঃ২ কহিয়া গেল অঙ্গীকারানুরূপ আচরণে যেন ত্রুটি না হয়।

তৎপরে একাকী হইয়া কেবল তাহাদিগের সঙ্গ সুখ চিন্তা করিতে লাগিলাম সম্বৎসর ব্যাপিয়া যে অনির্ব্বচনীয় আনন্দে ছিলাম তজ্জন্য বিহ্বলতা হেতু সম্মুখে উপস্থিত আশ্চর্য্য বিষয় দর্শনে বাসনা বা অবসর হয় নাই, অপর অক্ষি সমক্ষে যে বিচিত্র ঘটনা হইতেছিল তাহাতেও মনোযোগ করি নাই; রমণীদিগের গুণেএমত মোহিত ও সেবা দ্বারা এতাদৃশ আহ্লাদিত ছিলাম যে আমার মনঃ তাহাদিগের প্রতিই সর্ব্বতোভাবে আকৃষ্ট ছিল। অতএব তাহাদের বিচ্ছেদে যৎপরোনাস্তি দুঃখ বোধ হইতে লাগিল, যদ্যপিও চত্বা-

রিংশদ্দিবসের পর তাহার অবসান সম্ভাবনা ছিল তথাচ ঐ কালও অতি দীর্ঘ জ্ঞান হইল।

যাহা হউক, আমি মনে২ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিলাম তাহারা যে পরামর্শ দিয়া গেল তদনুরূপ আচরণ করিব, স্বর্ণ দ্বারটী কদাপি উদ্ঘাটন করিব না। আমার প্রতি উপদেশ ছিল সেইটী ব্যতীত সমুদয় দ্বার খুলিয়া বিবিধ বিচিত্র বিষয় অবলোকন করত নয়ন সুখ অনুভব করিও অতএব কুঞ্চিকা বাহির করিয়া প্রথম দ্বার মুক্ত করিলাম। সেই দ্বার দিয়া গমন করাতে এক উদ্যান দেখিতে পাইলাম তথায় যাহা২ দৃষ্টিগোচর হইল পৃথিবীস্থ কোন দ্রব্যের সহিত সে সকলের কোন অংশে তুলনা হইতে পারে না; মৃত্যুর পরে সুকৃতি পুরুষেরদের পরম সুখকর স্বর্গ লাভ হয় এরূপ উক্তি আছে কিন্তু আমার বিবেচনায় তাহাও ঐ স্থলের উপমাস্থল বোধ হইল না। উক্ত উপবনস্থ তরু নিকর সুশোভন রূপে শ্রেণীবদ্ধ ছিল তাহাতে ক্ষণে২ বহুবিধ নব২ ফল ফলিতেছিল, আমি সে সকল চিনিতে পারিলাম না, ফলতঃ যে দিকে দৃষ্টি করি সেই দিকেই অনির্ব্বচনীয় শোভা সন্দর্শন হয় অতএব পরমাশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। অপিচ সেই সুরম্য উপবনে অতি বিচিত্র রূপে জল সেচন হইত, বৃক্ষ সকলের মধ্যভাগে স্থানে২ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ জল প্রণালী বিবেচনা পূর্ব্বক নির্ম্মিত থাকাতে তদ্দ্বারা যখন যাবৎ পরিমাণে জলের প্রয়োজন হইত তখন তাবন্মাত্র সেচন হইত। যে সকল তরু ও লতায় পত্র পুষ্পাদি শীঘ্র জন্মিতে পারে এবং যাহাতে ফল ধরিয়াছে তাহাতে অধিক পরিমাণে জল প্রক্ষিপ্ত হইত আর যাহার ফল পূর্ণ পরিমাণে জন্মিয়াছে তাহাতে তদপেক্ষাও ন্যূন জল পড়িত এবং যাহার ফল প্রায় পক্ব হইয়াছে তাহাতে ফলের সম্পূর্ণতা নিমিত্ত যৎকিঞ্চিৎ শীকর মাত্র পতিত হইত। অতএব পৃথিবীমধ্যে যেখানে যত উদ্যান আছে সর্ব্বাপেক্ষা ঐ স্থানে অপর্য্যাপ্ত

ফল ফলিতে দেখিলাম এবং সে সকল ফল এখানে সচরাচর দৃষ্ট ফলাপেক্ষা অতি বৃহৎ।

সেই সুরম্য উদ্যান দর্শনে আমার মনঃ সাতিশয় উল্লাসিত হইয়াছিল, কদাপি সে স্থান পরিত্যাগ করিতাম না, কিন্তু কিয়ৎকাল তথাকার শোভা সন্দর্শন করিয়া পরে অন্তঃকরণমধ্যে বিবেচনা করিলাম বুঝি মনোহর দর্শনের এই প্রারম্ভ, অন্যত্র এতদপেক্ষা আরো চমৎকার ব্যাপার থাকিবে অতএব অবলোকিত বিষয় চিন্তা করিতে২ উক্ত স্থান হইতে নির্গমন পূর্ব্বক সে দ্বার রুদ্ধ করিলাম এবং অন্য দ্বার উদ্ঘাটনার্থ অন্তঃকরণমধ্যে সাতিশয় ঔৎসুক্য জন্মিল।

দ্বিতীয় দ্বার মুক্ত করিয়া দেখি সম্মুখেই এক মনোহর পুষ্পোদ্যান, এই উদ্যানের আকারও অতি চমৎকার, এ স্থানে প্রথমোক্ত উপবনের তুল্য জল সেক হয় নাই; অনির্ব্বচনীয় কৌশলে যে বৃক্ষে যে প্রকারে জল বিন্দুর প্রয়োজন, তদ্রূপই শীকর বর্ষণ হইতেছিল। তাহাতে বক, তগর, মল্লিকা, মালতী, জাতী, যূতি, কুন্দ, করুবক, অশোক, শিরীষ, সেবন্তী, শেফালিকা, প্রভৃতি ভিন্ন২ ঋতুর সমস্ত কুসুম প্রস্ফুটিত হইয়াছিল। সে সকল পুষ্পের সৌগন্ধ্য গন্ধবহের মন্দ২ সঞ্চালন দ্বারা নাসিকা রন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইয়া পরমামোদিত করিতে লাগিল।

উক্ত স্থানের শোভা দর্শনে পরিতৃপ্তি জন্মিলে তথা হইতে বহির্গত হইলাম এবং তৃতীয় দ্বার সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক তাহা মুক্ত করিলাম; এই দ্বারের অদূরে পক্ষিশালার ন্যায় এক দালান দৃষ্ট হইল তাহার মধ্যস্থল নানা বর্ণের মূল্যবান প্রস্তরে সুমণ্ডিত ছিল, আর চারি পার্শ্বে সুরভি দারু বিনির্ম্মিত পিঞ্জর সকলে বুলবুল, কোকিল, শুক শারী, শামা, টিটির, দইয়াল প্রভৃতি নানা জাতীয় বিহঙ্গম সুমধুর স্বরে কলরব করিতেছিল তাহাদের অব্যক্ত কণ্ঠ ধ্বনি তান মান সম্বলিত গান অপেক্ষাও অধিক সুশ্রাব্য বোধ হইল। সেই সকল বিহঙ্গের আহার সামগ্রী রত্ন ও মণি নির্ম্মিত পাত্রে

রক্ষিত ছিল। অপর তাহাদের আবাস ভূমির সৌন্দর্য্য ও সুশৃঙ্খলা অবলোকনে জ্ঞান হইল যেন অন্যূন এক শত ভৃত্যে সেই স্থানের কর্ম্ম নির্ব্বাহ করে। ফলতঃ তাদৃশ বহুল বিহঙ্গম একত্র অবস্থিতি করিয়া থাকিলেও কুত্রাপি কোন অসুখকর বা মলিন দ্রব্য দর্শন হয় নাই, অথচ জন মানব দেখিতে পাই নাই।

উক্ত প্রকার উদ্যান শোভা দর্শন করিয়া ইতস্ততো ভ্রমণ করিতেছিলাম ইতিমধ্যে দিবাকর অস্তাচলের চূড়া অবলম্বন করিলেন, তাহাতে পক্ষিগণ কলরব করিতে২ উড্ডীয়মান হইয়া রাত্রিকালীন বিশ্রামার্থ নির্ণীত স্থানে প্রস্থান করিল আমিও সমস্ত দিবস পরম সুখ অনুভব করিয়া রাত্রি যাপনার্থ আবাসাভিমুখে যাত্রা করিলাম এবং মনে২ স্থির করিলাম আগামি কল্য স্বর্ণ দ্বার ব্যতীত সকল দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া সর্ব্ব স্থানের বিচিত্র পদার্থ অবলোকন দ্বারা নয়নদ্বয় চরিতার্থ করিব।

রজনী প্রভাতা হইলে চতুর্থ দ্বার মুক্ত করিলাম, পূর্ব্ব দিবসীয় বিচিত্র ব্যাপার অবলোকনে মনোমধ্যে চমৎকার জন্মিয়াছিল বটে কিন্তু সে দিন যাহা১ দেখিলাম তাহাতে আমাকে আহ্লাদোন্মত্ত করিল। প্রথমতঃ একটী সভাগারে প্রবেশ করিলাম তাহা এমত বিচিত্র রূপে নির্ম্মিত ছিল যে এক মুখে তাহার বর্ণনা হয় না।

সেই অট্টালিকার চত্বারিংশৎ দ্বার, সমুদায়ই উদ্ঘাটিত ছিল, প্রত্যেক দ্বার দিয়া একং ধনাগারে প্রবেশ করা যাইত, তন্মধ্যে এত বিভব ছিল যে কোন রাজ্যে তাবৎ পরিমাণের দ্রবিণ নাই। প্রথম ভবন বিবিধ মুক্তাফলে পরিপূর্ণ ছিল, সেই সকল মৌক্তিকমধ্যে অনেকগুলা কপোত ডিম্বের তুল্য অতি বৃহদাকার, দ্বিতীয় বেশ্ম বহুমূল্য হীরক এবং মণি মাণিক্য স্তূপে যেন জ্বলিতেছিল, তৃতীয় গৃহ হরিণ্মণিতে মণ্ডিত, চতুর্থ আলয় স্বর্ণের থালে সমাকীর্ণ, পঞ্চম কুঠরী রাশি২ স্বর্ণ মুদ্রায় সংকুল এবং ষষ্ঠ গৃহ রৌপ্য পাত্রে পরিপূর্ণ ছিল, অপর ঐ আগারের নিকট আর যে দুইটী ঘর ছিল তাহা রজত মুদ্রায় পরিপূর্ণ দেখিলাম। অবশিষ্ট সমুদায় ভাণ্ডারে নীল লোহিত বর্ণ গোমেদ, এবং শম্বুল প্রভৃতি বিবিধ বহুমূল্য রত্ন ছিল তদ্ব্যতীত স্তূপাকৃতি নানা প্রকার ক্ষুদ্র২ রত্ন ও প্রবাল ইত্যাদিতে একটা দিকই পরিপূর্ণ দেখিলাম। এই সকল অবলোকনে বিস্ময়াপন্ন ও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া আপনা আপনি কহিতে লাগিলাম অবনীমণ্ডলস্থ যাবতীয় সম্রাটের বিভব সংগ্রহ পূর্ব্বক একত্র করিলেও এই রত্নের তুল্য মূল্য হইবেক না, আহা আমি কি সুখী, সেই সমুদায় সুরম্যা রমণীদিগের এবং এই অসীম ঐশ্বর্য্যের অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছি।

হে ঠাকুরাণি, পর২ দিনেও নানা প্রকার আশ্চর্য্য ও অদ্ভুত ব্যাপার নিরীক্ষণ করিলাম বারম্বার তদ্বিষয়ের বর্ণনা করিয়া আপনাকে শ্রান্ত করিব না, এতাবন্মাত্র নিবেদন করিব, নবাধিক নবতি দ্বার মুক্ত করিয়া তদ্যোগে প্রকাশমান সমগ্র দ্রব্য সামগ্রী দর্শন করিলাম তাহাতে উত্তরোত্তর অধিক আশ্চর্য্য বোধ হইল, ঊনচত্বারিংশদ্দিবস যাবৎ যে বৃহৎ দ্বারটী দর্শন করিতে নিষেধ করিয়াছিল কেবল সেই দ্বারটী উদ্ঘাটন করিলাম না। রমণীদের প্রয়াণ বাসরাবধি গণনা করিয়া দেখিলাম চত্বারিংশ দিবস উপস্থিত হইয়াছে। ঐ দিনে যদ্যপি জিজ্ঞাসা নিবৃত্ত্যর্থ ব্যস্ত না হইতাম তাহা হইলে দুঃখের মুখ দর্শন দূরে থাকুক পরম সুখী হইতে পারিতাম, কেননা তাহারা তৎপরদিবসেই আগমন করিত, তাহাদিগের সহ মিলনে পুনর্ব্বার বাক্‌পথাতীত সুখ অনুভব হইতে পারিত কিন্তু আমার কি এক প্রকার কুমতির উদয় হইল তাহাতে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলাম না সুতরাং আপনার শাস্তি ও অসহ্য যাতনা স্বয়ং উপস্থিত করিলাম।

আমি যদ্যপিও অঙ্গীকার করিয়াছিলাম সৌবর্ণ দ্বার মুক্ত করিব না তথাচ বিচিত্র দর্শনোৎসাহে আত্ম বিস্মৃতি হও-

য়াতে লোভ বশতঃ উদ্ঘাটন করিলাম। দ্বারের মধ্যে প্রবেশ না করিতে করিতেই এক প্রকার অনির্ব্বচনীয় সৌগন্ধ্য নাসিকা রন্ধ্রে আসিয়া প্রবিষ্ট হইল তাহাতে আমাকে এতাদৃশ বিহ্বল করিল যে ক্ষণকালমধ্যে মূর্চ্ছাপন্ন হইয়া পড়িলাম, কিয়দ্বিলম্বে মোহ অপগত হইল বটে তথাপি সতর্ক হইয়া গৃহমধ্যে প্রবেশে ক্ষান্ত হইতে বা দ্বার বন্ধ করিতে ইচ্ছা হইল না, যত ক্ষণ বায়ুযোগে গন্ধটা না গেল তাবৎ কাল মাত্র বাহিরে থাকিয়া পরে অভ্যন্তরে গমন করিলাম। গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া গমন করিতে২ নানা বর্ণের বিচিত্র প্রস্তর রচিত খিলানে শোভমান ও কুঙ্কুমে সুরভীকৃত এক বিস্তৃত স্থানে উপনীত হইলাম; সেখানে স্বর্ণাধারোপরি মুসব্বর ও অগুরুচন্দনে নির্ম্মিত বর্ত্তিকা সকল জ্বলিতেছিল এবং স্বর্ণ ও রৌপ্যের বিবিধ ভাজনে দীপের আভা পতিত হওয়াতে পরম শোভা হইয়াছিল।

এই রূপ বিবিধ মনোহর বিষয়ের মধ্যে একটী ঘোর কৃষ্ণবর্ণ মহাবল পরাক্রম অপূর্ব্ব ঘোটক দেখিতে পাইলাম। তাহার নিকটে গমন করিলে দৃষ্ট হইল বদনে স্বর্ণময় বলগা এবং পৃষ্ঠে বিচিত্র সজ্জা রহিয়াছে আর নির্ম্মল স্ফটিকময় পাত্রে তাহার আহারীয় সামগ্রী রক্ষিত ও তদেকদেশে পরিষ্কার যব ও তিল এবং অন্য ভাগে গোলাপ জল স্থাপিত আছে। আমি তাহাকে অবলোকন করিয়া লাগাম ধারণ পূর্ব্বক আলোকের নিকট আনিলাম এবং চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণ করিয়া তাহার উপরি আরোহণ করত চালাইবার চেষ্টা করিলাম কিন্তু সে চলিল না। পরে অশ্বশালা হইতে একটা কশা লইয়া আসিলাম, তাহারদ্বারা একবার আঘাত করিবামাত্র ভয়ঙ্কর চীৎকার করিতে লাগিল এবং যে পক্ষ তাহার কলেবরমধ্যে সংবৃত থাকাতে পূর্ব্বে আমার দৃষ্টিগোচর হয় নাই তাহা নিঃসারণ পূর্ব্বক বিস্তার করিল ও একটা ঝাপ্‌টা মারিয়া আমাকে লইয়া উড্ডয়ন করত ক্ষণ মধ্যে এতাদৃক ঊর্দ্ধে উঠিল যে অবনীমণ্ডল একটী বিন্দুবৎ বোধ হইতে লাগিল। আমি বিবেচনা করিবার অবসরও প্রাপ্ত হইলাম না, সেই তুরঙ্গমের পৃষ্ঠস্থ আসনোপরি কি রূপে স্থির থাকিব এতাবন্মাত্র ভাবনায় ব্যাকুল হইলাম। তাহার নভোগমন কালে আমার বিজাতীয় ভয় জন্মিল বটে কিন্তু কোন প্রকার ক্লেশ বোধ হইল না। যাহা হউক, কিয়ৎ ক্ষণ পরে সেই তুরগ পৃথিবীর দিকে নামিতে আরম্ভ করিল এবং একটী দুর্গের উপরি গিয়া অবতীর্ণ হইল। আমি ভূমি অবলোকন করিয়া সাহ্লাদ চিত্তে অবরোহণের উদ্যোগ করিতেছি ইতিমধ্যে সেই ঘোটক আমাকে বেগে নিক্ষেপ পূর্ব্বক লাঙ্গূল দ্বারা আমার দক্ষিণ চক্ষুটী বাহির করিয়া দিয়া পলায়ন করিল।

হে ঠাকুরাণি, এই রূপে একটী নয়ন বিহীন হইলে সেই দ্বাদশ একাক্ষির ভবিষ্যদুক্তি আমার স্মৃতি পথে উদিত হইল, অনেক ক্ষণ অনুতাপ করিলাম; পরে যন্ত্রণা ও ভয়ের শমতা হইলে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক ছাদ হইতে অবতরণ করত এক গৃহে গমন করিলাম, তথায় দশখানি নীলবর্ণের কাষ্ঠাসন ও মধ্যস্থলে এক খানি নিম্ন আসন দেখিতে পাওয়াতে আমার স্মরণ হইল এ সেই স্থান, অদ্ভুত ব্যাপার অবলোকনের পর যে স্থল হইতে পক্ষী আমাকে লইয়া যায়।

যাহা হউক, পূর্ব্ব পরিচিত স্থানে উপস্থিত হইয়াছি দেখিয়া গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলাম, সে সময় সেই দশ যুবা তথায় ছিল না কিন্তু কিয়ৎ ক্ষণ পরেই সেই যবন সমভিব্যাহৃত হইয়া আগমন করিল। তাহারা আমাকে নয়ন হীন এবং পুনর্ব্বার আগত দেখিয়া বিস্ময় বা আশ্চর্য্য প্রকাশ করিল না, এই মাত্র কহিল আমাদের বাসনা ছিল তোমার প্রশংসা করিব কিন্তু তাহাতে নিরাশ হইলাম যে দুর্ঘটনা ভোগ করিয়া আসিলে তজ্জন্য এখন আমাদিগের প্রতি দোষারোপ করিতে পারিবা না, আমরা পূর্ব্বেই বারণ করিয়াছিলাম। তাহাদের এই কথায় আমি এতাবন্মাত্র প্রতিবচন

প্রদান করিলাম তাহা করিলে আমার অন্যায়াচরণ হইবে, আমি আপনার ঔদ্ধত্য দোষের সমুচিত দণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছি। তাহারা কহিল দুর্দশাপন্ন হইয়া সঙ্গী লাভ করিতে পারিলে দুঃখের বৃদ্ধি হয় না বরং অন্যকেও তাদৃশ ক্লেশ সহ্য করিতে দেখিয়া সন্তাপ খর্ব্ব হয় অতএব তোমার প্রবোধার্থ কহি শ্রবণ কর, তোমার প্রতি যাহা ঘটিয়াছে আমাদিগের ভাগ্যেও তদ্রূপ হইয়াছিল; আমরাও প্রত্যেকে একং বৎসর কাল সেই অলৌকিক সুখ সম্ভোগ করিয়াছি, যুবতীগণের অন্তর্ধান কালে যদ্যপি বিচিত্র দর্শনের লালসায় স্বর্ণদ্বার মুক্ত না করিতাম অদ্য পর্য্যন্ত সেই সুখ সম্ভোগ হইতে পারিত কিন্তু তোমা অপেক্ষা আমরা জ্ঞানী ছিলাম না অতএব আমাদের ভাগ্যেও তোমার তুল্য দণ্ড হইয়াছে। আমি সবিনয় বচনে কহিলাম এখন কোথায় যাই, আমাকে সঙ্গী কর। ইহাতে উত্তর করিল তোমার এস্থানে অবস্থান হইতে পারিবেক না, আমাদিগের সংখ্যা পূর্ণ হইয়াছে, আমারদিগকে আরো কতক কাল প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে অতএব তুমি এস্থান হইতে প্রস্থান কর, যদি অন্যত্র যাও বোগ্‌দাদের রাজভবনে গমন কর সেখানে তোমার নিয়ন্তার সহিত সাক্ষাৎ হইবেক, এই কথা বলিয়া আমাকে এই দেশের মার্গ দর্শাইয়া দিল তাহাতে আমি মনস্তাপ করিতেং উক্ত স্থান হইতে যাত্রা করিলাম।

আসিতেং বর্ত্ম মধ্যে শ্মশ্রু ও ভ্রূ মুণ্ডন করিয়া উদাসীনের বেশ ধারণ করিলাম। অতি কষ্টে অনেক দিন ভ্রমণ করিয়া অদ্য সায়ংকালে এই নগর প্রান্তে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলাম, বহির্দ্বারে এই সতীর্থ ভ্রাতাদিগের সহিত সাক্ষাৎ হয়, পূর্ব্বে ইহাঁদিগের কাহারো সঙ্গে আলাপ পরিচয় ছিল না। প্রথমতঃ সকলেরই দক্ষিণ চক্ষু অন্ধ দেখিয়া আমারদের আশ্চর্য্য জন্মিয়া ছিল কিন্তু তৎকালে আপনাদের ইতিবৃত্ত পরস্পরকে জ্ঞাপন করিতে অবসর হয় নাই; আমরা সকলে একত্র হইয়াই রজনী যোগে কোন স্থানে

আশ্রয় লাভের মানসে এই ভবনাভিমুখে আগমন করি এবং আপনারা স্বাভাবিক দয়ালুতা গুণে মুদিত হইয়া প্রার্থনা মাত্রে করুণা বিতরণ পুরঃসর স্থান দান করিয়াছেন।

জোবেদীর বাক্যাবশেষ।

তৃতীয় উদাসীন আপনার ইতিবৃত্ত সমাপন করিলে জোবেদী তাঁহাকে এবং তাঁহার সমভিব্যাহারিদিগকে সম্বোধন করত কহিলেন তোমারদিগকে স্বাধীনতা প্রদান করা গেল এখন যথেচ্ছা গমন কর। কিন্তু এতৎ শ্রবণে পরিব্রাজকদিগের মধ্য হইতে এক জন সকলের প্রতিনিধি স্বরূপ হইয়া নিবেদন করিল ঠাকুরাণি প্রাগল্ভ্য মার্জ্জনে অনুমতি হউক, এস্থানে এই যে কতিপয় বণিক্ উপস্থিত আছেন ইঁহারা এখনও স্বং বৃত্তান্ত ব্যক্ত করেন নাই, তদাকর্ণনার্থ অস্মদাদির অভিলাষ আছে অতএব আরো কিয়ৎকাল এ স্থানে অবস্থানের আজ্ঞা হউক। জোবেদী তাঁহার এই প্রার্থনায় মৌনাবলম্বন দ্বারাই সম্মতি প্রকাশ করিয়া বণিক্‌দের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। কালিফ জিয়াফর অথবা মিসরোর এই তিন জনের মধ্যে কাহারো সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল না অতএব প্রভুভাবে আদেশ করত কহিলেন এক্ষণে তোমাদিগের স্বং ইতিহাস কহিবার পর্য্যায়, আপনং বিবরণ বর্ণন কর। মন্ত্রী তাঁহার এই বাক্য শুনিয়া অগ্রসর হইলেন এবং যথোচিত বিনয় প্রদর্শন পুরঃসর কহিতে লাগিলেন ঠাকুরাণি আমাদিগের বৃত্তান্ত পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে তথাচ কথনের আদেশ হইল, পুনরুক্তি করি। আমরা বাণিজ্য জীবী, মসনদেশীয় বণিক্ সম্প্রতি খান নামক এক স্থানে আসিয়া অবস্থান করিয়াছি, তথায় আমাদিগের বাণিজ্য সামগ্রী আছে, সে সকল পণ্য বিক্রয় করিবার নিমিত্ত কল্য বোগ্‌দাদে আসিয়াছি, অদ্য সহব্যবসায়ি এক বণিকের আবাসে ভোজনের নিমন্ত্রণ হইয়াছিল তথায় উপস্থিত হইলে চর্ব্ব্য চূষ্য লেহ্য পেয় চতুর্ব্বিধ উত্তমোত্তম খাদ্য দ্রব্য আহারে এবং

সুমিষ্ট মদ্য পানে পরিতৃপ্ত হওয়া গেল, পরে সেই বণিক্ অস্মদাদির আমোদের নিমিত্ত গায়ক ও নর্ত্তকী আনয়ন করাইলেন তাহাতে তাঁহার আগার মধ্যে আমাদের আমোদ প্রমোদ জন্য মহা কোলাহল হইতেছিল। প্রহরিরা বোধ হয় সেই সদনের সন্নিহিত বর্ত্ম দিয়া যাইতেছিল ঐ কলরব তাহাদের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইবা মাত্র ভবন মধ্যে প্রবেশ করিয়া গায়ক ও নর্ত্তকীদিগকে ধরিয়া লইয়া গেল, আমাদের অদৃষ্ট প্রসন্ন, ইহাতে পলায়ন দ্বারা তাহাদের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া গোপনে পথে২ ভ্রমণ করিতে লাগিলাম, রাত্রি অধিক হওয়াতে বোধ করিলাম আমাদের বাণিজ্য স্থানের দ্বার এত ক্ষণ রুদ্ধ হইয়া থাকিবে, অতএব এখন কোথায় যাই, এই চিন্তায় অনুদ্ধত গতিতে চলিতে২ আপনাদিগের বাটীর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলাম এবং এ ভবনস্থ জনগণের কলরব আমাদের কর্ণ গোচর হইলে বিবেচনা করিলাম আপনারদের দ্বারে আঘাত করিয়া প্রার্থনা করি প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত এস্থানে অবস্থানের অনুমতি করেন, তৎপরেই এখানে আসিয়াছি এই মাত্র আমাদিগের বিবরণ।

জোবেদী তাহার এই উক্তি শ্রবণে কিয়ৎকাল নিস্তব্ধ ভাবে চিন্তা করিতে লাগিলেন কি করেন। এক জন উদাসীন তাঁহার বদনের ভঙ্গি বিলোকনে মানসিক ভাব অনুভব করত নিবেদন করিল ঠাকুরাণি আমাদিগের প্রতি যে রূপ অনুগ্রহ করিয়াছেন এই কএকটী বণিকের উপরেও তদ্রূপ কৃপা কটাক্ষ পাতে অনুমতি হউক। এতৎ শ্রবণে তিনি কহিলেন তাহাই ভাল, সকলের প্রতি সমান ব্যবহার করাই উচিত, সকলকেই মুক্ত করিলাম, যাও এখনই এ বাটী হইতে বহির্গমন কর।

জোবেদী প্রভু ভাবে ঐ উক্তি করিলে কালিফ, মন্ত্রী মেসরোর এবং তিন উদাসীন ও বাহক তৎক্ষণাৎ সেই ভবন হইতে বহির্ভূত হইল, কেননা শস্ত্রধারি সাত জন কাফ্রিকে

অবলোকন করিয়া অবধি তাহাদের হৃদয় ভয়ে কাঁপিতেছিল, তাহারা বহির্গত হইলে বাটীর দ্বার রুদ্ধ হইল। কালিফ তৎপরেও ছদ্মবেশী থাকিয়া উদাসীনদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন প্রত্যূষ না হইতে২ কি তোমরা গমন করিবে? তাহারা উত্তর করিল তাহাই তো ভাবিতেছি, এখানে কাহারো সহিত আলাপ পরিচয় নাই, কোথায় যাই? কালিফ কহিলেন তবে আমাদিগের সঙ্গে আইস, উত্তম রূপে রাখিব। পরে মন্ত্রির প্রতি দৃষ্টি করিয়া সঙ্কেত করিলেন তুমি ইহাদিগকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাও, কল্য আমার সহিত সাক্ষাৎ করাইয়া দিও, ইহাদের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতে হইবে আমার রাজত্বের বিবরণ মধ্যে তাহা রাখা আবশ্যক।

মন্ত্রী জিয়াফর আজ্ঞানুসারে উদাসীনদিগকে সঙ্গে লইয়া আপনার আবাসে গমন করিলেন, বাহক নিজ গৃহের বর্ত্ম লইল, এবং রাজা কালিফ ও মহল্লী মেসরোর রাজসদনে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু নৃপতির সমস্ত রজনী নিদ্রা হইল না, যে সকল চমৎকার বিষয় স্বচক্ষে নিরীক্ষণ করিয়া আসিলেন এবং যে২ অদ্ভুত বিবরণ স্বকর্ণে শ্রবণ করিয়াছিলেন তত্তদ্বিষয় স্মরণ করত অস্থির চিত্ত হইতে লাগিলেন। অপর জোবেদীর রূপ লাবণ্য, ও দুষ্টা কৃষ্ণবর্ণ কুক্কুরের প্রতি তাহার নিষ্ঠুরাচরণ এবং আমিনীর বক্ষঃস্থলে ক্ষত চিহ্ন দর্শন করিয়া তৎকালে যেরূপ বিস্ময়াপন্ন হয়েন তত্তদ্বিষয় চিন্তা করাতে এক্ষণেও তাঁহার মনোমধ্যে তাদৃক্ বিস্ময় জন্মিতে লাগিল। যাহা হউক, সেই সমস্ত বিষয়ের চিন্তাতেই অবশিষ্ট যামিনী যাপন করিয়া প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিলেন এবং প্রাতঃকৃত্য সমাপন পূর্ব্বক রাজসভায় যে স্থানে নিয়মিত রাজকার্য্য করণার্থ উপবিষ্ট হইতেন তথায় গিয়া বসিলেন।

কিয়ৎ ক্ষণ পরে প্রধান মন্ত্রী আসিয়া যথা নিয়মে নমস্কারাদি করিলেন। রাজা তাঁহাকে দেখিয়া কহিলেন জিয়াফর এক্ষণে কোন বিশেষ কর্ম্ম নাই, সেই তিন তরুণী

ও দুই কৃষ্ণবর্ণ কুক্কুরের ইতিবৃত্ত অবগত হইবার নিমিত্ত আমার অন্তঃকরণ ঔৎসুক্যে সাতিশয় অধীর হইতেছে যাবৎ তদ্বিবরণ সম্পূর্ণরূপে বিদিত না হইব তাবৎ চিত্ত সুস্থির হইবে না, অতএব সেই যুবতীত্রয়কে এখানে আনাইবার নিমিত্ত এখনি রাজপুরুষ প্রেরণ কর আর তাহাদিগকে আনয়ন কালে সেই তিনটী উদাসীনকেও এখানে আনিও, শীঘ্র যাও, আমি কার্য্যান্তর পরিত্যাগ করিয়া কেবল তোমার প্রত্যাগমন প্রতীক্ষায় রহিলাম।

রাজা কালিফ ক্রোধন স্বভাব, এবং চঞ্চল প্রকৃতি, মন্ত্রির বিলক্ষণ বিদিত ছিল অতএব আদেশ মাত্রে আপনিই দৌত্য কার্য্য স্বীকার করত সত্বর সেই ভাবিনীদিগের ভবন দ্বারে গিয়া উপনীত হইলেন এবং চীৎকার স্বরে আলয়স্থ লোকদিগকে আহ্বান করত দ্বার উদ্ঘাটন করাইয়া নম্রভাবে তাহাদিগকে রাজাদেশ জ্ঞাপন করিলেন কিন্তু গত বিভাবরীর ঘটনার বিষয়ের উল্লেখ মাত্র করিলেন না।

তরুণীত্রয় নরনাথের নিদেশ বার্ত্তা প্রাপ্তিমাত্রে তৎক্ষণাৎ অবগুণ্ঠন ধারণ পুরঃসর অমাত্য সমভিব্যাহারে রাজসভায় যাত্রা করিল। মন্ত্রী তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া যাইতে২ সেই উদাসীনগণকে ডাকিয়া লইলেন। এক্ষণে উদাসীনেরা জানিতে পারিলেন গত রজনীযোগে অজ্ঞানতঃ রাজার সহিত আলাপ হইয়াছিল তাঁহাকে চিনিতে পারেন নাই। সে যাহা হউক, মন্ত্রী সকলকে সঙ্গে লইয়া রাজ সকাশে উপস্থিত করিলে নরনাথ তদীয় সতর্কতার ভূরি২ প্রতিষ্ঠা করত তাহার প্রতি সাতিশয় সন্তোষ প্রকাশ করিলেন।

তরুণীগণ সভাস্থ সমস্ত জনের নয়ন গোচর না হয় এ নিমিত্ত রাজা তাহাদিগকে সভাগৃহের পার্শ্ববর্ত্তি এক কুঠরী মধ্যে বসিতে আদেশ করিলেন এবং উদাসীনত্রয়কে আপনার সন্নিধানেই উপবেশনার্থ আসন দান করিলেন। উদাসীনেরা নৃপতির অনুগ্রহ লাভে এ প্রকার আচরণ করিতে লাগিলেন যে তাহাতে রাজারও প্রতীতি জন্মিল

যদ্রূপ স্থানে আসিয়াছে তদনুরূপ ব্যবহার করিতে পারিবে।

যোষাত্রয় আসন পরিগ্রহ করিলে রাজা তাহাদিগের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন হে তরুণীগণ এক্ষণে শ্রবণ করিয়া তোমাদের বিস্ময় জন্মিবে গত রজনীযোগে আমিই বণিকের বেশে তোমাদিগের আবাসে উপস্থিত হইয়া তোমাদের সহিত আলাপ করিয়াছিলাম কিন্তু তজ্জন্য তোমাদিগকে শঙ্কিত হইতে হইবে না, কোন প্রকারে তোমাদিগের প্রতি আমার অসন্তোষ জন্মে নাই এবং ইহাও মনে করিও না যে দণ্ড বিধানার্থ অদ্য এখানে আহ্বান করিয়াছি, তোমরা সর্ব্বতোভাবে নিরুদ্বেগ হও, আর মনোমধ্যে বরং এরূপ নিশ্চয় কর যেন সে সকল বিষয় আমার স্মৃতি পথ হইতে অতীত হইয়াছে, ফলতঃ তোমাদিগের আচার ব্যবহার দেখিয়া আমরা যথেষ্ট সন্তুষ্ট হইয়াছিলাম, তোমাদিগের নৈপুণ্য ও ব্যবহারজ্ঞতার যাদৃক্ পরিচয় পাইয়াছি বোগদাদস্থ যাবতীয় যুবতী তদ্রূপ গুণবতী হয় এতাদৃশী প্রার্থনা রাখি; আমরা বরং তোমাদিগের প্রতি প্রথমতঃ অনেক অভদ্রতাচরণ করিয়াছিলাম, তোমরা আদ্যোপান্ত সদ্ব্যবহার করিয়াছ চিরকাল আমাদের স্মৃতি পথে থাকিবে। আমি গত রাত্রিতে তোমারদের ভবনে এক জন বণিক্ মাত্র ছিলাম এক্ষণে ভবিষ্যদ্বক্তার বংশোদ্ভব আব্বাসের পরিবারস্থ সপ্তদ্বীপাধিপ হারুন আল রসীদ স্বরূপে রাজসিংহাসনে অধ্যাসীন আছি অতএব তোমারদের ইতিবৃত্ত পরিজ্ঞান নিমিত্ত এখানে আহ্বান করিয়া আনাইয়াছি, তোমরা কল্য নিশাভাগে দুইটী কুক্কুরের প্রতি তাদৃশ নিষ্ঠুর রূপে কেন প্রহার করিলে? এবং কি জন্যই বা তাহার পরে তাহারদিগের সহিত ক্রন্দন করিলে? অপর তোমাদিগের এক জনের বক্ষঃস্থল তাদৃশ ভয়ঙ্কর ক্ষত চিহ্নে চিহ্নিত কেন?

রাজা অতি স্পষ্টরূপে এই সকল কথা কহিলেন তাহাতেই রমণীরদের শ্রুতি গোচর হইল তথাপি প্রধানামাত্য

রাজপরিষদের রীত্যনুসারে উচ্চস্বরে ঐ সকল বাক্য পুনরুক্ত করিলেন। রাজ বচনে জোবেদীর শঙ্কাপগম হইল, যথোচিত বিনয় প্রদর্শন পূর্ব্বক নৃপতিকে সম্বোধিয়া আপনার বিবরণ বর্ণন করিতে আরম্ভ করিলেন।

জোবেদীর বিবরণ।

জোবেদী বিহিত বিনীতি প্রদর্শন পূর্ব্বক কহিতে লাগিল মহারাজ আমি যে আত্ম বিবরণের বর্ণনে প্রবৃত্ত হইতেছি বোধ করি এতদপেক্ষা অদ্ভুত কাহিনী কদাপি মহারাজের শ্রবণ গোচর নয় নাই। হে ধর্ম্মাবতার, আমার সমভিব্যাহারি সেই যে দুইটী কৃষ্ণবর্ণ কুক্কুর দেখিয়াছেন তাহারা আমার সহোদরা, তাহাদের দুর্দশা ও সারমেয়ের আকার কিপ্রকারে কেন হইল আমার ইতিবৃত্ত শুনিতে২ ক্রমে সুগোচর হইবে। যে দুইটী রমণী আমার সঙ্গে একত্রে বাস করেন এস্থানে উপস্থিত হইয়া আমার পার্শ্ববর্ত্তিনী আছেন ইহারা আমার বৈমাত্রেয় ভগিনী, ইহাদের মধ্যে যাহার বক্ষঃস্থলে ক্ষত চিহ্ন নিরীক্ষণ করিয়াছেন তাহার নাম আমিনী, অপরের নাম সফী, আর আমার নাম জোবেদী।

আমাদের পিতা পরলোক গমনকালে বিপুল বিত্ত রাখিয়া যান, তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পর আমরা সকলে সমান অংশে পৈতৃক বিভব বিভাগ করিয়া লইলাম। এই দুই বৈমাত্রেয় ভগিনী স্ব২ অংশ গ্রহণ পুরঃসর আপন২ জননীর নিকট গমন করিলেন আমার যে দুইটী সহোদরা ছিল তাহারা আমার সহিত রহিল। কিয়ৎ কাল পরে কালবশতঃ আমাদের মাতার মৃত্যু হইল, তিনি মরণ কালে আমাদিগের প্রত্যেককে এক২ সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা দান করিয়া গেলেন। আমরা সকলে সেই ধনও আয়ত্ত করিয়া লইলে আমার দুই জ্যেষ্ঠা ভগিনী বিবাহ করিয়া স্ব২ স্বামি সদনে গমন করিলেন অতএব আমি একা-

কিনী হইলাম, কিন্তু পরিণয়ের অনধিক কাল পরেই আমার জ্যেষ্ঠা ভগিনীর পতি আপনার স্থাবরাস্থাবর সমুদয় সম্পত্তি বিক্রয় করিলেন সেই সম্পত্তির মূল্য এবং আমার অগ্রজার স্ত্রীধন লইয়া দুই স্ত্রী পুরুষে আফ্রিকা দেশে যাত্রা করিলেন। ভগিনীপতি অপরিমিতব্যয়ী ছিলেন অল্পকাল মধ্যে তথায় আপনার সমুদায় মুদ্রা ও আমার ভগিনীর সম্পত্তি নষ্ট করিয়া ফেলিলেন ক্রমে নিতান্ত নিষ্কিঞ্চন হওয়াতে একটা ছল করিয়া ভগিনীর সহিত পৃথক্ হওত তাহাকে দূর করিয়া দিলেন।

স্বামী বিনাদোষে দূরীভূত করিয়া দিলে ভগিনী পরিতাপ করিতে২ বোগ্দাদে প্রত্যাগমন করিলেন। তাঁহার এতাদৃশী দৈন্য দশা হইয়াছিল যে তাঁহাকে দেখিলে নির্দয় স্বভাব মানবের অন্তঃকরণেও দয়ার সঞ্চার হইত। যাহা হউক তিনি আমাকেই লক্ষ্য করিয়া আমার আশ্রয় গ্রহণার্থ আসিয়াছিলেন, অতএব আমি যথোচিত স্নেহ করিলাম, বসিতে আসন দিয়া কিয়ৎ ক্ষণ শুশ্রূষার পর জিজ্ঞাসিলাম ভগিনি ঈদৃক্ দুর্গতি কেন হইল? তিনি সজল নয়নে পতির অপরিমিত ব্যয় ও দুষ্ট ব্যবহারাদির বিষয় ব্যক্ত করিলেন। তাঁহার প্রমুখাৎ দুঃখের কথা শুনিতে২ আমার অন্তঃকরণ সাতিশয় সন্তপ্ত হইল, তাঁহার তুল্য অশ্রু পাত করিতে লাগিলাম। অনন্তর বিবিধ প্রবোধ বচনে সান্ত্বনা করত স্নান ও বসন পরিবর্ত্তন করাইয়া দিলাম আর কহিলাম ভগিনি, তুমি আমার জ্যেষ্ঠা, আমি মাতার ন্যায় তোমার প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি করিব, তুমি ভর্ত্তৃগৃহে গমন করিলে পরমেশ্বর প্রসাদাৎ আমার পৈতৃক ধনাংশ অনেক অংশে বর্দ্ধিত হইয়াছে, আমি গুটিপোকার ব্যবসা করিতেছি তাহাতে যথেষ্ট লভ্য হয় অতএব তুমি নির্ধনতার নিমিত্ত বিষণ্ণ কেন হইতেছ নিশ্চয় জানিও আমার যে সম্পত্তি আছে তাহাতে যেমত আমার অধিকার, তোমারও তদ্রূপ করিয়া দিব, আমি আমার ধনে যেমত অধ্যক্ষতা করিব তুমিও তদ্রূপ করিও।

আমি এই প্রকার আশ্বাস দিলে তাঁহার মনঃ কিঞ্চিৎ সুস্থ হইল; তদবধি কিয়ন্মাস যাবৎ সর্ব্ব বিষয়ে সম্পূর্ণ রূপ এক বাক্য হইয়া তাঁহাতে আমাতে একই ভবনে বাস করিতে লাগিলাম। আমরা দুই জনে অন্য সহোদরার নাম সর্ব্বদাই করিতাম এবং তাহার কোন সংবাদ প্রাপ্ত না হওয়াতে তজ্জন্য আমাদের মনঃ উৎকলিকায় আকুল হইত। কিয়ৎ কাল পরে দেখি এক দিবস তিনিও জ্যেষ্ঠার ন্যায় হঠাৎ আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তাঁহারও স্বামী তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছিল। আমি জ্যেষ্ঠাকে যেমত সমাদর করিয়াছিলাম তাহাকেও তদ্রূপ অভ্যর্থনা করিলাম এবং সান্ত্বনা করত আশ্রয় দিয়া আপনার নিকট রাখিলাম।

কিয়দ্দিন পরে সেই দুই সহোদরা কহিলেন তোমার প্রতি আমরা অনেক ভার দিতেছি তাহার লাঘব করা উচিত অতএব আমরা পুনর্ব্বার বিবাহ করিতে চাহি এ-বিষয়ে তোমার কি মত হয়? আমি কহিলাম যদ্যপি আমার নিমিত্ত ঐরূপ করিতে মানস হইয়া থাকে তবে ক্ষান্ত হও, তোমারদের জন্য আমার কিছু মাত্র ভার বোধ হয় নাই, আমার যে আয় আছে তদ্দ্বারা তিন জনে আপনারদের অবস্থানুরূপ ব্যয় পূর্ব্বক স্বচ্ছন্দে কাল যাপন করিতে পারিব, পরে কহিলাম হে ভগিনীরা এ কি আশ্চর্য্য, তোমাদের এই কথায় আমার বিস্ময় জন্মিতেছে, আবার তোমাদের পত্যন্তর অবলম্বনে কি প্রকারে প্রবৃত্তি হইল? একবার বিবাহ করিয়া যে দুর্দশা ঘটিয়াছে তাহাতে স্বামি সহবাসের সুখ আবার কি স্পৃহনীয় হয়? এ বিষয় কে না জানে সজ্জন ও ধার্ম্মিক স্বামী অতি বিরল। আমি নিশ্চয় বলিতেছি আমরা তিন জনে বিবাহ না করিয়া যদি একত্র থাকি পরম সুখে দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিব।

আমি এই রূপে নানা যুক্তি উক্তি করত দুই ভগিনীকে কহিলাম কিন্তু আমার কথায় কোন ফল জন্মিল না। তাঁহারা

বিবাহ করণে কৃতনিশ্চয় হইয়াছিলেন অতএব যাহা মানস করিয়াছিলেন অনতিবিলম্বে সম্পন্ন করিলেন এবং পত্যন্তর আশ্রয় করত স্ব২ স্বামি সহ গমন করিলেন। কিয়ন্মাস পরে দুই জনেই আমার নিকট পুনরাগমন করিলেন এবং আমার পরামর্শে অনাদর করাতে পুনর্ব্বার দুর্দশা ভোগ করিতে হইল বলিয়া অনেক ত্রুটি স্বীকার করিলেন, পরে কহিতে লাগিলেন হে ভগিনি তুমি আমাদিগের কনিষ্ঠা সত্য কিন্তু আমাদিগের অপেক্ষা অনেক বুদ্ধি ও বিবেচনা রাখ এক্ষণে যদ্যপি আমাদিগকে বাটীতে থাকিতে দিয়া দাসী ভাবে প্রতিপালন কর তাহা হইলেও মহোপকার বোধ করিব আর কখন তোমার কথার অবাধ্য হইব না। আমি কহিলাম হে ভগিনীরা তোমরা কি আমার বহিরঙ্গ, তোমাদের মঙ্গলার্থই পূর্ব্বে বারণ করিয়াছিলাম, বুঝিতে না পারিয়া গিয়াছিলে আপনারাই ফল ভোগ করিয়া আসিলে, তাহাতে আমার ক্ষতি কি? এখন যদি আমার আশ্রয়ে পুনর্ব্বার আসিলে স্বচ্ছন্দে থাক, আমি পূর্ব্বে তোমাদের প্রতি যদ্রূপ ব্যবহার করিতাম এখনও তদ্রূপই করিব আমার যাহা আছে স্বচ্ছন্দে ভোগ কর। এই রূপ বলিয়া তাহাদিগকে আলিঙ্গন করিলাম এবং অগ্রে যদ্রূপে একত্র বাস করিতাম সেই প্রকারে এক স্থানে অবস্থান করিতে লাগিলাম।

এক বৎসর কাল পরম সম্প্রীতিতে গত হইল; অন্য বৎসর জগদীশ্বর প্রসাদাৎ আমি বিদেশীয় বাণিজ্যের সুযোগ দেখিতে পাইলাম অতএব সিন্ধু পারে বাণিজ্যার্থ যাত্রা করিবার মানস হইল এবং তন্নিমিত্ত বালসোরায় গমন করিয়া একখানি অর্ণব তরি ক্রয় করিলাম। পরে বোগ্‌দাদ হইতে দ্রব্য সামগ্রী লইয়া গিয়া তাহাতে বোঝাই করিলাম, আমার দুই ভগিনীও সমভিব্যাহারিণী হইলেন। আমরা তরিতে আরোহণ করিলে পবন অনুকূল হইল তাহাতে কিয়দ্দিন পরে নির্ব্বিঘ্নে পারস্য দেশের মোহানায় গিয়া

আমার পোত উপনীত হইল। আমরা যখন জলনিধির মধ্য ভাগে ছিলাম তখন তরণী যেন ভারতবর্ষাভিমুখে গমন করিতেছিল, যাহা হউক, বিংশতি দিবস পালিভরে গমন করিলে পর ভূমি দর্শন হইল এবং সেই ভূভাগের নিকটস্থ হইলে একটা পর্ব্বতের চূড়া ও একটী সুন্দর নগর দেখিতে পাইলাম, তৎ পরেই বায়ু প্রবল হওয়াতে আমাদের পোত ঘাটে গিয়া পঁহুছিল।

নগর দর্শনার্থ আমার সাতিশয় ঔৎসুক্য হইয়াছিল অতএব সঙ্গে যাইবার জন্য ভগিনীদের প্রস্তুত হইবার অপেক্ষা করিতে না পারিয়া একাকিনী তরী হইতে অবতরণ করিলাম এবং সত্বর গমন করত ক্ষণ মধ্যে নগরের বহির্দ্বারে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম এক দল প্রহরী রহিয়াছে তাহাদের মধ্যে কতকগুলি বসিয়া ও কতিপয় ব্যক্তি দণ্ড হস্তে দণ্ডায়মান ছিল, তাহাদিগের আকার এতাদৃক্ ভয়ানক যে দৃষ্টিপাত মাত্রে আমার অন্তঃকরণ শঙ্কায় আকুল হইল পরন্তু তাহাদিগের কোন প্রকার শরীর চেষ্টা দৃষ্ট হইল না বরং বোধ হইল যেন চক্ষুঃ স্থির করিয়া রহিয়াছে অতএব আমার যৎকিঞ্চিৎ সাহস জন্মিল পরে অধিক নিকটে গমন করাতে দেখিলাম সেই প্রহরী দল পাষাণময়। তদ্দর্শনে কিয়ৎ ক্ষণ বিস্মিত প্রায় হইয়া রহিলাম বিবেচনা করিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না, পরে নগর মধ্যে প্রবেশ করিলাম এবং কয়েকটা বর্ত্মে ভ্রমণ করিতে২ দেখিলাম সকল মনুষ্যই জীবিতবৎ অথচ স্পন্দ হীন প্রস্তরময়। অনন্তর নগরের যে ভাগে বণিকেরদের পণ্যবীথী, সেই দিকে গমন করিলাম তথায় যাইয়া দেখি অনেক পণ্যশালা রুদ্ধ রহিয়াছে আর যে কএকটীর দ্বার মুক্ত আছে তাহাতে যে সকল মনুষ্য ক্রয় বিক্রয় করিতেছিল তাহারাও সকলে পাষাণময়। পরে একটী বাটীর ছাদের উপরিস্থ ধূম নির্গম পথের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলাম তাহাতে বাষ্পমাত্র নয়ন গোচর না হওয়াতে বোধ করিলাম ঐ ভবনস্থ লোকেরাও

বর্ত্মস্থ মানবদিগের ন্যায় প্রস্তরাকার হইয়া থাকিবে ফলতঃ নগরস্থ সমুদয় লোকই পাষাণ দেহ প্রাপ্ত হইয়াছিল।

তদনন্তর একটী বৃহৎ অথচ বিস্তৃত স্থানে উপস্থিত হইলাম, তথায় দৃষ্ট হইল একটা প্রকাণ্ড দ্বারের স্বর্ণময় দুইটা কপাট মুক্ত রহিয়াছে, তাহার সম্মুখে একখানি পট্ট বস্ত্রের যবনিকা ঝুলিতেছিল ও অভ্যন্তরে একটী দীপ জ্বলিতেছিল। সেই দ্বারের অদূরে দণ্ডায়মান হইয়া ঐবিষয়ে কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করাতে বোধ হইল ইহা রাজবাটী, অতএব জীবিত মনুষ্য দেখিবার আশ্বাসে তন্মধ্যে প্রবেশ করিলাম। অভ্যন্তরে গিয়া এক পার্শ্বের তিরস্করিণী আকর্ষণ করত দেখি বারণ্ডায় কতকগুলিন দণ্ডনায়ক ও তাহাদের অনুচর লোক দণ্ডায়মান এবং কতিপয় ব্যক্তি বসিয়া রহিয়াছে কিন্তু সকলেই পাষাণময়, ইহাতে আমার বিস্ময়ের ইয়ত্তা রহিল না।

তদনন্তর এক সভাগারে গমন করিয়া একটা জনতা দেখিতে পাইলাম, তাহাদের মধ্যে কেহ২ অভ্যন্তর গমনাভিমুখ, কেহ বা বহির্গমনোদ্যত, কিন্তু সকলেই অচল ও নগরস্থ অন্যান্য লোকের ন্যায় পাষাণ কলেবর। তৎপরে আর দুইটী পরিষন্মণ্ডপে গমন করিলাম কিন্তু ঐ দুই স্থানে জনমানব দেখিতে পাইলাম না, পরন্তু যাবন্ত প্রদেশ ভয়ানক নিস্তব্ধ ভাবে রহিয়াছিল। অনন্তর কিয়ৎ ক্ষণ ইতস্ততো ভ্রমণ করিয়া আর এক দিকে গমন করিলে একটী মনোভাবন ভবন নয়ন গোচর হইল, তাহার গবাক্ষ দ্বার সকল নিরাট স্বর্ণ শৃঙ্খলে বদ্ধ ছিল, ভবনের ভাব অবলোকনে বোধ হইল ইহা মহিষীর অন্তঃপুর হইবে, যাহা হউক দেখিতে২ গমন করাতে এক প্রকাণ্ড দালানে উপস্থিত হইলাম তথায় কতকগুলিন কৃষ্ণ বর্ণ দাস ছিল। সে স্থান হইতে পদ সঞ্চালন করত কিয়দ্দূর গমন করিলে সুসজ্জিত একটী কুঠরী মধ্যে উপনীত হইলাম, সেখানে মস্তকে মুকুট ধারিণী এক ভাবিনীকে দেখিয়া বিবেচনা করিতে লাগিলাম ইনিই রাজ্ঞী হইবেন। তিনি

সুশোভন বসন ভূষণে ভূষিতা ছিলেন, তাঁহার কণ্ঠদেশে গুবাক্‌বৎ সুবর্ত্তুল বৃহৎ মুক্তার হার চমৎকার শোভা বিস্তার করিতেছিল।

সেই সদনের অভ্যন্তরবর্ত্তি মনোহর বহু মূল্য দ্রব্য সামগ্রী বিশেষতঃ তত্রস্থ চমৎকার আস্তর এবং দুগ্ধফেণ সন্নিভ শয়ন শোভা বিলোকনে আমার নয়ন নিমেষশূন্য হইল, এক দৃষ্টে কিয়ৎ ক্ষণ তৎসমুদয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিতে লাগিলাম। ঐ গৃহের মধ্য ভূমি স্বর্ণময় ও চতুর্দিকে ভিত্তির উপরে বিবিধ জীব জন্তুর অবিকল আকৃতি চিত্রিত ছিল। রাণীর আগার হইতে বহির্গমন পূর্ব্বক আরো কিয়ৎ ক্ষণ ভ্রমণ করিয়া বিবিধ বিচিত্র ব্যাপার অবলোকন করিলাম এবং মধ্যে২ উত্তম২ গৃহে প্রবিষ্ট হইলাম কিন্তু যেখানে গমন করি সেই স্থানেই অদ্ভুত দর্শনে বিস্ময় জন্মে, শেষে একটা সুদীর্ঘ দালানে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম বিবিধ বৃহদাকার মণি মাণিক্যে মণ্ডিত একটী স্বর্ণময় সিংহাসন ভূমি হইতে কিঞ্চিৎ উচ্চে রহিয়াছে তাহার উপরিভাগে উত্তম আস্তর আস্তীর্ণ ও প্রান্তভাগে মুক্তা যুক্ত একটী শয্যা ছিল কিন্তু সেই শয্যা হইতে যে একটা মহা তেজোময় আলোক বিনির্গত হইতেছিল তদবলোকনে সাতিশয় চমৎকৃত হইলাম এবং কারণাবগত হইবার নিমিত্ত মনোমধ্যে বিজাতীয় ঔৎসুক্য জন্মিল অতএব সিংহাসনের সোপানোপরি আরোহণ করিয়া মস্তক কিঞ্চিৎ অবনত করত দৃষ্টি নিক্ষেপ করাতে দেখিতে পাইলাম একটী ক্ষুদ্র কাষ্ঠাসনের উপর উঠ পক্ষির ডিম্ববৎ সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর একখানি প্রকাণ্ড হীরক রহিয়াছে সেই হীরা এ প্রকার ঝক্‌মক্ করিতেছিল যে দিবার আলোক সহকারে তদীয় উজ্জ্বলতা অবলোকন করিয়া চক্ষুঃ স্থির রাখিতে পারিলাম না।

সিংহাসনস্থ আস্তরণের প্রত্যেক দিকে এক২টী স্থূল বালিশ ও এক২টী বর্ত্তিকা জ্বলিতেছিল, কি নিমিত্ত বাতি জ্বলিতেছিল কারণ জানিতে পারিলাম না, যাহা হউক

আলোক অবলোকন করিয়া বিবেচনা করিলাম রাজবাটী মধ্যে অবশ্য জীবিত মনুষ্য আছেন যেহেতু বাতি আপনা হইতে নিয়ত প্রজ্বলিত থাকিতে পারে না। উক্ত গৃহ মধ্যে অন্য২ অনেক বিচিত্র পদার্থ দর্শন করিলাম কিন্তু যে হীরকের উল্লেখ করিয়াছি তাহারই চিন্তা মনোমধ্যে জাগরূক রহিল।

তৎপরে কতিপয় কুঠরীর কবাট মুক্ত থাকাতে তত্তন্মধ্যে প্রবেশ করিলাম, সে সকলেরও শোভা পূর্ব্বোক্ত গৃহ সকলের ন্যায় দৃষ্ট হইল। তদনন্তর নানা দ্রব্য ও বহু ধন পূর্ণ এক ভাণ্ডারে ও একটী কর্ম্মালয়ে প্রবেশ করিলাম, তথায় বিবিধ আশ্চর্য্য পদার্থ অবলোকন করাতে আমার আত্ম বিস্মৃতি হইল, আপন নৌকা ও ভগিনীদ্বয়কে ভুলিয়া গেলাম কেবল অদ্ভুত দর্শনের আমোদেই মনঃ নিমগ্ন রহিল; এই রূপ ভ্রমণ করিতে২ সায়ংকাল উপস্থিত হইল, তখন মনে পড়িল তরণীতে প্রত্যাগমন করিতে হইবেক, অতএব যে পথ দিয়া আসিয়াছিলাম সেই বর্ত্ম অবলম্বন করিতে সত্বর হইলাম কিন্তু তাহা স্থির করা সুকঠিন হইল, অনেক ক্ষণ ইতস্ততো ভ্রমণ করিয়া বেড়াইলাম কিছুতেই স্থির করিতে পারিলাম না সুতরাং পুনর্ব্বার সেই অট্টালিকায় প্রত্যাগমন করিয়া কিয়ৎ ক্ষণ পদ সঞ্চালন করত ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিলাম পরে সেই স্থানেই যামিনী যাপন ও প্রত্যূষে নৌকায় গমন স্থির করিলাম। কিন্তু শয্যায় শয়ন করিলেও আমার হৃদয় ভয়ে কম্পান্বিত হইয়া রহিল, আমি অবলা, জন মানব হীন তাদৃশ প্রকাণ্ড অট্টালিকায় একাকিনী থাকিলাম ইহাতে সন্ত্রাস না হইবার সম্ভাবনাই বা কি? অতএব ত্রাস হেতু সমস্ত নিশা জাগরণেই যাপিত হইল।

শয়ন করিয়া সভয়ান্তঃকরণে ভাবিতেছি ইতিমধ্যে নিশীথ সময়ে শ্রুতি গোচর হইল আমারদের উপাসনা ভবনে যেমন কোরান পাঠ হইয়া থাকে তদ্রূপে কোন মনুষ্য যেন কিঞ্চিৎ অধ্যয়ন করিতেছে, সেই শব্দ শ্রবণে আমার অন্তঃকরণে

কিঞ্চিৎ স্বাস্থ্য এবং আনন্দ জন্মিল, তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান পূর্ব্বক একটী জ্বলন্ত বর্ত্তি হস্তে করিয়া সেই ধ্বনি লক্ষ্য করত তত্ত্বান্বেষণে গমন করিলাম, এক গৃহে উত্তীর্ণ হইয়া অন্য ভবনে গমন করিতে লাগিলাম; এই রূপে প্রায় সকল আলয়ে অনুসন্ধান করিলাম। পরে যে কুঠরীর অভ্যন্তর হইতে কণ্ঠনাদ নির্গত হইতে ছিল তাহারই দ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া বাতিটী ভূমিতে রাখিয়া এক ছিদ্র দিয়া দর্শন করিতে লাগিলাম, অনেক ক্ষণ নিরীক্ষণের পর বোধ হইল ভজনা কালীন দিক্ নির্ণয়ার্থ দেবালয়ের পূর্ব্ব দিকে যেমন নাগদন্তক থাকে তন্মধ্যেও সেই রূপ রহিয়াছে এবং বহুতর বর্ত্তিকা যুক্ত দুইটা ঝাড়ের আলোকে সেই আলয় আলোকময় হইয়া রহিয়াছে।

অপর উপাসনার পর প্রার্থনা করিবার নিমিত্ত যেমত ক্ষুদ্র২ আস্তর বিস্তৃত থাকে সেখানেও তদ্রূপ একটী রহিয়াছে, আর একটী পরম রূপবান যুবা সেই আসনে অধ্যাসীন আছেন, এবং তাঁহার সম্মুখে একখানি কোরান কিঞ্চিৎ উচ্চভাগে স্থাপিত ও মুকুলিত রহিয়াছে। তরুণ মনোনিবেশ পুরঃসর উচ্চস্বরে পাঠ করিতেছিলেন। এই ব্যাপার অবলোকনে আমার আশ্চর্য্য জন্মিল, বিবেচনা করিলাম সহরের সকলেই প্রস্তরময়, কেবল এই এক ব্যক্তি অবিকৃত মানবাকার, এ কেমন হইল? যাহা হউক, মনের মধ্যে মহা সন্দেহ জন্মিল অবশ্য এ বিষয়ের কোন কারণ থাকিবেক।

সেই কুঠরীর দ্বারের কবাট বদ্ধ ছিল না, কেবল পরস্পর সংলগ্ন মাত্র ছিল অতএব উদ্ঘাটন পুরঃসর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া নাগদন্তকের দিগে আস্য করত দাঁড়াইলাম এবং উচ্চস্বরে এই প্রকার প্রার্থনা করিলাম "হে ঈশ্বর আপনকার প্রসাদে আমরা নৌকা হইতে নির্বিঘ্নে অবতরণ করিয়াছি তজ্জন্য আপনকার ধন্যবাদ করি, স্বদেশে প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত আমাদিগের প্রতি যেন এই রূপ কৃপা দৃষ্টি থাকে"। পরে সেই যুবাকে জিজ্ঞাসা করিলাম

হে মহাশয় আপনকার বৃত্তান্ত জানিতে প্রার্থনা করি আমার নিবেদনে মনোযোগ হউক। যুবা আমাকে দেখিয়া এবং ঐ উক্তি শ্রবণ করিয়া আমার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক কহিলেন হে রমণি তুমি কে? কি নিমিত্ত এই উচ্ছিন্ন নগরী মধ্যে আগমন করিলে? অগ্রে সবিশেষ বল পশ্চাৎ আমি আপনার বিবরণ জ্ঞাপন করিব।

আমি কোথা হইতে আসিলাম, কি জন্য নৌযাত্রা করি এবং কি রূপে বিংশতি দিবস ভ্রমণের পর ঐ দেশের বন্দরে আসিয়া উপস্থিত হই, সমস্ত বিবরণ সংক্ষেপে বর্ণন করিলাম, শেষে প্রার্থনা করিলাম আপনি যে অঙ্গীকার করিলেন পালনে অনুমতি হউক; হে মহাশয় সমস্ত নগরের উচ্ছিন্নাবস্থা অবলোকন করিয়া আমার মনঃ সাতিশয় ব্যাকুল হইতেছে কারণ অগবত হইলে যৎকিঞ্চিৎ স্বস্থ হইতে পারে।

যুবা উত্তর করিলেন সুন্দরি কিয়ৎ ক্ষণ ধৈর্য্যাবলম্বন কর, এই বলিয়া পুস্তকখানি হস্তে করত সুশোভন আবরণে বেষ্টন পূর্ব্বক ভিত্তিস্থ নাগদন্তকে স্থাপন করিলেন। আমি সেই সময় তাঁহার প্রতি এক দৃষ্টে দৃষ্টিপাত করিয়া থাকাতে তদীয় রূপ লাবণ্য বিশেষরূপে নির্ব্বর্ণন করিলাম, তাঁহার মনোভাবন বদন যেন সর্ব্বদাই হাস্য যুক্ত ছিল অতএব তাঁহার প্রতি আমার সাতিশয় প্রীতি জন্মিল। তিনি গ্রন্থ খানি রাখিয়া আমাকে নিকটে আহ্বান করত আসন পরিগ্রহ করিতে আজ্ঞা করিলেন। বৃত্তান্ত শ্রবণে কালবিলম্বাসহিষ্ণু হইয়া কহিলাম এখানে পাদার্পণ করিয়া অবধি সকলই আশ্চর্য্য দেখিয়াছি ঐ সমুদায়ের কারণ কি? পরিজ্ঞানার্থ অন্তঃকরণ অধৈর্য্য হইতেছে সবিশেষ যাবৎ বিদিত না হইবে তাবৎ মনঃ স্থির হইবে না অতএব হে মহানুভব বিনয় করি অনুগ্রহ প্রকাশ পুরঃসর বর্ণনে আদেশ হউক, আপামর সাধারণ মানবমণ্ডলী যে স্থানে জীবন শূন্য ও পাষাণ কলেবর হইল তথায় আপনি একাকী কি রূপে

পরিত্রাণ পাইলেন? আমি এই কথাগুলি এতাদৃক্ ঔৎসুক্য প্রকাশক ভঙ্গি করিয়া কহিলাম যে আমার প্রার্থনা পূরণে বিলম্ব করা উচিত হয় না ইহা তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হইল।

পরে যুবা উত্তর করিলেন তোমাকে জগদীশ্বর সন্নিধানে যে প্রকারে প্রার্থনা করিতে দেখিলাম তাহাতে বোধ হইতেছে ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ে তোমার বিশ্বাস আছে। জগৎ কর্ত্তা পরমেশ্বর সর্ব্বশক্তিমান, তাঁহার ইচ্ছায় সকলই হয়, এবিষয়ে একটী নিদর্শন কহি অবধান কর। লোকপরম্পরায় শুনিয়া থাকিবে এই রাজ্য এক রাজার অধিকৃত ছিল সেই রাজা আমার জনক, কিন্তু তিনি অমাত্য ও প্রজাপুঞ্জ সহ প্রসিদ্ধ নাস্তিক দৈত্যাধিপতি নার্দ্দন ও অগ্নির উপাসক ছিলেন।

আমার পিতা মাতা উভয়েই পৌত্তুলিক মতাবলম্বী ছিলেন কিন্তু আমি সৌভাগ্যবশতঃ বাল্যকালে সত্যধর্ম্মাবলম্বিনী একটী ধাত্রীর হস্তে সমর্পিত হইয়াছিলাম। আমার পালিকা কোরানোক্ত বিধানে নিপুণা ছিলেন, সমুদায় গ্রন্থ তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল, সম্পূর্ণ রূপে ব্যাখ্যা করিতে পারিতেন, আমাকে লালন পালন করত সর্ব্বদাই এই উপদেশ দিতেন বৎস সর্ব্বশক্তিমান জগদীশ্বর অদ্বিতীয় এবং সদা সর্ব্বত্র বর্ত্তমান; সাবধান, কদাপি তাঁহার দ্বিতীয়ত্ব বা নাস্তিত্ব আশঙ্কা করিও না; পরে আমার বর্ণ পরিচয় হইলে সেই ধাত্রীই আমাকে আরবীয় ভাষায় শিক্ষা দিয়া কোরান পাঠ করাইতে লাগিলেন, তদনন্তর যখন দেখিলেন আমার বোধশক্তির উদ্রেক হইয়াছে তখন কোরানোক্ত চমৎকার বিষয় সকল ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইতে আরম্ভ করেন, অভিনিবেশ পূর্ব্বক চিন্তা করাতে আমারও মনে তাহা যুক্তিসিদ্ধ বোধ হইল কিন্তু তাহার মর্ম্ম আমার পিতা বা নগরবাসী অন্য কেহই জানিতেন না। কিয়ৎকাল পরে আমার সেই ধাত্রী কালবশতঃ কৃতান্তের বশবর্ত্তিনী হইলেন তিনি জীবদ্দশায় থাকিতে থাকিতেই যাবনিক ধর্ম্মে আমার বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি

জন্মিয়াছিল, তাঁহার নিকট যাদৃক্ শিক্ষা ও উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলাম তদনুসারে আমার মনে নিরাকার পরমেশ্বর বিষয়ক সংস্কার সুদৃঢ় হইয়াছিল সুতরাং নার্দ্দন ও অগ্নির উপাসনায় আমার শ্রদ্ধা হইল না বরং ঘৃণা জন্মিতে লাগিল।

কিয়ন্মাসাধিক বর্ষত্রয় অতীত হইল এক দিন অকস্মাৎ বজ্রনির্ঘোষ তুল্য ঘোরতর একটা শব্দ হইল তৎপরে এই অলক্ষ্য বাক্য সর্ব্বসাধারণের শ্রুতি গোচর হইল অরে মানবগণ নার্দ্দন ও অগ্নির উপাসনা পরিত্যাগ করিয়া পরাৎপর সত্য পরমেশ্বরের আরাধনায় মনোনিবেশ কর্।

উক্ত আকাশ বাণী ক্রমাগত তিন বৎসর শুনিতে পাওয়া গিয়াছিল তথাপি কোন ব্যক্তির মত পরিবর্ত্তন হইল না। তৃতীয় বর্ষের শেষ দিন প্রত্যূষে ক্ষণ মাত্রে নগরস্থ সমস্ত মানব পাষাণময় হইল, যে যেখানে যে ভাবে ছিল তদ্রূপেই প্রস্তর শরীরাপন্ন হইয়া রহিল, এতদ্রাজ্যের অধিপতি মদীয় তাতেরও তাদৃশী দশা হইল, তাঁহার শরীর শ্যামবর্ণ শিলা স্বরূপ হইয়া আছে তুমি এই অট্টালিকার সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়াছ অবশ্য এক স্থানে দেখিয়া থাকিবে। আমার মাতা ঠাকুরাণীও উক্ত দুর্গতি হইতে পরিত্রাণ পান্ নাই।

বোধ হয় নগরীস্থ সমস্ত লোক সত্যোপাসনায় বিমুখ হওয়াতেই এই প্রকার ভয়ানক দণ্ড বিধান হইয়াছে, আমিই কেবল তদীয়ানুগ্রহে এই দুর্গতি প্রাপ্ত হই নাই। জগদীশ্বরের করুণার এই সৎ পরিণাম দেখিয়া মদীয় অন্তঃকরণ তদবধি মহোৎসাহ সহকারে নিরন্তর সেই নিরাময় ঈশ্বরের উপাসনাতে আসক্ত আছে, হে সুন্দরি অকস্মাৎ তোমাকে এস্থানে উপস্থিত হইতে দেখাতে আমার অনুভব হইতেছে জগৎকর্ত্তা আমারই সুখ স্বাচ্ছন্দ্য নিমিত্ত এ স্থানে তোমাকে প্রেরণ করিয়াছেন, এই মহানুগ্রহ হেতু আমি সানন্দ চিত্তে তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি। যুবার প্রমুখাৎ এই বিবরণ বিশেষতঃ শেষোক্ত বাক্য শ্রবণে

তাঁহার প্রতি আমার সাতিশয় ভক্তি ও প্রেম জন্মিল, কহিলাম আমারও বোধ হইতেছে এই ভয়ানক দুঃখ জনক স্থান হইতে আপনকার উদ্ধার নিমিত্ত জগদীশ্বর আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন আমার যে তরী এ নগরীর প্রান্তস্থ সমুদ্র তটে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে তাহা দেখিলেই আপনকার প্রতীতি হইবে আমার স্বদেশ বোগ্‌দাদ মধ্যে আমি অগণ্যা অঙ্গনা নহি, সমভিব্যাহারে যত মূল্যবৎ দ্রব্য আনয়ন করিয়াছি তদপেক্ষা অধিক বিভব স্বদেশে সঞ্চিত আছে। সাহস পূর্ব্বক বলিতে পারি যাবৎ পর্য্যন্ত আপনাকে ভর্ত্তৃভাবে গ্রহণ নিমিত্ত দেশাধ্যক্ষের অনুমতি প্রাপ্ত না হইব তাবৎ কাল পরম যত্নে ও উপযুক্ত পরিচর্য্যা সহকারে রাখিতে পারিব। আমারদের দেশাধিপতি বোগ্‌দাদেই বাস করেন অচিরেই আপনকার রাজধানী মধ্যে উপনীত হইবার সংবাদ তাঁহার সুগোচর হইতে পারিবে, তৎপরে আপনকার প্রতি আমার কিরূপ আস্থা হইয়াছে জানিতে পারিবেন, এস্থানের সমস্ত বিষয় দর্শনে বিজাতীয় অসুখ জন্মে অতএব এখানে দীর্ঘকাল বাস করা বিধেয় নহে, আমার তরণী প্রস্তুত আছে, প্রভাতেই চলুন সাগরতটাভিমুখে দুই জনে যাত্রা করি। তিনি আমার এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন পরে আমি যেরূপে নৌকায় কালযাপন করিয়া আসিয়াছিলাম তদ্বিষয়ক কথোপকথন আরম্ভ হইল এবং তাহাতেই রাত্রি যাপন করিলাম।

রজনী প্রভাতা হইবামাত্র দুই জনে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক সেই বাটী হইতে বহির্গত হইলাম এবং বর্ত্মযোগে গমন করিতে২ অনতিবিলম্বে সমুদ্র তীরে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম আমার দুই ভগিনী ও নাবিক এবং দাসীবর্গ আমার কি হইল এই চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া রহিয়াছে। সহোদরাদের নিকট গিয়া গত রাত্রিতে কি জন্য প্রত্যাগমন করিতে পারি নাই তদ্বিবরণ জ্ঞাপন পূর্ব্বক যুবকের পরিচয় দিলাম এবং যে২ আশ্চর্য্য ব্যাপার অবলোকন করিয়া আসিলাম

তাহাও কহিয়া সমভিব্যাহারে আনীত যুবকের জীবন বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত বর্ণন পূর্ব্বক তাহাদিগকে বিদিত করিলাম।

অনন্তর যে সকল বাণিজ্য দ্রব্য সমভিব্যাহারে ছিল তৎ পরিবর্ত্তে স্বর্ণ রৌপ্য এবং অন্যান্য বহুমূল্য দ্রব্য গ্রহণ করিতে লাগিলাম তাহাতে বহু দিন গত হইল। ভূরি২ দ্রব্য সামগ্রী সংগ্রহ করাতে আমার তরি মধ্যে স্থান হইল না অতএব কতক বস্তু ঐ নগরে রাখিয়া আসিলাম ফলতঃ যে সমস্ত আশ্চর্য্য দ্রব্য দর্শন করিয়াছিলাম তৎ সমুদায় সমুদ্র দিয়া লইয়া যাইতে হইলে অনেক তরণীর প্রয়োজন হইত।

যাহা হউক, যে সকল সামগ্রী আবশ্যক ও অত্যুপাদেয় বোধ হইল তাহাই লইয়া যাইতে স্থির করিলাম এবং যে পরিমাণে খাদ্য ও পানীয় সমভিব্যাহারে রাখিলে স্বদেশে উপস্থিত হইতে পারা যাইবে বিবেচনা করিয়া তাবন্মাত্র লইলাম পরে সুবায়ু যোগে যাত্রা করিলাম।

নৌযাত্রার আরম্ভাবধি যুবরাজ, আমি, এবং আমার সহোদরাদ্বয় সকলেরই সাতিশয় প্রমোদে দিন যাপন হইতে লাগিল কিন্তু আমারদের এই আমোদ প্রমোদ দীর্ঘকাল স্থায়ী হইল না, যুবরাজের সহিত আমার উত্তরোত্তর প্রণয়ের আধিক্য দেখিয়া ভগিনীরা ঈর্ষান্বিতা হইলেন; এক দিবস দ্বেষ ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন ভগিনি বোগ্‌দাদে উপস্থিত হইলে তুমি যুবরাজকে লইয়া কি করিবে? আমি বুঝিতে পারিলাম আমার অভিপ্রায় জিজ্ঞাসার্থ এই প্রশ্ন করিলেন অতএব সকৌতুক বাক্যে কহিলাম ইহাঁকে ভর্ত্তা করিব। তদনন্তর যুবরাজের দিকে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক কহিলাম মহাশয় আপনি কি আমার এই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিবেন? বোগ্‌দাদে উপস্থিত হইয়াই আমি আপনাতে আত্ম সমর্পণ করিব এবং দাসী হইয়া কেবল আজ্ঞা পালনে রত থাকিব, আপনি আমার সর্ব্বাধ্যক্ষ হইবেন আপনকার স্বাধীনতার কোন

ব্যাঘাত হইবেক না যথেচ্ছাচরণ করিতে পারিবেন, মদীয় এই মানস কি সফল হইবে?

যুবরাজ কহিলেন সুন্দরি তুমি আমার সহিত কৌতুক করিতেছ না কি? বুঝিতে পারিলাম না, যাহা কর, কিন্তু আমি তোমার ভগিনীদিগের সাক্ষাতে প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে প্রস্তাব করিলে তাহাতে সর্ব্বান্তঃকরণে সম্মত হইলাম, দাসীভাবে তোমার উপর প্রভুত্ব করিব এ কি কথা কহিলে? যদি আমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া পাণি দান কর অর্দ্ধাঙ্গ বোধ করিব ফলতঃ আমি তোমার উপরে কর্ত্তৃত্ব করিতে চাহি না, তুমি আমার অঙ্কলক্ষ্মী হইলে আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করিব। এই সকল কথা শ্রবণে ঈর্ষায় ভগিনীদের বর্ণ বিবর্ণ হইল, তাঁহারা সেই সময় অবধি আমার প্রতি প্রীতি ভাব বিসর্জ্জন করিলেন।

এই সময়ে আমারদের অর্ণবযান বলসোরার নিকট পারস্যদেশীয় মোহানার অদূরে ছিল, বায়ু অনুকূল হইলে পর দিবস সেই স্থানে উপস্থিত হইতে পারিব এতাদৃশী আশা জন্মিল কিন্তু রজনী যোগে আমি ও যুবরাজ নিদ্রিত হইলে পর ভগিনীরা আমারদিগের দুই জনকে সাগর সলিলে ফেলিয়া দিলেন তাহাতে আমার পরম প্রেমাস্পদ সেই যুবরাজ জলশায়ী হইলেন। আমি সন্তরণ জানিতাম কিয়ৎ ক্ষণ জলোপরি ভাসিতে লাগিলাম, তৎপরে সৌভাগ্য বশতই হউক, অথবা দৈববলেই হউক, বোধ হইল যেন ভূমি প্রাপ্ত হইয়াছি, অতএব সন্তরণে ক্ষান্ত হইয়া দণ্ডায়মান হইলাম এবং চলিতে২ কতক দূর গিয়া একটা কৃষ্ণবর্ণ মূর্ত্তি দেখিতে পাইলাম, তদ্দিগে ধাবমান হওয়াতে কখন২ অন্ধকার দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল কিন্তু তল্লক্ষ্যেই গমন করাতে ক্রমে তটে গিয়া উপনীত হইলাম। তীর প্রাপ্ত হইয়া অনুসন্ধান করাতে অবগতি হইল বলসোরার দশ ক্রোশ দূরে একটা উপদ্বীপে আসিয়া পড়িয়াছি। তদনন্তর রজনী প্রভাতে সূর্য্যোদয় হইল তাহাতে বস্ত্রাদি শুষ্ক করিয়া

ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলাম, অনেক স্থানে অনেক ফল ও একটা নির্ঝর দৃষ্ট হইল ইহাতে কিঞ্চিৎ সাহস জন্মিল ফল ভক্ষণ ও জল পান করিয়া কতক দিন প্রাণ ধারণ করিতে পারিব।

কিয়ৎ ক্ষণ ভ্রমণ করিয়া শ্রান্তি বোধ হইলে একটা ছায়াতরুতলে গিয়া বিশ্রামার্থ বসিলাম কিন্তু অনধিক কাল মধ্যে একটা পাখাযুক্ত দীর্ঘ ও বৃহৎ সর্প দৃষ্টি গোচর হইল, ঐ ভুজঙ্গম জিহ্বা বহিষ্করণ পুরঃসর একবার আমার দক্ষিণে ও একবার বাম দিগে যাতায়াত করিতে লাগিল তাহাতে বোধ হইল কোন প্রকার আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে। গাত্রোত্থান করিয়া দেখিলাম তাহার লাঙ্গূল ধারণ পূর্ব্বক তদপেক্ষা বৃহৎ আর একটা অহি আগমন করিতেছে তাহার মানস উহাকে গিলিয়া ফেলে, ইহাতে আমার অন্তঃকরণে করুণার সঞ্চার হইল, আপনি ভয়ে পলায়ন না করিয়া সাহসে নির্ভর করত নিকট হইতে একখান প্রস্তর কুড়াইয়া লইয়া সাধ্যানুসারে তাহার মস্তকোপরি নিক্ষেপ করিলাম তাহাতেই তাহার প্রাণ বিনাশ হইল, সেই আক্রামক ভুজঙ্গ বিনষ্ট হইলে অপর টা নিরুপদ্রব হইয়া পক্ষ বিস্তার পূর্ব্বক উড্ডীয়মান হইল। এই অদ্ভুত জীবের প্রতি কিয়ৎ ক্ষণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া রহিলাম সে দৃষ্টির বহির্ভূত হইলে পূর্ব্ববৎ তরুতলে আসিয়া উপবেশন করিলাম এবং বিশ্রাম করিতে২ কিয়ৎ ক্ষণ মধ্যে আমার নিদ্রাকর্ষণ হইল।

মহারাজ, আশ্চর্য্য ঘটনার কথা শ্রবণে অবধান হউক, জাগ্রৎ হইয়া অবলোকন করি কৃষ্ণ বর্ণের দুইটা কুক্কুরের গলদেশস্থ শৃঙ্খল ধারণ পুরঃসর শ্যামাঙ্গী একটী যোষিৎ আমার পার্শ্বে দণ্ডায়মানা রহিয়াছে। নিরীক্ষণ মাত্রে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক ব্যস্ত সমস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম তুমি কে? সেই যোষা উত্তর করিল কিয়ৎ ক্ষণ পূর্ব্বে সর্পাকৃতি যে জীবকে তদীয় নিদারুণ বৈরির কর হইতে উদ্ধার করিয়াছ আমি সেই ব্যক্তি। তুমি আমার মহোপকার করিয়াছ

তজ্জন্য তোমার নিকট এক প্রকার ঋণী হইয়াছি সেই ঋণ পরিশোধ করা উচিত বিবেচনা করিয়া সম্পন্ন করত সম্বাদ দিতে আসিলাম। তোমার দুই সহোদরা বিশ্বাস-ঘাতকতাচরণ করিয়াছিল আমার বিদিত হইয়াছে তাহা-দিগের সমুচিত দণ্ড প্রদানার্থ আমি তোমা কর্ত্তৃক পরিত্রাত হইয়া আপনার সহচরী পরীদিগের সহিত তোমার তরণীতে গমন করিয়াছিলাম যাবতীয় দ্রব্য সামগ্রী তোমার বোগ্‌দা-দস্থ ভাণ্ডারে রাখিয়া আসিয়া নৌকা জলমগ্না করিয়াছি এই যে দুইটা মসীবর্ণ সারমেয় দেখিতেছ ইহারা তোমার সেই দুই ভগিনী, ইহাদিগের দুরাচারের প্রতিফল প্রতিদান করত এই রূপ করিয়াছি কিন্তু কেবল এতাবন্মাত্র নিগ্রহ দ্বারা সমুচিত দণ্ড হইবেক না যে প্রকার কহিয়া যাইব পরে সেই রূপ করিও।

এতাবৎ কথনের পর পরী আমাকে ও সেই দুই সারমে-য়কে স্বীয় কক্ষদেশে নিক্ষেপ পূর্ব্বক আকাশপথে বোগ্‌দাদা-ভিমুখে যাত্রা করিল এবং ক্ষণ মধ্যে আমার আগারে রাখিয়া গেল। আমি গৃহাভ্যন্তরে গিয়া দেখিলাম আমার দ্রব্যসামগ্রী যাহা২ নৌকায় ছিল সমুদয় ভাণ্ডারে যথাস্থানে রক্ষিত হই-য়াছে। পরী গমন করণের পূর্ব্বে আমার হস্তে সেই দুই কুক্কুরকে সমর্পণ পূর্ব্বক কহিল সলমনের মোহরের উপর যাহার নামাঙ্কিত আছে তাঁহার নামে আদেশ করিতেছি তোমাকে ও যুবরাজকে জলে নিক্ষেপ করণের দণ্ড স্বরূপে প্রতি রজনীতে এই দুই জনের পৃষ্ঠে একং শত বেত্রাঘাত করিও যদ্যপি না কর ইহাদিগের ন্যায় কুক্কুর কলেবর প্রাপ্ত হইবে। হে মহারাজ পরীর অলৌকিক শক্তির প্রমাণ পরি-জ্ঞাত থাকাতে আমি তদীয় আদেশ পালনে ও তাহার ইচ্ছা-নুরূপ আচরণে এখনও বাধ্য আছি।

অতএব আমার আন্তরিক বাসনা না থাকিলেও তদবধি এক্ষণ পর্য্যন্ত সেই দুই সারমেয়ের প্রতি তদ্রূপ আচরণ করিয়া থাকি গত নিশাযোগে মহারাজের নয়ন গোচরই

হইয়াছে তাহাদিগের প্রতি নিগ্রহ করণে আমার স্বারসিক অভিলাষ নাই, বোধ হয় তাহারাও ইহা জানিতে পারে, কেননা তৎকালে করুণাশ্রুপাতে আমার লোচন দ্বয় আবিল হয়, ফলতঃ আমি অনিচ্ছা পূর্ব্বকই ঐ রূপ নিষ্ঠুরতাচরণ করিয়া থাকি। হে মহারাজ কিঞ্চিদ্বিবেচনা করিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারিবেন এই ব্যবহার জন্য আমার কোন অপরাধ নাই। আমার ইতিবৃত্ত এই, যদ্যপি আর কিছু অবশেষ থাকে আমিনীর বৃত্তান্ত শ্রবণাবসরে প্রসঙ্গতঃ অবগত হইতে পারিবেন।

রাজা অনন্য মনে জোবেদীর বৃত্তান্ত শ্রবণ করিতে-ছিলেন তাহার বাক্য সমাপ্ত হইলে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া মন্ত্রিকে কহিলেন আমিনীকে কহ তাহার বক্ষঃস্থল ক্ষত-বিক্ষত কেন? ব্যক্ত করুক। আমিনী তৎ শ্রবণে অবি-লম্বে মহারাজকে সম্বোধিয়া আত্ম বিবরণ কহিতে আরম্ভ করিল।

আমিনীর কথা।

ধর্ম্মাবতার, আমার ভগিনী আমাদের বাল্যবৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন পুনরুক্তি করণের আবশ্যকতা নাই অবশিষ্ট কাহিনীই কহি। আমার জননী বৈধব্যাবস্থায় সঙ্গোপনে সময়াতিবাহন নিমিত্ত একটী ভবন প্রস্তুত করিয়া আমাদের সহিত সেই স্থানে অবস্থিতি করিতেন। কিয়ৎ কাল পরে বোগ্‌দাদস্থ এক জন ধনাঢ্যের তনয়ের সহিত আমার আলাপ হইল তাহাতে মাতা ঠাকুরাণী তাহার সঙ্গে আমার পরিণয় করিয়া দিলেন।

বিবাহের পর সম্বৎসর মধ্যে আমি বিধবা হইলাম আমার পাণিগ্রাহের নবতি সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা সম্পত্তি ছিল,

দেশের ব্যবস্থানুসারে তাহাতে আমারই অধিকার জন্মিল, আমি পতিদায়ের উপস্বত্ব হইতেই স্বচ্ছন্দে আপনার দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিতাম কিন্তু স্বামির নিধনের পর ষণ্মাস গত না হইতে দশটা ভিন্ন২ প্রকারের পরিচ্ছদ প্রস্তুত করণার্থ কিঙ্করদিগকে আদেশ করিলাম, সেই বসন এতাদৃক্ সুশোভন ও সমুজ্জ্বল হইল যে এক২টার মূল্য এক২ সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা হইতে পারিত, যাহা হউক, শোকের বৎসর অতীত হইলে পর তাহা পরিধান করিতে আরম্ভ করিলাম।

এক দিবস বসিয়া গৃহকার্য্য করিতেছি এতদবসরে ভৃত্যেরা সমীপে আসিয়া নিবেদন করিল একটী রমণী আপনকার সহিত সাক্ষাৎ প্রার্থনায় আগমন করিয়াছেন। তচ্ছ্রবণে আদেশ করিলাম অন্তঃপুরে লইয়া আইস। যোষা দাস সমভিব্যাহারে আসিয়া উপস্থিত হইলে দেখিলাম সে বয়োবৃদ্ধা কিন্তু আমার সন্নিধানে উপনীত হইয়াই ভূমি চুম্বন পূর্ব্বক নমস্কার করিল এবং পাতিতজানু হইয়া কহিল ঠাকুরাণি আপনাকে বিরক্ত করিতে আগমন করিলাম ক্ষমা করিবেন, আপনকার বদান্যতার সুখ্যাতি শ্রুত থাকাতেই আমার এ প্রকার সাহস জন্মিয়াছে, হে মান্যা মহিষি আমার একটী কন্যা আছে অদ্য তাহার বিবাহ হইবে আমরা উভয়েই বিদেশীয়া, এই নগর মধ্যে কাহারো সহিত আমাদিগের আলাপ পরিচয় নাই, ইহাতে আমার তনয়া এবং আমি দুই জনেই ভাবনায় ব্যাকুলিতান্তঃকরণ হইয়াছি, যাহারদের সহিত কুটম্বিতা করিব তাহারা পাছে জানিতে পারে আমরা এ স্থানে নিতান্ত অপরিচিত ও আমাদের আত্মীয় স্বজন কেহ নাই। অতএব হে ঠাকুরাণি প্রার্থনা করি আমার দুহিতার বিবাহোপলক্ষে আপনি আমার আলয়ে অধিষ্ঠান করিয়া আমাদিগকে সম্মানিত করেন। অপর আপনি আমাদিগের প্রতি এই অনুগ্রহ প্রকাশ করুন এ দেশের স্ত্রীলোকেরা যেন অনুমান না

করে যে এখানে আমরা ভিক্ষুকের ন্যায় ভ্রমণ করিয়া বেড়াই, আপনকার তুল্য মান্যা মহিলা আদর পূর্ব্বক আমাদিগের আগারে থাকিলে আমার মুখ উজ্জ্বল হইবে। হে মান্যা মহিষি যদ্যপি আপনি আমার এই অভিলাষ পূর্ণ করণে বিমুখ হন তাহা হইলে ক্ষোভের সীমা থাকিবেক না। আমরা অন্য কাহাকেও জানি না, কাহার্ নিকট গমন করিব?

সেই যোষা এই কয়েকটী কথা কহিতে২ রোদন করিতে লাগিল ইহাতে আমার অন্তঃকরণ করুণায় আর্দ্র হইল, উত্তর করিলাম বাছা ইহার জন্য এত কাতরতা কেন? আমা হইতে তোমার যদি কিছু উপকার হয় সর্ব্বান্তঃকরণে সম্পন্ন করিব, কোথায় যাইতে হইবে বল, কিন্তু এখনই যাইতে পারি না, উপযুক্ত বসন ভূষণ পরিধান নিমিত্ত কিঞ্চিৎ কাল অবকাশ দিতে হইবে। সেই বর্ষীয়সী আমার এই উক্তি শ্রবণে কৃতার্থম্মন্যা হইয়া আহ্লাদ প্রকাশ করিতে লাগিল এবং আমার পদ তলে নিপতন পুরঃসর পাদপীঠ চুম্বন করিতে আসিল, আমি তাহাতে অসন্তোষ প্রকাশ করত তাহাকে নিবৃত্ত করিলাম। তদনন্তর সে গাত্রোত্থান করিতে২ কহিল আপনি এই দীন হীন অধীনার প্রতি যে সদাচরণ করিলেন জগদীশ্বর সমীপে অবশ্য ইহার বিনিময়ে উপযুক্ত অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইবেন, আপনি আমাদিগের হৃদয়ে যাদৃশ আহ্লাদ জন্মাইলেন ঈশ্বর প্রসাদাৎ আপনকার চিত্ত নিয়ত তাদৃক্ আনন্দে উৎফুল্ল থাকিবে, সা তবে আমি এখন বিদায় হই, আর বাক্য বিস্তার করিয়া ক্লেশ দিব না, আপনি প্রস্তুত হইয়া থাকিবেন সায়ংকাল উপস্থিত হইলেই আসিব, আগত মাত্রে আমার সমভিব্যাহারে গমন করিতে হইবে যেন অন্যথা না হয়, আমি নিশ্চিন্ত থাকিলাম আমার আগমনের অগ্রেই আপনি বেশ ভূষা করিয়া বসিয়া থাকিবেন, এখন যাই, নমস্কার।

জরতী এই রূপ সবিনয় বচন দ্বারা পুনঃ২ অনুরোধ করিয়া গেলে আমি মনোভাবন সুশোভন বসন পরিধান করিয়া অলঙ্কার পরিতে লাগিলাম। এক ছড়া বৃহদাকার বর্ত্তুল মুক্তার মালা কণ্ঠে দিয়া, হস্তে বলয় এবং অঙ্গুলিতে হীরক নির্ম্মিত অঙ্গুরী, ও কর্ণে কনক কুণ্ডল ধারণ করিলাম, আর যত প্রকার বহুমূল্য অলঙ্কার ছিল সমুদায় বাহির করিয়া তদ্দ্বারা উত্তম রূপে ভূষিতা হইলাম।

সায়ংকাল উপস্থিত হইবা মাত্র সেই বৃদ্ধা আমার সদনে আগমন করিল, এবং প্রফুল্ল চিত্তে মদীয় কর ধারণ পূর্ব্বক কহিল আমার জামাতার স্বজনগণ আগারে আগমন করিয়াছে তাহাদের সমভিব্যাহারিণী রমণী সকল এ স্থানের অতি মান্যা, অতএব অনুগ্রহ প্রকাশ পূর্ব্বক গমনে আজ্ঞা হউক, আমি আপনার পথ দর্শক স্বরূপ হইয়া যাইতেছি। তাহার এই বাক্য শ্রবণে সত্বর হইয়া যাত্রা করিলাম, সেই স্থবিরা অগ্রসর এবং বর্ত্ম দর্শক হইয়া চলিল, আমি পশ্চাৎ২ গমন করিতে লাগিলাম দাসী সকলও স্ব২ উপযুক্ত বসন ভূষণ ধারণ করিয়া আমার অনুগামী হইল। কিয়দ্দূর গমনের পর একটা প্রশস্ত পথের প্রান্তে গিয়া উপস্থিত হইলাম সেই বর্ত্ম অতিশয় পরিষ্কৃত ছিল আর তদুপরি ধূলি নিবারণার্থ জল সেক হইতেছিল ও গন্ধবহ মন্দ২ বহিতেছিল, তাহার এক পার্শ্বের বৃহৎ দ্বারে একটা লণ্ঠন জ্বলিতেছিল। আমরা সেই স্থানে গিয়া দণ্ডায়মান হইলাম এবং উক্ত আলোক সহকারে অবলোকন করিলাম দ্বারের উপর কএকটী বর্ণ লিখিত আছে যথা "সুখ সন্তোষের নিত্য ধাম"। বৃদ্ধা নিকটে গিয়া কবাটে আঘাত করিল তাহাতে আপনা হইতে দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়া গেল।

আমি তাহার সঙ্গে২ শোভন গালিচা বিস্তৃত পথ দিয়া গমন করিতেছিলাম ক্ষণ কাল পরে একটা বৃহদ্ দালানে গিয়া উপনীত হইলাম, আমাকে দেখিবা মাত্র পরমা সুন্দরী অপর একটী নারী আসিয়া নিকটে দণ্ডায়মান হইল এবং

আলিঙ্গন পূর্ব্বক উপবেশনার্থ আসন প্রদান করিল, সেই স্থানের এক দিকে বহুমূল্য দারু বিনির্ম্মিত এবং হীরক খণ্ডে মণ্ডিত একখান সিংহাসন ছিল। ঐ অবলা আমাকে বসিতে আসন দিয়া বলিতে লাগিল ঠাকুরাণি আপনি একটা বিবাহে উৎসব করিতে আসিয়াছেন আমার বোধ হয় কেবল একটা পরিণয় না দেখিয়া বহুতর উদ্বাহ দর্শন করিতে পাইবেন। হে মান্যা মহিষি আমার একটী ভ্রাতা আছেন, তাঁহার তুল্য গুণবান ও সুশ্রী পুরুষ এ ভূমণ্ডলে আর নাই; তিনি আপনকার রূপ লাবণ্যের বার্ত্তা অবগত হইয়া এতাদৃক্ মোহিত হইয়াছেন যে তাঁহার ভাগ্য এক্ষণে আপনকার কর কমলস্থ, ফলে যদ্যপি তাঁহার প্রতি দয়া না হয় তবে তদীয় দুর্দশার ইয়ত্তা থাকিবেক না, আমার ভ্রাতা আপনকার সাংসারিকাবস্থা অবগত আছেন আমি নিশ্চয় বলিতে পারি তিনি আপনার অযোগ্য নহেন। হে ঠাকুরাণি যদ্যপি অভিপ্রায় হয় প্রার্থনা করি আমার সহোদরকে পাণি প্রদান করিয়া উভয়ের তরুণ কাল চরিতার্থ করুন।

পতির পরলোক প্রাপ্তির পর আমি বহুকাল বৈধব্যাবস্থায় ছিলাম পুনর্দ্দার বিবাহ করণের অভিলাষ কখনও হয় নাই, কিন্তু সেই যোষা এবম্বিধ বিবিধ প্ররোচনা বচন প্রয়োগ পুরঃসর তদীয় সহোদরের রূপ লাবণ্যের বর্ণন করিল ও তাহার সহবাসে সুখ জন্মিবার লোভ দেখাইল যে শ্রবণ মাত্রে তাহার প্রতি আমার পূর্ব্বরাগ জন্মিল, তাদৃশ সুন্দর পুরুষকে পরিত্যাগ করিতে অভিলাষ হইল না, মৌনভাবে লজ্জায় অধোবদন হইয়া থাকিলাম। সে আমার ভাব অবলোকন করিয়া হর্ষ প্রকাশ পূর্ব্বক করতালি দিয়া উঠিল তাহাতে পরম রূপবান্ একটী তরুণ তৎক্ষণাৎ সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল তদীয় কমনীয় কান্তি নয়ন গোচর হইবামাত্র মনঃ মোহিত হইয়া গেল তাদৃশ পুরুষ রত্ন লাভ করিতে পারিলে কৃতার্থ হইব বোধ করিতে লাগিলাম। তিনি আসিয়া আমার নিকটেই বসিলেন এবং

কথোপকথন আরম্ভ করিলেন; বাগ্বৈদগ্ধ্য দ্বারা বোধ হইল তাঁহার ভগিনীর প্রমুখাৎ যে২ গুণের গৌরব শুনিয়াছিলাম তদপেক্ষাও অধিক গুণ ধারণ করেন।

উক্ত রমণী আমাদের ভাব অবলোকনে বিবেচনা করিল পরস্পরের মনঃ প্রণয় রসে আর্দ্র হইয়াছে অতএব কিয়ৎ ক্ষণ পরে পুনর্ব্বার করতালি দিল তাহাতে পুরোহিত আসিয়া পরিণয় পত্র প্রস্তুত করিলেন এবং তাহা স্বাক্ষরিত হইলে যে চারি ব্যক্তি সমভিব্যাহারে আসিয়াছিল তাহারা সাক্ষী হইল, বিবাহ পত্রে একটী নিয়ম লিখিত ছিল, আমি পরিণীতা হইয়া সর্ব্বতোভাবে তাহা পালন করি আমার অভিনব স্বামী কেবল তদর্থই আগ্রহ প্রকাশ করিলেন সে নিয়ম এই, আমি অন্য পুরুষের মুখাবলোকন বা অন্য পুরুষের সহিত আলাপ করিব না। নবীন ভর্ত্তা আমাকে ঐ নিয়ম শ্রবণ করাইবার পর শপথ করিলেন যদ্যপি ঐ নিয়ম পালন করি তাহা হইলে সর্ব্বতোভাবে আমাকে সন্তুষ্টা রাখিবেন, তদনন্তর আমাদের পরিণয় সম্পন্ন হইল। হে মহারাজ অবধান হউক, আমি বিবাহ দর্শনার্থ গমন করিয়া স্বয়ং পরিণীতা হইয়া আসিলাম।

যাহা হউক, পরিণয়ের পর সেই পতির সহিত আমার সহবাস হইতে লাগিল, এক মাস পরে বসন ক্রয়ের প্রয়োজন হইল, বহির্গমন না করিলে ক্রয় বিক্রয় হয় না অতএব স্বামির সন্নিধানে অনুমতি প্রার্থনা করিলাম তাহাতে তিনি সম্মতি দিলে সেই বৃদ্ধা ও অন্য দুই জন দাসীকে সঙ্গে করিয়া পণ্যবীথির দিকে গমন করিলাম, বৃদ্ধা আমার বাটীতেই থাকিত।

আমরা বাণিজ্যকারিদের পণ্য স্থানে গিয়া উপস্থিত হইলে বৃদ্ধা কহিল পট্ট বস্ত্র ক্রয়ার্থ আসা গিয়াছে এক জন যুবা বণিকের সহিত আমার আলাপ আছে তাহার বিপিণে যাই চলুন তাহার নিকট গেলে সকল প্রকার বসন পাওয়া যাইবে দোকানে২ ভ্রমণ করিলেও তদ্রূপ প্রাপ্ত হইবেক না,

যে প্রকার মনোনীত করিবেন তাহার নিকট তাহাই প্রাপ্ত হইবেন। বৃদ্ধার এই বাক্যে তাহার সমভিব্যাহারে পরম রূপবান্ এক তরুণ বণিকের পণ্যশালায় গিয়া উপনীত হইলাম, এবং আপনি একান্তে বসিয়া বৃদ্ধাকে বলিলাম সর্ব্বাপেক্ষা সুশোভন কৌষেয় বসন দেখাইতে কহ, বৃদ্ধা বলিল তুমি স্বয়ং জিজ্ঞাসা করনা? তাহাতে তাহাকে কহিলাম এ কি কথা কহিলে তোমার জ্ঞাত আছে বিবাহের সময় স্বামি সমীপে অঙ্গীকার করিয়াছি অন্য পুরুষের সহিত বাক্যালাপ করিব না ইহাতে তাহার উল্লঙ্ঘন হইবে না? আমার এই বাক্যে বৃদ্ধা মৌনাবলম্বন করিল।

পরে বণিক নানা প্রকার সুশোভন বসন বহিষ্করণ পুরঃসর দেখাইতে লাগিল, সে সকলের মধ্যে একটা আমার অত্যন্ত মনোরম্য হওয়াতে বৃদ্ধাকে কহিলাম ইহার মূল্য কি? জিজ্ঞাসা কর। বৃদ্ধার বাক্যে বণিক্ কহিল স্বর্ণ বা রৌপ্য মুদ্রা মূল্যে ইহা বিক্রয় করিব না, যদ্যপি অনুকম্পা করিয়া এই সুন্দরী একবার বদন চুম্বন করিতে দেন তাহা হইলে দিতে পারি। আমি ক্রোধ প্রকাশ পুরঃসর বৃদ্ধাকে কহিলাম এ কি? এ বণিক্ অতি মূঢ় ও অসভ্য না কি? প্রগাঢ় মূঢ়তা বা উন্মাদ ব্যতীত এ প্রকার প্রস্তাব সম্ভবে না। কিন্তু বৃদ্ধা তাহাকে কিছু না কহিয়া আমাকেই বলিল কেন, বণিকের প্রার্থনায় সম্মতা হও না, ইহাতে হানি কি, পরপুরুষের সঙ্গে আলাপ করিবে না অঙ্গীকার করিয়াছ, কথা কহিবার আবশ্যক কি, বদনটী বাড়াইয়া দেও না, ইহাই বা কত ক্ষণের কর্ম্ম, এক মুহূর্ত্তে হইতে পারে। সেই কৌষেয় খানির প্রতি আমার সাতিশয় লালসা জন্মিয়াছিল এবং বৃদ্ধাও পুনঃ২ বিবিধ প্ররোচনা বচন কহিতে লাগিল অতএব কতক ক্ষণ পরে নির্বুদ্ধিক্রমে তাহার পরামর্শে সম্মত হইলাম। বৃদ্ধা আমার অভিপ্রায় প্রাপ্তিমাত্রে অন্য কেহ না দেখিতে পায় এ নিমিত্ত দাসীদের সঙ্গে আমার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল পরে আমি

বদনাবগুণ্ঠন উত্তোলন করিলাম কিন্তু বণিক চুম্বন না করিয়া আমার গণ্ডে নির্দয় রূপে দংশন করিল তাহাতে ক্ষত বিক্ষত হইয়া দষ্ট স্থান হইতে শোণিত স্রাব হইতে লাগিল।

তাহার এই আচরণে আমি বিস্ময়ান্বিত ও সাতিশয় ব্যথিত হইয়া মূর্চ্ছাগত হইলাম, অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত আমার চৈতন্য হইল না, সেই ধূর্ত্ত তদবকাশে আপনার পণ্যশালা বন্ধ করিয়া পলায়ন করিল। মূর্চ্ছাপনোদন হইলে দেখিলাম গণ্ডস্থল শোণিতে পরিপূর্ণ হইয়াছে। পণ্য স্থানের মানববর্গ দেখিতে আসিয়া জনতা না করে, এ কারণ বৃদ্ধা ও পরিচারিকারা বসন দ্বারা আমার বদন আবরণ করিয়া রাখিয়াছিল তাহারা মনে করিয়াছিল আমার মূর্চ্ছা হয় নাই ক্ষীণতা জন্য পতিত হইয়াছি।

ধূর্ত্ত বণিকের উক্ত রূপ আচরণ দর্শনে বৃদ্ধা বিরক্তা হইয়াছিল কিন্তু তদ্ভাব ব্যক্ত না করিয়া আমাকে শান্ত্বনা করত কহিল ঠাকুরাণি ক্ষমা করুন আমারই দোষে এই দুর্ঘটনা ঘটিল। সেই বিট বণিক আমার স্বদেশীয় লোক বলিয়া তোমাকে এ স্থানে আনয়ন করিয়াছিলাম সে যে ঈদৃক্ দুষ্টতাচরণ করিবে বুদ্ধিতে উদয় হয় নাই, যাহা হউক কিছু মনে করিবেন না, চলুন, বাটীতে গমন করি, আমি এক প্রকার ঔষধ জানি এখনি আনিয়া দিব তাহাতে তিন দিনের মধ্যে আরোগ্য হইবে ক্ষত চিহ্নও থাকিবে না। আমার মোহ শান্তি হইলেও এতাদৃশী ক্ষীণতা রহিল যে চলন শক্তি প্রায় রহিত হইয়াছিল তথাপি তাহার কথায় কষ্টে গমন করিলাম কিন্তু গৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে পর পুনর্ব্বার মূর্চ্ছা হইল, বৃদ্ধা সে সময় আমার ক্ষত স্থানে ঔষধ লেপন করিতে লাগিল মোহ বিগত হইলে আমি শয্যার উপরি গিয়া শয়ন করিলাম।

রজনী উপস্থিত হইলে স্বামী শয়নাগারে মদীয় সন্নিধানে আগমন করিলেন, দেখিলেন আমি সর্ব্বাঙ্গে বস্ত্রাবৃত হইয়া

শয্যার একান্তে পড়িয়া রহিয়াছি অতএব কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি কহিলাম শিরঃপীড়ায় কাতর হওয়াতে এই ভাবে আছি, মনে করিয়াছিলাম তাহাতেই পতির প্রবোধ জন্মিবেক আমার বদন দর্শনার্থ আসিবেন না, কিন্তু তিনি একটা দীপ লইয়া আমার কপালের শিরা অবলোকন করিতে আসিলেন এবং গণ্ডস্থল ক্ষত বিক্ষত নিরীক্ষণ করত জিজ্ঞাসা করিলেন, এ কি রূপে হইল? হে মহারাজ যদ্যপিও আমার সমধিক অপরাধ ছিল না তথাপি আমি সকল বিষয় ব্যক্ত করিতে পারিলাম না, স্বামির সন্নিধানে পর পুরুষ কর্ত্তৃক গণ্ডদেশ দষ্ট হইবার কথা কি প্রকারে কহিব, এই মাত্র বলিলাম আপনকার অনুমতিক্রমে কৌষেয় ক্রয় নিমিত্ত পণ্যবীথি গমন করিয়াছিলাম একটা ক্ষুদ্র গলি দিয়া যাইবার সময় হঠাৎ এক জন বাহক এক মোট কাষ্ঠ লইয়া আমার সম্মুখে উপস্থিত হইল তাহার ঔদ্ধত্য-বশতঃ একখান কাঠের খোঁচা গণ্ডদেশে লাগিয়াছিল তাহাতেই এই ক্ষত হইয়াছে, যাহা হউক, তজ্জন্য আমার অধিক ক্লেশ হয় নাই, শিরোবেদনাতেই অস্থির হইয়াছি।

স্বামী আমার এই বাক্য শ্রবণে ক্রোধে অন্ধ হইয়া কহিলেন কি বাহকের এতাদৃশী আস্পর্দ্ধা, আমার বনিতা বর্ত্ম দিয়া যাইতেছিল দেখিয়া সাবধান হয় নাই, তাহার সমুচিত দণ্ড প্রদান করিতেছি, সে কখনই নিষ্কৃতি পাইবে না, কল্য প্রাতঃ কালেই নগরপালকে আদেশ করিব যাবন্ত বাহককে ধরিয়া তাহাদের প্রাণবধ করে। আমি অন্তঃকরণ মধ্যে বিবেচনা করিতে লাগিলাম বিনা দোষে দীনহীন বাহকগণের প্রাণদণ্ড হইলে আমার পাপের পরিসীমা থাকিবেক না অতএব বিনয় করত কহিলাম প্রভু এ-প্রকার অবিচার করিবেন না আমিই এই ক্ষতের আমূল, তৎপ্রযুক্ত আপনি ক্ষোভযুক্ত আছি, কিন্তু আপনার ইচ্ছায় ঐ কর্ম্ম করি নাই, স্বয়ং এতাদৃশ অপরাধ করিলে আপ-

নাকে ক্ষমার অপাত্র জ্ঞান করিতাম। তিনি কহিলেন তবে তোমার গণ্ডস্থল ক্ষত হইবার কারণ কি?

তৎপরেও ছল করিয়া প্রকৃত ব্যাপার গোপন মানসে কহিলাম এক জন সম্মার্জ্জনী বিক্রেতা হইতে এই দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে, সে একটা গর্দ্দভের উপরি কতকগুলিন সংমার্জ্জনী বোঝাই করিয়া যাইতেছিল হঠাৎ সেই রাসভ আমার দিগে ধাবমান হওয়াতে তাহার আঘাতে পতিত হইয়াছিলাম একখানি কাঁচ বিদ্ধ হওয়াতে আমার গণ্ডদেশে এই ক্ষত হইয়াছে। পতি কহিলেন, কি? মার্জ্জনী ব্যবসায়ির এমত আস্পর্দ্ধা, কল্য প্রত্যূষেই প্রধান মন্ত্রিকে এই চাপল্য ব্যাপারের বিবরণ জ্ঞাপন করিব তিনি নগরস্থ সমস্ত সংমার্জ্জনী বিক্রেতার প্রাণদণ্ড করিবেন। আমি ইহাতেও বিনা দোষে অন্যের প্রাণ সংহার সম্ভাবনা দেখিয়া শেষে কহিলাম প্রভো ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে আজ্ঞা হউক তাহাদিগকে ক্ষমা করুন তাহারদের কোন অপরাধ নাই। তিনি কহিলেন তবে আমি কি বুঝিব কিসে এ রূপ হইল তথ্য প্রকাশ কর্ না। আমি কহিলাম যথার্থ এই, মস্তক ঘূর্ণায়মান হওয়াতে পতিত হইয়াছিলাম তাহাতেই এই ক্ষত হইয়াছে এই সত্য কারণ।

আমার এতদ্বচন শ্রবণে স্বামী কোপাগ্নি দ্বারা একেবারে জ্বলিয়া উঠিলেন, ক্রোধে বিকট বদন করিয়া রদনে রদন ঘর্ষণ করত কহিলেন, অরে পাপীয়সি বিস্তর অলীক কহিলি কোনক্রমে দুশ্চরিত্র গোপন করিতে পারিলি না, দেখ্ তোর অসদাচরণের কি প্রতিফল হয়, এই কথা বলিয়া করতালি দিলেন। তাহাতে তৎক্ষণাৎ কৃতান্তের দূত প্রায় ভয়ানক মূর্ত্তি তিন জন কিঙ্কর আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাদিগকে কহিলেন এই দুর্বৃত্তাকে শয্যা হইতে আকর্ষণ পূর্ব্বক গৃহের মধ্য ভূমিতে নিক্ষেপ কর, তাহারা আদেশ মাত্রে তৎক্ষণাৎ আমাকে টানিয়া লইয়া মধ্যস্থলে ভূমির উপর ফেলিল, পরে এক জনকে আমার মস্তক, অপরকে দুইটী

পদ ধরিতে কহিয়া তৃতীয় জনকে শীঘ্র খড়্গ আনয়নার্থ প্রেরণ করিলেন। সে দ্রুতগতি গিয়া তৎক্ষণাৎ সশস্ত্র প্রত্যাগত হইলে আজ্ঞা করিলেন এই দুরাচারিণীর শিরশ্ছেদ পূর্ব্বক নদীতে নিক্ষেপ কর, যেন জলচরের আহার হয়, আমার রীতি এই, যাহাদিগের সহিত প্রণয় করি তাহারা বিশ্বাসঘাতকতাচরণ করিলে এই রূপ দণ্ড করিয়া থাকি। তাঁহার এই উক্তির পর দাসেরা অধিক বিলম্ব করিতে লাগিল তাহাতে কোপ প্রকাশ করত সতর্জ্জন বচনে কহিলেন অরে দুরাত্মারা এখনও বিলম্ব করিতেছিস্?

দাসেরা প্রভুর রোষাবেশ অবলোকনে ভীত হইয়া আমাকে কহিল ঠাকুরাণি আপনার মৃত্যুর আর বিলম্ব নাই পরলোক প্রয়াণের পূর্ব্বে যদি কিছু বক্তব্য থাকে কহুন। তাহাতে আমি স্বামি সন্নিধানে কৃতাঞ্জলি হইয়া কয়েকটী বাক্য নিবেদনের অনুমতি যাচ্ঞা করিলাম এবং ইঙ্গিতে তাহার সম্মতি প্রকাশ হইলে মস্তক উত্তোলন করত তাহার প্রতি সকাতর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিলাম প্রভো আমার ভাগ্যে কি এই দুর্গতি ছিল? আমাকে যৌবনাবস্থায় জীবন বিসর্জ্জন করিতে হইল? ঐ দুইটী বাক্য ব্যতীত আরো কিছু কহিবার বাসনা ছিল পরিতাপ জন্য বাষ্পোদ্গমে কণ্ঠাবরোধ ও নিশ্বাস বদ্ধ হইয়া আসিল সুতরাং আর বাঙ্নিষ্পত্তি করিতে পারিলাম না, কিন্তু আমার ঐ রূপ সকাতর উক্তিতেও তাহার অন্তঃকরণে দয়ার সঞ্চার হইল না বরং রোষাবেশ প্রকাশ পুরঃসর সাতিশয় কর্কশ ও কটুবাক্যে ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন তাহা উচ্চারণ করা যায় না। আমি তদীয় কোপাবেগে ভীত হইয়া সকাতর বাক্যে ক্ষমা প্রার্থনা করিলাম তাহাতে কর্ণপাত মাত্র করিলেন না কেবল দাসদিগকে কহিতে লাগিলেন অরে অচিরে তোদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম কর্। এই সময়ে তাহার ধাত্রী সেই বৃদ্ধা রমণী আসিয়া উপস্থিত হইল এবং আমার এই দুর্গতি দর্শনে তাহার পদতলে পড়িয়া শান্ত্বনা করত কহিতে লাগিল বৎস

আমি তোমাকে অনেক যত্নে লালন পালন করিয়াছিলাম আমার প্রতি কৃপা করিয়া তাহার পুরস্কার স্বরূপে এই অবলার প্রাণ দান কর, বিবেচনা করিয়া দেখ হত্যা করিলে হত হইতে হয়, অপর এ তোমার সহধর্ম্মিণী, ইহার জীবন বিনষ্ট করিয়া ফেলিলে তোমারই অখ্যাতি হইবে, লোক সমাজে তোমারই জঘন্যতা জন্মিবে, ফলতঃ এতাদৃক্ নিষ্ঠুরতা ও অমনুষ্যতার অনুষ্ঠান অবগত হইলে লোকে তোমার প্রতি কি২ আরোপ না করিতে পারে? বৃদ্ধা সাতিশয় কাতর্য্য প্রকাশ পূর্ব্বক ক্রন্দন করিতে২ ঐ প্রকার কহিতে লাগিল তাহাতে তাহার অন্তঃকরণে করুণার সঞ্চার হইল।

স্বামী খড়্গ হস্ত হইয়াও কহিলেন ভাল তবে তোমার মান রক্ষার্থ এই দুরাচারিণীর জীবন দান করিলাম কিন্তু এ পাপিষ্ঠার প্রতি এমত কোন দণ্ড করিতে হইবে যাহাতে ইহার আপনার দোষ চিরকাল স্মরণ থাকে। এই কথা কহিয়া একজন কিঙ্করের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন সে ইঙ্গিতে প্রভুর আদেশ অবগত হইয়া আমার বক্ষঃস্থলে নির্ঘাত রূপে কয়েক বার বেত্রাঘাত করিল তাহাতে উরঃস্থলের মাংস ও চর্ম্ম বিদীর্ণ হইয়া গেল, আমি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলাম। তৎপরে আদেশানুসারে দাসেরা আমাকে অপর এক বাটীতে লইয়া গেল তথায় উক্ত বৃদ্ধা আসিয়া সেবা শুশ্রূষা করত আমাকে সুস্থ করিল, চারি মাস শয্যাগত ছিলাম তাহার পর অনেক কষ্টে কিঞ্চিৎ সুস্থ হই কিন্তু আমার ক্ষত সকল সেই ভাবেই রহিয়াছে আপনার নিকট গোপনের প্রয়োজন কি? গত নিশায় স্বচক্ষে নিরীক্ষণ করিয়াছেন, সে যাহা হউক আমার চলন শক্তি হইলেই পূর্ব্ব স্বামির প্রদত্ত ভবনে প্রত্যাগমনের মানস করিলাম কিন্তু তাহার অনুসন্ধান পাইলাম না, যেহেতু দ্বিতীয় স্বামী ক্রুদ্ধ হইয়া কেবল আমার শরীরে নির্দয় আঘাত করেন নাই উক্ত ভবনও সমভূমি করিয়া ফেলিয়াছিলেন। এই প্রতিহিংসা

অতি অন্যায় বটে, কিন্তু আমি কি করিতে পারি এবং কাহার নিকটে গিয়াই বা অভিযোগ করিব? তিনি গোপনে ঐ অত্যাচার করিয়াছিলেন সপ্রমাণ করিবার উপায় নাই, আর করিতে পারিলেই বা কি হইত? তিনি আমার প্রতি যে প্রকার ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহাতে বোধ হইয়াছে তাঁহার প্রবল প্রতাপ, সুতরাং তাঁহার প্রতি প্রতিবাদী হইলেও কোন প্রতিক্রিয়া হইবেক না, বিবেচনা করিয়া ক্ষান্ত থাকিলাম।

হে মহারাজ, আমি ঐ রূপে নিরাশ্রয় ও নিঃসহায় হওয়াতে শেষে ভগিনীর নিকটে আসিয়া পড়িলাম। তাঁহার বিবরণও মহারাজের শ্রবণ গোচর হইয়াছে, আমার দুঃখের বার্ত্তা তাঁহাকে জ্ঞাপন করিলে তিনি স্বাভাবিক সৌজন্য গুণে আশ্রয় দিয়া রাখিলেন এবং কহিলেন ভগিনি, ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক ক্লেশ সহ্য কর, সংসারের ধর্ম্মই এই, কদাচিৎ সৌভাগ্য ভোগ করিতে হয়, কখন বা দুর্ভাগ্যের ইয়ত্তা থাকে না। তিনি আপনার ঐ উক্তি সপ্রমাণ করণার্থ এক যুবরাজের বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া কহিলেন আমার দুই সহোদরার ঈর্ষা নিমিত্ত মদীয় প্রাণাধিক প্রিয়তম সেই যুবরাজ জলমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করেন, পরন্তু তাহাদের হিংসার সমুচিত প্রতিফল হইয়াছে এক্ষণে সারমেয়াকারে পরিবর্ত্তিত হইয়া আছেন। ধর্ম্মাবতার ভগিনী আমার প্রতি যে অনুকম্পা প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহার বিবরণ কি কহিব তাঁহার আশ্রয়ে আসিয়া আমি যেন পুনর্ব্বার জীবন প্রাপ্ত হইলাম, আমার কনিষ্ঠা সোদরা আমাদের জননীর নিধনের পর অবধি তাঁহার নিকটেই বাস করিত তাহাকে আমার সেবায় নিযুক্তা করিলেন।

আমি এই রূপে বৈমাত্রেয়া ভগিনীর অনুকম্পা প্রাপ্ত হওয়াতে পরমেশ্বরের নিকট ধন্যবাদ করত প্রতিজ্ঞা করিলাম ভগিনী দ্বয় হইতে কখন ভিন্ন হইব না এবং বিবাহ

আমি তোমাকে অনেক যত্নে লালন পালন করিয়াছিলাম আমার প্রতি কৃপা করিয়া তাহার পুরস্কার স্বরূপে এই অবলার প্রাণ দান কর, বিবেচনা করিয়া দেখ হত্যা করিলে হত হইতে হয়. অপর এ তোমার সহধর্ম্মিণী, ইহার জীবন বিনষ্ট করিয়া ফেলিলে তোমারই অখ্যাতি হইবে, লোক সমাজে তোমারই জঘন্যতা জন্মিবে, ফলতঃ এতাদৃক্ নিষ্ঠুরতা ও অমনুষ্যতার অনুষ্ঠান অবগত হইলে লোকে তোমার প্রতি কি আরোপ না করিতে পারে? বৃদ্ধা সাতিশয় কাতর্য্য প্রকাশ পূর্ব্বক ক্রন্দন করিতেং ঐ প্রকার কহিতে লাগিল তাহাতে তাহার অন্তঃকরণে করুণার সঞ্চার হইল।

স্বামী খড়্গ হস্ত হইয়াও কহিলেন ভাল তবে তোমার মান রক্ষার্থ এই দুরাচারিণীর জীবন দান করিলাম কিন্তু এ পাপিষ্ঠার প্রতি এমত কোন দণ্ড করিতে হইবে যাহাতে ইহার আপনার দোষ চিরকাল স্মরণ থাকে। এই কথা কহিয়া একজন কিঙ্করের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন সে ইঙ্গিতে প্রভুর আদেশ অবগত হইয়া আমার বক্ষঃস্থলে নির্ঘাত রূপে কয়েক বার বেত্রাঘাত করিল তাহাতে উরঃস্থলের মাংস ও চর্ম্ম বিদীর্ণ হইয়া গেল, আমি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলাম। তৎপরে আদেশানুসারে দাসেরা আমাকে অপর এক বাটীতে লইয়া গেল তথায় উক্ত বৃদ্ধা আসিয়া সেবা শুশ্রূষা করত আমাকে সুস্থ করিল, চারি মাস শয্যাগত ছিলাম তাহার পর অনেক কষ্টে কিঞ্চিৎ সুস্থ হই কিন্তু আমার ক্ষত সকল সেই ভাবেই রহিয়াছে আপনার নিকট গোপনের প্রয়োজন কি? গত নিশায় স্বচক্ষে নিরীক্ষণ করিয়াছেন, যে তাহা হউক আমার চলনশক্তি হইলেই পূর্ব্ব স্বামির গৃহে প্রত্যাগমনের মানস করিলাম কিন্তু তাহার অনুসন্ধান পাইলাম না, যেহেতু দ্বিতীয় স্বামী ক্রুদ্ধ হইয়া কেবল আমার শরীরে বিষম আঘাত করেন নাই উক্ত দহনও সমভূমি করিয়া ফেলিয়াছিলেন এই প্রতিহিংসা

অতি অন্যায় বটে, কিন্তু আমি কি করিতে পারি এবং কাহার নিকটে গিয়াই বা অভিযোগ করিব? তিনি গোপনে ঐ অত্যাচার করিয়াছিলেন সপ্রমাণ করিবার উপায় নাই, আর করিতে পারিলেই বা কি হইত? তিনি আমার প্রতি যে প্রকার ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহাতে বোধ হইয়াছে তাঁহার প্রবল প্রতাপ, সুতরাং তাঁহার প্রতি প্রতিবাদী হইলেও কোন প্রতিক্রিয়া হইবেক না, বিবেচনা করিয়া ক্ষান্ত থাকিলাম।

হে মহারাজ, আমি ঐ রূপে নিরাশ্রয় ও নিঃসহায় হওয়াতে শেষে ভগিনীর নিকটে আসিয়া পড়িলাম। তাঁহার বিবরণও মহারাজের শ্রবণ গোচর হইয়াছে, আমার দুঃখের বার্ত্তা তাঁহাকে জ্ঞাপন করিলে তিনি স্বাভাবিক সৌজন্য গুণে আশ্রয় দিয়া রাখিলেন এবং কহিলেন ভগিনি, ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক ক্লেশ সহ্য কর, সংসারের ধর্ম্মই এই, কদাচিৎ সৌভাগ্য ভোগ করিতে হয়, কখন বা দুর্ভাগ্যের ইয়ত্তা থাকে না। তিনি আপনার ঐ উক্তি সপ্রমাণ করণার্থ এক যুবরাজের বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া কহিলেন আমার দুই সহোদরার ঈর্ষা নিমিত্ত মদীয় প্রাণাধিক প্রিয়তম সেই যুবরাজ জলমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করেন, পরন্তু তাহাদের হিংসার সমুচিত প্রতিফল হইয়াছে এক্ষণে সারমেয়াকারে পরিবর্ত্তিত হইয়া আছেন। ধর্ম্মাবতার ভগিনী আমার প্রতি যে অনুকম্পা প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহার বিবরণ কি কহিব তাঁহার আশ্রয়ে আসিয়া আমি যেন পুনর্ব্বার জীবন প্রাপ্ত হইলাম, আমার কনিষ্ঠা সোদরা আমাদের জননীর নিধনের পর অবধি তাঁহার নিকটেই বাস করিত তাহাকে আমার সেবায় নিযুক্তা করিলেন।

আমি এই রূপে বৈমাত্রেয়া ভগিনীর অনুকম্পা প্রাপ্ত হওয়াতে পরমেশ্বরের নিকট ধন্যবাদ করত প্রতিজ্ঞা করিলাম ভগিনী দ্বয় হইতে কখন ভিন্ন হইব না এবং বিবাহ

না করিয়া তাঁহারদের সঙ্গেই শেষ কাল যাপন করিব। হে মহারাজ তদবধি বহুকাল আমরা তিন ভগিনী স্বচ্ছন্দে একত্র বাস করিতেছি আমাদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের প্রমাণ কিয়ৎ পরিমাণে আপনকারও চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হইয়াছে; আমি সাংসারিক যাবতীয় কর্ম্মে কর্ত্তৃত্ব করিয়া থাকি, আমাকেই আহারাদি নিমিত্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া আনিতে হয়, গত কল্য ব্যবহার্য্য দ্রব্য সামগ্রী সংগ্রহার্থ বহির্গমন করিয়াছিলাম পণ্যবীথিতে গিয়া ক্রয় করত এক জন বাহক দ্বারা গৃহে আনয়ন করি, সেই বাহক অতি রসিক, আমোদ প্রমোদ করিবার নিমিত্ত তাহাকে কল্যকার রাত্রি গৃহে রাখিয়াছিলাম, সন্ধ্যার কিয়ৎ ক্ষণ পরেই তিনটী উদাসীন আমাদের দ্বারে আসিয়া অবস্থিতি নিমিত্ত কিঞ্চিৎ স্থান প্রার্থনা করে, আমরা তাহাদিগকে চিনিতাম না তথাপি দয়া করিয়া নিয়মে নিবদ্ধ করত বাসস্থান প্রদান করিয়াছিলাম। পরে আমাদের অশনের সময় উপস্থিত হইলে এক সঙ্গে আহারার্থ তাহারদিগকে আহ্বান করিয়াছিলাম, তাহারা ভোজনে বসিয়া চমৎকার গীত দ্বারা আমাদিগের সন্তোষ জন্মাইতে লাগিল। এই রূপে আমোদ প্রমোদ করিতেছিলাম ইত্যবসরে শ্রুত হইল বহির্দ্বারে যেন কেহ আঘাত করিতেছে তাহাতে দ্বারে গিয়া কবাট মুক্ত করাতে দৃষ্ট হইল মশন দেশীয় তিন জন বণিক্ বহির্ভাগে দণ্ডায়মান রহিয়াছে, উদাসীনেরা যে রূপ অনুগ্রহ প্রার্থনা করিয়াছিল তাহারাও তদ্রূপে আশ্রয় ভিক্ষা করিল, তাহাদিগের প্রতিও আমাদের দয়া হইল এবং নিয়ম পালনে স্বীকার করিলে তাহাদের প্রার্থনায় সম্মত হইলাম কিন্তু কেহই প্রতিজ্ঞা পালন করে নাই, তাহাতে প্রত্যেক ব্যক্তিকে সমুচিত দণ্ডদানে আমাদিগের ক্ষমতা ছিল এবং তাহা করিলে আমাদের উচিত কর্ম্ম করা হইত কিন্তু আমরা তাহা না করিয়া কহিলাম প্রত্যেকে আপন২ অবিকল উপাখ্যান বর্ণন কর, নিষ্কৃতি দিব, তাহাতে তাহারা স্ব২ বৃত্তান্ত কহিলে

তাহাদিগকে স্থানভ্রষ্ট করিয়াই আপনারদের ক্রোধ শান্তি করিয়াছি।

রাজা হারুণ অল রসীদ আমিনীর এই বিবরণ শ্রবণে সাতিশয় আহ্লাদিত হইলেন এবং আদ্যোপান্ত সংকলন পুরঃসর পুস্তক নিবদ্ধ করিয়া রাজকীয় পুস্তকাগারে স্থাপন করিতে আজ্ঞা দিলেন। উক্ত দুই অবলার ইতিবৃত্ত শ্রবণে তাঁহার যৎপরোনাস্তি বিস্ময় ও আনন্দ জন্মিল. তাহাতে ঐ বৃত্তান্ত আপনার দেশে ঘোষণা করিয়া প্রচার করিলেন। অপর আপনার জিজ্ঞাসা আশ্চর্য্য প্রকারে সফল হওয়াতে সেই উদাসীনদিগের এবং উক্ত তিন রমণীর প্রতি অনুগ্রহ বিস্তারের মানস হইল অতএব পূর্ব্ববৎ মন্ত্রির দ্বারা আত্ম অভিপ্রায় ব্যক্ত না করিয়া স্বয়ং জোবেদীকে কহিলেন হে রমণি যে পরীকে প্রথমতঃ সর্পাকার দর্শন করিয়াছিলে এবং যে তোমার প্রতি ঐ কঠিন আদেশ করিয়াছে সে কোথায় থাকে? সে কি তোমাকে বলিয়া যায় নাই পুনর্ব্বার কোন সময়ে আসিয়া এই দুই কুক্কুরকে পূর্ব্বাবস্থায় স্থাপন করিবে?

জোবেদী রাজার এই জিজ্ঞাসায় উত্তর করিলেন ধর্ম্মাবতার আমি কহিতে বিস্মৃত হইয়াছি সেই পরী কেশপূর্ণ একটী ক্ষুদ্র কৌটা আমার হস্তে অর্পণ করিয়া কহিয়াছিল যদি কদাচিৎ আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার প্রয়োজন হয় এই পাত্র হইতে কতিপয় শিরোরুহ বহিষ্করণ পুরঃসর অনল জ্বালিয়া দগ্ধ করিও যদিস্যাৎ আমি ককেসস্ পর্ব্বতের প্রান্তরে থাকি তথাপি তৎক্ষণাৎ তোমার সমীপে আসিয়া দর্শন দিব। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন সেই পাত্রটী কোথায় আছে? জোবেদী নিবেদন করিলেন মহারাজ আমি তাহা আপনার সঙ্গেই রাখি আমার নিকটে আছে তদনন্তর অঞ্চলের বন্ধন উন্মোচন পূর্ব্বক বহিষ্কৃত করিয়া দেখাইলে রাজা কহিলেন ভাল তবে পরীকে এই স্থানে একবার আহ্বান কর দেখি।

জোবেদী রাজাদেশে সম্মতি প্রকাশ করিলে সেই স্থানেই হুতাশন আনীত হইল তাহাতে তিনি কৌটা খুলিয়া কএকগাছি কেশ উত্তোলন পূর্ব্বক সেই অনলে প্রক্ষেপ করিলেন কিয়ৎ ক্ষণ পরেই সমস্ত রাজসদন কম্পমান হইয়া উঠিল, অনন্তর সেই পরী মনোভাবন্ বসন পরিধান পুরঃসর সুন্দরী তরুণীর আকারে রাজসভায় আসিয়া উপস্থিত হইল এবং রাজাকে সম্বোধিয়া কহিতে লাগিল ধর্ম্মাবতার আপনকার আদেশ শ্রবণার্থ আগমন করিলাম, যে রমণী আমাকে আহ্বান করিলেন ইহাঁ হইতে আমার মহৎ উপকার হইয়াছিল সেই উপকৃতির নিষ্কৃতি নিমিত্ত নানা প্রকারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছি, ইহাঁর দুই ভগিনী বিশ্বাসঘাতকতাচরণ পুরঃসর বিজাতীয় অনিষ্ট করিয়াছিল তাহারদিগকে কুক্কুরাকারে পরিবর্ত্তন করিয়া বৈরনির্যাতন করিয়াছি যদ্যপি মহারাজের আজ্ঞা হয় তাহাদিগের পুনর্ব্বার পূর্ব্বাকার করিয়া দিতে পারি।

রাজা কহিলেন সুন্দরি যদ্যপি অনুকম্পা প্রকাশ পুরঃসর এ রূপ কর তাহা হইলে আমার আনন্দ ও পরিতোষের পরিসীমা থাকে না, তাহাদিগকে স্বাভাবিক অবস্থায় স্থাপন করিলে তাহাদের হইতে আর বিদ্রোহ হইবার সম্ভাবনা নাই, তাহারা যে কঠিন দণ্ড ভোগ করিয়াছে আমি তদর্থ শান্ত্বনা করিতে পারিব। তোমার নিকট আমার আর একটী অনুরোধ আছে এই যুবতীর প্রতি ইহার দ্বিতীয় ভর্ত্তা অতিশয় নৃশংস ব্যবহার করিয়াছে সে ব্যক্তি কে অনুসন্ধান করিয়া কহিতে পার? তুমি সর্ব্বজ্ঞ, কোন বিষয় তোমার অবিদিত নাই, অনুগ্রহ করিয়া যদি এখনই বল মহোপকৃত হই, সেই নিষ্ঠুরের নাম ধাম অবগত হওয়া আমার অত্যন্ত আবশ্যক হইতেছে, আহা! সে দুরাত্মা এই অবলার দেহে নির্ঘাত আঘাত করিয়াও ক্ষান্ত হয় নাই, ইহার সর্ব্বস্ব হরণ করিয়াছে। এতাদৃশ নিষ্ঠুর ও অমনুষ্যতার কর্ম্মকারী

মানব আমার রাজ্যে বাস করে আমি জানিতে পারি না আমার পক্ষে ইহা অতিশয় লজ্জাকর।

পরী কহিল মহারাজ, এই কামিনীর দুই ভগিনীর সারমেয়াকার ও আমিনীর বক্ষঃস্থল ক্ষত বিক্ষত নিরীক্ষণ করিয়া যদিস্যাৎ আপনকার অন্তঃকরণে এতই দয়ার সঞ্চার হইয়াছে আপনার সন্তোষার্থ এক্ষণেই সেই দুই অবলার কুক্কুর দেহ মোচন এবং আমিনীর উরঃস্থল আরোগ্য করিয়া দিতেছি, ইহার প্রতি নিষ্ঠুরাচারির নাম ধাম পরিজ্ঞানার্থ যদি বাসনা হয় পরে তাহাও জ্ঞাপন করিব।

রাজা এতৎ শ্রবণে জোবেদীর ভবন হইতে সেই দুই সারমেয়ের আনয়ন নিমিত্ত তৎক্ষণাৎ দূত প্রেরণ করিলেন। তাহারা আগত হইলে পরী কহিলেন মহারাজ একটী জলপূর্ণ পাত্র উপস্থিত করণের আদেশ হউক, অনন্তর জলপাত্র আনিয়া দিলে পরী কএকটী মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক আমিনী ও কুক্কুর দ্বয়ের গাত্রে সেই জল প্রোক্ষণ করিতে লাগিলেন, তাহাতে শেষোক্ত দুই প্রাণী পরমা সুন্দরী রমণীর আকার প্রাপ্ত ও আমিনীর হৃদয় অক্ষত হইল। পরী এই ব্যাপার সমাপনের পর রাজাকে সম্বোধিয়া কহিতে লাগিল ধর্ম্মাবতার এক্ষণে কেবল আমিনীর দ্বিতীয় স্বামির নাম ধাম আপনার নিকট ব্যক্ত করণ অবশিষ্ট আছে সেই ব্যক্তি মহারাজের পরমাত্মীয় অর্থাৎ জ্যেষ্ঠ কুমার, যুবরাজ আমীন ও ময়মুনের সহোদর। এই রমণীর রূপ লাবণ্যের বার্ত্তা অবগত হইয়া ছল পূর্ব্বক ইহাকে বশতাপন্ন করত বিবাহ করেন, ইহার প্রতি যে অত্যাচার করিয়াছেন তজ্জন্য আমি মহারাজের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি। এই অবলা তাঁহার বিবাহিতা হইয়া দাসীর প্ররোচনা বচনে পতির নিয়ম অতিক্রমণ করত পরপুরুষকে বদন চুম্বন করিতে দিয়াছিল ইহারই বা এ কেমন ধর্ম্ম, অপর স্বামি সন্নিধানে ভূরি২ প্রতারণা বাক্য প্রয়োগ করে তাহাতে ইহার যে পরিমাণে অপরাধ হইতে পারে যুবরাজের অপরাধ তদ-

পেক্ষা অধিক বলিতে পারি না। ধর্ম্মাবতার যথার্থ বিচার করিলে রাজনন্দন দণ্ডার্হ হইতে পারেন না। পরী এই প্রকার কহিয়া নমস্কার পূর্ব্বক মহারাজের নিকট বিদায় গ্রহণ করত প্রস্থান করিল।

মহারাজ এই সমস্ত ইতিবৃত্ত শ্রবণ ও তৎক্ষণাৎ কুক্কুর দ্বয়ের রূপান্তর এবং আমিনীর বক্ষঃস্থল অক্ষত হইতে দর্শন করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন পরে সন্তোষ প্রকাশ পূর্ব্বক যে কএকটী কর্ম্ম করিলেন তাহা চিরস্মরণীয় হইয়া আছে। প্রথমতঃ তনয়কে নিকটে আহ্বান পুরঃসর কহিলেন বৎস তোমার গোপনে পরিণয়ের কথা শুনিয়াছি, অপর আমিনীর গণ্ডস্থলে যে ক্ষত হইয়াছিল তাহার যথার্থ কারণ প্রকাশ হইয়াছিল অতএব আমিনীর জন্য মহারাজকে যুবরাজের প্রতি অনুরোধ করিতে হইল না তিনি আপনা হইতে সানন্দ মনে তাহাকে পুনর্গ্রহণ করিলেন।

তৎপরে কালিফ জোবেদীর প্রতি আপনার মনঃ অর্পণ করত স্বয়ং তাহাকে গ্রহণ করিলেন এবং উপস্থিত উদাসীন তিন রাজপুত্রের নিকট প্রস্তাব করিলেন তোমরা জোবেদীর এই তিন ভগিনীকে বিবাহ কর। তাহারা হৃষ্টচিত্তে ঐ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন, পরিশেষে রাজা কালিফ আপনার রাজধানী মধ্যে প্রত্যেককে একং অট্টালিকা দিয়া বাস করাইলেন এবং উচ্চ পদে অর্থাৎ মন্ত্রির কর্ম্মে নিযুক্ত করত সম্মানিত করিলেন। তদনন্তর বোগদাদের ধর্ম্মাধ্যক্ষ বিবাহ পত্র লিখিয়া দিলে সকলের শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইল। অতএব রাজা কালিফের প্রসাদে ঐ কএক ব্যক্তি অপর্য্যাপ্ত দুঃখ ভোগ করিয়া চরমে পরম সুখ ভোগ করিতে লাগিলেন তাহাদিগের বিবরণ রাজ্য মধ্যে প্রচার হওয়াতে রাজার মহাং সুখ্যাতি হইল।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত।